এসো নাটক করি

গ্রাম বাংলার অভিজ্ঞতার নিরিখে একটি সংকলন

এসো নাটক করি

গ্রাম বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দময় ও সৃজনশীল বিকাশের জন্য একগুচ্ছ নাটক

AHEAD Initiatives

এসো নাটক করি

গ্রাম বাংলার অভিজ্ঞতার নিরিখে একটি সংকলন

(Eso Natak Kori, Gram Banglar Obhiggatar Nirikhe Ekti Sankalon)

প্রকাশকঃ

AHEAD Initiatives

৫/১/২/জি কর্নফিল্ড রোড (বালিগঞ্জ)

কলিকাতা – ৭০০০১৯

ফোন- ০৩৩ 4067 0369

ইমেল- ahead@aheadinitiatives.in

অলংকরণঃ মানব পাল

প্রচ্ছদঃ অভিজিত দাস

প্রকাশ কাল - ২০১৪

নির্মাণ - ব্যয় বাবদ প্রার্থিত অনুদান - ১০০ টাকা

ভূমিকা

২৫ বছর ধরে গ্রামে গ্রামে উন্নয়নের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাবনা মনে উঁকি দিয়ে গেছে। গ্রামের মানুষকে জানা এবং সেখানকার সমস্যা বুঝতে গিয়ে মনের অগোচরে কয়েকটি চরিত্র ও কিছু সংলাপ নাটকের আকারে ফুটে উঠেছে। সেই নাটকগুলি বিভিন্ন জেলার গ্রামের ছেলেমেয়েরা মাঠে-ঘাটে-হাটে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সময়ে তা পরিবেশনও করেছে। এই পরিবেশনাগুলি মানুষের ভাবনার সলতেটাকে উসকে দিয়ে আনন্দের মাধ্যমে সচেতনতার আলো জ্বালিয়েছে।

"এসো আমরা নাটক করি"- এরকমই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত একগুচ্ছ নাটকের সংকলন। এই সংকলনের নাটকগুলি যদি গ্রামের যে কোন সংগঠন, মানুষ, কিশোর-কিশোরী, বা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করতে পারে, তাহলে আমাদের এই শ্রম সার্থক হবে বলে আমরা মনে করব। আমরা আনন্দিত হবো এই ভেবে যে এই নাটকগুলি কোনো সঠিক পথের দিশা দেখাতে সক্ষম হলো।

নাটক মঞ্চস্থ করার সময় যদি আমাদের জানান, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

স্বপন দাস

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌

সূচীপত্র

১) শিক্ষা বিষয়কঃ

- এ কোন শিক্ষা ৭
- ছেলেমানুষী ১০

২) স্বাস্থ্য বিষয়কঃ

- আজও কাঁদে পল্লি জননী ১৭
- গাঁয়ের কথা ৩২
- রক্ষা কবজ ৩৯
- স্বাস্থ্যই সম্পদ (পুতুল নাটক) ৪৯
- সওদাগর ৫৫

৩) পরিবেশ বিষয়কঃ

- গাছ মা ৭০
- জঙ্গল আমার মা ৭৭
- মাকে মেরো না ৮৩
- স্বর্ণলতা ৯০
- পরিবেশ পরিচয় ১০২
- প্রকৃতি মা ১০৮

৪) সামাজিক মূল্যবোধঃ

- বেলার শেষের গান
(বাদল সরকারের ভোমা নাটকের অবলম্বনে) ১২৩

৫) স্বনির্ভর গ্রুপ বিষয়েঃ

- সৃষ্টি ১৩৪
- সাথী ১৪৫

. অহল্যাদের ঘুম ভাঙছে (যাত্রা) ১৫৪

. চপলার সংসার ১৮২

৬) পঞ্চায়েতঃ

. আকাশি ১৮৮

. বৌ প্রধান স্বামী শয়তান ১৯৭

. খোঁজ ২০৯

৭) কৃষি সমস্যাঃ

. বিকল্পের সন্ধানে ২১৭

৮) সামাজিক সমস্যাঃ

. কুসুমপুরের সোনালী সকাল (যাত্রা) ২২৭

. স্বামীর চিতা জ্বলছে (যাত্রা) ২৬৭

৯) তথ্য জানার অধিকার বিষয়ঃ

. নয়া জমানা ২৯১

. পটল – পটলী নং- ১ (পুতুল নাটক) ২৯৬

. পটল – পটলী নং- ২ ৩০২

১০) দেশাত্মকবোধক বিষয়কঃ

. ভারতমাতা ৩০৭

১১) মহিলা সমস্যা বিষয়ঃ

. আজকের রমা ৩১৩

. পুতুল বিয়ে ৩২৪

১২) জল দূষণ (আর্সেনিক)ঃ

. বাঁচার ঠিকানা (পুতুল নাটক) ৩৩৫

এ কোন শিক্ষা?

গান

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দেরে

[মঞ্চের চার কোণে বেত নিয়ে শিক্ষকরা হিংস্র মুখে নাচতে থাকে।]
[নাচ থামলে হাফ সার্কেলে শিশুরা দাঁড়িয়ে যায়, মঞ্চের অন্য প্রান্তে শিক্ষকরা।]

১ম জনঃ- আমরা শিশুরা পুতুলের মত।
২য় জনঃ- যাচ্ছি ভুলে হাসি খেলা, দু'হাত তুলে দুরন্ত ছুট।
৩য় জনঃ- বয়স্কদের লোভের চাপে প্রাণের উল্লাস আর মুক্ত জীবন।
কোরাসঃ- কখন যেন যাচ্ছে হয়ে লুট (শিশুরা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, সূত্রধরের প্রবেশ)
সূত্রধরঃ- আমাদের শিশুরা না নাচতে পারছে পারুলদিদির বনে, না মিলতে পারছে চাঁপা ভাইয়ের সাথে। আজকের বর্তমানে দাঁড়িয়ে ছাঁচে ঢালা শিক্ষা।
১ম জনঃ- আমরা বন্ধু নই কেউ কারো।
২য় জনঃ- সবাই প্রতিদ্বন্দ্বী, কেবল নিজের ভালো।
৩য় জনঃ- বাকি সব বিচ্ছিরি।
৪র্থ জনঃ- আমাদেরকে মানুষ গড়ার চলছে মহাফন্দি।
সূত্রধরঃ- ওদের খেলতে দাও। নিজের খেলা যা কিছু নিজেরা খেলতে পারে। গ্রামের মাটি ওদের চিনতে দাও। ওদের দেখতে দাও গাছের সবুজ, ফুলের শোভা। একজনের সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দ হুলোড় করতে দাও।
৫ম জনঃ- তাইতো আজ আমরা শিশুরা চিনছি না এমন কাউকে।
৬ষ্ঠ জনঃ- যার ছবিটা আদর্শ বলে টাঙ্গানো দেওয়ালে।
৭ম জনঃ- সব মহাপুরুষের ছবি দেওয়ালে টাঙ্গানো।
৮ম জনঃ- বইয়ের পাতায় বন্দি।
৯ম জনঃ- আদর্শ মানুষ আমাদের সামনে একটাও কেউ নেই।
সবাই (ঘুরে চলে) নেই .... একজনও কেউ নেই ....ছন্দে তালে চারিদিকে এলোমেলো।
সূত্রধর- শিক্ষার নামে আমরা একটা কল তৈরি করেছি যার নাম স্কুল। শুকনো সিলেবাস তৈরির মরা পদ্ধতিগুলো আমাদের আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাইতো আমাদের শিশুরা কিছুই না শিখে বছরের পর বছর উঠে যাবে উঁচু ক্লাসে।
১ম জনঃ- পরীক্ষা।
২য় জনঃ- ডিগ্রী
সবাইঃ- শেষে চাকরি।
৫ম জনঃ- উন্নতি হচ্ছে। হচ্ছে উন্নতি। বাড়ি, ঘর, কোথাও নেই কোনো খামতি। আচ্ছা আমাদের খবর কি কেউ রাখেন? আমরা যেন রবি ঠাকুরের অমল। [অমল ও দইওয়ালা নাটকের কিছু দৃশ্য] [লাঠি দিয়ে একটা জানালা করল অভিনেতারা, তার ভেতর অমল সংলাপ বলে।]

অমলঃ- সেই যেখানে ডুমুর গাছের তলা দিয়ে ঝরণা বয়ে যাচ্ছে। সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরণার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে, তার পরে পুঁটলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগলো। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিয়ে পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে, সেই ঝরণার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল। পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরণার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব। আমি যা আছে, সব দেখবো - কেবলই দেখে বেড়াবো। পিসেমশাই আমাকে পন্ডিত হতে বলো না।

[এ্যারীনার মাঝখানে আসে]

১ম জনঃ- তুমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হও।
ছাত্ররাঃ- না।
২য় জনঃ- তুমি ডাক্তার হও।
ছাত্ররাঃ- না।
৩য় জনঃ- তুমি অধ্যাপক হও।

কোরাসঃ- তোমরা সবাই পণ্ডিত হতে বলছো।
রোজগার করতে বলছো।
কিন্তু মানুষ হতে তো কেউ বলছো না।
আচ্ছা এরকম কি হতে পারে না?

গান

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে রে.........

[বৃষ্টি পড়ছে.........সাদা কাগজের টুকরো ওপর থেকে ফেলবে, মনে হবে যেন বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যে নাচছে এবং ওদের নাচ দেখে মাস্টার মশাইরাও বৃষ্টিতে ভিজছে, নাচছে।]

একজন শিল্পী গান গাইছে .... শিশুরা গলা মেলাচ্ছে। কেউ ছবি আঁকছে .... কেউ গাছ বসাচ্ছে স্কুলের বাগানের জন্য ....।

(পুরো ব্যাপারটাই মাইমে হচ্ছে। দুই থেকে তিন মিনিট হবার পর সকলে ফ্রিজ হয়ে যাবে।নাটক শেষ হবে।)

ছেলেমানুষী

প্রথম দৃশ্য

গান

[এ্যারীনায় অভিনেতারা নাচতে নাচতে, গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে]
তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার মাস্টারিটা চাই,
সেই মনোহরণ চপল চরণ মাস্টারিটা চাই, আমরা মাস্টার হতে চাই,
মাস্টার চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা
তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় গোলক ধাঁধা
তবু ছুটবে পিছে, মিছে মিছে পায় বা নাহি পায়
ছাত্ররা সব আপন মনে, মাঠে বনে, উধাও হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজার পরীক্ষা কেন্দ্র]

[মানুষ এবং লাঠি দিয়ে অভিনেতারা একটা কাঠগোড়া তৈরি করবে। একজন ছাত্র সেখানে বই পড়ছে। মাঝখানে একটা চেয়ার পেতে রাজা ঘুমোচ্ছে। এ্যারীনায় অন্যখানে পণ্ডিত চেয়ারে বসে বই পড়ছে। এ্যারীনায় আর এক দিকে আর একজনের মুখে কাপড় বাঁধা। সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন রাজার হাত পা টিপছে।]

(কথকের প্রবেশ)

কথকঃ

শুনুন, শুনুন, শুনুন সবে, শুনুন দিয়া মন,
মহান শিক্ষা কাহিনীর কথা করিব বর্ণন।
এক যে ছিল পাখি তোতা,
কী ভাবে তার সুর হল ভোঁতা
সে কথাই বলছি আজ্ঞে শুনুন,
তোতা জানত না কায়দাকানুন।
শুধু গান গায়, শাস্ত্র পড়ে না,
এমন পাখি তো কাজে লাগে না।
রাজা বলেন, পাখিটাকে শিক্ষা দাও,
সবার আগে ওর একটা খাঁচা বানাও।
পণ্ডিত করল ফন্দি,
পাখিকে করতে হবে বন্দী।
তোতার কাটতে হবে পাখা।

খাঁচার ক্লাসে নইলে যায় না রাখা।
ডানা ছেঁটে শিকল পড়ল পায়ে,
ইউনিফর্ম চড়ল তার গায়ে
কী পড়বে সে তোতাপাখি,
তার জন্য কী কী বই রাখি?
লেখা হল বইয়ের পরে বই, বইয়ের পরে বই,
বইয়ের পাহাড়ে উঠতে লাগে মই।
টেক্সট বই, মানে বই আর সাজেশান,
কিনতে হবে প্রচুর বই পেতে পজিশন্।
খাঁচার পড়া খাঁচাতেই হয় না কখনো শেষ,
কোচিং গুরু শিক্ষা দিতে এলেন অবশেষ
তবু নিন্দুকে বলে, খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে,
কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।

[পিছনের কালো পর্দা সরে যায়, দৃশ্যটা ফুটে ওঠে।]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজাঃ ভাগিনা, একি কথা শুনি!

ভাগিনাঃ মহারাজ, সত্য কথা শুনিবেন, তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকারদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়, নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।

রাজাঃ পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।

পণ্ডিতঃ (বই থেকে মুখ তুলে) কায়দাটা মহান, কায়দাটা পাখির চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না, মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে।

রাজাঃ বাঃ বাঃ, আয়োজনের ত্রুটি নাই।

ভাগিনাঃ খাঁচায় দানা নেই, পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে।

পণ্ডিতঃ ক্লাসে গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। তবু স্বভাব দোষে সকাল বেলায় আলোর দিকে পাখি চায়, আর অন্যায় রকম পাখা ঝটপট করে।

ভাগিনাঃ মহারাজ গাধা পিটাইয়া ঘোড়া আর পাখি পিটাইয়া মানুষ করিতে হয়। গুরুমশায়দের হাতে বেত দিতে হইবে। বেত কেনার জন্য কিছু স্বর্ণমুদ্রা চাই।

রাজাঃ ভাগিনা, তোমাকেই আমি এবার শিক্ষামন্ত্রী করিয়া দিব।

পণ্ডিতঃ এ রাজ্যে পাখিদের কেবল আক্কেল নাই, তাই-ই নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।

রাজাঃ আচ্ছা, ভাগিনা, ওই লোকটা কী এমন বাজে কথা বলিতে চায় যে, উহার মুখ বন্ধ করিয়াছ?

ভাগিনাঃ ওই তো নিন্দুকদের লিডার। রাজসভায় বিরোধী পক্ষের নেতা। আপনার শত্রু, মানে শিক্ষার শত্রু।

রাজাঃ না, (ভাগিনা নিন্দুকের মুখ খুলিয়া দিল) তবু উহার মুখ খুলিয়া দাও।

নিন্দুকঃ মহারাজ, শিক্ষার চাপে পাখি মরিয়াছে।

রাজাঃ ভাগিনা, একি কথা শুনি?

পণ্ডিতঃ হে, রাজন, পাখিটা বোধি লাভ করিয়াছে। ও এখন শিক্ষা শেষ করে দীক্ষা লইতেছে। তাই গভীর সাধনায় মগ্ন কীভাবে বেশী বেশী অর্থ উপার্জন করা যায়।

ভাগিনাঃ মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা সমাপ্ত হইতেছে।

রাজাঃ ও কি আর লাফায়?

ভাগিনাঃ আরে রাম!

রাজাঃ আর কি ওড়ে?

ভাগিনাঃ না।

রাজাঃ গান গায়?

ভাগিনাঃ না।

রাজাঃ দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?

ভাগিনাঃ না।

রাজাঃ একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি।

[ভাগিনা ও পণ্ডিত এক সাথে বেরিয়ে যায়।]

রাজাঃ ভাই নিন্দুক, আমি তো সবে রাজা হইলাম। আগে যিনি রাজা ছিলেন, তারই শিক্ষানীতি মেনে তোতার শিক্ষা চলিতেছে। যদি কিছু সংস্কার দরকার হয়। আমি করিয়া দিব।

[তোতাকে সঙ্গে করে ভাগিনা ও পণ্ডিত প্রবেশ করল।]

পণ্ডিতঃ দেখুন রাজন, তোতাটার পেটে কত বিদ্যা।

ভাগিনাঃ (তোতার পেট টিপতে লাগল) পেটের মধ্যে কত বই, কত পাতা, কত অক্ষর।

রাজাঃ কিন্তু পাখিটা যে পুরো মানুষের মত দেখিতে হইয়াছে।

পণ্ডিতঃ তোতা তো মানুষ হইয়াছে। একেই বলে পাখি পিটিয়ে মানুষ।

[নিন্দুক কিছু বলার চেষ্টা করতেই ভাগিনা ফের তার মুখ বেঁধে দেয়।
রাজা পাখি মানুষকে দেখতে লাগলো।]

[“তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার মাস্টারিটা চাই, এই গানটা গাইতে গাইতে অন্য দৃশ্য তৈরি হবে। আদালতকক্ষ...আসামীর কাঠগড়ায় তোতা পাখি, অভিযোগকারীর আসনে পণ্ডিতমশাই, একদিকে কিছু ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক]

চতুর্থ দৃশ্য

[বিচারকের প্রবেশ]

["তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার মাস্টারিটা চাই,"- এই গানটা গাইতে গাইতে অন্য দৃশ্য তৈরী হবে, আদালত কক্ষ। আসামীর কাঠগড়ায় তোতা পাখি, অভিযোগকারীর আসনে পণ্ডিতমশাই, একদিকে কিছু ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক]

বিচারকঃ তোতা হলেই বেয়ারা, খেতে চায় না পেয়ারা। অন্য সবাই হয়েছে ভালো, শুধু পাখী ও ছাত্রের মনই কালো।

উকিলঃ ষাঁড়, ফের সেই ছাত্রকে, স্কুলে ছেলেমানুষী করতে পারবে না। বুড়োরা বুড়োবেলায় বুড়োমানুষী করতে পারবেনা। করতে পারবে উল্টোপাল্টা, হে হে কেমন শিক্ষা দিলাম।

পঞ্চম দৃশ্য

["তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার মাস্টারিটা চাই," এই গানটা গাইতে গাইতে স্কুলের হল ঘর তৈরি হবে। কিছু ছাত্র, কিছু শিক্ষক, শিক্ষকদিবসের অনুষ্ঠান করার তোড়জোড় চলছে। একদিকে যখন ছাত্ররা সংলাপ বলছে, তখন শিক্ষকদের সংলাপ শোনা যাবে না। আবার শিক্ষকদের সংলাপের সময় ছাত্রদের কথা শোনা যাবে না। শিক্ষকদের পোষাক বাচ্চাদের মতো। ছাত্রদের পোষাক বুড়োদের মতো হবে।]

আবু(ছাত্র)ঃ শিক্ষক দিবসে আমাদের মাস্টারদের বোঝাতে হবে। তারা যেন এভাবে স্কুলে ছেলেমানুষী না করে।

মধুসূদন (ছাত্র)ঃ এটা ঠিক কথা হল না। মাস্টাররা ছেলেমানুষী করবে না তো কি আমরা ছেলেরা করব?

রিয়াজ (ছাত্র)ঃ ভারতবর্ষের এই চরম আধ্যাত্মিক সংকটকালে শিক্ষকদের কী করণীয়, তা নিয়ে আমি এক কথামৃত শোনাব আজকের সভায়।

[এক শিক্ষকের প্রবেশ]

রজতঃ ছাত্ররা যারা আজ গাইবে, আবৃত্তি করবে, বক্তৃতা দেবে, সব এসেছো তো? দেখি নাম ডাকি তো।

[রজতবাবু এক এক করে নাম ডাকতে লাগলেন, আর উপস্থিত ছাত্ররা "ইয়েস স্যার" বলে সাড়া দেয়।]

রজতঃ গোবিন্দ গাঁতাইত
(মঞ্চে দৌড়ে ঢোকে একটি ছেলে "ইয়েস স্যার" বলতে বলতে) হতভাগা, এত দেরি করে এসেছ, আর ছেলেমানুষের মতো ছুটে আসা কেন।
ধীরে ধীরে এসো।

গোবিন্দঃ (ধুতি সামলে) পুজো করে বাবাকে দুধ খাইয়ে আসতে গিয়ে দেরি হল স্যার।

রজতঃ বাঃ বাঃ বেশ বেশ। এই কচি বয়সে এ সবই তো করবে। তুমি কচিকাঁচাদের মডেল মানে মডেল বাচ্চা। (অন্য ছাত্রকে দেখিয়ে) আরিফ, কাল তুমি মাঠে বিকেলে খেলছিলে, খুব বাজে কাজ। এই বয়সে খেলা, তাও আবার বিকেলে। ওই সময় ধর্মচর্চা করতে হয়। ছিঃ ছিঃ এই কি শিক্ষা, এ কচি বয়সে লাফালে হাড় ভেঙে যাবে যে। বুড়ো বয়সে লাফাও তো ঠিক আছে। যে বয়সে যা ধর্ম।

[রজত নিজে লাফাতে লাগলেন। হঠাৎ অন্য এক শিক্ষক ছুটে এসে রজতের হাত ধরে।]

সিরাজ (শিক্ষক)ঃ রজতবাবু, আপনি আমার ব্যাগ থেকে গুলি নিয়েছেন কেন? এখনই ফেরত দিন।

রজতঃ ঝুট বোলে কাউয়া কাটে মাইরি বলছি, আমি নিইনি। রামবাবু গুলি নিয়েছেন। উনি ছাদে উঠে গুলি খেলছিলেন দেখেছি।

সিরাজঃ আপনার পকেটে গুলি আছে। আপনি মিথ্যা বলছেন।

রজতঃ মুখ সামলে কথা বলবেন।
(দুই শিক্ষকের হাতাহাতি শুরু হয়।)

আবুঃ স্যার মারামারি করবেন না, ছাত্ররা কী শিখবে?

মধুসূদনঃ দূর বোকা ছেলে। এই বয়সেই তো মারামারি করবে। আমরা ছোটরা কি মারমারি করব?

রিয়াজঃ কিন্তু দেশের এই জাতীয় সংকটকালে সন্ত্রাস নয়, শিক্ষকরাই তো জাতির মেরুদণ্ড স্যার। আমার বক্তৃতার কি হবে?

রজতঃ (হাতাহাতি থামিয়ে) দে ঠিক করে দিই। সব কাজ করবো আমি, আর যত্তসব ছুঁচোর কীর্তন।

রিয়াজঃ কীর্তন করে ভিক্ষে করে যারা আগে পেট চালাত এখন তারাও টিচার হয়েছে। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

আবুঃ শিক্ষক দিবসে আপনারা এরকম করলে আমরা ছাত্ররা কী করবো?

সিরাজঃ তুমি আমার ওপর মাস্টারি করো?
(আবুর এক কান ধরে)

রজতঃ (আবুর আর এক কান ধরে) জ্ঞান দেওয়া আমাদের শিক্ষকদের জন্মগত অধিকার... এর ওপর কোন দমন পীড়ন চলবে না। বুঝেছ?

আবুঃ এই তো কী চমৎকার আপনাদের এক সুর।

রজতঃ রিয়াজ, তোর বক্তৃতার কপিটা দে। আর আমার জুতোটা একটু পালিশ করে নিয়ে আয়।

[রিয়াজ বেরিয়ে যায়। রজতবাবু রিয়াজের লেখাটা সংশোধন করতে থাকেন, আর নানা রকম মুখভঙ্গি করতে থাকেন।]

সিরাজঃ (সুর করে গান গায়) বল বল বল সবে, এই শিক্ষকদিবসে।
কী ভাবে টিউশনি বন্ধ হবে, রাজ্যের শিক্ষা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

রজতঃ এখনও তো বন্ধ করেননি। সক্কাল থেকে আপনার বাড়ীর সামনে ছাত্রদের চটির ভিড় পড়ে যায়।

সিরাজঃ কী করবো আর। কোচিং ঘ্যাচাংফু। মাইনেও তিনমাস দেয়নি। তাই চটি সারাইয়ের কাজ ধরেছি।

রজতঃ ফের ঢপ। এই পবিত্র দিবসে ঢপ দিতে নাই।

সিরাজঃ মুখ সামলে কথা বলবেন।

রজতঃ বেইমান, মীরজাফর। সরকারের খাও নুন, তার মুখে মাখাও চুন। সাম্প্রদায়িক বামন কোথাকার।

(নিমেষে হাতাহাতি শুরু হয় দুই শিক্ষকের মধ্যে)

আবুঃ আপনারা এমন ছেলেমানুষী করলে আমরা কী করবো?

মধুসূদনঃ তোকে এতবার বলছি ওনারাই তো ছেলেমানুষী করবেন, বুড়োরাই তো দাঙ্গা হাঙ্গামা করবেন।

রজতঃ আবার চোরের উপর বাটপাড়ি, মাস্টারের উপর মাস্টারি (আবুর কান ধরে টানতে থাকেন।)

সিরাজঃ (মধুসূদনের কান ধরে) গান্ধীজী এলেন রে।

রজতঃ আমাদের সবই তো চলে যাচ্ছে। এখন নিজেদের মধ্যে হাতাহাতির অধিকারও যদি চলে যায় তাহলে কী নিয়ে বাঁচবো?

[তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার মাস্টারিটা চাই...এই গানটা করতে করতে এ্যারীনা থেকে বেরিয়ে যায়।]

(নাটক শেষ)

আজও কাঁদে পল্লি জননী

প্রথম দৃশ্য

(সূত্রধরের প্রবেশ)

সূত্রধরঃ নমস্কার... দেখুন একটি ছোট্ট পালা, সন্তান হারা বুকের জ্বালা।
পথে পথে ঘোরে পাগলিনী, আজও কাঁদে পললী জননী।। (৩) (প্রস্থান)
(পাগলিনী বেশে মনোরমার প্রবেশ)

মনোরমাঃ নয়নমণি (২) (মাইম) (দুজন বাচ্চা ছেলে মেয়ের প্রবেশ, পলাশ ও শিউলি)

বাচ্চারাঃ কিৎ কিৎ কিৎ কিৎ - এক দুই তিন চার (মাইমে)।

মনোরমাঃ নয়নমণি ।

(অজয় বিজয়ের প্রবেশ)

অজয়ঃ মনোরমা (মাইম)

মনোরমাঃ নয়নমণি।

বিজয়ঃ বৌদি (মাইম)

মনোরমা ঃ নয়নমণি... তোমরা আমার নয়নমণিকে দেখেছো ? নয়নমণি গো... আমার ছেলে মেয়ে। জানো জন্মদিনের নতুন জামা প্যান্ট পরে, সেই যে খেলতে বেরিয়েছে এখনও বাড়িফেরেনি। এক বার হাতে পাই... মেরে... না না ওদের মারলে হবে না। আদর করে ভালবেসে বুঝিয়ে বলতে হবে। চুপ পেয়ে গেছি ওই তো বিচ্ছু দুটো খেলছে। (পা টিপে টিপে কাছে যাবে।) এই তো আমার নয়ন। এই তো আমার মণি।

পলাশঃ না আমি পলাশ।

শিউলীঃ আর আমি শিউলী।

মনোরমাঃ ও আমাকে বোকা বানাতে শিখেছো না ? চল বাবা বাড়ী চল। ওরা বলে তোরা হারিয়ে গেছিস। আমি জানি তোরা বেঁচে আছিস। চল বাড়ী চল।

পলাশঃ আহঃ হাত ছাড়ো।

শিউলীঃ কে তুমি ?

মনোরমাঃ আমাকে চিনতে পারলি না ? তোদের দুঃখিনী মা।

পলাশঃ মা... মা... দেখে যাও, পাগলি আমাদের ধরতে এসেছে।

মনোরমাঃ কি আমাকে পাগলি বললি ? চল ঘরে চল বলছি। এবার কিন্তু আমি ভীষণ রেগে গেছি। কি হল চল

শিউলীঃ মা... মা... আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

(মায়ের প্রবেশ)

মাঃ এই কে রে ? আমার ছেলে মেয়েকে ধরে টানাটানি করছিস ? ছাড় ছাড় বলছি।

মনোরমাঃ না এরা আমার ছেলে মেয়ে। চল ঘরে চল।

মাঃ কে কোথায় আছো গো ? আমার ছেলে মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল। বাঁচাও ছেলে ধরা

(গ্রামবাসীদের প্রবেশ)

কোরাসঃ ছেলে ধরা ... (৩) মার ... (৩) (স্ট্যাচু)

মনোরমাঃ আহঃ আহঃ আ--------------,

অজয়ঃ মনোরমা ---------------,

বিজয়ঃ বৌদি -------------------,

অজয়ঃ আপনারা ওকে আর মারবেন না।

বিজয়ঃ উনি ছেলে ধরা নন।

গ্রামবাসী

১ম জনঃ ওই মহিলাটিকে এগিয়ে দিয়ে এ ব্যাটারা পিছনে ছিল।

২য় জনঃ এরা একই দলের লোক।

৩য় জনঃ এরাই শিশু পাচারকারী।

৪র্থ জনঃ এদের পিটিয়ে মেরে ফেলা উচিত।

কোরাসঃ মার ------------ (স্ট্যাচু)

অজয়/ বিজয়ঃ আহঃ আহঃ আ--------------,

অজয়ঃ দয়া করে একটি বার আমাদের কথা শুনুন।

১ম জনঃ এই বাহানা শুরু করেছিস?

বিজয়ঃ আমি হাত জোড় করে বলছি... দয়া করে একটি বার আমাদের কথা শুনুন।

অজয়ঃ শোনার পর যদি আপনাদের মনে হয় আমরা ছেলেধরা... তাহলে....

বিজয়ঃ যা শাস্তি দেবেন মাথা পেতে নেব।

২য় জনঃ বাহঃ! বেশ গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে তো।

বিজয়ঃ দেখুন দাদা ফাঁসির আসামীকেও কিন্তু তার শেষ ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেওয়া হয়।

কোরাসঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে ,তাড়াতাড়ি বলো।

বিজয়ঃ দাদা দিদিরা... আমি আপনাদের পাশের গ্রামের বিজয়, ও আমার দাদা অজয়। উনি আমার বৌদি মনোরমা... মানসিক ভারসাম্যহীন।

অজয়ঃ জানেন বাবুরা, আমারও একটা সুন্দর সাজানো গোছানো সংসার ছিল। আমার ছোট্ট ছোট্ট দুটি ছেলে মেয়ে, নয়ন আর মণি। আমার মা, ভাই আর স্ত্রী মনোরমাকে নিয়ে অভাব অনটন, ঝগড়া বিবাদের সংসারে সবে সুখের আলোর রেখা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এক কাল বৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া ওলোট পালোট করে দিয়ে গেল আমার সোনার সংসারটাকে। দয়া করে শুনুন... আমাদের ভাঙ্গা সংসারের ইতিকথা। একটি বার তাকিয়ে দেখুন, আমাদের বুকের মধ্যে আজও জ্বলছে ছোট্ট ছোট্ট দুটি চিতা। এখন দেখুন সেই চিতার আগুনের এক ঝলক... ওই দূরে তাকিয়ে দেখুন... (চিতার এক ঝলক) (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(লা লা তালে তালে ঘর তৈরি হবে... মনোরমা প্রবেশ করবে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে খাবে।)
(শাশুড়ী মৌরানির প্রবেশ)

মৌরানিঃ বৌমা? বলি ও বৌমা? বৌমা কোথায় যে গেল? অভাগীর বেটী। ও লুকিয়ে লুকিয়ে গেলা হচ্ছে? কই দেখি? শাক ভাত আবার চাটনী ... দুপুর বেলা গান্ডেপিন্ডে গিলেও তোমার জালা ভরেনি ?

মনোরমাঃ মা, দুপুর বেলা যেটুকু খেয়ে ছিলাম, সব বমি হয়ে গেছিলো।

মৌরানিঃ আমি যে খাওয়ার সময় বললাম... ছোট ছেলেটা আমার শাক ভাজা খেতে বড্ড ভালোবাসে। ওকে আর একটু শাক ভাজা দাও তো, অমনি রাক্ষুসী বললে শাক ভাজা আর নেই তো মা। চোরের বাচ্চা চোর। লুকিয়ে রেখে খাস।

মনোরমাঃ আমি মোটেই লুকিয়ে রাখিনি। দুপুরে খাওয়ার সময় গা টা কেমন গুলাচ্ছিল। তাই আমার পাতের মাখা এঁটো ভাতটাই তুলে রেখে ছিলাম। ডাক্তারবাবু বলেছেন এই সময় বারে বারে বেশি বেশি করে শাক সবজি ডাল খেতে।

মৌরানিঃ ও পেটে পেটে এত বুদ্ধি। ফের ডাক্তারের কাছে গেছ ? হাসপাতালের দিদিমণিরা বাড়ীতে এসেছিল, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। তা সত্ত্বেও... আচ্ছা... আমি হীরু গুণিনের কাছ থেকে মাদুলি, তাবিজ, কবচ এনে দিয়েছি... সেগুলি পরেছো না ফেলে দিয়েছো ? ওঝা গুণিনের কথা না শুনে প্রথম সন্তানকে তো খেয়েছো। তোমার ডাক্তার বাবারা তো বাঁচাতে পারলো না। আর এবারটাও খাবে ?

মনোরমাঃ কি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন ? ভগবান যদি মাথার উপর থাকেন তো শকুনের অভিশাপে কখনও গরু মরবে না।

মৌরানিঃ ছোটলোকের বাচ্চা... আমাকে শকুন বললি (মারতে চড় তোলে)

মনোরমাঃ (হাতটি ধরে) চুল থেকে হাত নামান। আর যদি কখনও এই হাতটি আমার গায়ে ওঠে তো ভেঙে দেবো ... ।

মৌরানিঃ আঃ

গান

অনাচার আর অবিচারে ভাই / জীবনটা টলমল জীবনটা উজ্জ্বল। (৩)

(প্রস্থান) (মনোরমা ও মৌরানি)

(বই হাতে বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়ঃ (দুলে দুলে পড়বে) মা-ই পারেন একটি/একজন সুস্থ সবল শিশুর জন্ম দিতে। এই শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। জাতির মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডকে শক্তপোক্ত করার জন্য, গর্ভবতী

মায়েদের নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া একান্ত প্রয়োজন। লাল, হলুদ, সবুজ, সাদা পোয়াতি খাবে গাদা গাদা। বাহঃ! লাল, হলুদ, সবুজ, সাদা (মাইম)। নেপথ্যে।

মৌরানিঃ বৌমা বিজয় রাত জেগে পড়ে। ওকে দুধের গলাস দিয়ে এসো তো।

(গলাস হাতে মনোরমার প্রবেশ)

মনোরমাঃ এই দুধটা খেয়ে নাও।

বিজয়ঃ দুধটা আমি খাবো না। বৌদি, দুধটা তুমিই খাও।

মনোরমাঃ না ভাই, তুমি রোজ রাত জেগে পড়া করো, তাই দুধটা তোমার খাওয়া দরকার।

বিজয়ঃ না বৌদি, তোমার গর্ভে আমাদের বংশের সেই ব্যাটাকে শক্তপোক্ত করার জন্য নিয়মিত এক গলাস দুধ তোমার খাওয়া দরকার।

মনোরমাঃ আর যদি মেয়ে হয়... ?

বিজয়ঃ বুলা চৌধুরী নইলে সানিয়া মির্জা তৈরী করব। আর ছেলে হলে শচীন সৌরভ... কই দুধের গলাসটা দাও তো। নাও একদম লক্ষ্মী মেয়ের মতো খেয়ে নাও।

মনোরমাঃ ভাই কি ছেলেমানুষি হচ্ছে।

বিজয়ঃ আরে তাড়াতাড়ি খাও।

মনোরমাঃ না ভাই, তোমার মা দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি বাধাবে।

বিজয়ঃ আরে কেউ দেখতে পাবে না। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। আমার জন্য দুধ তুমি আনবে আর দুধটা তুমিই খাবে।

মনোরমাঃ না আমি খাব না।

বিজয়ঃ আমার দিব্যি... খাওনা। কি হলো? খাও বলছি।

(মৌরানি ও অজয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে)

মৌরানিঃ কি রে অজয়... পেটের বাচ্চাটা তোর না ওর ?

অজয়ঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! তলে তলে এতো দূর... নষ্ট মেয়েছেলে কোথাকার।

মনোরমাঃ এ তুমি কি বলছো ?

অজয়ঃ বল ওর সঙ্গে তোর কিসের সম্পর্ক।

মনোরমাঃ মা ছেলের সম্পর্ক।

মৌরানিঃ উনি যদি মা হবেন। তাহলে আমি কে ? ওর মাসী ? বড় খোকা তুই এখনও সহ্য করছিস?

(মারতে থাকে)

অজয়ঃ মা ছেলের সম্পর্ক না ? বেশ অভিনয় করতে শিখেছিস। বল বল কত দিন ধরে ফষ্টি নষ্টি চালাচ্ছিস। বল বল না বললে মেরেই ফেলবো।

মনোরমাঃ আহঃ আহঃ আ--------------,

বিজয়ঃ খবরদার ... আর যদি কখনও আমার মায়ের তুল্য বৌদি গায়ে হাত তুলেছো... তোমরা এত নিচ... ছিঃ

তৃতীয় দৃশ্য

(মনোরমার প্রবেশ)

(গানের তালে তালে মনোরমা ঘরে কাজ করবে)

গান

মেয়েরা কাজ করে মেয়েরা
ঘরের কাজ, বাড়ীর কাজ, সব কাজ করে মেয়েরা
মেয়েরা কাজ করে, মেয়েরা।
কাপড় কাচা, কাঠ কাটা, সব করে মেয়েরা
বাটনা বাটা, রান্না করা... তাও করে মেয়েরা
মেয়েরা কাজ করে মেয়েরা।
বাসন মাজা, খড় কাটা, সব করে মেয়েরা
সন্ধ্যা দেওয়া, শেষে খাওয়া, তাও করে মেয়েরা
মেয়েরা শেষে খায় মেয়েরা

(মনোরমা শুধু ভাত খাবে, চোখের জলে ভেসে যাবে, বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়ঃ বৌদি তুমি শুধু ভাত খাচ্ছো ?

মনোরমাঃ (চোখের জল মুছে) শুধু ভাত কোথায় ভাই, নুন আছে... কাঁচা লঙ্কাও আজ একটা জুটেছে।

বিজয়ঃ তোমার প্রথম সন্তানটি কেন গেছে তুমি জানো ?

মনোরমাঃ হ্যাঁ, আমার ভীষণ অপুষ্টি ছিল, তাই সে পুরুষ্ট হতে পারিনি। সে যাত্রা ডাক্তার আমাকে বাঁচাতে পারলেও তাকে বাঁচাতে পারেনি।

বিজয়ঃ তুমি সব জেনে বুঝেও চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাচ্ছো ?

মনোরমাঃ কি করব ? তোমাদের সবাইকে দিয়ে থুয়ে রোজ আমি হাঁড়ি মোছাই খাই।

বিজয়ঃ (ভেংচি কেটে) হাঁড়ি মোছাই খাই... কি গবের্র কথা। কেন সারা দিন এত পরিশ্রম কর ? কেন আগে ভাগে একটু... (মৌরানির প্রবেশ)

মৌরানিঃ তুলে লুকিয়ে রাখেনি...তাই তো ? ভালই পরামর্শ দিচ্ছিস তো। আমি আর তোদের পেটে ধরে সংসারের কাজ করিনি ? বলি ছেলেটা কে প্রসব করবে... তুই ? তাও যদি নিজের বউ হতো। ঘরের শত্রু বিভীষণ... ছ্যাঃ।

বিজয়ঃ মা শোন, তুমিও তো একজন...

মৌরানিঃ মা... এই তো? না আমি তোর মা নই। যা বেরো আমার সামনে থেকে... দূর হ...। তোর মুখ দেখতে চাই না।

বিজয়ঃ যাচ্ছি যাচ্ছি... । (বিজয়ের প্রস্থান)

মৌরানিঃ তুই ডাইনী, রাক্ষুসী, ছেলেটার মাথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিস্।

মনোরমাঃ মা...

মৌরানিঃ ন্যাকা... আর কখনও তুই আমার ছোট ছেলের সাথে কথা বলবি তো চির নিঃসন্তান হয়ে থাকবি।

মনোরমাঃ না ... ।

গান

আসা আর যাওয়া, জানি নিয়মের খেলা
তবু জীবন তো নয় হেলাফেলা অবহেলা
জীবনের কাছে মৃত্যুরও তাই বারে বারে পরাজয়
এই পৃথিবীর বুকে শুধু জীবনের পরিচয়
মৃত্যু আছে তো জানি তবু মৃত্যু তো শ্রেয় নয়।(সবার প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(গানের তালে হাসপাতাল তৈরি হবে... মনোরমার মা পায়চারি করবে)

গান

আজকে ছোট দোলনাখানি দুলিয়ে দাও
ঘুমের চামর বুলিয়ে দাও
জীবন দোলায় দুলিয়ে দাও
আ আ আ আ
উ হুঁ আ আ

(মৌরানি ও অজয়ের প্রবেশ)

মৌরানিঃ কি বেয়ান নাতি হয়েছে ? না নাতনি ?

মাঃ এখনও কিছু হয়নি বেয়ান।

মৌরানিঃ কেন ? তোমাদের গাঁয়ে কি কোন ধাই ছিল না ? আবার হাসপাতালে এনেছো ? আগের বাচ্চাটা তো...

মাঃ আমার ডাক্তার বাবার হাতে বাঁচতে পারেনি তাই তো? তোমার ওঝা বাবার হাতে থাকলেই বাঁচতো?

মৌরানিঃ হ্যাঁ ঠিক তাই। আর এবার যদি আমার নাতি না বাঁচে তাহলে ওই অলক্ষ্মী ডাইনিকে আমি ভিটে মাটি ছাড়া না করি তো আমার নাম মৌরানি নয়।

মাঃ শোন আগের সন্তান না বাঁচার কারণ অপুষ্টি। আর এবার ফল ও গাছ দুটোই যাবে। তারও কারণ অপুষ্টি। যদি তাই হয়...তুমি আর তোমার ছেলেই হবে ওদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমরা এবার তোমাদের ছাড়বো না।

মৌরানিঃ শোন...

অজয়ঃ আহঃ মা চুপ করবে?

(ডাক্তারবাবুর প্রবেশ)

অজয়ঃ ডাক্তারবাবু ৫ নং বেডের মনোরমা মণ্ডল কেমন আছে ?

ডাক্তারঃ ভীষণ অপুষ্টি। জানি না উনি বাচ্চা প্রসব করবেন কেমন করে।

অজয়ঃ অপুষ্টির ওষুধ যা লাগে দিন ডাক্তারবাবু, আমি সব পয়সা মিটিয়ে দেব।

ডাক্তারঃ অপুষ্টি রোগের একমাত্র ওষুধ নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো, বুঝলেন?

মৌরানিঃ আমরা গরীব চাষাভুষো মানুষ। রোজ রোজ এত আপেল, বেদানা, আঙুর, হরলিক্স কোথায় পাবো বাবা।

ডাক্তারঃ কে বলেছে ? পুষ্টিকর খাবার সব আপেল বেদানাতে আছে? পুষ্টিকর খাবার আছে আপনাদের গ্রামে। উঠানে কানাচে। রাস্তার ধারে। অলিতে গলিতে।

মৌরানিঃ কই নেই তো।

ডাক্তারঃ নেই? মোচা, ডুমুর, পেঁপে, কাঁচা কলা, থোড়, কুলেখাড়া,
সজনে, ডাঁসা পেয়ারা, পাকা কলা, কলমি, কুমড়ো, কচু,
চুঁনোপুঁটি মাছ, মুরগীর ডিম, গরুর দুধ... আর কত বলব... গ্রামে তো পুষ্টির ছড়াছড়ি।

নার্স ঃ ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু ৫ নম্বরের রুগী কেমন করছে ।

ডাক্তারঃ ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি (প্রস্থান)।

(সবাই পায়চারি করবে)
[বাইরে শিশুর কান্নার আওয়াজ]

নার্সঃ মনোরমা মণ্ডোলের বাড়ীর লোক কে আছেন ?
অজয়ঃ কি হয়েছে দিদি, কোন খারাপ খবর ?
নার্সঃ না না মিষ্টি খাওয়ান। আপনাদের যমজ ছেলেমেয়ে হয়েছে।
মা ঃ আর আমার আমার মনোরমা ?
নার্স ঃ এ যাত্রায় বেঁচে গেছেন। কিন্তু ভীষণ অপুষ্টি । বাচ্চা দুটোও আরো অপুষ্টি নিয়ে জন্মেছে।

(প্রস্থান)

মৌরানি ঃ অপুষ্টি, অপুষ্টি আর অপুষ্টি... এ আবার কি রোগ রে বাবা। খেয়ে নেবে আমার চোদ্দ গুষ্টি । তাতে আবার দু - টো? এই আকাশ ছোঁয়া বাজার দরে লোকে একটা পালতে হিমসিম খাচ্ছে। একই বিড়াল কুকুরের জাত নাকি? ছ্যাঃ।

গান
নীল আকাশের নীলগুলি সব নিঙড়ে আনো।
নতুন মেঘে সজল কালো মন ভোলানো নিঙড়ে আনো।
হাজার কচি করুণ চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দাও
ককিয়ে ওঠা কান্না গুলো ভুলে দাও।
ঘুমের চামর বুলিয়ে দাও
জীবন দোলায় দুলিয়ে দাও
আজকে ছোট দোলনাখানি দুলিয়ে দাও
আ আ (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(ঝোলা কাঁধে হীরু গুণিনের প্রবেশ)

হীরুঃ জয় মা ষষ্ঠীর জয়। কই দিদি কই সব ?
মৌরানিঃ কে ? ও ওঝা বাবা, আসুন বসুন।
হীরুঃ বল আমাকে কেন ডাক করেছিস ?
মৌরানিঃ আমার বৌমাকে অপুষ্টি ভুতে পেয়েছে। বুকের দুধ সব চুষে নিয়েছে। ছেলে মেয়ে দুটো সারাক্ষণ কাঁদছে। বুকে একফোঁটাও দুধ নেই।
হীরুঃ আমি মামদো ভুত, শাঁকচুন্নী, পেত্নী, প্রেত, ব্রক্ষদত্যিদের শুনেছি, কিন্তু এই অপুষ্টি ভুতের কথা শুনিনি কখনো।
মৌরানিঃ ঐ যে হাসপাতালের ডাক্তার ওলাউঠো বলল।
হীরুঃ তোমার ঐ ডাক্তারের গপ্প রাখো। ওরা শিক্ষিত শয়তান। গরীবদের পয়সা চোষার ধান্দা। তা আমাকে ডেকেছো কেন?

মৌরানিঃ বললাম তো বৌমার...

হীরুঃ বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে তাই তো ? আনো মাকে আর বাচ্চাদের আনো।

মৌরানিঃ ও বৌমা ওদের নিয়ে এক বার এদিকে এসো তো ... ।

হীরুঃ বসো মা। নির্ভয়ে বসো। আমি দেখছি ওঁ হিঁড়ি কিড়ি মিড়ি মিড়ি ফুঁ ফুঁ ফুঁ। শোন বৌমার উপর তেনাদের দৃষ্টি পড়েছে। প্রচুর বাতাস লেগেছে। তেনারাই সব দুধ চুষে নিচ্ছে। তাই তো বাচ্চা দুটো না খেতে পেয়ে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। হাত-পা সরু হয়ে যাচ্ছে, পেটটা মোটা হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে বেশি দিন থাকলে ওরা স্বর্গে যাবে।

মৌরানিঃ কী করতে হবে বাবা ?

হীরুঃ দোষ কাটতে হবে। সময় লাগবে, একটু খরচাও হবে।

মৌরানিঃ খরচা করব বাবা। বাচ্চা দুটোকে বাঁচিয়ে দাও। না হলে... । (কাঁদবে)

হীরুঃ কাঁদিস না। যা সব ঠিক করে দেব। মা ষষ্ঠীর নামে সিধে তুলে আমার বোঁচকায় দে। ৫ কেজি চাল সঙ্গে আলু কলা ডিম। একটা মুরগী লাগবে। একটা নতুন গামছা দিস, ১০১/- টাকা দিস। হ্যাঁ আপাতত বাচ্চাগুলোকে গরুর দুধ খাওয়া।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়ঃ বন্ধ করো এসব বুজরুকি। মা বউদিকে রোজ দুধ ডাল ঝোল জাতীয় খাবার খাওয়াও... আবার দুধ আসবে। কথায় বলে না গাই গরুর মুখে দুধ।

হীরুঃ তুমি কটা প্রসব করেছো বাবা ?

বিজয়ঃ বেরোও ... ।

মৌরানিঃ কি করছিস বিজয় ?

বিজয়ঃ আমি ঠিক করছি। বৌদি, তুমি ওদের নিয়ে ভিতরে যাও। কি হলো তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছো? বোঁচকা তোলো... যাও বেরোও ...

হীরুঃ যাচ্ছি... আর এটাও বলে যাচ্ছি... ওঝা গুণিনকে অমান্য করা? তোরা নির্বংশ হবি। জয় মা ষষ্ঠী ...।

(প্রস্থান)

বিজয় ঃ হা হা হা হা (হাসি প্রস্থান)

মৌরানিঃ হায় ভগবান, এই কাল সাপকে আমি পেটে ধরেছিলাম ? (কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(মনোরমার প্রবেশ)

মনোরমাঃ নয়ন মণি কোথায় গেলি ভাত খাবি না?

নয়ন + মণিঃ কি রান্না করেছো ?

মনোরমাঃ ভাত আর অনেক রকম সবজী দিয়ে চচ্চড়ি, শাক ভাজা, মাছের ঝোল।

নয়নঃ আমি শুধু মাছটা খাব।

মণিঃ আমিও ।

মনোরমাঃ না সব গুলো একটু একটু না খেলে মাছ পাবেই না।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়ঃ মা তো ঠিকই বলেছেন। এই দেখো আমি তোমাদের জন্য কুলেখাড়া-পেঁপে-গাজর কত কি সবজী এনেছি। তোমরা যদি বেশি বেশি শাক সবজী ডাল ভাত না খাও, তোমাদের গায়ে শক্তি হবে না। সব বন্ধুরা জিতে যাবে। তোমরা সব সময় অসুখে ভুগছো। তাই প্রায় দিন স্কুল কামাই হয়। পড়াশুনাতেও পিছিয়ে পড়ছো। তোমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এবার থেকে সব কিছু খাবে... কেমন ?

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়ঃ নয়ন মণি তোমাদের পাউরুটি।

(মৌরানির প্রবেশ)

মৌরানিঃ আর এই তোমাদের বাদাম ভাজা।

নয়ন + মণিঃ দাও দাও এক্ষুনি খাব। মা আমরা দুপুরে কিছু খাব না (প্রস্থান)

মনোরমাঃ কি গো এখন ভাত খাওয়ার সময়, আর তোমরা যত সব বাজে জিনিস খাওয়াচ্ছো ?

অজয়ঃ ওগুলো বাজে জিনিস ? কিনতে পয়সা লাগেনি ? তোর বাবা এমনি দিয়েছে ? এতো লোক খাচ্ছে, তারা সব মরে যাচ্ছে?

বিজয়ঃ দাদা, তোর শুধু উল্টো কথা।

অজয়ঃ তুই থাম... আমার বাচ্চাদের কিছু এনে দিলেই তুই হিংসা করিস।

বিজয়ঃ কি বললি আমি হিংসা করি ?

অজয়ঃ আলবাৎ করিস।

বিজয়ঃ না দাদা, তুমি তোমার সন্তানদের খাওয়াও কিন্তু ঠিক সময় ঠিক খাবারটা খাওয়াও না।

অজয়ঃ তুই তো জানিস আমার বাচ্চারা ভাত সবজী একদম খায় না।

বিজয়ঃ সেটা তোমার দোষ। এনেছো কিন্তু লুকিয়ে রাখতে পারনি ? পেটের জ্বালায় ঠিক চড় চড় করে ভাত সবজী খেয়ে নিতো। তারপর বিকালে, টিফিনে ওগুলো দিতে।

মৌরানিঃ লুকানো কাজটা তোদের স্বভাব।

বিজয়ঃ মা... ।

মৌরানিঃ চোখ রাঙাবি না। ডুবে ডুবে জল খাস। ভেবেছিস শিবের বাবাও দেখতে পাবে না, না ?

বিজয়ঃ মা তুমি কিন্তু... ।

অজয় ঃ অনেক বেড়ে গেছিস বিজয়। আমি লেখাপড়া না শিখে নিজের গতরে খেটে তোকে লেখা পড়া শিখিয়েছি মানুষ হওয়ার জন্য। শেষে একটা অমানুষ তৈরী হয়েছিস। চাকরী বাকরীর ধান্দা নেই... আমার ঘাড়ে বসে খাচ্ছিস আবার আমার দাড়িই উপড়াচ্ছিস্।

বিজয়ঃ দাদা, আজ তুই এত বড় কথা বললি। ঠিক আছে আজ থেকে তোর আর বোঝা হয়ে থাকব না। যে দিন একটা কাজ পাব, সেই দিনই ফিরব।

(প্রস্থান)

অজয়ঃ হ্যাঁ যা যা... কত ধানে কত চাল গুনে আয়... মা আমাকে খেতে দাও, খুব খিদে পেয়েছে ।

মৌরানিঃ হ্যাঁ চল বাবা। পেত্নী... ছেলেটার ঘাড়ে অপুষ্টির ভূত চাপিয়ে ভিটে ছাড়া করলি ? তোর অপুষ্টির গুষ্টির মুখে আগুন।

(প্রস্থান)

মনোরমাঃ না না আমি কাঁদবো না। বিজয় আমার ছেলের মতো, আবার বন্ধুও বটে। ছোট বেলায় বিয়ে হয়েছিল আমার। ওর সাথে কতো খেলেছি, ঝগড়াও করেছি, বদনামও পেয়েছি। আমি শুধু বলব... তুমি ওকে রক্ষা করো ঠাকুর, তুমি ওকে রক্ষা করো।

(কাঁদতে কাঁদতে - প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

(নয়ন মণির প্রবেশ)

নয়নঃ কত দিন হয়ে গেল কাকুকে দেখিনি।

মণিঃ কত দিন কি রে... কত মাস।

(মৌরানির প্রবেশ)

মৌরানীঃ হ্যাঁ ছ-সাত মাস তো হবেই

(মনোরমার প্রবেশ)

মনোরমাঃ না মা... তারও বেশি।

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়ঃ আজ ৮ মাস ২৪ দিন। ভাইটি আমার নিখোঁজ।

মৌরানিঃ বাছা আমার, কি খাচ্ছে কেমন আছে। অজয়, ও বেঁচে আছে তো ?

অজয়ঃ অমন করে বল না মাগো। আমি দিন রাত ভগবানের কাছে কাঁদি। ভাইকে আমার ফিরিয়ে দাও। ও যা বলতো, সব ঠিক। আমিই ভুল বুঝতাম, ভুল জানতাম।

মনোরমাঃ তুমিই এই কথা বলছো ?

অজয়ঃ হ্যাঁ, তাই তো আজ নয়ন মণির জন্ম দিনে আমি সব পুষ্টিকর খাবারই এনেছি। তুমি ওগুলো কোটার আগে ভালো করে ধোবে কিন্তু।

মনোরমাঃ তুমি এতো জানলে কেমন করে ?

অজয়ঃ বিজয় তোমাকে শেখাতো না ? তাই শুনে শুনে...

মনোরমাঃ আমি ভাবতেই পারছি না ... ।

মৌরানিঃ আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে বৌমা। নয়ন মণির শরীর দিন দিন দূর্বল হয়ে যাচ্ছে। কটা হাড় গুণে নেওয়া যাবে।

অজয়ঃ দেখছো না ? ওদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিনে দিনে কমেই যাচ্ছে। আজ এ অসুখ কাল ও অসুখ লেগেই আছে।

নয়নঃ আমি ছুটতে পারি না বাবা। সব বন্ধুরা আমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। (কেঁদে) আমি কিচ্ছু পারি না বাবা। শুধু শুয়ে থাকতে ভাল লাগে।

মণিঃ আমার বন্ধুরা ত আমাকে খেলতেই নিতে চায় না মা। বলে, বসে বসে দেখ নইলে পড়ে যাবি রোগের ব্যারেল। (কেঁদে) আমি কেন খেলতে গেলে পড়ে যাই ? চোখ অন্ধকার হয়ে আসে ? দেহ অবশ হয়ে আসে ?

নয়নঃ আমি ছুটতে চাই বাবা।

মণিঃ আমি খেলতে চাই মা।

নয়ন + মণি (কোরাস)ঃ বন্ধুদের মতো সুস্থ সবল ও হাসি খুশি নিয়ে বাঁচতে চাই বাবা।

অজয়ঃ তোমরা যদি মা যা যা খেতে দেবে, খাও, দুদিনে শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

নয়ন + মণিঃ আমাদের বাবা খুব ভালো।

মনোরমাঃ খাওয়ার আগে হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ভালো করে ধোবে চলো।

নয়ন + মণিঃ ধোবো তো। আমাদের মা খুব ভাল।

মৌরানিঃ আর আমি ? তোদের জন্য কচি লাউয়ের পায়েস রেঁধেছি।

নয়ন + মণিঃ আমাদের ঠাম্মাও খুব ভালো।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়ঃ আর আমি বুঝি খারাপ ?

নয়ন + মণিঃ কাকু এসেছে, কাকু এসেছে... ।

অজয়ঃ ভাই তুই ?

মৌরানিঃ বিজয়, আমার বিজয়...।

মনোরমাঃ এতো দিনে বাবুর রাগ কমলো ?

বিজয়ঃ রাগ নয় বৌদি... প্রতিজ্ঞা। অনেক কষ্টে একটা কাজ পেয়েছি। বাসে কনডাক্টারী। আজ নয়ন মণির জন্ম দিন। তাই না এসে থাকতে পারলাম না।

নয়ন + মণিঃ আমাদের জন্য কি এনেছো কাকু ?

বিজয়ঃ এটা নয়নের জামা প্যান্ট... আর এটা মণির... আর একটা বড় কেক। এটাকে দুজনে মিলে কাটব।

নয়ন + মণিঃ কি মজা... কি মজা... কেক কাটব। কেক খাব। কই দাও।

অজয়ঃ দেব, কিন্তু তার আগে ভাত, ডাল, শাক, সবজি, মাছ, লাউয়ের পায়েস এগুলি খেতে হবে।

নয়ন + মণিঃ ঠিক আছে ক্যাপ্টেন ... ।

মনোরমাঃ আর তার আগে ?

নয়ন + মণিঃ হাত ভালো করে ধুয়ে নেবো ক্যাপ্টেন।

নাচ/গান

মা আমাদের ক্যাপ্টেন,
বাবা আমাদের ক্যাপ্টেন ।২
(আমি বাজাই গিটার
তুমিও বাজাও গিটার) ২
ড়িং ড়িং ------ড়িং ।।।
মা আমাদের ক্যাপ্টেন, বাবা আমাদের ক্যাপ্টেন।। ২
(আমি বাজাই ঢোলক, তুমিও বাজাও ঢোলক) ২
ডুম ডুম ---------ডুম।।।
মা আমাদের -------২
(আমি বাজাই বাঁশি, তুমিও বাজাও বাঁশি) ২
পুরু রু রু --------- রু।।।
লা লা লা লা লা লা লা লা (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

(মৌরানির প্রবেশ)

মৌরানিঃ বিজয় বিজয়...

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়ঃ আমাদের ডাকছো কেন মা ?

মৌরানিঃ নয়ন মণি পাতলা জলের মতো পায়খানা করছে। সঙ্গে বমি। চোখ মেলছে না। তুই হাসপাতালে নিয়ে চল বাবা।

বিজয়ঃ কেন ও-আর-এস না খেতে দিয়ে ওদের হীরু গুণিনের জল পড়া খাইয়েছো।

মৌরানিঃ জল পড়া নুন পড়াতে কিছুই হবে না, ওকে স্যালাইন দিতে হবে। বাছারা আমার নিস্তেজ হয়ে গেছে।

বিজয়ঃ তাহলে তো ওদের শরীরে কোনো জল নেই। হাসপাতালে নিয়ে যাই, দেখি ডাক্তার বাবুরা স্যালাইন দিলে বাঁচানো যাবে কি না।

গান

ওগো দয়াময় ওগো ভগবান

ফিরিয়ে দাও আমার সন্তান
নয়নমণি রে কেড়ে নিলে
ঘরেতে আমি রব কেমনে
ভিক্ষা আমার দাও গো প্রভু
তুমি যে কত মহান
ফিরিয়ে -------।।
(নয়ন মণির মৃতদেহ নিয়ে সবাই ঢুকবে)
(আসা আর যাওয়া -------)

মনোরমাঃ না কান্না হাসি।
(মনোরমা বাদে সবার প্রস্থান)

মনোরমাঃ ওই আমার নয়ন, এই আমার মণি ।
(দর্শকের উদ্দেশ্যে) আয় আয় আমার কোলে আয়... এই এই এই। ঘুম পেয়েছে না? চুপ ... কেউ কথা বলো না। নয়ন মণি ঘুমাবে।
(সবার প্রস্থান)

গান

আয় ঘুম আয় রে / আয় সোনাদের চোখে
আমার সোনার নয়ন মণি / ঘুমাবে আজ রাতে
(মাইমে খুঁজে) (নাহ নাহ)
(কেঁদে) আয় ঘুম আয় রে / আয় সোনাদের চোখে
আমার সোনার নয়ন মণি / ঘুমিয়ে গেছে রাতে
(কাঁদতে কাঁদতে স্ট্যাচু সবাই, অর্ধ গোলাকার, মাঝখানে মনোরমা)

বিজয়ঃ আপনারা সব ঘটনা শুনলেন তো ? এবার আমাদের শাস্তি দিন।

অজয়ঃ আমার মনোরমা ছেলেধরা নয়, মানসিক ভারসাম্যহীন...

মনোরমাঃ কি বুঝলে আমি পাগলী ? আমি পাগলী ? (অজয়কে) তুমি পাগল। (বিজয়কে) তুমি পাগল। (দর্শকদের) তুমি পাগল, তুমি পাগল, তুমিও পাগল। আমাকে যারা পাগল করেছে উত্তর দাও? স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও আমাদের দেশে ওঝা, গুণিনরা কেন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গ্রাম শহরে ? কেন মায়েদের পেট ভরে নিজের মত করে খাওয়ার স্বাধীনতা নেই ? কি বললে আমাকে ভূতে ধরেছে ? হ্যাঁ আমায় অপুষ্টি ভূতে ধরেছে। তাই তো ওরা অপুষ্টিতে নানা রোগে ধুকে ধুকে চলে গেল। মায়েরা তোমরা সন্তানদের সাবধানে রাখো। না-না আমি নিয়ে পালাবো না। (কেঁদে) ওই অপুষ্টি (হাঁসি) হা হা অপুষ্টি কেড়ে কেড়ে নিয়ে যাবে। (কান্না)

কোরাসঃ দেখলেন আমাদের ছোট্টপালা, সন্তান হারা বুকের জ্বালা। পথে পথে ঘোরে পাগলিনী, আজও কাঁদে পললী জননী।

গান নীল আকাশের ---------------দাও

(প্রস্থান)

গাঁয়ের কথা

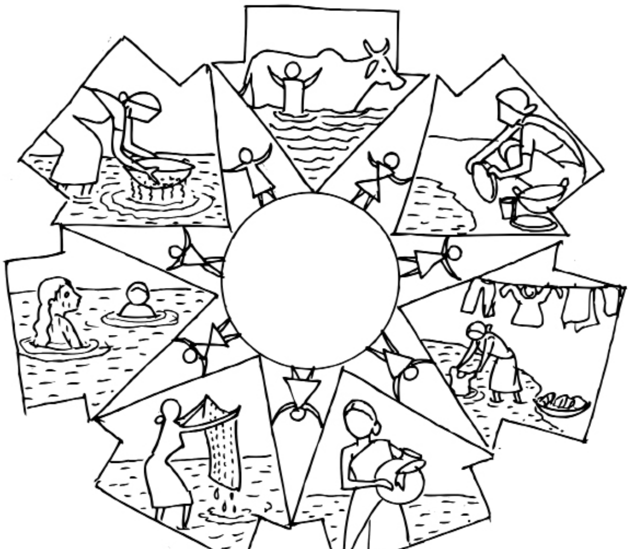

প্রথম দৃশ্য

(চার দিক থেকে চারটি লাইন করে নাচতে নাচতে এ্যারীনায় ঢুকবে।)

নাচ/গান

মোরা জীবনকে ভালবেসে জীবনের জয়গান গাই -
মোরা জীবনকে বাঁচাতে সুস্থ স্বাস্থ্য চাই
আ----আ----আ----ও----ও----ও----
এ জীবনে স্বাস্থ্যই সুখ তাই এ জীবন বড় সুমধুর
আকাশে বাতাসে আজ জীবনের পতাকা উড়াই (২)
মোরা জীবনকে বাঁচাতে সুস্থ স্বাস্থ্য চাই
সহস্র জীবাণু আমাদের সিংদরজায়
শাণিত নখরে আজ জীবন ছিঁড়ে খেতে চায়
তাই প্রতিরোধ গড়ে তুলি সকল বিভেদ ভুলি...
প্রতিরোধ গড়ে তুলি সকল বিভেদ ভুলি
বন্ধু হে, এসো মিলে যাই
মোরা জীবনকে বাঁচাতে সুস্থ স্বাস্থ্য চাই
স্বাস্থ্য কেন্দ্র আমাদের বাঁচার নিশান
তারই থেকে প্রতিশোধক নিবি ভাই মজুর কিষাণ
হাতে হাতে সবাকার সুর তোল স্বাধিকার
শুনি ওই ভোরের সানাই
মোরা জীবনকে বাঁচাতে সুস্থ স্বাস্থ্য চাই
আ---আ---আ-----------ওহো-হো

(তালে তালে নাচতে নাচতে গোল হয়ে বসে যাবে। চার জন এই খেলা হবে খেলা হবে করে ঢুকবে এবং ইচিং বিচিং খেলবে এক কোণে, অন্য একজন দাঁত দিয়ে নখ কাটবে।)

অন্য একজনঃ- এই আমাকে একটু খেলতে নিবি?
১মঃ- তোর জোড় নিয়ে আয়।
অন্য একজনঃ- এই সরস্বতী খেলবি আয়।
সরস্বতীঃ- না আমি এখন খেলব না।
অন্য একজনঃ- এই তোরা আমাকে একটু খেলতে নে না ?
২য়ঃ- বললাম তো তোর জোড় নিয়ে আয়।
অন্য একজনঃ- এই সরস্বতী আয় না তুই, তুই এলে আমার জোড় মিলবে।
সরস্বতীঃ- ধ্যাৎ, আমি এখন খেলবো না, দেখতে পাচ্ছিস না আমি দাঁত দিয়ে নখটা কাটার চেষ্টা করছি। নখটাও কি কাটতে দিবি না।
অন্যজনঃ- কী তুই দাঁত দিয়ে নখ কাটছিস?

সরস্বতীঃ- কাটছি, তোর তাতে কী?

অন্যজনঃ- এই শোন শোন শোন... ।

কোরাসঃ- কী রে... কী রে... ।

অন্যজনঃ- সরস্বতী না দাঁত দিয়ে নখ কাটছে।

কোরাসঃ- তাতে কী হয়েছে আমরাও তো কাটি

অন্যজনঃ- তোরাও কাটিস?

অন্যজনঃ হ্যাঁ কাটি তো... ।

সরস্বতী ঃ তোরা জানিস আমার মামা না মস্ত বড় ডাক্তার। তিনি কি বলেন জানিস?

কোরাসঃ- কী বলেন?

অন্যজনঃ- তিনি বলেন দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নখের মধ্যে যে ময়লা থাকে তা পেটের মধ্যে গিয়ে পেটের অসুখ করে। পাতলা পায়খানা হয়, বমি হয়, ডাইরিয়া হয়, অনেকে মারাও যায়।

কোরাসঃ- ও মা তাই ! আমরা আর কোন দিনও দাঁত দিয়ে নখ কাটবো না। এই আয় আয়, সরস্বতীর সঙ্গে আর মিশবো না। (প্রস্থান) (মুখোশ পরে দুজন দৈত্য ঢুকবে)

সরস্বতীঃ- তোমরা কারা?

দৈত্যরাঃ- ময়লা যেখানে আমরাও সেখানে।

সরস্বতীঃ- তোমরা এখানে কেন এসেছ?

দৈত্যরাঃ- তুই তো আমাদের ডেকে এনেছিস।

সরস্বতীঃ- কই আমি তো তোমাদের ডাকিনি।

দৈত্যরাঃ- তুই যখন দাঁত দিয়ে নখ কাটছিলি, তখন তোর পেটের মধ্যে আমরা প্রবেশ করেছি - হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ হাঃ

সরস্বতীঃ- তুমি কে?

১ম দৈত্যঃ- আমি পাতলা পায়খানা।

২য় দৈত্যঃ- আমি বমি।

কোরাসঃ- হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ হাঃ (বশীকরণের খেলার সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী বমি করতে করতে সবাই প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(লা-লা-লা-লা-লা-লা-লা-তালে তালে এ্যারীনার ২ দিকে দুটি ঘর তৈরি হবে। একটি ঘরে সরস্বতী তার মায়ের কোলে মাথা দিয়ে থাকবে, অন্য ঘরে সুরেশের মা সুরেশকে ভাত দেবে, সুরেশ ভাত খাবে। মাছিরা সরস্বতীর বমি থেকে সুরেশের ভাতে যাওয়া আসা করবে।)

গান

শুয়ে আছে সরস্বতী না ঘরসতী

করছে শুধু বমি পায়খানা পায়খানা
পায়খানাতে মাছি যায় গবগবিয়ে হাগু খায়
ওমা সেই মাছি যে ভাতের থালায় বসেছে
সেই ভাত সুরেশ খায়। সেই ভাত সুরেশ খায়।
সুরেশ ভাই ও সুরেশ ভাই চল এবার পায়খানায়

(এই সুরে সঙ্গে সঙ্গে সুরেশকে সরস্বতীকে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে চলে যাবে।)

তৃতীয় দৃশ্য

গানের তালে তালে নাচতে নাচতে একজন গরু চান করাবে, একজন বাসন মাজবেন, একজন কাপড় কাচবে, একজন কলসি করে জল নিয়ে যাবে, একজন বাচ্চার কাঁথা ধোবে। কয়েকজন চান করবে, একজন শাক ধোবে।

গান
যে পুকুরে গরু ধোয় সেই পুকুরে নাওয়া
যে জলেতে কাপড় কাচা ভাই, সেই জলই হয় খাওয়া
চান করে সব কুল কুচিয়ে কলসিতে যায় পানি
হাগু হিসুর কাঁথা ধোয় বউ
শাক ধুতে যায় নানি
গরুর গুইয়ে কৃমির ডিম ছিল যে গোপনে
থালা বাসন জামা কাপড়ে গেল সারা গায়ে ভরে
ও-----ধোয়া শাকে কলসির জলেতে
গেল শিশুর কাঁথায় ভরে।
সেই কাঁথা দেয় যতন করে শিশুর বিছানাতে
কৃমির ডিম শিশুর দেহে ঢুকল চুপে চুপে
শিশুর কৃমি হাগুর কাঁথায় গেল যে পুকুরে
এই ভাবে ছোঁয়াছে রোগ ছড়ায় ঘরে ঘরে।
(গানের তালে তালে সবাই বেরিয়ে যাবে)

(লা-লা-লা-লা-লা-লা-লা-তালে তালে ৪ জন এ্যারীনার মাঝখানে তাস খেলবে। এক দিকে ঘরে একজন কাঁথা সেলাই করবে, অন্য ঘরে একজন আর একজনের মাথার উকুন বাছবে।)

(স্বাস্থ্য কর্মীর প্রবেশ)

স্বাস্থ্যকর্মীঃ উঃ হু বাবারে কী গন্ধ, থু-থু বলি এই হরে, হরে।

(তাস খেলার
১ম জন) হরেঃ কী হয়েছেটা কী?

স্বাস্থ্যকর্মীঃ বলি তোদের পাড়ায় আর ঢুকতে দিবি না, না কী? রাস্তায় পায়খানা করে, করেছিসটা কী?

২য় জনঃ রাস্তায় পায়খানা না করে পায়খানায় করতে পারিস না?

৩য় জনঃ ভারি ৩০ টাকার মজুরি খেটে খাই তাতে আবার পায়খানা ঘর। দে শালা ৪০০০/- টাকা দে, পায়খানা ঘর করি।

স্বাস্থ্যকর্মীঃ ওরে পায়খানা করতে কি ৪০০০/- টাকা লাগে? আমরা যেমন গরীব, তেমন গরীবের মতনও পায়খানা ঘর হয়, ৫০০/- টাকায়ও পায়খানা ঘর হয়।

৪র্থ জনঃ উঁ-হু ৫০০/- টাকায় আবার পায়খানা ঘর!

স্বাস্থ্যকর্মীঃ পঞ্চায়েতে গিয়ে যোগাযোগ কর না, কী সুন্দর স্লাপ দেওয়া পায়খানা ঘর হয়। যেখানে সেখানে রাস্তা ঘাটে পায়খানা করার থেকে ঐ স্লাপ বসান পায়খানায় পায়খানা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

১ম জনঃ আরে যা যা যা অত ঘ্যান ঘ্যান করিস না তো, আর গ্যাজাস না আরে চালা। (লা-লা-লা)

স্বাস্থ্যকর্মীঃ তোদের নির্ঘাত কলেরা হবে, ডাইরিয়া হবে, ওলাউঠো হবে। আমার আর কী, আমি যাই। (প্রস্থান)

(বুড়োর প্রবেশ)

বুড়োঃ ওরে, ও হরে, তোরা বাড়ী আছিস বাপ?

কোরাসঃ কী হয়েছে, কী হয়েছে?

বুড়োঃ আমার বড় বৌমার ৫নং মেয়েটার যে পরিমাণ পাতলা পায়খানা, সেই পরিমাণ বমি। তোরা কী করবি কর বাপ।

বৌঃ ওরে ও হরে তোরা কে কোথায় আছিস... আয় শিগগির আমার কোলের ছেলেটার যে পরিমাণ পাতলা পায়খানা সেই পরিমাণ বমি, চোখ উলটিয়ে যাচ্ছে, ঘাটি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, তোরা কী করবি কর বাবারে।

১ম জনঃ এ যে গ্রাম শুদ্ধু ডাইরিয়া, চল...

কোরাসঃ হাসপাতাল হাসপাতাল

[হাসপাতালের দৃশ্য]

(কয়েকজন অভিনেতা হাঁটুমুড়ে ২টি বেড তৈর করবে একটিতে এক জন রোগী থাকবে অন্যটি ফাঁকা। একজন ডাক্তার একজন তার চেয়ার আর একজন তার টেবিল।)

ডাক্তারঃ	নার্স?
নার্সঃ	আজ্ঞে ডাক্তারবাবু।
ডাক্তারঃ	আজ মোট কত পেশেন্ট হলো বল তো?
নার্সঃ	আজ্ঞে ডাক্তারবাবু,এই ডাইরিয়ার যা চাপ... ৫০-এর উপরে তো হবেই দেখছি - (বাচ্চা কোলে একজনের প্রবেশ)
রোগীপক্ষঃ	ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু ,আমার ছেলেটাকে দেখুন।
ডাক্তারঃ	কী হয়েছে?
রোগীপক্ষঃ	যে পরিমাণ পাতলা পায়খানা সেই পরিমাণ বমি, ঠোঁট জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে আর চোখ মেলতে পারছে না।
ডাক্তারঃ	(পরীক্ষা করে) নার্স একে ৫নং বেডে ভর্তি করে নাও। নার্স ?
নার্সঃ	আজ্ঞে -
ডাক্তারঃ	এর স্যালাইনের ব্যবস্থা কর আর আপনারা এই ইঞ্জেকশান আর ওষুধগুলি কিনে আনুন।
ডাক্তারঃ	১নং বেডের রোগীর বাড়ীর লোক কোথায়?
১ম জনঃ	আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, আমি...।
ডাক্তারঃ	রোগীকে বাড়তে নুন চিনির সরবৎ করে খাইয়ে ছিলেন?
১ম জনঃ	হ্যাঁ ডাক্তারবাবু
ডাক্তারঃ	সেজন্য ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হলো। আপনি এখন আসতে পারেন।
ডাক্তারঃ	৫নং বেডের রোগীর বাড়ির লোক কোথায়?
২য় জনঃ	আজ্ঞে, এই আমি।
ডাক্তারঃ	রোগীকে বাড়ীতে নুন চিনির সরবৎ খাইয়ে ছিলেন?
২য় জনঃ-	আজ্ঞে, না ডাক্তারবাবু।
ডাক্তারঃ	আপনারা এটাও জানেন না যে কেউ বারে বারে পাতলা পায়খানা আর বমি করলে তাকে বারে বারে নুন চিনির জল করে খাওয়াতে হয়?
২য় জনঃ	শুনেছি ডাক্তারবাবু , কিন্তু খাওয়ানো হয়নি।
ডাক্তারঃ	এটাই আপনাদের দোষ, আপনারা রেডিওতে শুনছেন, টিভিতে দেখছেন, তবুও এটা করবেন না। আপনারা যে পুকুরে গরুকে চান করান, সেই পুকুরে বাসন মাজবে্ আবার সেই জল খাবেন। এতে রোগ আপনাদের হবে নাতো আমার হবে? যান যান যত সব -

নার্স+বাড়ীর লোকঃ-ডাক্তারবাবু রোগী কেমন করছে (বলতে থাকবে ডাক্তার ছুটে গিয়ে নাড়ী দেখার চেষ্টা করবেন।)

ডাক্তারঃ রোগীটি মারা গেছে।

(একটা করুণ মিউজিকের সাথে সাথে মৃতদেহটি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে লাইন দিয়ে বেরিয়ে যাবে।)

- সমাপ্ত -

রক্ষা কবচ

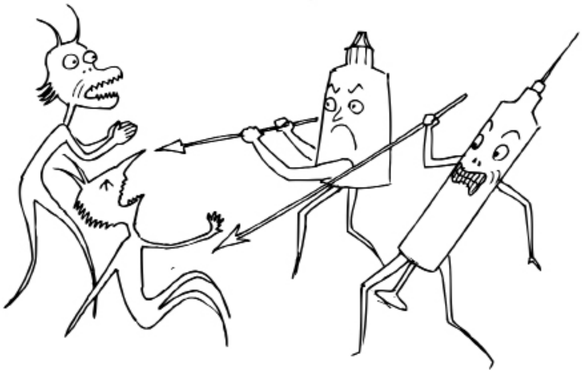

প্রথম দৃশ্য

(সবাই গোল হয়ে গান করতে করতে ঘুরবে। গানের সঙ্গে হাত উঠবে ও ভাবমূর্তি ফুটে উঠবে)

গান প্রচলিত
মৃত্যু আছে তো জানি -
তবু মৃত্যু তো শ্রেয় নয়
এই পৃথিবীর বুকে
শুধু জীবনের পরিচয়
মৃত্যু-------নয়
আসা আর যাওয়া
জানি নিয়মের খেলা
তবু জীবন তো নয়
হেলাফেলা অবহেলা
জীবনের কাছে মৃত্যুরও তাই
বারে বারে পরাজয়
এই পৃথিবীর---------নয়।
অনাচার আর অবিচারে ভাই
জীবনটা টলমল
তবুও একথা জানি
নতুন দিনের সূর্যের মতো
জীবনটা উজ্জ্বল
এ জীবন ভাই একবারই
পাব কাছে
জীবনের চেয়ে প্রিয়তম বল
আর কিছু কি আছে
এ জীবন দেখো বড় সুমধুর
দূর্বার দূর্জয়
এই পৃথিবীর---------নয়।

(গান শেষে সবাই চলে যাবে এ্যারীনার এক কোণে একটা ঘর তৈরী হবে এবং একজন অসুস্থ মানুষ কাশতে থাকবে। কাশতে কাশতে তার দম বন্ধ হয়ে আসবে তার নাম সেলিম)

(ছুটতে ছুটতে মা হালিমার প্রবেশ)

হালিমাঃ (সেলিমের বুকে হাত ঘষে) বড্ড কষ্ট হচ্ছে বাপ, সেলিম। কোথায় কষ্ট হচ্ছে সোনা? এই তো আমি বুকে হাত ঘষে দিচ্ছি।

সেলিমঃ (কষ্টে) উপরে হাত ঘষে কোন লাভ হবে না মা (কাশবে)। আমার ভেতরটা (কাশি) যক্ষ্মা রাজা পুরো (কাশি) দখল করে বসে আছে (জোরে কাশি)।

হালিমাঃ একি আবার রক্ত (আঁচল দিয়ে মুছে দেয়)।

সেলিমঃ আঁচল দিয়ে মুখ মুছে দিও না মা -এ বড়ো ছোঁয়াচে রোগ।

হালিমাঃ হোক ছোঁয়াচে। আললার এই বিচার হলো। আমার এক রত্তি ছেলের এই রোগ দিলো।

সেলিমঃ শুধু শুধু আললার দোষ দিও না, মা।

হালিমাঃ তাহলি কার দোষ - আমার কপালের আর তোর ভাগ্যের।

সেলিমঃ না মা তোমাদের অজ্ঞতার দোষ...

হালিমাঃ (কেঁদে) তুই দু পাতা লেখাপড়া শিখেছিস বলে আজ আমাদের এই কথা বললি বাপ। আমাদের দোষ? আমরা কি ইচ্ছা করে তোরে আজ জিবরাইলের হাতে তুলে দিতি চাই। ওরে তোরে যে আমি আমার পরানডার চেয়েও ভালবাসি। তোর জন্নি আমার কলেজা দুটুকরো হয়ে যাচ্ছে। যদি ফালি করে দেখানো যেতো তোকে (কাঁদে)।

সেলিমঃ (কেশে) কেঁদো না মা, আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। তোমরা আমায় ভালবাস ভীষণ, ভালবাস বিশেষ করে তুমি। তুমি যে মা। মায়ের ভালবাসার কোন বিকল্প নেই। স্বার্থ নেই শুধু কিছু মায়েদের অজানার ফলে কিছু খুঁত থেকে যায়। আর শুধু ভালবাসা দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করা যায় না। মাকে অনেক সচেতন হতে হয়, সজাগ হতে হয়।

হালিমাঃ কেন তোর শরীর খারাপ হওয়ার পর থেকেই তো আমার ঘুম চলে গেছে। আমি তো জেগে বসে থাকি। যে যা বলছে তাই করেছি... কত তাবিজকবচ পানিপড়া করেছি... কোনই ফল হলো না।

সেলিমঃ হবে না মা, এখন আর কিছুতেই কিছু হবে না। তুমি যদি তোমার ছোট্ট সেলিম জন্মানোর ১০ দিনের মধ্যে একটা টিকা দিয়ে নিতে, তাহলে আজ আমাকে অকালে চলে যেতে হতো না।

হালিমাঃ আমরা মুরুক্ষ মানুষ, ওসব কি বুঝি! হসপিটালের ডাক্তার বলে দিলো নিয়মিত ওষুধ আর ফলমূল দুধ ডিম ছানা ভাল ভাল খাবার খাওয়ালি আস্তে আস্তে সেরে যাবে।

সেলিমঃ (হেসে) সে জন্নিই তো এর আর এক নাম রাজরোগ। এতে রাজার খাবার খেতে হয় মা (কাশে)।

হালিমাঃ দিন আনি দিন খাই, কোথায় পাব রাজখানা?

সেলিমঃ (রেগে) তাহলে আমারে খাও। খাবার জোগাড় করতে পারবে না। ছোট থেকেই সর্বনাশ করে রেখেছো। কোন প্রতিষেধক আমাকে আমাকে দাওনি। কেন? কেন? (চেঁচিয়ে) উত্তর দাও?-(কাশি)

হালিমাঃ চুপ কর, একি এত রক্ত! ওরে বাপ তুই চুপ কর, আমাকে ক্ষমা কর বাপ। (মাইকে ছেলে কষ্ট পাবে, মা কাঁদবে সেবা করবে, রক্ত মুছবে ইত্যাদি, আললাকে ডাকবে।)

লতিফঃ হালিমা, হালিমা, এই এই কবচ অজু করে বিসমিলা বলে খোকার গলায় পরিয়ে দেও। আলার দোয়ায় সেরে যাবে।

সেলিমঃ (হেঁচকি তুলে) আব্বা-মা, আমার রক্ষাকবচ ওটা নয়।

বাবা-মাঃ তা-হলি কোনটা বাবা?

সেলিমঃ তার নাম বি-সি-জি। (মারা যাবে-ফ্রিজ)

হালিমাঃ খোকা (কাঁদে)...

লতিফঃ খোকারে ফিরে আয়...।

(কয়েক জন আস্তে আস্তে সারিবদ্ধ ভাবে এসে মৃতদেহ নিয়ে যাবে। বাইরে থেকে করুণ সুরে মৃত্যু আছে তো জানি-----) পরিচয় প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

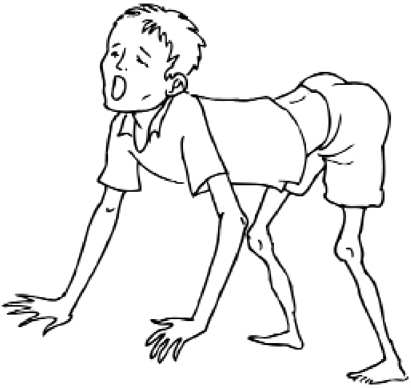

(লাঠি নিয়ে ভোলা খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রবেশ করবে। পেছনে একদল ছেলে মেয়েরা)

বাচ্চাদের কোরাসঃ-খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং কার বাড়ীতে গিয়েছিলে? কে ভাঙলো ঠ্যাং? খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং

১ম জনঃ কইরে খোঁড়া আজকাল কালার পাঠ করছিস নাকি?

(ভোলা আড় চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে চলে যেতে যায়)

২য় জনঃ (ভোলার লাঠি ধরে টান দিয়ে) কি রে পাত্তা দিচ্ছিস না যে, ব্যাপার কি?

ভোলাঃ (রেগে গিয়ে) লাঠি ধরে টানবি না, ভাল হবে না কিন্তু...

১ম জনঃ কী করবি শুনি খোঁড়া খেঁকশিয়াল।

কোরাসঃ (ডাকবে) খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক -

ভোলাঃ খেঁকশিয়াল তোর বাপ ... ।

২য় জনঃ তবে রে, বাপ তুলে কথা!

কোরাসঃ এই লাগা (মারতে থাকে)

ভোলাঃ (মাঝখানে পড়ে মার খায়, পড়ে যায়) আহঃ আহঃ আহঃ (ফ্রিজ)

জয়ঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ অসহায় ভোলার উপর এই নির্মম ব্যবহার করতে তোদের এতটুকু বিবেকে বাধলো না। আজ থেকে আমি আর তোদের সাথে খেলব না।

কোরাসঃ ক্ষমা করো জয়।
জয়ঃ ক্ষমা যদি চাইছিস, তবে আমার কাছে কেন? ভোলার কাছে চা।
কোরাসঃ (হাত জোড় করে) ক্ষমা করো ভোলা।
ভোলাঃ (ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে) ঠিক আছে, ঠিক আছে।
জয়ঃ লাগেনি তো ভোলা?
ভোলাঃ ভীষণ।
জয়ঃ (এগিয়ে গিয়ে) কই কোথায়?
ভোলাঃ এই তো (কেঁদে) এই আমার মনে।
জয়ঃ মন খারাপ করো না, বন্ধু।
ভোলাঃ বন্ধু?
জয়ঃ হ্যাঁ আজ থেকে আমরা সবাই তোমার বন্ধু। কী সবাই রাজী?
কোরাসঃ রাজী... ।
ভোলাঃ না, তা হয় না।
কোরাসঃ কেন বন্ধু?
ভোলাঃ তোমরা ভালো আর আমি খোঁড়া।
কোরাসঃ ডাক্তার দেখালে ঠিক হয়ে যাবে।
ভোলাঃ না আমি আর কোন দিন তোমাদের মতো স্বাভাবিক হয়ে হাঁটতে পারবো না। আমার যে পোলিও হয়েছে।

রাধা (একটি ছোটবাচ্চা মেয়ে)
পোলিও কেন হয়, জয়দা?

জয়ঃ প্রতিষেধক না নিলে পোলিও হয়।
রাধাঃ প্রতিষেধক কী?
ভোলাঃ তুমি যে হাসপাতালে গিয়ে পোলিও, পালস্ পোলিও খাও, ওটাই বোন।
রাধাঃ তুমি কেন খাও নি, দুষ্টুমি করো বুঝি?
ভোলাঃ আমার মা আমাকে খাওয়াতে নিয়ে যায়নি তাই আমি খেতে পারিনি। সেই জন্য আমি (কেঁদে) পঙ্গু হয়ে গেছি।
কোরাসঃ কেঁদো না বন্ধু।
১ম জনঃ তোমার হাতে গলায় ওগুলি কি ভোলা?
ভোলাঃ মাদুলি-কবচ।
কোরাসঃ কবচ!
ভোলাঃ হ্যাঁ রক্ষাকবচ, কিন্তু এটা নকল ভাই। তোমাদের সবার কাছে আছে আসল রক্ষা কবচ। তারা তোমাদের রক্ষা করছে।
কোরাসঃ কই নেই তো
ভোলাঃ হ্যাঁ আছে তোমাদের শরীরে মিশে আছে। তাদের চোখে দেখা যায় না। তোমাদের সর্বদা পাহারা দিচ্ছে বি.সি.জি. , ডি.পি.টি. পোলিও প্রতিষেধক টিকাগুলি তাই তো তোমরা সুস্থ

সবল আর আমি দুর্বল পঙ্গু (কাঁদবে) (যেতে থাকবে)

জয়ঃ কোথায় যাচ্ছ ভোলা?

ভোলাঃ কৈফিয়ত নিতে।

জয়ঃ কার কাছে?

ভোলাঃ আমার মা বাবার কাছে... আমি চিৎকার করে বলবো কেন কেন আর পাঁচটা শিশুর মতো আমার সমস্ত টিকাকরণ করানো হয়নি। জন্ম দিয়েছে কিন্তু কর্ম করেনি কেন? কেন ? (পড়ে যাবে) [ফ্রিজ]

কোরাসঃ ভোলা (ছুটে যাবে) [ফ্রিজ]
ফ্রিজ ভাঙবে করুণ গানে -
এ জীবন ভাই একবারই পাব ---------।

(গাইতে গাইতে ভোলা লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে সামনে চলবে। সবাই পিছনে পিছনে।)
(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(এক কোণে ঘর তৈরী হবে, ঘরে একটা পর্দা থাকবে। কয়েকজন পায়চারি করবে ঘরের দিকে। এ্যারীনায় ঘরে একজন শুয়ে থাকবে, একজন বসে থাকবে। নেপথ্যে সদ্যোজাত-র কান্নার আওয়াজ... সবাই আনন্দে মুখর)
[লা-লা-তালে নাচের দৃশ্য ঘর থাকবে]

নাচ-গান
কান্না মুখে আইলো সোনা
কোল করিল আলো
ও তোর কোল করিল আলো
কানটি পেতে শুনো মাগো
রাইখতে হইলে ভাল
শিশুর রাইখতে হইলে ভাল
জন্মের ১০ দিনের ভিতর
বি-সি-জি টা দিও
জন্মের ১০ দিনের ভিতর
বি-সি-জি টা দিও
আর দেড় মাস বয়স থেইকে
ডি-টি-পি টা নিও
মা গো ডি-টি-পি টা নিও।

সময় মতো তোমার শিশু
পোলিও ডোজ খাবে
আর দেরি নয় তাড়াতাড়ি
স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবে
মা গো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবে
চলো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবে
এখন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবে
(নাচতে নাচতে সবার প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

লা-লা- তালে তালে

(এ্যারীনায় অনুষ্ঠান দেখার ভঙ্গীতে কয়েকজন বসে থাকবে আর একজন মাইক্রোফোন হাতে ঘোষকের ভঙ্গীতে দাঁড়াবে।)

কোরাসঃ (হাত তালি দেবে) এই এবার শুরু হবে।

১ম জনঃ জয়দা।

কোরাসঃ জিন্দাবাদ (২ বার)

ঘোষকঃ বাচ্চারা তোমরা একটু চুপ করে বসো। আমরা আমাদের পুরস্কারসভা এখনি শুরু করবো।নমস্কার নমস্কার। আপনারা সকলেই জানেন। আমাদের জয়, মানে জয় সেনাপতি আমাদের এই চন্দনপুরের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এই রাজ্যের মধ্যে সাঁতার প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জয় আমাদের গ্রামের গর্ব। জয়কে পুরস্কৃত করবেন আমাদের জেলা কমিটির সভাধিপতি। আসুন স্যার। জয় সেনাপতি এসো।

সভাধিপতিঃ (পুরস্কার দেবেন) (জয় নমস্কার করবে) আশীর্বাদ করি বাবা, তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

কোরাসঃ (হাততালি)

সভাধিপতিঃ শুধু হাততালি দিলে হবে না। আমাদের ঘরে ঘরে তৈরি করতে হবে জয়ের মতো সাহসী ছেলে মেয়ে। তার জন্য ঠিক রাখতে হবে আমাদের ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য। সমস্ত মা-বাবারা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির স্বাস্থ্য কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন।

১ম জনঃ জয় দাদা... ।

কোরাসঃ জিন্দাবাদ।

(সবাই মিছিল করে। জয় হাত জোড় করে হেসে হেসে নমস্কার ভঙ্গীতে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(পোলিও পেত্নীর প্রবেশ)

পোলিও দিদিঃ নাকি সুরে) রোঁগে ভুঁগে মঁরবি না জঁলে ডুঁবে মঁর, আঁগুনে পুঁড়ে মঁর, বাঁজ পঁড়ে মঁর,অ্যাঁক্সিডেন্টে মঁর, আঁমি আঁশীর্বাদ কঁরছি, মাঁনুষের ছাঁ সঁব মঁরে নিঁপাত হঁয়ে যাঁ।

যক্ষাঃ (বিকট গলায়) ও পোলিও দিদি, এতো রাতে কাকে নিপাত করছো?

পোলিও দিদিঃ কেঁ রেঁ তুঁই, যঁক্ষা?

যক্ষাঃ হ্যাঁ দিদি।

পোলিও দিদিঃ এঁই চঁন্দনপুঁরের মাঁনুষদের।

ডিপথেরিয়া ও হুপিং কাশিঃ আমাদের বল দিদি আবার কি কইরল ক্ষতি।

পোলিও দিদিঃ ক্ষঁতি বঁলে ক্ষঁতি। কঁয়েক বঁছর ধঁরে আঁমি আঁছি অঁনাহারে। কঁচি বাঁচ্চার নঁরম হাঁড় চিঁবুই কেঁমন কঁরে? প্রঁতিষেধক নিঁচ্ছে, পাঁরছি নাঁ আঁর ঘেঁষতে। পাঁলস্ পোঁলিও ওঁ ভাঁই হুঁপিং কাঁশি ডিঁপথেরিয়া যঁক্ষা। তোঁরা কীঁ পেঁয়েছিস্ রঁক্ষা? ডোঁজ কেঁড়ে নিঁল মোঁর ভোঁজ।

যক্ষাঃ আমি পেয়েছি রক্ষা? গাঁয়ে ঢুকলেই ফক্কা। থাকি এখন অভুক্ত। পাই না এক ফোঁটাও রক্ত। বি-সি-জি ব্যাটা বড্ড ঢ্যাটা মাথায় ডেংস মারে। কোন দিন যদি সুযোগ পাই ওকে ছাড়ব নারে নারে।

ডিপথেরিয়া+ হুপিং কাশিঃ আমরা দুটি ভাই। হাওয়া ধরে খাই। কচিকাঁচার কাছে রক্ষা কবচ আছে, আমাদের নাই ঠাঁই। ডি-পি-টি বড়ো ওঁচা। পেলেই মারে খোঁচা। আমরা কী আর করবো। হাওয়ায় ঘুরে মরবো।

পোলিও দিদিঃ ভেঁঙে পঁড়লে হঁবে? জোঁট বাঁধতে হঁবে। মাঁনুষ ছিঁল বোঁকা, থাঁকতো এঁকা এঁকা। জাঁনতো নাঁ তোঁ কিঁচ্ছু, দঁল গঁড়ে আঁজ সঁব শিঁখেছে। এঁমনি ওঁরা বিঁচ্ছু। আঁমরা কেঁন ছাঁড়ব্,এঁসো দঁল গঁড়বো। সঁবাই মিঁলে একঁ সাঁথে ঢুঁকবো গাঁয়ে, আঁজ রাঁতে।

যক্ষাঃ আমি তাতে রাজি। যা করবো আজি।

ডিপথেরিয়া+ হুপিং কাশিঃ না খেয়ে আর ভয়ে ভয়ে ভীতুর মতো থাকবো না। প্রতিষেধক তোদের আজ একজনকেও রাখবো না।

পোলিও দিদিঃ সাঁবাস

কোরাসঃ মরতে হলে বীরের মতো লড়াই করে মরবো। টিকার শক্তি মুছে দিয়ে পুরানো দেশ গড়বো। প্রতিষেধকের বংশ, করবো তোদের ধ্বংস।

(সবাই এক সাথে হাতে হাত মেলাবে)

কোরাসঃ হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ

কোরাসঃ আঁগে ধঁরবো জঁয়কে, তাঁর পঁরেতে রাঁধা। গাঁ শুঁদ্ধু চিঁবিয়ে খাঁবো, কেঁ দিঁবি রেঁ বাঁধা? হাঃ হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ হিঃ।

(তালে তালে নাচতে নাচতে প্রস্থান)।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ধিন ধিনা ধিন। ধিনাক ধিনাক। তালে তালে কয়েক জন মিলে তক্তাপোষ তৈরি করবে। এখানে তক্তাপোষে বেডসীট ব্যবহার হবে। জয় তালে তালে আসবে হাই তুলবে আড়মোড়া ভাঙবে, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। জয়ের সাথে কয়েক জন অভিনেতা বুকে সাইন বোর্ড বাঁধা বি-সি-জি, ডি-পি-টি (দুজনে) পোলিও লাঠি হাতে প্রবেশ করবে এবং জয়কে পাহারা দেবে। জীবাণুদের প্রবেশ (যক্ষা, হুপিং কাশি, পোলিও)

জীবাণুদের কোরাসঃ হিঃ হিঃ- হিঃ হাঃ তোরা সরে যা।

প্রতিশেধকদের
কোরাসঃ এমনি যাব সরে, যাব যদি লড়ে।

যক্ষাঃ এবার নেই রক্ষা, আমি সেই যক্ষা।

বি-সি-জিঃ আমি বি-সি-জি- এদেহে গেঁড়ে বসেছি। পাবি ব্যাটা তুই অক্কা।

(দুজনে কাঠি নিয়ে লড়াই - ফ্রিজ)

পোলিও দিদিঃ আমি পোলিও পথ ছাড়িও পথ ছাড়িও।

পালস্ পোলিও টিকাঃ আমি পালস্ পোলিও টিকা, পথ খোঁজা তোর বৃথা। আমার সাথে লড়, জীবানু তুই মর। (দুজনে লড়াই ফ্রিজ)।

ডিপথেরিয়া+হুপিং
কাশিঃ আমরা দুটি ভাই, কচি কাঁচা খাই, সরবি না কি ছাই।

ডি-পি-টিঃ সরবো কি রে হাঁদা, আমরা ডি-পি-টি দাদা। এটাই হলো সত্যি, মোদের ডবল শক্তি।

(চারজনের লড়াই, সেই সঙ্গে অন্যদেরও লড়াই চলবে নাচের তালে)।

জীবাণুরাঃ আ (মারা যাবে)

প্রতিষেধকরাঃ ই আ (মারবে) [ফ্রিজ]

(ফ্রিজ ভাঙ্গবে সবাই মিলে গান করে)

গান

আমরা মরব না, মরব না রে
যক্ষা হুপিং কাশি ডিপথেরিয়া আর পোলিও রোগে।
ঝাড় ফুঁক তুক তাক
মাদুলী কবচ
মুছে যাক দেশ থেকে
যত রোগভোগ
প্রতিষেধক আমাদের রক্ষাকবচ
টিকা নিতে ভুল কভু
করব না রে।
আমরা-----------নারে

সবাই প্রস্থান
(নাটক শেষ)

স্বাস্থ্যই সম্পদ

(চম্পাকে কোলে নিয়ে চম্পার মার প্রবেশ)

মাঃ না মা কাঁদে না... কাঁদে না... কাঁদে না মা ...
চম্পাঃ এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ (কাঁদতে থাকবে) (কাশতে থাকবে)

(ঠাকুমার প্রবেশ)

ঠাকুমাঃ বউমা, হলোটা কী? ও অত কাঁদছে কেন?
মাঃ দেখুন না মা, চম্পার গাটা একটু গরম গরম না?
ঠাকুমাঃ হ্যাঁ গায়ে তাপ আছে।
মাঃ ঠান্ডাও লেগেছে, সর্দি কাশি তো আছে, কাল থেকে আবার কাশতে কাশতে দম লেগে যাচ্ছে। বমি করছে পেচ্ছাবও করছে।
ঠাকুমাঃ ও দেখাতে হবে না, বাতাস লেগেছে। সন্ধ্যা দেখা নেই, দুপুর দেখা নেই ঘাটে যাচ্ছ। যেখানে খুশী যাচ্ছ, বাচ্চা কাচ্চার মায়েদের একটু না বেছে চললে হয়? বাইরের দূষণ বাতাস বাড়ি আনছ, আর ছেলে মেয়ে গুলোকে ভোগাচ্ছ। হাঁ-করে না দাঁড়িয়ে থেকে ওকে নিয়ে ঘরে যাও। আমি দেখি হিমু ওঝাকে ডাকতে পাঠাই। বলি শুনতেছ ...

(ঠাকুরদার প্রবেশ)

ঠাকুরদাঃ কী বলতেছ বল।
ঠাকুমাঃ হিমু ভাইরে একটু ডেকে আন। চম্পার অসুখটা বেড়েছে... হিমুর ঝাড় ফুঁক না হলি সারবে না।
ঠাকুরদাঃ হ্যাঁ এখুনিই ডেকে আনছি (প্রস্থান)
মাঃ না মা কাঁদে না...
চম্পাঃ (কাঁদবে এবং কাশবে)
মাঃ ও মা, দেখুন না চম্পা কেমন করছে।
ঠাকুমাঃ (মাথায় ফুঁ দেবে) ঠাকুর আমার চম্পাকে ভাল করে দাও।

(ঠাকুরদা ও হিমুর প্রবেশ)

হিমুঃ আমার কী আর সেই বয়েস আছে? রাতবিরেত আর বেরুই নে। নেহাৎ দাদাবাবু গেলেন তাই।
ঠাকুমাঃ এসো ভাই হিমু এসো।
হিমুঃ কই চম্পা দিদিরে আন, মেয়েটা হয়ে পর্যন্ত ভোগাচ্ছে... ওর পেটে থাকতি বাতাস লেগে আছে ।
ঠাকুমাঃ আর বোলো না ভাই আবাগির বিটি আমার কথা শুনলি তো। এখন আবার মিটিং করতি যায়,

বলে দুটোর বেশি ছেলে মেয়ে হওয়াবো না। কেন রে আমার খোকার একটা ছেলে একটা মেয়ে। কথায় বলে এক ব্যাটা, ব্যাটা না আর এক টাকা, টাকা না। ভগবানের উপরে মাতব্বরি।

হিমুঃ ওসব কথা এখন থাক, রোগী আন দিদি।

মাঃ এই দেখুন না মামাবাবু, খুব কাশছে গা-টা গরম।

হিমুঃ এতো দূষণ বাতাস লেগেছে, সাত দিন ঝাড়াতে হবে, বাড়ি বন্ধ করতি হবে। এই বাড়ির উপর দে তেনারা চলা ফেরা করেন।

ঠাকুমাঃ যা ভাল হয় তাই কর ভাই, তাই কর।

হিমুঃ হিং ক্রিড়ি ফিং ক্রিড়ি হিং ক্রিড়ি ঝা-ঝা-ঝা-ফুঁ-ফুঁ-ফুঁ (তিনবার) ও দিদি আমার সিধেটা দিয়ে আসতি বলো, আমি চলাম।

ঠাকুমাঃ কত দেবো ভাই।

হিমুঃ এক পালি চাল, এক খুঁচি ডাল, এক চুবড়ি আলু আর একটা মুরগি দিও।

ঠাকুমাঃ সব দেবো... আমার চম্পা সেরে গেলে তোমায় খুশী করে দেবো।

হিমুঃ আসি তাহলি।

[প্রস্থান]
(টাটুড়্যাটুর মিউজিক)

ঠাকুরদাঃ হ্যাঁ চল আগিয়ে দিই। (প্রস্থান)

ঠাকুমাঃ হাঁ-করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, ওর নে ঘরে যাও। ঢঙে আর বাঁচিনে হুঁ/হুঃ (প্রস্থান সবাই) চম্পাকে নিয়ে মার প্রবেশ

মাঃ ওরে বাবা আমার একি সর্বনাশ হলো রে... ও চম্পা তুই একটু দাঁড়া... ও সোনা তুই দাঁড়াতে পারচ্ছিস না কেন? ও বাবা আমার একি হলো ।

[শান্তিদির প্রবেশ]
(স্বাস্থ্যকর্মী)

শান্তিঃ বৌদি,ও বৌদি, তুমি এত কাঁদছ কেন?

মাঃ দেখুন না শান্তিদি, আমার চম্পা আর পা পেতে দাঁড়াতে পারছে না।

শান্তিঃ কই দেখি দেখি... এ্যাঁ এ্যাঁ না বৌদি ওর ইনজেকশনগুলো দিয়েছিলে? পোলিও খাইয়েছিলে?

মাঃ না গো দিদি... এ বাড়িতে হাসপাতালে যাওয়ার কোন রেওয়াজ নেই।

শান্তিঃ আমার মনে হয় তোমার চম্পার পোলিও হয়েছে। তবে হাসপাতালে নিয়ে দেখাতে পার এখনও কিছু করা যায় কিনা। তবে পোলিও হলে শিশু চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়।

মাঃ আমি এখুনি যাব শান্তিদি, তুমি আমাকে নিয়ে চলো... আমি যাব... আমি (কাঁদতে থাকে)

ঠাকুমাঃ না, এ বাড়ি থেকে কোন মেয়েছেলে একা একা বাইরে যায় না। খোকারে খবর দিচ্ছি ও মাঠ থেকে বাড় আসুক, দরকার হলে ও এখুনি হিমু ওঝাকে ডেকে বাড়ি বন্ধ করে নেবে।

মাঃ না , আজ আমি আপনাদের কোন কথা শুনব না। আমার চম্পা আর টুবুনকে বাঁচাতে আমি হাসপাতালে যাব। ডাক্তারবাবুরা যা বলবেন তাই করবো।

ঠাকুমাঃ আর কোন দিন এ বাড়ি ঢুকতে পারবি না।

মাঃ তাই হবে। চলো শান্তিদি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

(প্রস্থান)

ঠাকুমাঃ আমার মুখি ঝামা ঘষে দে চলে গেল... আসুক আগে খোকা বাড়ি... ওর ব্যবস্থা না করতি পারি তো আমার নাম মক্ষিরানি না।

(প্রস্থান)

[বাবার প্রবেশ]

বাবাঃ মা। ও মা। মা। ওহঃ যায় যে সব কোথায় মা। চম্পার মা জল দাও।

ঠাকুমাঃ ওরে খোকারে তোর কি সব্বনাশ করলেরে।

বাবাঃ কই হয়েছে আরে বলবে তো।

ঠাকুমাঃ ওই তোর বৌ তোর মেয়ে নে হাসপাতালে গেল।

বাবাঃ সে কি তুমি মানা করোনি হিমুকাকা দেখছে।

ঠাকুমাঃ কত বার বলিছি। খোকা উত্তরে মাঠে আছে, খবর দেই সে বাড়ী আসুক সে যা ভাল বোঝে তাই করবে। তা আমার কথা শুনল না ব্যাগ কাঁধে ঘোরে সেই মেয়েলোকের সাথে চলে গেলো।ওরে হাসপাতালে মানুষ সাধে যায়। মরমর হলি তখন যায়। আমি বছর বছর একটা করে বিয়েছি, কোন দিন হসপিটালে যাতি হয়নি। হ্যা-রে খোকা আমি না হয় এই সংসারের কেউ না কিন্তু তুই তোরও একটা কথা বলে না, অমনি ডেং ডেং করে চলে গেলো।

বাবাঃ জামাটা দাও। মেয়েছেলে কতটা বেড়েছে দেখে আসি।

(সবাই প্রস্থান)

ঠাকুমাঃ ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি, আমারে অমান্যি করা আমার নাম মক্ষিরানী।

(প্রস্থান)

(চম্পাকে নিয়ে মা ও শান্তির প্রবেশ)

শান্তিঃ ডাক্তার বাবু আসব?

ডাক্তারঃ শান্তি এসো কি ব্যাপার ?

শান্তিঃ ডাক্তার বাবু এই বাচ্চাটাকে একটু দেখুন।

ডাক্তারঃ কী হয়েছে ওর?

শান্তিঃ বল বৌদি।

মাঃ আমার বাচ্চাটার আজ কয়েক দিন হলো জ্বর, খুব কাশছে, কাশতে কাশতে বমি করে ফেলছে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তারঃ দেখি-দেখি- এতো হুপিং কাশি আর কিছু

মাঃ আর আজ সকাল থেকে এই পা-টা পেতে দাঁড়াতে পাচ্ছে না।

(বাবার প্রবেশ, দাঁড়িয়ে সবার কথা শুনবে)

মাঃ আপনি আমার চম্পার ওষুধ দিন ডাক্তার বাবু, যত টাকা খরচ হয় করব।

ডাক্তারঃ ওকে পোলিও খাইয়েছিলেন?

মাঃ না।

ডাক্তারঃ বি.সি.জি।ডি.পি.টি.-র ডোজগুলি দেওয়া হয়েছে?

মাঃ সে কি?

শান্তিঃ আজ্ঞে না ডাক্তার বাবু, ওর কোন প্রতিষেধক নেওয়া নেই। এমন কি ওর মার গর্ভবতী অবস্থায় কোন প্রতিষেধক দেওয়া হয়নি। এখনও আমাদের গ্রামের ধাই এর হাতে বাচ্চা হয়।

মাঃ এখন কী হবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারঃ আমাদের কিছুই করার নেই। আপনার চম্পা আর কোনো দিনও ভালো হবে না চির পঙ্গু হয়ে থাকবে।

বাবাঃ না এ হতে পারে না,ডাক্তারবাবু আপনার পায়ে ধরি আমার চম্পার পা ভালো করে দিন। যত টাকা লাগে আমি দেবো।

ডাক্তারঃ আর কিছুই করার নেই, যা হওয়ার হয়ে গেছে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

বাবাঃ ডাক্তারবাবু আমার ভুলের জন্য আমার চম্পা খোঁড়া হয়ে থাকবে?

ডাক্তারঃ আমাদের আর কিছুই করার নেই, এরকম ভুল আর করবেন না।

বাবাঃ আমাদের ২ মাসের একটা ছেলে আছে।

মাঃ তার জন্য কোনও প্রতিষেধক নেই?

ডাক্তারঃ হ্যাঁ ডি.পি.টি-র ডোজগুলি দিয়ে নিন। আর আগামী ৭ই ডিসেম্বর ও -----ই জানুয়ারী আমাদের পালস্ পোলিও ক্যাম্প আছে, আপনার ছেলেকে পোলিও খাওয়াতে ভুলবেন না। এবার আপনারা আসুন

(প্রস্থান)

শান্তিঃ বৌদি মনে রেখো আগামী ৭ই ডিসেম্বর ও -----ই জানুয়ারী পালস্ পোলিও খাওয়ানোর দিন।

(সবার প্রস্থান)
[শাশুড়ির প্রবেশ]

শাশুড়িঃ আমাদের মূর্খতার জন্যি আমার চম্পা আজ পঙ্গু। সমস্ত বৌমাদের বলছি আমার বৌমার সাথে তোমরাও যেও পালস্ পোলিও খাওয়াতি আর যাতে বাচ্চারা পঙ্গু না হয়।

(শান্তি, মা, বাবা, ঠাকুরদা, ডাক্তারবাবুর প্রবেশ)

গান

শান্তিঃ স্বাস্থ্য ভাল রাখা আমাদের খুবি দরকার (২বার)
আরে জাগোরে জাগো গ্রামের সন্তান
কোরাসঃ- আরে জাগো জাগো জাগোরে
জাগো গ্রামের সন্তান।।
শান্তিঃ- সময়ে শিশুকে টিকা দিতে হয়।
কোরাসঃ- টিকা দিতে হয় টিকা দিতে হয়।
শান্তিঃ- টিকা না দিলে ভাই হুপিং কাশি হয়।
কোরাসঃ হুপিং কাশি হয়, হুপিং কাশি হয়।
শান্তিঃ ও--- টি. বি. ও ডিপথেরিয়া হয় তারপর (২বার)
আরে জাগোরে জাগোরে জাগো গ্রামের সন্তান।
কোরাসঃ আরে জাগো জাগো জাগোরে
জাগো গ্রামের সন্তান।।
শান্তিঃ সময়ে শিশুকে পোলিও খাওয়াতে হয়।
কোরাসঃ- পোলিও খাওয়াতে হয় (২বার)
শান্তিঃ- পোলিও না খাওয়ালে পঙ্গু হয়ে যায়।
কোরাসঃ- পঙ্গু হয়ে যায়, পঙ্গু হয়ে যায়।
শান্তিঃ ও--- সরকারি হাসপাতাল আমাদের জন্য সবার (২বার)
আরে জাগো--------সন্তান
কোরাসঃ- জাগো--------সন্তান

(নাচতে নাচতে সবার প্রস্থান)

সওদাগর

প্রথম দৃশ্য

(সওদাগর ও তার সাথীদের প্রবেশ)

১মঃ নমস্কার... শুরু করছি আজকের নাটক।
২য়ঃ নাটকটি কাল্পনিক হলেও সম্পূর্ণ আবাস্তব নয়।
৩য়ঃ নাটকে যে সমস্যা আছে তা আমাদের সবার সমস্যা।
৪র্থঃ আচ্ছা যদি তা আপনার সমস্যার সাথে মিলে যায় ?
সওদাগরঃ তাহলে আসুন সবাই মিলে সমাধানের রাস্তা খুঁজি।

(গানের তালে তালে মাইমে সবাই মিলে সমাধানের রাস্তা খুঁজবে নৌকা তৈরি হবে। সবাই চলবে।)

গান
- কোরাস -
চলো চলো সওদাগর। নাও ভাসিয়ে দাও সওদাগর
দেশে দেশে খুঁজব যত। সমস্যার ওই কাল পাহাড়
ঢেউ বাহার ঢেউ বাহার ঢেউ বাহার
হেঁইও হেঁইও ঢেউ বাহার।।
ঢেউ বাহার ঢেউ বাহার ঢেউ বাহার

সওদাগরঃ সাগর জলে পাল তুলে দে। আমরা হব নিরুদ্দেশ
কোরাসঃ সাগর জলে পাল তুলে দে। আমরা হব নিরুদ্দেশ
সওদাগরঃ সাত সমুদ্দুর তেরো নদী। পেরিয়ে যাব নতুন দেশ।
কোরাসঃ সাত সমুদ্দুর তেরো নদী। পেরিয়ে যাব নতুন দেশ।
কোরাসঃ সাগর জলে---------------নতুন দেশ।
সওদাগরঃ সমস্যার ঐ পাহাড়টাকে। ভাঙতে দেব চেতনা
কোরাসঃ সমস্যার ঐ পাহাড়টাকে। ভাঙতে দেব চেতনা
সওদাগরঃ ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী সেই। দেবে দেশের ঠিকানা।
কোরাসঃ ব্যাঙ্গোমা আর ব্যাঙ্গোমী সেই। দেবে দেশের ঠিকানা।
কোরাসঃ সমস্যার ঐ পাহাড়টাকে-------------ঠিকানা।
সওদাগরঃ মনের সুখে থাকবে মানুষ। করবে নিদ্রা আহার
কোরাসঃ ঢেউ বাহার।।। (৩) হেঁইও ঢেউ বাহার।। (২)
১মঃ চারি দিকি পানি আর পানি।
২য়ঃ কত দিন মাটি দেখিনি। কবে মাটি দেখতি পাবো ?
৩য়ঃ ঘর বাড়ি, গাছ পালা, মানুষ দেখতি পাবো ?
৪র্থঃ ওই দূরি গাছ পালা আর ঘর বাড়ী দেকা যাচ্ছে না ?

কোরাসঃ হ্যাঁ হ্যাঁ গাছপালা আর ঘর বাড়িই তো।
সওদাগরঃ ওইখানেই নাও ভেড়ানো যাক।
কোরাসঃ হেঁইও হেঁইও ঢেউ বাহার।। (২)

(মৃতদেহ নিয়ে কয়েকজনের প্রবেশ ও প্রস্থান। পিছনে খোঁড়ার প্রবেশ)

একজনঃ বলো হরি
কোরাসঃ হরি বলো।।।।

(প্রস্থান)

সওদাগরঃ ও ভাই, মানুষটা কি করে মারা গেল?
খোঁড়াঃ ওলাউঠো হয়েছে। মনে হচ্ছে ভিন দেশি। এই দ্বীপে মড়ক লেগেছে মানে মানে কেটে পড়ো।
সওদাগরঃ এটা কোন দ্বীপ?
খোঁড়াঃ এটা সজন দ্বীপ এখানকার বাদশার নাম শাহেনশা, আমরা বলি বাদশা হুজুর।
সওদাগরঃ নদীর ঘাট কোথায় ?
খোঁড়াঃ ওই হোথায় (প্রস্থান)
কোরাসঃ হেঁইও হেঁইও ঢেউ বাহার।।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(লালা লা লা তালে তালে রাজদরবার তৈরি হবে)

ঘোষকঃ সবাই সরে দাঁড়ান বাদশা হুজুর আসতেছেন।
উজিরঃ সালাম বাদশা... হুজিরে সালাম।
কোরাসঃ সালাম বাদশা... হুজিরে সালাম।
কোরাসঃ আস্ সালামু আলায় কুম।
বাদশাঃ ওয়ালে কুম আস্ সালাম... দেশের খবর শোনাও।
১মঃ বাদশা হুজুর... খগেন বাগদির ছোট ব্যাটা আজ ভোরে এন্তেকাল করেছে।
২য়ঃ সোলেমান কাজীর বিবি ভেদ বমনে মরণাপন্ন।
উজিরঃ বাদশা হুজুর। এই ভাবে মানুষ মরতে থাকলে, দেশ যে জন মানব শূন্য হয়ে যাবে।
ঘোষকঃ ভিন দেশি এক জন সওদাগর, বাদশা হুজুরের সাথে দেখা করতে চান।

বাদশাঃ পাঠিয়ে দাও।

(সওদাগরের প্রবেশ)

সওদাগরঃ আদাব জাঁহাপনা। আমি ভিন দেশি সওদাগর, আপনার দেশে কিছুদিন থাকতে চাই। যদি অনুমতি দেন, তাহলে নদীর তীরেই তাঁবু ফেলি।

বাদশাঃ কিন্তু এখানে যে মহামারী...

সওদাগরঃ আমি জানি।

বাদশাঃ মহামারী জেনেও থাকতে চাও ? কেন ?

সওদাগরঃ মহামারীর কারণ জানতে চাই, বুঝতে চাই এবং তার প্রতিকার করতে চাই।

বাদশাঃ বেশ তো যত দিন ইচ্ছা থাকো সওদাগর। কিন্তু তুমি আমার দেশ থেকে কি সওদা করবে, (অট্টহাসি) হা হা হা... মহামারী ?

সওদাগরঃ না... মহব্বত।

বাদশাঃ মহব্বত ? (নেপথ্যে কান্নার আওয়াজ) অন্দর মহল থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে কেন ?

(ধাইমার প্রবেশ)

ধাইমাঃ বাদশা হুজুর... বাদশা হুজুর...

বাদশাঃ কি হয়েছে ধাইমা ?

ধাইমাঃ শাহাজাদা সেলিমের... ।

বাদশাঃ কি হয়েছে আমার সেলিমের ?

ধাইমাঃ সর্বনাশা রোগ দেখা দিয়েছে... পায়খানার সাথে রক্ত।

উজিরঃ রক্ত ?

ইকোঃ রক্ত ? রক্ত ? রক্ত ?

বাদশাঃ হায় আল্লা, তোমার এই বিচার ? আমার একমাত্র পুত্র সন্তানকে তুমি দুনিয়া থেকে তুলে নেবে? আমি কি পাপ করেছি খোদা ? তুমি দুনিয়া থেকে তুলে নেবে ? আমি কি পাপ করেছি খোদা ? (কান্না) হা হা হা

সওদাগরঃ আপনি ভেঙে পড়বেন না জাঁহাপনা। শাহাজাদার আন্ত্রিক হয়েছে। ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবে। আপনি যদি অনুমতি করেন

বাদশাঃ তুমি কি বৈদ্য, নাকি কবিরাজ ?

সওদাগরঃ না তেমন কিছু নই। তবে এই সমস্ত অসুখ যাতে না হয় তার প্রতিষেধ মন্ত্রগুলি আমি জানি।

বাদশাঃ ওষুধ দিয়ে পারো আর মন্ত্র দিয়ে পারো, যেমন করে হোক আমার সেলিমকে তুমি বাঁচাও সওদাগর। তুমি যা পুরস্কার চাও আমি দেব কথা দিলাম।

কোরাসঃ (সুরে) চলো চলো সওদাগর, রোগের করো প্রতিকার।

(বলতে বলতে সবার প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(সওদাগর ও অনেকের প্রবেশ)

১) বুড়োঃ সওদাগর ও সওদাগর আমার ৩বার পায়খানা আর ৪বার বমি হয়েছে। একটু ওষুধ দাও গো বাবা।

২) মাঃ সওদাগর আমার মেয়ের পায়খানার সাথে রক্ত পড়ছে। ওষুধ দাও না ভাই।

৩য়ঃ আমাকে কৃমির ওষুধ দাও সওদাগর।

৪র্থঃ আহঃ আমার পেটে ব্যথা ওষুধ দাও।

৫মঃ আমার বুক কনকন করছে ওষুধ দাও।

৬ষ্ঠঃ আহঃ অসহ্য মাথার যন্ত্রণা

কোরাসঃ ওষুধ দাও। ওষুধ দাও। ওষুধ দাও।

সওদাগরঃ না, আমি আর ওষুধ দেব না। এই অসুখগুলো যাতে না হয় তার মন্ত্র দেবো নেবে ?

কোরাসঃ দাও...

সওদাগরঃ বলো, শরীরের বর্জিত মল তার থেকে দূরে রাখব জল।

কোরাসঃ শরীরের বর্জিত মল, তার থেকে দূরে রাখব জল।

সওদাগরঃ মাঠে ঘাটে পুকুর পাড়ে ত্যাগ করব না মল, বাঁচাব সবজি ফল।

কোরাসঃ মাঠে ঘাটে পুকুর পাড়ে ত্যাগ করব না মল, বাঁচাব সবজি ফল।

সওদাগরঃ রাখব খাবার ঢাকি, রুখব যত মাছি।

কোরাসঃ রাখব খাবার ঢাকি, রুখব যত মাছি।

সওদাগরঃ শৌচের পর ও খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত, তারপর পাড়ব পাত।

কোরাসঃ শৌচের পর ও খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত, তারপর পাড়ব পাত।

ঘোষকঃ শুনুন শুনুন শাহাজাদা সেলিমের জীবন বাঁচানোর জন্য আজ বাদশা হুজুর সওদাগরকে পুরস্কৃত করবেন

(প্রস্থান)

কোরাসঃ (সুরে) চলো চলো সওদাগর। গ্রহণ করো পুরুস্কার। (বলতে বলতে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(লা লা লা লা তালে তালে বাদশার পরিবারসহ রাজদরবার তৈরি হবে)

সেলিমঃ আম্মাজান। সওদাগর তো এখনও এল না।

বেগমঃ এসে যাবে আব্বু সোনা।

সেলিমঃ আমি সওদাগরকে এই তরবারিটি উপহার দেব। অসুখগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেবে।

(সওদাগরের প্রবেশ)

সওদাগরঃ তরবারি দিয়ে জীবাণুদের কাটা যায় না শাহাজাদা। কারণ তাদের খালি চোখে দেখা যায় না।
সেলিমঃ তাহলে আমরা বাঁচব কেমন করে ? সওদাগর?
সওদাগরঃ সচেতন হয়ে।
সেলিমঃ সচেতন ? সেটা কি ?
ইকোঃ সেটা কি ? সেটা কি ?
সেলিমাঃ সেটা কি সওদাগর বুঝিয়ে বলুন ?
সওদাগরঃ এই রোগগুলি কেন হয়, কি ভাবে ছড়ায় ? আর কি কি করলে রোগগুলি হবেই না। সেটা জানা ও প্রতিকার করা। আপনি আমাকে পুরুস্কার দেবেন না ? শাহজাদী সেলিমা।
সেলিমাঃ হ্যাঁ এই যে জোড়া গোলাপ...।
সওদাগরঃ আমি দেশে দেশে দিঘি ভরা শালুক পদ্ম দেখেছি। জোড়া গোলাপ তো দেখিনি কখনো।
সেলিমাঃ এই নাও সওদাগর। তুমি আমাকে চাও তুমি আমাকে চাও।
বাদশাঃ বলো সওদাগর তুমি আমার থেকে কি পুরুস্কার চাও ?
সেলিমাঃ (ইঙ্গিতে) আমাকে চাও
বাদশাঃ কি হলো বলো
সেলিমাঃ (ইঙ্গিতে) তুমি আমাকে চাও
বাদশাঃ বলো সওদাগর।
সওদাগরঃ আমি... ।
বাদশাঃ হ্যাঁ বলো।
সওদাগরঃ আমি চাই... ।
বাদশাঃ কি? মোহর ?
সওদাগরঃ না।
বাদশাঃ তাহলে এই সিংহাসন ?
সওদাগরঃ না। আমি চাই শাহাজাদী সেলিমাকে।
বাদশাঃ অসম্ভব। এই কে আছিস এই দুরাত্মাকে এখুনি বন্দী কর।
বেগমঃ শুধু বন্দী করলে হবে না জাঁহাপনা। আমার সেলিমার উপর নজর ওর পড়েছে। তাই ওর চোখ দুটো তুলে নিন।
সওদাগরঃ আমার চোখ দুটো তুলে নিলেও, মন থেকে শাহাজাদীর ছবিটা মুছতে পারবেন তো ? বেগম সাহেবা ?
বাদশাঃ তোকে এই দুনিয়া থেকে মুছে দেব ইবলিস্... শয়তান...।
সেলিমাঃ আব্বা হুজুর আমি দেশের স্বার্থেই সওদাগরের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।
বাদশাঃ দেশের স্বার্থে ?
সেলিমাঃ হ্যাঁ দেশের স্বার্থেই, ওকে বাঁচিয়ে রেখে; ওর চেতনার মন্ত্র সবাই শিখে নেবো। ও মরে গেলে মহামারী যে আবার ফিরে আসবে আব্বাজান।
উজিরঃ শাহাজাদীর কথাটা ভেবে দেখার আছে বাদশা হুজুর।

বাদশাঃ ঠিক আছে। মানুষকে সচেতন করতে তোমার কত দিন সময় লাগবে সওদাগর ?

সওদাগরঃ তার কোন ঠিক নেই। ৫ মিনিটও লাগতে পারে, ৫ বছরও লাগতে পারে, আবার সারা জীবন ধরে চেষ্টা করে নাও হতে পারে। নির্ভর করছে সমস্ত মানুষের মর্জির উপর।

বেগমঃ জাঁহাপনা ওকে এক বছর সময় দিন, আর অপরাধের শাস্তি হিসাবে সহস্র বেত্রাঘাত...।

সেলিমাঃ আঃ

বাদশাঃ ঠিক আছে। সওদাগর তুমি মহামারীর কারণগুলি বলো। তারপর সিদ্ধান্ত নেবো।

সওদাগরঃ জাঁহাপনা, এই সমস্ত অসুখের মূল কারণ হচ্ছে, আমাদের শরীরের বর্জিত মল। যা ত্যাগের পর বিভিন্ন ভাবে আমাদের মুখে আসে, শত শত জীবাণু নিয়ে পেটে ঢোকে।

বাদশাঃ যেমন...

সওদাগরঃ যেমন মল ত্যাগের পর তার জীবাণু বৃষ্টির জলের ধুয়ে শস্য, সব্জী, ফল ও জলে মিশে যায়। তারপর সেই শস্য সব্জী ফল খেলে, সেই জল পান করলে বা মুখ ধুলে জীবাণুরা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

বাদশাঃ আর কি ভাবে ছড়ায় ?

সওদাগরঃ আমাদের হাত থেকে।

কোরাসঃ হাত থেকে ?

সওদাগরঃ হ্যাঁ পায়খানার জল শৌচের পর হাত ভাল করে সাবান দিয়ে না ধুয়ে, সেই হাতে খাবার খেলে জীবাণুরা তো ঢুকবেই। যেমন ধরুণ মা তার বাচ্চার পায়খানা কাগজ দিয়ে পরিষ্কার করে তাকে ধুয়ে দিয়ে হাতে সাবান না দিয়ে রান্না করতে গেন, জীবাণুরা বাড়ীর সবার পেটেই ঢুকে পড়বে।

বাদশাঃ তোমার ঝুলিতে আর কোন যুক্তি আছে ?

সওদাগরঃ হ্যাঁ জলও একটা বড় কারণ। পানীয় জল সর্বদা না ঢাকা দিয়ে বা পাত্র না ধুয়ে হাত শুদ্ধু ডুবিয়ে জল তুলে খাওয়ার ফলেও জীবাণু ঢোকে। তারপর পুকুর পাড়ে পায়খানা করে সেই পুকুরের জলে অনেকে শৌচ করে। সেই পুকুরে মানুষও চান করে গরুও চান করে, আবার সেই পুকুরে নোংরা জামাকাপড় কাচে, বাসন মাজে, শাক মাছ ধোয়, আবার সেই জলে ভাত ডাল রান্না করে। এতে মহামারী আপনার দেশে না তো কি সচেতন দেশে হবে ? আরও একজন রোগ ছড়ায় সে ভীষণ মারাত্মক।

কোরাসঃ কে সে ?

সওদাগরঃ মাছি।

কোরাসঃ মাছি ?

সওদাগরঃ মাছি হচ্ছে এক নম্বরের নারদ। সর্বঘটের কাঁঠালী কলা আর কি। পায়খানাতেও বসে, বমিতেও বসে, আর খাবারের গন্ধ পেলে তো কথাই নেই, কালামুখো হ্যাংলার মতো ছুটে গিয়ে বসে।

উজিরঃ এসবের জন্য সবাইকে কি করতে হবে ?

সওদাগরঃ মাঠে ঘাটে পুকুর পাড়ে পায়খানা করা চলবে না।

বাদশাঃ তার জন্য স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার প্রতি ঘরে ঘরে নির্মাণ করে দিয়েছি। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন

করার জন্য, স্বাস্থ্য ক্যাম্প, স্বাস্থ্য মেলা, পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি ইত্যাদি করেছি। তবুও কেন এত রোগ আর এই মহামারী ? জবাব দাও।

সওদাগরঃ নিশ্চয়ই আপনার প্রজাগণেরা সবাই শৌচাগার ব্যবহার করেন না। পায়খানায় জল শৌচের পর সবাই সাবান দিয়ে হাত ধোয় না। সব মায়েরা বাচ্চার পায়খানা পরিষ্কার করে হাতে সাবান দেয় না। খাওয়ার আগে সবাই হাত সাবান দিয়ে ধোয় না। পানীয় জল ও রান্না খাবার সবাই ঢেকে রাখে না।

বাদশাঃ সবাই না করলেও কিছু জন তো করেই।

সওদাগরঃ ওই সবাই এর থেকে কিছু জনের মধ্যে রোগটা ছড়িয়ে যায়।

বাদশাঃ কিন্তু আমার এই খাস মহল তো ঝক ঝকে তক তকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টিপ টপ... তাহলে এখানেও কেন মারণ রোগ হলো ? জবাব দেবে ?

সওদাগরঃ আপনার পাক মহলে হয়তো কোনও গলতি থাকবে। আর প্রজাদের থেকে রোগ আনার জন্য মাছিরাই যথেষ্ট।

বাদশাঃ কি? তুমি আমার প্রজাদের সাথে সংঘাত বাধাতে চাইছো ? আমার মহলে পাকশালের অমর্যাদা করে আমার কর্মচারীদের অবিশ্বাস করতে বলছ ? তুমি তো শুধু ইবলিস্ শয়তান নও, তুমি একটা কাফেরও বটে। তোমাকে আশ্রয় দেওয়া আমারই ভুল হয়েছে। শয়তানকে কি ভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি, সিপাহী সিপাহী ... ।

সিপাহীঃ জী হুজুর।

বাদশাঃ ওকে সহস্র বেত্রাঘাত করে বন্দী কর। আজ থেকে ঠিক ৩৬৫ দিনের মাথায় ওকে মুক্তি দেবে। মুক্তির পর তোমাকে আমি চোখে দেখলেই মৃত্যুদণ্ড।

উজিরঃ মানে কেটে পড়বে বুঝলে ?

সেলিমাঃ আব্বাজান আমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারি ওই সওদাগরের সব কথাই সত্যি, তাহলে ওকে মুক্তি দেবেন তো ?

বাদশাঃ শাহাজাদী বেয়াদপী ...।

সেলিমাঃ আপনি কখনো মাফ করেন না। কিন্তু শুনে রাখুন বাদশা শাহেনশা, আমিও বুঝিয়ে দেবো যে আমি আপনারি ঔরস জাত সন্তান।

বাদশাঃ আহ দাঁড়িয়ে রইলে কেন। এক্ষুনি বেত্রাঘাতে শয়তানটার শরীরটাকে ক্ষত বিক্ষত করে রক্ত স্রোত বইয়ে দে। আমি ওই স্রোতে গোসল করে পাকসাব হতে চাই। কি হলো ?

সিপাহীঃ হা হা (মারতে থাকে)

সেলিমাঃ আহ আহ...

সিপাহীঃ হা হা

দুজনেঃ আহ আহ (মার চলতে থাকে সওদাগর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আ হা করতে থাকে)

সেলিমাঃ (ছুটে সদাগরের উপর পড়ে) না ওকে আর মেরো না

বেগমঃ শাহজাদী

বাদশাঃ (চুলের মুটি ধরে) অন্দরে চল হারামজাদী (স্ট্যাচু) (স্ট্যাচু ভাঙবে গান করে)

গান

মুসাফির মোছরে আখি জল
ফিরে চল আপনারে লইয়া
(গাইতে গাইতে সবার প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(লা লা লা লা তালে তালে দুজনের প্রবেশ। একজন পুকুর পাড়ে ও অন্যজন মাঠে বিড়ি টানতে টানতে পায়খানা করবে)
(ছদ্মবেশে)

বাদশাঃ দেখবো আমাকে বাদশা বলে চেনা যাচ্ছে কি না।

সেলিমাঃ একদম না। আর আমায় ?

বাদশাঃ ওই লোকটা পুকুর পাড়ে বসে পায়খানা করছে না ?

সেলিমাঃ হু (নাকে হাত) (লোকটা লা লা তালে পুকুরে জলে শৌচ করে প্রস্থান)

বাদশাঃ আবার পুকুরের পানিতেই পানি খরচ করে চলে যাচ্ছে ? এই ব্যাটা পানি নোংরা করছিস ?

সেলিমাঃ চুপ আপনি এখন বাদশা নন। আর পানি নয় জল বলুন।

বাদশাঃ ও হ্যাঁ চল তো একবার মাঠের দিকেই যাই (লা লা তালে ওরা চারিদিক দেখতে দেখতে এগোবে)

সেলিমাঃ ওই দেখুন একটা লোক জমির আলে পিছন ঝুলিয়ে পায়খানা করছে আর মনের সুখে বিঁড়ি টানছে। (সেলিমা আড়াল করে দাঁড়ায়)

বাদশাঃ উহুঁ পায়খানার গন্ধে মাঠের দিকে তো আসার মতো নেই। এই তোমরা পায়খানা ঘর ব্যবহার করতে পারো না ?

লোকঃ (লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে) না বড্ডো গন্ধ নাগে বাবু। দম বন্ধ হয়ে আসে। মাঠে ঘাটে খোলা আকাশের নিচে মুক্ত বাতাসে বসে বসে বাজ্জি করা, তাতে আবার বিঁড়িটান... আপনে বাবু এবার যান।

বাদশাঃ তোমাদের বাদশা যে পায়খানা ঘর করে দিয়েছে সেখানে কি কর?

লোকঃ কেন আমার বউ কাঠকুটো রাখে। এদেশে কেউ ঐ ঘরে পায়খানা করে না। কেউ ছাগল রাখে কেউ বা হাঁস মুরগী রাখে।

বাদশাঃ ওমা... সে কি?

সেলিমাঃ বাপজান গো আরও দেরি হবে নাকি ?

লোকঃ হায় আললা, মেয়েনোকে আমার বাজ্জি ফেরা দেকে নেচে ? তওবা তওবা তওবা তওবা।

(প্রস্থান)

কোরাসঃ (হাসি) হা হা হা

সেলিমাঃ আব্বাজান প্রথমে দেখলেন জল দূষণ, তারপর দেখলেন শস্য সবজি ফল দূষণ। শৌচাগার সবাই ব্যবহার করে না, এ কথা ঠিক?

বাদশাঃ একদম ঠিক

(লা লা লা লা তালে তালে প্রস্থান)

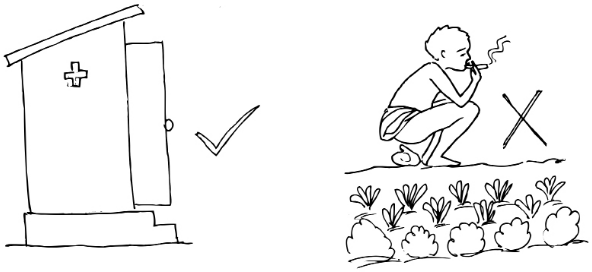

ষষ্ঠ দৃশ্য

(লা লা লা লা তালে তালে টিউওয়েল ও কয়েক জনের প্রবেশ গানের ছন্দে কলসি কাঁখে লক্ষীর প্রবেশ, লুকিয়ে বাদশা সেলিমার প্রবেশ)

গান

জল আনিতে যায় রে। পললীর বালিকা
কাঁখেতে কলসি তার। মুখেতে নাই ঢাকনা
শত শত জীবাণু বাতাসেতে ঘোরে যে।
উড়ে উড়ে জলের সাথে গেল তারা মিশেরে
ঢক ঢক ঢক ঢক ঢক ঢক। পান করে যে সব জনা
জীবাণুদের খালি চোখে দেখা তো ভাই যায় না।

বাদশাঃ তোমার নাম কি, মা ?

লক্ষীঃ লক্ষী

বাদশাঃ বড়ো অলক্ষীর মতো কাজ করলে যে মা। খাওয়ার জল আনলে ঢাকনা না দিয়ে ? জানো কত জীবাণু ওতে পড়লো ? আর তুমি যাদের যাদের খাওয়ালে সবার পেটে গেল ?

লক্ষীঃ ভুল হয়ে গেছে বাবা। আর কখনো হবে না।

বাদশাঃ এই তো লক্ষী মেয়ের মতো কথা। তুমিও যাকে দেখবে শিখিয়ে দেবে, কেমন।

লক্ষীঃ হ্যাঁ বাবা।

সেলিমাঃ তাহলে পানীয় জলেও গলতি ?

বাদশাঃ জলের মতো সত্যি (লা লা তালে সবার প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

(লা লা তালে ঘর হবে। বাদশা ও সেলিমার প্রবেশ)

বাদশাঃ এবার আমরা বাড়ির কাছেই এসে গেছি। এ বাড়িটা নূর ইসলামের না ?
সেলিমাঃ হ্যাঁ, ওর বিবি নূরবানু। বেটি নূরজাহান, বেটা নূরমহম্মদ। ওদের দিকে নজর রাখবে ?
বাদশাঃ রাখাই যাক।

গান
কোন এক গাঁয়ের বধূর / কথা তোমায় শোনাই শোন
রূপ কথা নয় সে নয় / জীবনের মধু মাসের কুসুম ছিঁড়ে
গাঁথা মালা শিশির ভেজা / কাহিনী শোনাই শোন

নূর মহম্মদঃ মাম মাম মাম মাম / দ্যা দ্যা দ্যা দ্যা
নূরবানুঃ নূরজাহান...

(নূরজাহানের প্রবেশ)

নূরজাহানঃ জি আম্মা...
নূরবানুঃ ভাইডারে একটু দেখতি পারতিছিস নে ?
নূরজাহানঃ এই দিকি যাসনি পড়ি যাবি। আয় তাই তাই খেলি ।তাই তাই মামার বাড়ি যাই।
নূর মহম্মদঃ (দুলবে) দো দো দোদোদ দো আহ...
নূরজাহানঃ ও দোল দোল খেলবি ? উঃ গন্ধ... আম্মা, ভাই পায়খানা করতেছে।
নূরবানু ঃ ওরে ধরি রাখ। যেন ঘাঁটে না। আমি কাগজ নে আসতিচি। কই দেকি এ্যাঁ এ্যাঁ ধর ধুয়ে দেই।
নূরজাহানঃ খেলো সোনা... দোল দোল দুলুনি
সেলিমাঃ দেখলেন আব্বাজান। উনি কাগজ দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করল। কাগজ রসে পায়খানার রস তো ওনার হাতে লাগল। তারপর বাচ্চাকে ধুয়ে দিয়ে হাতে সাবান না দিয়ে মাটিতে হাট ঘষে এসে সেই হাতে রান্না করছে ?
বাদশাঃ এরপর কি করে দেখি।

(লা লা তালে নূর ইসলামের প্রবেশ)

নূর ইসলামঃ নূরবানু এক গলাস পানি দাও দেকি।
নূরবানুঃ এই দিচ্চি এই নাও।

বাদশাঃ দেখলি গাসের গায়ে কত জীবাণু। গাসটা না ধুয়ে হাট শুদ্ধু গাস শুদ্ধু ডুবিয়ে বালতি থেকে পানি তুলে নিয়ে গেলাচ্ছে।

সেলিমাঃ তারপর কি হয় দেখা যাক।

নূরবানুঃ নূরজাহান তোর বাপের কাছ থেকে জেনে খাতি আয়।

(গানের তালে সবাই খাবে গোছাবে)

গান

একটু খানি শ্যামল ঘেরা। কুটিরে তার স্বপ্ন শত শত
দেখা দিত ধানের শিষের ইশারাতে। দিবা শেষে কিষাণ যখন আসত ফিরে
ঘি মউ মউ আম কাঁঠালের। পিরিটিতে বসত তখন
সবখানি মন উজাড় করে দিত তারে কিষাণী, সে কাহিনী শোনাই শোন।

নূরমহম্মদঃ (কাঁদবে) এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ

নূরবানুঃ ও বাবালে ঘুম পেয়েছে ঘুমুতি চল বাপধন আমাল ঘুমুবে। (সবাই ঘুমুবে। ডাকিনি যোগিনী পিশাচের প্রবেশ)

গান

ডাকিনি যোগিনী এল শত নাগিনী। এলো পিশাচেরা এলরে
শত পাকে বাঁধিয়া নাচে তাথা তাথিয়া। নাচে তাথা তাথিয়া নাচেরে।

(ডাকিনীদের প্রস্থান)

নূরজাহানঃ আহঃ পেট কনকন করছে, ওয়াক... ওয়াক...

নূরবানুঃ কি হয়েছে ?

নূরজাহানঃ আম্মি গো পায়খানায় যাব

নূরবানুঃ ঐ উঠোনের কোণে বোস।

নূরইসলামঃ আহ জোড় পেটে ব্যথা ওয়াক ওয়াক। পায়খানাও পাচ্ছে। তুমি শিগ্রী সওদাগর রে ডাকো।

নূরবানুঃ তারে পাব কনে বাদশা যে বন্দী করি নেকেচে। ও বাবা আমারও তো গা পাক দেচ্ছে, ওয়াক ওয়াক।

নূরইসলামঃ সব ঐ শয়তান বাদশাডার জন্নি হয়েছে।

বাদশাঃ তবে রে ব্যাটা -

সেলিমাঃ চুপ, আব্বাজান ঐ দেখুন কারা আসছে।

কোরাসঃ ভুঁ উঁ উঁ

১) মা মাছিঃ চঁল বাঁছারা চঁল। কোঁথায় গেঁলি দঁলবঁল। গেঁরস্থরা ফেঁলেছে কঁত বঁমি আঁর মঁল। হঁর দিঁন রোঁজ হঁবে মঁহা ভোঁজ। খাঁ খাঁ খাঁ পেঁট ভঁরে খাঁ।

কোরাসঃ ভুঁ উঁ উঁ উ
২) মাছিঃ আঁহ বাঁদশা বাঁড়ির পাঁকশাঁল থেঁকে কাঁলিয়া কোঁপ্তার গঁন্ধ আঁসছে তোঁরা যাঁবি ?
কোরাসঃ হ্যা ভুঁ উঁ উঁ উ (প্রস্থান)
বাদশাঃ জলদি চল, ওরা আমাদের পাকশালে যাচ্ছে।

(সেলিমা সহ প্রস্থান)
(লা লা লা তালে ঘর ও ওদের সবার বমি করতে করতে প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

(লা লা লা তালে রাজদরবার তৈরি হবে বাদশা পায়চারী করবে)

বাদশাঃ এই যে ব্যাটা বাবুর্চি খুরশেদ আলি।
খুরশেদঃ জী হুজুর।
বাদশাঃ তুমি রান্না করে ঢাকা দাও না, কুটনী জয়নূর ?
জয়নূরঃ জী হুজুর।
বাদশাঃ তুমি সব্জী কাটার আগে হাত ধোও না ? পরে ধুয়ে না ঢেকে দায়সারা করে চলে যাও ? বাটনা সাকিনা ?
সাকিনাঃ জী হুজুর।
বাদশাঃ তোমার বাটনা বাটতে বাটতে পায়খানা পেয়েছে, গেছ, ঠিক আছে। তাই বলে পানি খরচের পর হাতে সাবান না দিয়ে বাটতে বসে গেলে ?
কোরাসঃ এবারের মতো কসুর, মাপ করুন হুজুর। আর জীবনেও হবে না

(ছুটতে ছুটতে দূতের প্রবেশ)

দূতঃ বাদশা হুজুর... বাদশা হুজুর।
বাদশাঃ কি খবর দূত ?
দূতঃ সওদাগর মুক্তি পেয়ে হেসে বললে যে -“এত জলদি মুক্তি ৩৬৫ দিনের তো ঢের বাকি ? যাই অন্য দেশে গিয়ে দেখি সমস্যার কালাপাহাড় ভাঙতে পারি কিনা।” গোছ গাছ চলছে হুজুর, আজই রওনা দেবে।
বাদশাঃ তুমি বলোনি যে আমি তাকে দাওয়াত দিয়েছি ?
দূতঃ হ্যাঁ,উনি বললেন বাদশাকে আমার সালাম দিও। আর জানিয়ে দিও ওনার পুরস্কার বেত্রাঘাত আমি এখনও হজম করতে পারিনি, তার উপর বাদশা বাড়ির দাওয়াত বলে কথা। কোপ্তা কালিয়া আমার পেটে সইবে না বদ হজম হবে। আর এই শুকনো জোড়া গোলাপ শাহাজাদীকে ফেরত দিতে বললেন।
বাদশাঃ সবাই চলো ওকে আটকাও... সওদাগর যেও না ফিরে এসো।

কোরাসঃ সওদাগর যেও না ফিরে এসো।

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

(হেঁইও ঢেউ বাহার তালে নৌকা, নদী ও বাঁধ তৈরি হবে)

বাদশাঃ ফিরে এসো সওদাগর আমি তোমাদের শাদী দেবো কসম খাচ্ছি।

কোরাসঃ ফিরে এসো সওদাগর আমদের ক্ষমা কর এবার থেকে তোমার মন্ত্র মেনেই চলব

বাদশাঃ মা সেলিমা তুই ওকে একমাত্র আটকাতে পারিস। যেমন করে হোক তুই ওকে ফিরিয়ে আন মা।

বেগমঃ যা ফেরা দেখি কেমন লায়লা মজনু তোরা ?

সেলিমাঃ গানঃ

সওদাগর ও সওদাগর।
সওদাগর ও সওদাগর।।
যেও না যেও না তুমি, ফিরে এস সওদাগর।
যেও না যেও না তুমি ফিরে এস সওদাগর।।
ক্ষমা করো দেশবাসীরে, ক্ষমা করো পিতারে।।
তোমা বিনা এ ভুবনে, নামবে ঘন আঁন্ধার।।
তোমার আলোক শিখায় আলোকিত হতে চাই ।।
তোমারই চরণ তলে, দয়া করে দাও ঠাই
যেও না যেও না তুমি, ফিরে এস সওদাগর।
যেও না যেও না তুমি, ফিরে এস সওদাগর।।

সওদাগরঃ তুমি ফিরে যাও শাহাজাদী।

সেলিমাঃ আমি ফিরব বলে আসিনি। তুমি যদি আমাকে গ্রহণ না করো তো নদীর পানিতে ডুবে আত্মঘাতী হব।

সওদাগরঃ আমাকে মাপ করো , তুমি ফিরে যাও।

সেলিমাঃ (লাফ দেয়) আব্বা...

সওদাগরঃ (লাফ) শাহাজাদী...

বেগমঃ আমার সেলিমা ...

সেলিমঃ আমার বুবুজান ... ।

কোরাসঃ শাহাজাদী...

(ততক্ষণে দুজনেই নৌকায় উঠবে)

সেলিমাঃ আমরা আর ফিরবো না আব্বাজান... দেশে দেশে মানুষকে চেতনার মন্ত্র দেব। সজন দ্বীপের বাসিন্দারা মনে রেখ চেতনার মন্ত্র।

কোরাসঃ সব্জী ফল জল তাতে মিশতে দেব না মল।।
জীবাণু মুক্ত হাত, তবেই খাব ভাত।
রুখব যত মাছি, সুস্থ শরীরে বাঁচি।।

সওদাগরঃ আপনারা যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখলেন এই নাটক কারো দরকার হবে না তো ?

সেলিমাঃ চেতনার মন্ত্র... ।

(চলো চলো গানের সাথে নৌকা চলবে... প্রস্থান)

- সমাপ্ত -

গাছ মা

প্রথম দৃশ্য

(একটু সুর হবে। সেই তালে তালে হাতে আমের ডাল নিয়ে গাছ ঢুকবে)

তালে সুরঃ (ঝ্যাক ঝ্যানাকা ঝ্যানারে। ঝ্যানকু ঝ্যানাক ঝ্যানারে। (ঝ্যাক ঝ্যানাকা। ঝ্যানারে ঝ্যানকু ঝ্যানা ঝ্যানারে।)

গাছঃ আমি গাছ, মা গাছ।

খোকনঃ আমি খোকন, তোমার খোকন সোনা (বলে গাছকে জড়িয়ে ধরে আদর করবে চুমু খাবে।)

গানঃ

(এই গানের তালে তালে খোকন গানের কথা অনুযায়ী অঙ্গ ভঙ্গী করবে।)

মা যে ছিল গাছ
খোকন সোনা তারই ছায়ায়
করত শুধু নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
ডালটি ধরে দোলন দুলে
দোল খেত সেই খোকন।
ঝরে পড়া আমের পাতায় মুকুট বানাতে।
বনের রাজা সেজে খোকন মাকে দেখাতো
মা যে ছিল .... শুধু নাচ।
কাঁচা ডাঁশা আধপাকা আর, টুসটুসে আম খেয়ে
লুকোচুরি খেলতো খোকন
গাছ মায়েরই সনে
গাছঃ টুকি
খোকনঃ টুকি
কখনো বা গুঁড়ি বেয়ে চড়ত তাহার কোলে
গাছটিও তাই খুশি হতো খোকন কাছে এলে।
হাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে খোকন ঘুমাতো,
দুজনে দুজনকে ভারি ভালবাসত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গাছ মাঃ খোকন ওঠ বাবা --- আর ঘুমাস না, তোর বড্ড ঘুম...।
(খোকন চোখ মিট মিট করে তাকাবে মায়ের দিকে, হাই তুলবে, আড় মোড়া ভাঙবে।)

খোকনঃ এত তাড়াতাড়ি উঠে কী কম্মোটা করব আমি গাছ মা ?

গাছ মাঃ অনেক বড় কাজ আমি তোকে দিচ্ছি।

খোকনঃ কী কাজ মা ?

গাছ মাঃ তুই যে গাছপাকা আমটি খেয়েছিলি, তার আঁটিটা ওই পড়ে আছে - আমার এই পাশেই ভাল করে পুঁতে দে। দেখবি কি সুন্দর নতুন আমের চারা হবে।

খোকনঃ আচ্ছা মা, এত তাড়া কীসের, আমি তো এখনও অনেক বড় হবো। এখনকার কাজ তখন করা যাবে। এখন আঁটিটা দেখিতো (খোকন আঁটিটা হাতে তুলে নেবে) বাঃ ! কী সুন্দর ভেঁপু বানানো যাবে। মা আমি খেলতে চললাম (ভেঁপু বাজাতে বাজাতে চলে যাবে)।

তৃতীয় দৃশ্য

সূত্রধর

১ম জনঃ দিন যায় খোকন বড় হতে থাকে।

২য় জনঃ বড় আরো বড়,অনেক বড়।

৩য় জনঃ বেশ কিছু দিন খোকন আর আসেনি।

৪র্থ জনঃ গাছ মা তাই মনমরা।

কোরাসঃ তারপর একদিন খোকন দাদা এল, গাছ মায়ের কাছে।
(বলতে বলতে চলে যাবে)

গাছ মাঃ খোকন সোনা এসেছিস?
আজ আমার কি আনন্দ। কত মজা হবে। কী রে গাছে চড়বি তো? দোল খাবি তো? আম পেড়ে খাবি তো ?

খোকনঃ আমি কি আর সেই ছোটটি আছি? এখন আমি আর গাছে চড়ি না। দোলও খাই না। আম খাই, তবে থালায় করে। গাছ মা আমার কিছু টাকার দরকার, তুমি ধার দেবে?

গাছ মাঃ দূর বোকা, গাছের কি টাকা আছে? তবে আমার ডালে অনেক আম আছে পেড়ে নিয়ে যা। হাটে বেচে দে। অনেক টাকা পাবি। টাকা দিয়ে তুই যা খুশী তাই কিনতে পারবি। তুই খুশী হলে আমিও সুখী হবো বাছা। আর এবার আমার কথাটা রাখিস।

খোকনঃ কী কথা গাছ মা ?

গাছ মাঃ তুই কিছু গাছ লাগা। তোর গাছ হবে, অনেক উপকারে লাগবে।

খোকনঃ হ্যাঁ লাগাতে হবে।
(মা যে ছিল গাছ -----গানের তালে তালে আম পেড়ে ঝুড়ি ভরে নিয়ে খোকন চলে যাবে।)

চতুর্থ দৃশ্য

সূত্রধর

১ম জনঃ এরপর অনেক বছর কেটে গেছে।

২য় জনঃ খোকন কাকুর আর কোনও খবর নেই ... ।

৩য় জনঃ গাছ মা শুধু চোখের জল ফেলে...।

কোরাসঃ তারপর একদিন খোকন কাকু ফিরে এলো গাছ মায়ের কাছে। (বলতে বলতে চলে যাবে।)

গাছ মাঃ কীরে, এতো দিন পরে বুড়ি মাকে মনে পড়ল ? আয় কাছে আয় বাবা।
কোলে চড়বি তো ? দোল খাবি তো ? আর আম ?

খোকনঃ আম আর হজম হয় না গাছ-মা। আমার খুবই দুরবস্থা। তোমার কাছে কিছু টাকা হবে ?

গাছ মাঃ তুই দেখছি বোকাই রয়ে গেলি। গাছের কাছে কি টাকা থাকে ? তা টাকা নিয়ে তুই কি করবি তা শুনি।

খোকনঃ আমার একটা বাড়ি বানাতে হবে গাছ-মা। আমার বউ আর খোকা খুকু তাতে থাকবে।

গাছ মাঃ ওমা তুই আবার বিয়ে করেছিস? তা বউমাকে একবার নিয়ে আসিস। আর আমার নাতি নাতনিকেও নিয়ে আসিস। ওরা আমার কোলে চড়বে। দোল খাবে। আম খাবে। কত আনন্দ করবে, তুই যেমন করতিস।

খোকনঃ সে না হয় একদিন আনা যাবে। কিন্তু আমার টাকার উপায় কী হবে মা গো।

গাছ মাঃ আমার কিছু ডাল কেটে নিয়ে যা বরং। তাই দিয়ে কাঠের বাড়ি বানাতে পারবি কেমন ? তবে হ্যাঁ একে বারে সব ডাল যেন কাটিস না বাবা। তাহলে... তাহলে আমি মারাই যাব। আর আবারও বলছি গাছ লাগা, তোর ছেলে মেয়েদের উপকারে লাগবে।

খোকনঃ দেখো মা এবার আমি ঠিক গাছ লাগাবো।
(মা যে ছিল গাছ -----গানের তালে তালে খোকন গাছের ডাল পালা কেটে নিয়ে বাড়ি যাবে।)

পঞ্চম দৃশ্য

সূত্রধর

১ম জনঃ খোকন কাকু তখন অনেক অনেক ডাল কেটে নিয়ে গেল।

২য় জনঃ ছোট ছোট দু চারটে ডাল শুধু নিলো না।

৩য় জনঃ তা খুব সরু।

৪র্থ জনঃ তাতে কাঠ নেই।

কোরাসঃ তবে। ঐ ডাল পাতা নিয়েই গাছ মা বেঁচে রইল।

খোকনঃ অনেক অনেক বছর কেটে গেছে, গাছ মায়ের সাথে দেখা হয়নি। আমি এখন খোকন জেঠু সবার জেঠু। মাথায় কত গুরুভার। কত দায়িত্ব। সংসারের যা অবস্থা, অভাব অনটন লেগেই আছে।
এবার যে আর শরীর বয়না। কি করে যে বাচ্চা কাচ্চা বাঁচবে। এক কাজ করি গাছ মায়ের কাছে একবার গিয়ে দেখি। গাছ মা... গাছ মা ও গাছ মা?

গাছ মাঃ খোকন সোনা এসেছিস? বৌমা আর নাতি নাতনিরা কই ? তুই একা এলি ? তা হোক এতদিন পরেও তুই যখন ফিরে এসেছিস বাবা, আমি খুব খুশি। আয় আয় কোলে আয়। লুকোচুরি খেলবি তো ?

খোকনঃ তুমি কি পাগল হয়ে গেলে গাছ মা ? আমার কি আর লুকোচুরি খেলবার বয়স আছে ?

গাছ মাঃ (রেগে গিয়ে) তবে কেন এসেছিস এখানে ? তুই কি চাস আমার কাছে ?

খোকনঃ রাগ করো না মা গো। আমার আজ বড় বিপদ।

গাছ মাঃ (শান্ত হয়ে) কেন রে সোনা, কি হয়েছে তোর?

খোকনঃ মা, আমার আজ বড় দুর্দিন। তোমার নাতি নাতনিদের মুখে দুবেলা দুমুঠো ভাত দিতে পারছি না। তাই ভাবছি যে নৌকা কিনে ওই সোনাইয়ের বুকে খেয়া পারাপার করে অদের বাঁচাবো। দেশে এতো গরীব, কাজ পাওয়ার আকাল। তোমার কাছে কিছু টাকা হবে না? না আর যে বাঁচার আশা দেখিনে। সবাইকে নিয়ে কি আত্মহত্যা করব মা ?

গাছ মাঃ আত্মহত্যা করবি কেন রে পাগল ? তোর দোষেই আজ তোর এত অভাব। তুই যদি আমার কথাটা রাখতিস, তাহলে তোর আজ এত অভাব হতো না। আর কি করবো বল সবই আমার দুর্ভাগ্য।

খোকনঃ হ্যাঁ মা, এবার আমাকে গাছ লাগাতে হবে। তুমি দেখে নিও এবার আমি গাছ লাগাবই। আসলে জানো তো, সংসারের সমস্ত কাজ করতে গিয়ে আর গাছ লাগানোর সময় হয় না। আলসেমি ধরে।
গাছ আমি লাগাব। কিন্তু এই মুহূর্তে বাঁচার উপায় কি হবে মা ?

গাছ মাঃ হ্যাঁ আজ আমার নাতি নাতনিদেরকে তো বাঁচাতে হবে। তুই বরং আমার গুঁড়িটাই কেটে নিয়ে যা। তা দিয়ে নৌকা বানাস।

খোকনঃ ওহ বাঁচালে, গাছ মা আমার পরিবারকে বাঁচালে। তুমি অমর রহ, মা গো অমর রহ।

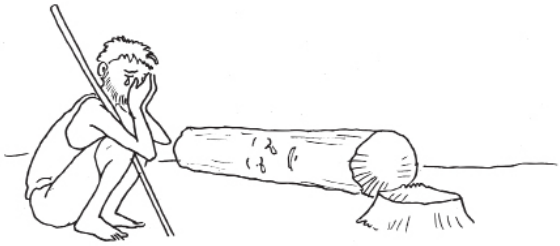

(মা যে ছিল গাছ -----সুরের তালে তালে গাছের গুঁড়িটি কেটে নিয়ে, খোকন চলে যাবে।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

সূত্রধর

১ম জনঃ এরপর অনেক বছর কেটে গেছে।

২য় জনঃ খোকন দাদুর আর কোনো পাত্তা নেই।

৩য় জনঃ গাছ মা শিকড় সমেত ৬ ইঞ্চি গুঁড়ি নিয়ে পড়ে আছে।

৪র্থ জনঃ গাছ মায়ের মনে অনেক দুঃখ।

৫ম জনঃ গাছ মায়ের মনে অনেক ব্যথা।

কোরাসঃ অবশেষে একদিন লাঠি ঠুকে ঠুকে খোকন দাদু এলেন গাছ মায়ের কাছে। (বলতে বলতে চলে যাবে।)

গাছ মাঃ এতদিনে তোর বুড়ি আধমরা মাকে মনে পড়ল? আজ তোকে কি দিই বলতো ? আমার পাতা নেই যে তুই মুকুট বানাবি। আজ আমি নিঃস্ব-রে।

খোকনঃ কি পাগল তুমি, এই ধেড়ে বয়সে কি কেউ পাতার মুকুট পরে ?

গাছ মাঃ আমার ডাল নেই যে দোল খাবি।

খোকনঃ কি বোকা তুমি! বুড়ো বয়সে কেউ দোল খায় ?

গাছ মাঃ আমার গুঁড়িটাও নেই যে কোলে চড়বি।

খোকনঃ তোমার মাথাটাই খারাপ হয়েছে। এই বুড়ো থুর থুরে ছেলে কি কোলে উঠতে পারে? তবে আমি বড় হাঁপিয়ে পড়েছি মা। আর চলতে পারছি না। রোদ্দুরে মাথাটা ঘুরছে, গা টা ঝিম ঝিম করছে। কোথায় একটু বসি বলতো ?

গাছ মাঃ কেন বাবা আমার কাটা গুঁড়িটার উপরে বস।

খোকনঃ তাই বসি গাছ মা। তাই বসি।(চারদিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলবে) আগে চারিদিকে কত গাছ ছিল, এখন সবই নেড়া নেড়া, তারা সব কোথায় গেল বলতো ?

গাছ মাঃ কোথায় গেল বুঝতে পারছিস না ? তোর মতো খোকনরাই তো সব শেষ করেছে। তোর ঠাকুরদা আমাকে রথের মেলা থেকে কিনে এনে এই এইখানেই বসিয়ে ছিল। আজ তুই তা শেষ করে দিতে পারলি? কিন্তু তুই তোর নাতি নাতনিদের জন্য কটা গাছ রেখে যাবি শুনি ?

খোকনঃ হ্যাঁ মা, আমি সত্যি বড় ভুল করেছি। স্বার্থপরের মত কাজ করেছি, গাছ শেষ করেছি। কিন্তু একটাও লাগাইনি। আর চিন্তা করতে পারছি না মা, মাথাটা কেমন ঘুরছে। (খোকন দাদু ঝিমোতে থাকবে)

সপ্তম দৃশ্য

সূত্রধর

১ম জনঃ গাছ মা চুপ করে থাকে না ।

২য় জনঃ তার দুঃখের কথা বলেই ফেলে।

৩য় জনঃ গাছ মা স্বপ্ন দেখেছিল। তার বীজ থেকে নতুন গাছ হবে। তার বংশ বজায় থাকবে।

৪র্থ জনঃ তার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল।

কোরাসঃ সে আজ সন্তান হারা। সর্বহারা। (বলতে বলতে চলে যাবে)

(একটা ছোট ছেলের গাছ লাগানোর খুট খাট আওয়াজ, দাদুর ঘুম ভেঙে যাবে।)

দাদুঃ এই তুই কে রে ? টুম টুম হয়ে বসে ওখানে কি করছিস ?

ছোট ছেলেঃ (চমকে উঠে মুখ তুলে তাকায়) আমি আমের চারা পুঁতছি গো দাদু।

দাদুঃ তুই তো ভারি বেয়াদপ ? কি নাম তোর ?

ছোট ছেলেঃ ওমা তুমি তাও জানো না, আমার নাম খোকন সোনা।

সূত্রধর

১ম জনঃ গাছ মাও বুড়ি হয়ে গেছে।

২য় জনঃ তার চোখ নেই, তাই সে কাঁদতে পারে না।

৩য় জনঃ তবে কানে শুনতে পায়।

৪র্থ জনঃ ভালবাসতেও পারে।

৫ম জনঃ তাই নতুন খোকার কথা শুনে।

কোরাসঃ মরাগুঁড়ির পাশ দিয়ে ডাল গজায় (বলতে বলতে দাদুও চলে যাবে, নতুন ডালটি খোকন সোনাকে ছুঁড়ে দিয়ে।)

গাছ মাঃ টু কি খোকন সোনা টু কি

গান/নাচ
আমরা ছোট্ট শিশুর দল।
মোরা মাঠে ঘাঠে ঘুরে বেড়াই।।
আনন্দ চঞ্চল।
আমরা ছোট্ট শিশুর দল।।
গাছ লাগানো রক্ষা করা।
মোদের বাড়ায় মনবল।।
ছোট্ট শিশুর দল
আমরা
(গানটা হতে হতে পিরামিড হবে)
প্রথমে একজনের পিঠে একটি বড় গাছ (তার পর বড় ছোট ঘেঁষাঘেঁষি গাছ)

কোরাসঃ আমাদের গাছ মা নাটক এখানেই শেষ।

জঙ্গল আমার মা

প্রথম দৃশ্য

(লালা লা তালে তালে অনেক মা-গাছ ও চারা গাছের প্রবেশ)
(গানের তালে তালে আরো অনেকে প্রবেশ করবে।)

গান

মানুষরাঃ- জঙ্গল আমার মা -
জঙ্গল আমার মা
গাছেরাঃ- মোদের ডালে ফল পেকেছে মজা করে খা।
মানুষরাঃ- জঙ্গল আমার মা -
জঙ্গল আমার মা
গাছেরাঃ- শালপাতা তুলে তুলে বাজারে নিয়ে যা।
মানুষরাঃ- জঙ্গল আমার মা -
জঙ্গল আমার মা
গাছেরাঃ- সর্দি কাশি জ্বর কৃমি ব্যথা আমাশা
শিকড় বাকড় লতা পাতা তুলে নিয়ে যা।
মানুষরাঃ- জঙ্গল আমার মা -
জঙ্গল আমার মা
সলমাঃ- আরে আ ডুমনি তুর হুলো, আর কুতো শালপাতা লিবি তুই?
ডুমনিঃ- ছুধু শালপাতা নয় কিছু ছাতুও তুলেছি। তু আর কিছু পাসনি সলমা?
সলমাঃ- হুঁ একটু আলু আর কিছু কুঁধরি। এই তুরা কি কি পাইলি?
১মঃ- আমি কাঁরোল আর আদা।
২য়ঃ- আমি আমলকী আর মহুয়া।
৩য়ঃ- আমি ভুড়রু আর খেজুর।
৪র্থঃ- আমি চারকুল আর কালমেঘ, মেইয়াটোর কৃমি হইছে।
সলমাঃ- এই যা, আমি একটু শালের রস লিব।
ডুমনিঃ- কেনো তুর কি আমাশা হইলো, না পাতলা পায়খানা হইল?
১মঃ- তুরা শুনেছিস্ শালের গিরা হইছে।
সলমাঃ- কেনো? কুনো খারাব খোবোর?
২য়ঃ- না শিকারে গিরা হইছে।
৩য়ঃ- বাহঃ মহুয়া খাব, মাংস খাব।
৪র্থঃ- মাদোল বাইজবে, সোবাই লাচবো।
(নেপথ্যে মাদল বাজবে, সবাই তালে তালে জঙ্গল আমার মা বলে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শিকারীরা তালে তালে শিকার খুঁজবে।)

পাখীরাঃ কিচির মিচির কা - জঙ্গল আমার মা।
শেয়ালঃ হুক্কা হুয়া হুয়া... জঙ্গল আমার মুয়া।
শুয়োরঃ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘাঁতা... জঙ্গল আমার মাতা।
খরগোশঃ কুচ কুচ কুচ কুঁতা - জঙ্গল আমার মাতা।
শিকারীরাঃ (খরগোশকে ঘিরে ফেলবে) ইয়া
কুকুরঃ ঘেউ
খরগোশঃ (ভয়ে পালাতে গিয়ে শিকার হবে) কুঁচ

(শিকারীরা লাঠিতে বেঁধে মাদলের তালে তালে নিয়ে যাবে।)

তৃতীয় দৃশ্য

(নেশা করে)

বুধরাইঃ বুধনি, এ বুধনি? আরে এ বুধনি?
বুধনিঃ কি বুলবি বোল।
বুধরাইঃ ই ফুলগুলা তুকে খুপায় বেঁধে দিব, আয় তো।
বুধনিঃ (নেশা) দিবি তো দে না, লাচতে যাব।
(বুধরাই খোপায় পরাবে)
সুখলালঃ আরে বুধরাই, ইখন তোর বহুকে ফুল পরাইছিস, লাচবি নাই
বুধরাইঃ হগো সুখলাল দাদা এখনই যাইছি।
নাচ/গান (মউল ফুলে মৌ পিয়ে)

চতুর্থ দৃশ্য

সূত্রধরঃ
১) এই জঙ্গল আমাদের মা।
২) এই জঙ্গল থেকে শালপাতা তুলে আমরা হাটে বিক্রি করে সংসার চালাই।
৩) জঙ্গলের বিভিন্ন ফল যেমন চারকুল, ভুড়রু, কেন্দু, খেজুর, বেল, ডালিয়া আমরা খাই।
৪) আর ছাতু, কাঁকরোল, কুঁদরী, বুনো আলু, বুনো আদা আমরা রান্না করে খাই।

৫) আর অসুখ করলে জঙ্গল মায়ের কাছ থেকে পাই কত ওষুধ।
১) কালমেঘ, বাসক, তুলসি, ওষুধি পেঁয়াজ, আমলকী, হরিতকী আর অনেক অনেক ওষুধ।
২) মা আমাদের নেশার জিনিসও দেয় - মহুয়া ফল, বাখোর আর কুরচি ছাল দিয়ে নিজেরা বানাই।
৩) এ ছাড়া শাল, মহুয়া কুরচি ফলের তেল, মহুয়া ফুলের ল্যাঠা, মহুয়া ফলের খোসার তরকারী।
৪) পশু পাখির মাংস, সুন্দর বাতাস, শীতল ছায়া আর জ্বালানির কাঠ।
কোরাসঃ এত সব সুখ কোথাও পাব না, জঙ্গল মোদের মা।
(বলতে বলতে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

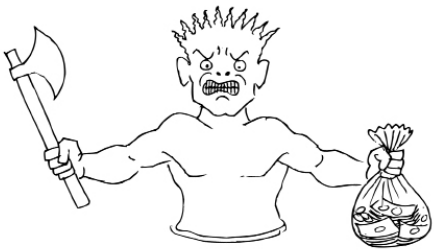

(ধিন ধিন তালে তালে দস্যুদের প্রবেশ)

সর্দারঃ এই মোটা মোটা গুঁড়ি গাছ যত আছে শাল, পলাশ, মহুয়া সব সব কেটে ফেলো।
(ওরা মাইমে দড়ি টড়ি বাঁধবে)
শালঃ আমাকে কেটো না আমি পাতা দিই, আঠা থেকে ধূনো দিই, রস দিয়ে আমাশা সারাই।
মহুয়াঃ আমাকে কেটো না। আমিও অনেক কিছু দিই।
কোরাসঃ আমাদের কেটো না। আমরা পরিষ্কার শুদ্ধ অক্সিজেন দিই, তাই তো তোমরা বেঁচে আছো।
সর্দারঃ আরে কাটো (সবাই কাটবে)
গাছেরাঃ আহ আহ আ... ।
চারারাঃ মা... ।
পাখীরাঃ কিচির কিচির কা পালা বাছারা।
শূকরঃ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ - পালাও ফট ফট
খরগোশঃ কুচ কুচ কুচ কুচ পালাও সবাই ফুচ।
সর্দ্দারঃ এই মারো ঠেলা।
কোরাসঃ হেঁইও
সর্দারঃ মার জোয়ানি।
কোরাসঃ হেঁইও

সর্দারঃ বোল বোল
কোরাসঃ হেঁইও

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

সর্দারঃ এই জঙ্গলের মানুষরা, শোন।
কোরাসঃ বোলো বাবু।
সর্দারঃ এই গাছের চারাগুলা নিয়ে সারা জঙ্গলে লাগা। তোরা দেখা শুনা কর, মজুরি পাবি। হাঁড়িয়া খাবি।
কোরাসঃ বাবু ইটা কি গাছ?
সর্দারঃ ইউক্যালিপটাস। তাড়াতাড়ি বড় হবে, তাড়াতাড়ি কাটা যাবে, হি হিঁ হি হি ... ।
কোরাসঃ ইউক্যালি পোটাশ
ডাকাতরাঃ ফটাশ যা আছে তাই বের কর।
কোরাসঃ আমরা কোথায় পাবো?
ডাকাতরাঃ জানি না যা পাবো তাই নেবো। মেরে কেটে খাব। আমরা যাকে পাবো। ইয়্যা
কোরাসঃ আ (ফ্রিজ)

(ফ্রিজ ভাঙবে গানে "জঙ্গল মোদের মা তাকে বাঁচতে দিলো না।"
(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

সূত্রধরঃ
১) আজও এখানে পরব হয়।
২) কিন্তু আগের মতো নয়।
৩) সেই জঙ্গল নেই, সেই পশুরা নেই, পাখীরা নেই, নেই বুনো আলু আদা।।
৪) নেই সেই বনবাদা।
১) সেই মাদলের তাল নেই।
২) খোপায় কারো ফুল নেই।
৩) গানের সেই রব নেই।
৪) নেই সেই হাওয়া।

কোরাসঃ যতদূর চোখ যায় শুধু ইউক্যালিপটাস। পশুতে খায় না। পাখীতে ছোঁয়না। মাটি মার সার হয় না। তাই আমরা সবাই হতাশ।

কোরাসঃ এই পরব আছে, মাদলটা বের কর।

গান/নাচ

মহুলকে নাহি - - - - - - - - -

- সমাপ্ত -

মাকে মেরো না

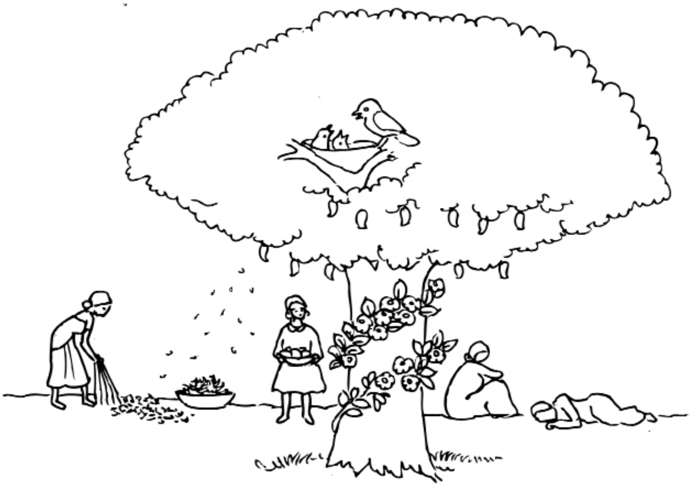

প্রথম দৃশ্য

(কয়েকজন অভিনেত্রী গাছের ডাল নিয়ে ঢুকবে সুর করতে করতে)
(টিটিং, টিটিং, টিটিং, টিটিং, টিং টিটিং)
আমি গাছে গাছে ফুল তুলে তাই
ঠাকুর পুজো করি
আমি ঝাঁটা দিয়ে পাতা তুলে
ভাত রাঁধিতে চলি
লাঙল ফেলে চাষির ছেলে
গাছের ছায়ায় বিড়ি টানে।।
গাছে হাওয়া পেলে সবাই
অঘোরে ঘুম পাড়ি।

(এই গানের তালে তালে মেয়েরা ফুল তুলবে। একজন অভিনেত্রী ঝাঁটা দিয়ে পাতা কুড়োবে।)
(ঐ তালে তালে একজন ছেলে ছাগলের পাল নিয়ে ঢুকবে।)

ছেলেঃ চল বাবা চল, ঐ বাগানের দিকেই চল। মাঠ ঘাট সব রোদে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কী করে যে তোরা বাঁচবি। নে বাবা নে এই কাঁঠাল পাতাই খা। দাঁড়া দাঁড়া দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি দিচ্ছি ... তোদের যে আর সবুর সয় না।

বৌদিঃ সইবে কি করে গো ঠাকুর পো। আকাশে জল নেই, মাঠ ঘাট সব রোদে খাঁ খাঁ করছে। লোকে বলছে খরা বইছে।

ছেলেঃ হ্যাঁ গো বৌদি, গরু বাছুর তো না খেয়ে মরবে। এবার এই অনাবৃষ্টিতে মাঠে তো ফসল নেই। আর কয়েক মাস পরে মানুষও মরবে।

বৌদিঃ আর বল না। আমার বনেদি গাইটা না খেতে পেয়ে সারা রাত ব্যা ব্যা করেছে। কি করব, অবলা জন্তু চোখের সামনে তো আর মরতে দেখা যায়না। তাই দুটো কলা পাতা কেটে দিয়ে এলাম।

ছেলেঃ কলা পাতা ? তাও কি পাওয়ার মতো আছে ? দত্তদের বাগানে তো হাঁ হাঁ করছে। যা একটু আছে, কাটতে গেলে গিন্নী গালাগলি দেয়, বলে মাঝ পাতাও তোরা কাটবি ? গুষ্টি শুদ্ধ শ্মশানে যাবি, দেশে খরা ডেকে আনবি, বন্যা ডেকে আনবি, ওলাওঠোর ব্যাটারা তোরা অকালে নিপাত যাবি।

বৌদিঃ ও বুড়ি টুনকির ওরকম কথায় বিষ। এই দেখো না ভাই, এই যে পাতা কুড়াচ্ছি ওই বুড়ি যদি দেখে। কলা পাতা তো গাছের খেরাক মাটির সার। গাছ না বাঁচলে তোদের যে না খেয়ে চেটো মরবে। যত সব আজগুবি কথা ওই বুড়ির মুখে। ছানাদের ভাত রাঁধার কাঠ নেই। তাতে আবার গাছের খোরাক।ঝাঁটা মারো ঝাঁটা মারো।

ছেলেঃ এই চল চল চল হারে হুট হুট হুট

(টিটিং টিটিং এর তালে বৌদি ও ছেলেটা চলে যাবে। গাছেরা থাকবে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(টিটিং এর তালে ১জন গাছের ডাল ভাঙবে, আর একজন পাখির বাচ্চা পাড়বে।)

মধুঃ আরে আরে এই ট্যানা এই ট্যানা এই এই, ওই ডালে উঠেছিস কেন ? কি করছিস ওখানে? এই কামড়ে দেবে কামড়ে দেবে। বিশাল মৌচাক দেখছিস না? বিশাল মৌচাক?

ট্যানাঃ আরে মধু দা যে... এই কাঠ ভাঙতেছি গো, আমার বউ দুটো গরম ভাত রাঁধবে।

মধুঃ কাঠ ভাঙছিস ? তা অন্য ডালে গিয়ে যত খুশী ভাঙ না, দেখছিস না কত বড় চাক, তুই নেমে আয় আমি মধু ভাঙবো। দেখবি কত মধু হবে। আমার মা না গরম গরম রুটি করবে। আজ আমি মধু দিয়েই রুটি খাবো। আরে এই হাবু, তুই ওই গাছে কি করছিস ? নাম নাম, ছোট মানুষ পড়ে গেলে হাত পা ভাঙবি,নাম আগে নাম।

হাবুঃ বারে, আমি শালিক ছানা ধরবো না ?

মধুঃ ধর তা ধর ধর।

(টিটিং টিটিং এর তালে তালে মধু, মধু ভাঙবে। ট্যানা দড়ি দিয়ে কাঠ বাঁধবে। হাবু শালিক ছানা পাড়বে। সবাই তালে তালে বেরিয়ে যাবে। গাছেরা থাকবে।)

(টিটিং টিটিং এর তালে তালে একজন অভিনেতা গাছ ফিতে দিয়ে মাপবে, আর একজন অভিনেতা খাতায় লিখবে।)

মালিকঃ না, বাবু ৫০ হাজারের কম হবে না।

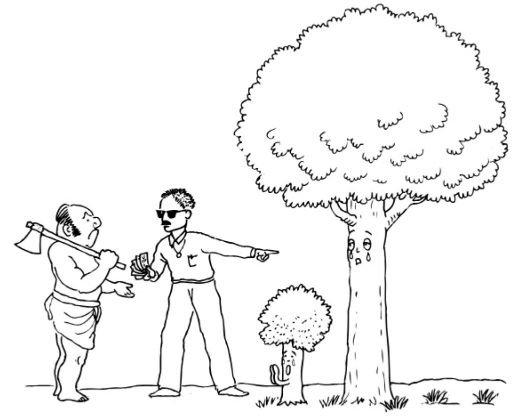

বাবুঃ বলেছিল তো ৩৫ হাজারের বেশি উঠবে না। তাই আমার লাভ থাকাই দায়।

মালিকঃ না বাবু, আর একটু না উঠলে হবে না। সেই বাপ-ঠাকুরদার আমলের গাছ। দেখছেন না পাকা... রগরগ করছে... এই টাকাতে আমি দেবো না।

বাবুঃ ঠিক আছে এই ৪০ হাজারেই নাও, তোমার কথাও থাক আর আমার কথাও... আর না করো না ভাই, আর না করো না।

(টিটিং টিটিং এর তালে তালে বাবু ও মালিক চলে যাবে।)

তৃতীয় দৃশ্য

(চারা গাছ ও বড় গাছ কথা বলছে।)

চারাঃ ও মা, মাগো...

মা-গাছঃ কিরে বাছা, তুই এখানো ঘুমোসনি ?

চারাঃ না মা, আজ আমার ঘুম আসছে না।

মা-গাছঃ কেন রে বাছা, কি হয়েছে তোর ?

চারাঃ মা, ওই লোকগুলো কেন এসেছিল ?

মা-গাছঃ ও কিছু না, ও কিছু না, তুই ঘুমা, অনেক রাত হয়ে গেছে।

চারাঃ না, মা তুমি বলো না মা। ওরা তোমাকে ফিতে দিয়ে মাপলো। কত কি সব বলল। কেন এমন করলো ওরা, বলো না মা।

মা-গাছঃ আচ্ছা, বলছি বাবা বলছি। ওরা আমাকে কেটে ফেলবে রে।

চারাঃ তার মানে? তার মানে ওরা তোমাকে খুন করবে ? তুমি ওদের কি ক্ষতি করেছো মা?

মা-গাছঃ মানুষ এমনি জীব রে, যারা ওদের সব থেকে বেশি উপকার করে , ওদের প্রাণ বাঁচায় ,শেষ পর্যন্ত তাকেই ওরা খুন করে।

চারাঃ মাগো, তুমি মরে গেলে আমি কি করে থাকবো মা ?

মা-গাছঃ কি করব বল ? মানুষদের নিয়ম এই রকমই। আমার মাকেও ওরা একদিন মেরে ফেলেছিল, আজ আমাকে মেরে ফেলবে। একদিন তোকেও মেরে ফেলবে।

চারাঃ মা, মানুষ এত পাষাণ, কই ওরা আমাদের কোনো উপকার করে না। আমরা তো প্রকৃতির দানেই বাঁচি, আর ওরা আমাদের থেকে অনেক কিছুই নেয়। আমাদের ফুল, ফল, পাতা, ছায়া আমাদের শুকনো ডাল, সব থেকে বড় কথা মানুষের দূষিত নিশ্বাস আমরাই তো টেনে নিয়ে, পরিষ্কার শুদ্ধ অক্সিজেন দিচ্ছি। তাই তো মানুষ বেঁচে আছে।

মা-গাছঃ মানুষ তো মুর্খ। ওরা গাছ কাটতে পারে কিন্তু লাগাতে পারে না। দেখছিস না যত গাছ কেটে কেটে ফাঁকা করেছে, ততই ওদের কঠিন ব্যামো হচ্ছে। মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে। দেশে বন্যা হচ্ছে, খরা হচ্ছে। এখন বাদ দে ওই আহম্মকদের কথা। তুই ঘুমা বাবা, অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই তুই ঘুমো। লক্ষী সোনা আমার ঘুমো।

চারাঃ মা আহা...আহা...মা (ঘুমিয়ে পড়ে চারা গাছ)।

চতুর্থ দৃশ্য

(একটা যন্ত্র সঙ্গীতের তালে তালে গাছ কাটিয়েরা ঢোকে। দু জন অভিনেতা করাত চালায়, আর একটা গাছের গোড়ায় কয়েকজন কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটবে(মুকাভিনয়ের মাধ্যমে)। দু জন থেকে তিন জন অভিনেতা কাছি দিয়ে গাছ টানবে। গাছ পড়ে গেলে গাছ নিয়ে চলে যাবে।)

চারাঃ (আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখবে, পাশে মা নেই।) মা, মা কই? আমার মা কই, আমার মা কই? মা তোমাকে ওরা খুন করল? মা মাগো, আমার মা...মা... (কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যাবে)

(কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী গান করতে করতে এ্যারীনায় প্রবেশ করবে।)

গান

আমার মা কে কাটলো যারা
আমাকেও তো কাটবে তারা
কি করে সহিব এ বেদনা
বেদনা কি করে সহিব এ বেদনা।।
মা যখন ছিল বেঁচে
এই বাগানের কোলে
উপকার করে গেছে সারা জীবন ধরে
সারা জীবন ধরে
পাখিরা সব করতো বাসা
কাঠ কুড়ানীর যাওয়া আসা
পথিকেরা হত যে শীতলা
যাতনা কী দিয়ে বোঝাবো এ বেদনা।
জেনে রেখো ওহে মানুষ
সারা জীবন ধরে
গাছ কেটে তোমার ক্ষতি
করছো বারে বারে।।
গাছের পাতা নিল তারা
গাছেরই খুন করলো যে সেজনা
বেদনা কি করে সহিব এ বেদনা।
(গান শেষে সবাই এ্যারীনা ছেড়ে চলে যাবে)

পঞ্চম দৃশ্য

(সূত্রধরেরা প্রবেশ করে)

সূঃ১- গাছের শিকড় মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে।
সূঃ২- গাছের পাতা বৃষ্টির জলকে আটকায়, মাটির ক্ষয় রোধ করে।
সূঃ৩- বড় মানুষেরা গাছ কেটে ফেলে কিন্তু লাগায় না।
সূঃ৪- ওরা টাকার লোভে গাছকে খুন করে।
সূঃ৫- তাই জঙ্গল কমে যাচ্ছে, মরুভূমি এগিয়ে আসছে।
সূঃ৬- সাথে সাথে খরা আর বন্যা।
সবাইঃ বন্যা আসছে... বন্যা আসছে... বন্যা আসছে...।

(বন্যার দৃশ্য)

(সবাই মাইমে বন্যার দৃশ্যটা দেখাবে। কোন কোন অভিনেতা জলে পড়ে হাবুডুবু খাবে, একজন অভিনেত্রী কোলে বাচ্চাটাকে চেপে ধরে আর একটা বাচ্চা ভেসে যাচ্ছে, তার জন্য চেঁচাতে থাকবে এবং একটা গাছের ডাল শক্ত করে ধরে বাঁচবে।) (সবাই স্থির)।

মহিলাঃ সুমি...আমার সুমি...আমার সুমি ভেসে যাচ্ছে সুমিইইইইইই (স্থির)।
(চারটে লাঠি দিয়ে টিভি তৈরি করবে একজন। চেয়ারের উপর একজন অভিনেতা খবর পড়বে।)

সংবাদ পাঠকঃ নমস্কার। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল, উত্তরবঙ্গে বন্যা পাবিত এলাকায় বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। অনেক ঘর বাড়ি ভেসে গেছে। সাথে সাথে প্রচুর গবাদি পশুরও প্রাণহানি হয়েছে। খবরে প্রকাশ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, যে প্রচুর পরিমাণে গাছকাটার ফলে উত্তরবঙ্গের বন্যার একমাত্র কারণ। বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধার কার্য ও ত্রাণকার্য পুরোদমে শুরু হয়েছে। খবর শেষ হল। নমস্কার।

কোরাসঃ হা..হা...অনাহার..অনাহার......
সূত্রধরঃ খাবার আসছে, হেলিকপ্টার আসছে ... ।

(কেউ একজন মুখে হেলিকপ্টারের আওয়াজ করবে আর সবাই উপরের দিকে হাত তুলে দাও..দাও..দাও..............বলতে থাকবে।)

মহিলাঃ একি? আমার ঝুমি কেমন করছে, ঝুমি..ঝুমি ?..
(চেঁচিয়ে উঠে স্থির হবে।)
(এ্যারীনার সবাই স্থির হয়ে যায়।)
গান শুরু হয়, ফ্রিজ ভাঙবে এবং লাইন দিয়ে গানটি করবে।

গান

অনাহারে গেছে চলে
আমার ঝুমির প্রাণখানি।।
সুমি আমার বানের জলে যায় ভেসে
স্বামী আমার ঘর চাপাতেও যায় ভেসে।।
বেঁচেছিলাম দেখে শুধু
চাঁদপানা ঐ মুখখানি
আমার ঝুমির প্রাণখানি।।

(গান শেষ হলে লাইন দিয়ে এ্যারীনা ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।)

- সমাপ্ত -

স্বর্ণলতা

প্রথম দৃশ্য

(গানের তালে তালে রাজ দরবার তৈরি হবে)

গান

গাছ রেখে লাভ কি বলো
কেটে ফেললাম যবেই
রাজকোষ হীরে মাণিকে
ভর্তি হলো তবেই

তৈরি হলো অট্টালিকা
সবই রাজপথ
ধূলো বালি কাদা মাটি
দেশ হতে নিপাত

মোরা গড়েছি মানিক নগর
দাঁতন করি মোহর
মানিক খোকা শোন খুকু
খাচ্ছে মুক্তা মাখা ভাত

মাটি খুইয়ে পেলাম মোরা
হীরে জহরত
জয় জয় জয় জয়
মানিক রাজার জয়।

রাজাঃ (হাত তুলে গান থামিয়ে) কেমন দেশ বানালাম মন্ত্রী মশাই?
মন্ত্রীঃ সোনায় বাঁধানো হীরেয় জড়ানো। মাণিকে মোড়া এ দেশ। মহারাজ আপনার গুণের নেই তো তুলনা, মাপিলেও হয় না শেষ।
রাজাঃ আহা - বেশ - বেশ - বেশ।

(কয়েকজনের প্রবেশ)

কোরাসঃ (হাঁপিয়ে) রাজামশাই ----- রাজামশাই সর্বনাশ হয়েছে।
রাজাঃ (গম্ভীর হয়ে) তোমাদের আবার কী হয়েছে।
১ম জনঃ আমার একমাত্র ছেলে শ্বাসকষ্টে মারা গেছে।
২য় জনঃ আমার মেয়ে।

৩য় জন্যঃ আমার বৌ।
৪র্থ জনঃ আমার স্বামী।
কোরাসঃ মরে গেছে শ্বাসকষ্টে, অনেক ভুগেছ্ আমারাও ধুঁকছি। আমনি আমাদের বাঁচান।
রাজাঃ মূর্খের দল - আমার কাছে কেন, দেশে কবিরাজ বৈদ্য নেই যেন। তাদের কাছে যান চিকিৎসা করান।

মুক্তোর ফুসফুস লাগিয়ে দেবে
ঐ ফুসফুস সরাও
আমার দেশের চিকিৎসা এখন
এই বিশ্ব নমি
এটা আমি জানি।

(রানির প্রবেশ কাঁদতে কাঁদতে)

রানিঃ রাজামশাই -----রাজামশাই -----আমার মানিক।
রাজাঃ (রেগে) চুপ করো --- রাজ দরবারে এলে কেন? (একটু নরম হয়ে) একি করলে রানি? ---তুমি চুল বাঁধোনি, হীরে পরোনি। কেন রাজ দরবারে এসেছো, প্রজারা কি বলবে, তুমি আমার রানি না ভিখারিনী?
রানিঃ (কেঁদে) হে রাজন, মানিক কুমারের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আপনি ওকে বাঁচান।
রাজাঃ একি রাজপুরীতেও ঢুকেছে? (চমকে)

(মানিক কুমারকে ধরে স্বর্ণকুমারীর প্রবেশ)

স্বর্ণঃ রাজ দরবারেও চলে আসতে বিলম্ব নেই পিতা।
মানিকঃ পিতা, আমি কেন প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারছি না? আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, আমাকে একটু বাতাস এনে দিন।
রাজাঃ হ্যাঁ, বাবা কত বাতাস তুমি চাও দেব। এই কে আছিস মানিক কুমারকে বাতাস কর। মন্ত্রী?

(সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পাখা হাতে বাতাস করবে)

মন্ত্রীঃ আজ্ঞে মহারাজ!
রাজাঃ আপনি নিজে গিয়ে দেশের সমস্ত হাকিম, কবিরাজ, বৈদ্যদের ধরে নিয়ে আসুন - মানিক কুমারকে সুস্থ করতে না পারলে সব ব্যাটাদের গর্দান নেব।
মন্ত্রীঃ জি আজ্ঞে হুজুর (প্রস্থান)।
মানিকঃ আহ ----আ -----আ ----- (শ্বাসকষ্ট হয়)

রানিঃ	তোরা আরো জোরে জোরে বাতাস কর।
মানিকঃ	কিছু হচ্ছে না মা। হবেও না।
রানিঃ	চুপ কর বাবা।
মানিকঃ	দিদি তুই আমার হাতে দুটো শেফালী ফুল দিবি? শরৎরানিকে দেখাবি? শোনাবি নীল মলুয়া পাখির গান?
স্বর্ণলতাঃ	আমার সোনা ভাই, মানিক ভাই চুপ কর, কষ্ট হচ্ছে?
মানিকঃ	না - তুই আমাকে দেখবি বল।
স্বর্ণলতাঃ	দূর বোকা ও সব তো গল্প কথা। শরৎ, শেফালী, নীল মলুয়াপাখি ওরা তো সত্যি নয়। ও তো রূপকথার গল্প। গাছ, মাটি, পাখি, ফুল,ফল এসব কি আমি দেখেছি? বইতে পড়েছি, ওরা সত্য নয়, ও যে গল্প ভাই।
মানিকঃ	(কষ্ট করে) সেই বইটা আমাকে আবার পড়ে শোনা। ছায়ায় ঘেরা সবুজ ঘন আহঃ
রাজা রানিঃ	মানিক!
মানিকঃ	শিশির ভেজানো দেশ - রূপের নেই তো শে-এ-ষ (মৃত্যু)
রানিঃ	(আর্তনাদ করে) মানিক ---- একি - আ-মি কেন নিঃশ্বাস নিতে পারছি না?
রাজা	রানি আমারও দম বন্ধ হয়ে আসছে কেন?
মন্ত্রীঃ	(হাঁপাতে হাঁপাতে) রাজা মশাই - ওনারা এসেছেন (এদেরও শ্বাসকষ্ট)
রাজাঃ	একি তোমারও হচ্ছে?
মন্ত্রীঃ	শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে।
রাজাঃ	আপনাদেরও?
কোরাসঃ	হ্যাঁ, শ্বাসকষ্ট... ।
রাজাঃ	আহঃ তাড়াতাড়ি কিছু ওষুধ দিন।
কোরাসঃ	কোন ওষুধ নেই।
রাজাঃ	অন্য কোন চিকিৎসা কি নেই?
কোরাসঃ	কি?
কোরাসঃ	অক্সিজেন, বিশুদ্ধ বাতাস।
রাজাঃ	অক্সিজেন? সে আবার কি?
কোরাসঃ	বাতাসে থাকে।
রানিঃ	আমাকে শিগ্রী দিন আর পারছি না আ - হ - (পড়ে যাবে)।
স্বর্ণাঃ	(ছুটে যাবে) মা (ধরে কাঁদবে) মাগো - মা ......আ -হ ... নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।
রাজাঃ	স্বর্ণা - তাড়াতাড়ি দিন আমরা যে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি।
কোরাসঃ	আপনার রাজ্যে তো নেই -
রাজাঃ	কেন? নেই কেন?
কোরাসঃ	মাটি নেই, গাছ নেই, তাই বিশুদ্ধ বাতাসও নেই।
রাজাঃ	কোথায় গেলে পাবো?
কোরাসঃ	ছায়ারানির দেশে। রাজামশাই প্রাণ বাঁচাতে আমরা কি যাব?
রাজাঃ	নিশ্চয়ই যাব। আমার মানিক কুমারকেও নিয়ে যাব যদি বেঁচে যায়। চল সবাই।

কোরাসঃ (হাটতে থাকে লাইন করে)বিশুদ্ধ বাতাস চাই, চাই ছায়ারানির দেশ, কোথায় পাই?

(বলতে বলতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(চুল ছাড়া আঁচল লুটানো ... হাঁপাতে হাঁপাতে স্বর্ণলতার প্রবেশ)

স্বর্ণলতাঃ ছায়ারানির দেশে যাব। কোথায় সে দেশ আমি কি খুঁজে পাব? আঃ অসহ্য শ্বাসকষ্ট আর পারছি না। চোখের সমুখে ভাই হারালাম। বাবা, মা, প্রজারা সব একে একে মারা গেছে। রাজপুরী খাঁ খাঁ করছে। ধবংস হয়ে গেল মানিক রাজ্য, কৃত্রিম ঐশ্বর্য্য। প্রকৃতি তুমি আমাকে তোমার কোলে ঠাঁই দাও। আর পারছি না আ-হ--আ-হ, আমি চললাম। (পড়ে যাবে)

(পথশ্রান্ত শাহরুল কুমারের প্রবেশ)

শাহরুলঃ কতদূর মানিক রাজ্য?......আর কতদূর , আর কত পথ? কখন দেখা পাব আমার প্রাণ প্রিয়া স্বর্ণলতাকে। না না ও তো এখন স্বর্ণাবতী। রাজকুমারী স্বর্ণাবতী। ওর নাকি বড় বিপদ, নীল মলুয়া পাখি আমাকে সব বলেছে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে তেপান্তরের মাঠ।তার পরেই মানিক রাজ্য। আমি তো সাতটি সমুদ্র আর তেরোটি নদী পেরিয়ে এলাম। এটা তো শুধুই মাঠ। ধূ ধূ তবে কি এটাই তেপান্তরের মাঠ? হ্যাঁ, তাই হবে। তাহলে কোথায় রাজপথ? যত দূর চোখ যায় শুধুই মাঠ। একি শুয়ে আছে একা কোন রমণী? (একটু এগিয়ে গিয়ে) বালিকা? না কামিনী? (কাছে গিয়ে) উঃ রাজকুমারী বটে, যেই হোক হে বিধাতা বাঁচিয়ে দাও ওকে। হেঁইয়া - (কোলে তুলে নেয়) (প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য

(ছায়ারানির দেশ গাছ-গাছালী দিয়ে ঘেরা)

গান ও নাচ
ছায়ারাণীর রাজপুরীতে
হরেক রকম গাছ
ফল ফুলের গন্ধ নিয়ে
বাতাস বিলায় সুবাস।
গাছে গাছে প্রজাপতি

ভোমরা শুনায় গান
মৌচাকেতে মধু জমে
আছে পাখির কলতান।
ছায়ারাণী থাকেন হেথায়
গাছের মাঝে বাস
সবার উনি আদর করেন
সবাই ওনার বশ।
ছায়ারাণীর রাজপুরীতে
হরেক রকম গাছ।

(গান শেষে সবাই গাছের নিচে গোল হয়ে বসবে)

ছায়াঃ আচ্ছা বাছারা বলো তো, আমাদের গাছের পাতার রঙ কি?
কোরাসঃ সবুজ।
ছায়াঃ আমাদের মনটা কেমন?
কোরাসঃ সতেজ।
ছায়াঃ তাই আমাদের শরীর কেমন?
কোরাসঃ সুস্থ -
ছায়াঃ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সম্পদ কি?
কোরাসঃ বিশুদ্ধ বাতাস।

(স্বর্ণাবতীকে কোলে নিয়ে শাহরুলের প্রবেশ)

শাহরুলঃ (সবার মাঝখানে শুইয়ে দিয়ে) বিশুদ্ধ বাতাস এনার বড়ই প্রয়োজন।
ছায়াঃ (মাথায় হাত বুলিয়ে) আহা বাছা তুমি কার বুকের ধন?
স্বর্ণলতাঃ (আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নেবে, চোখ খুলবে) আহা.....কত শান্তি - আমি কোথায়?
ছায়াঃ তুমি ছায়ারানির দেশে।
স্বর্ণলতাঃ (উঠে বসে) আমি ছায়ারানির দেশে? বেঁচে আছি অবশেষে।
ছায়াঃ মুখখানি যেন কত কালের চেনা। কে তুমি মায়াবতী। (আস্তে আস্তে স্বর্ণাবতী উঠবে)
স্বর্ণলতাঃ (ছায়ার বুকে মাথা রেখে) মাগো আমি রাজকুমারী স্বর্ণাবতী।
শাহরুলঃ (ছেড়ে দিয়ে) তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?
স্বর্ণাবতীঃ না - আপনাকে আগে কখনো দেখিনি।
শাহরুলঃ আমি তোমার শাহরুল।
স্বর্ণাবতীঃ শাহরুল সে আবার কে?
শাহরুলঃ তোমার স্বামী-
স্বর্ণাবতীঃ আপনি ভুল করছেন আমি রাজকুমারী।

শাহরুলঃ সে তো এ জনমে। আমি গত জনমের কথা বলছিলাম। মানিক রাজ্যে গত জনমে আমি ছিলাম শাহরুল গাছ। আর তুমি আমাকে জড়িয়ে উঠে ছিলে স্বর্ণলতা। আমাদের বিয়েও হয়েছিল, নীল মলুয়া পাখি আমাকে সব মনে করিয়ে দিয়েছে। আর বলছে স্বর্ণলতা এখন রাজকুমারী স্বর্ণাবতী, ওর বড় বিপদ তুই যা ওকে বাঁচা। তাই তো ছুটে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তেপান্তরের মাঠের মাঝে তোমাকে যে অমনভাবে পাবো স্বর্ণলতা, আমার স্বর্ণলতা।

স্বর্ণলতাঃ চুপ করুন আপনি একটা বদ্ধ পাগল। আমি গত জন্মে বিশ্বাস করি না।

শাহরুলঃ তুমি একটু মনে করার চেষ্টা করো।

স্বর্ণলতাঃ (একটু চেষ্টা করে) না - কিছুই মনে পড়ছে না।

ছায়ারানিঃ আমার চোখের দিকে তাকাও আর মনে করার চেষ্টা করো (ছায়ারানি পিছু হাঁটবে ও বশ হয়ে সবাই হাঁটবে)

ছায়ারানিঃ ছায়ায় ঘেরা সবুজে মোড়া ছিল মানিক রাজার দেশ। সেথায় ছিল শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশ, শিশু, লজ্জাবতী, অর্জুন দাদা আর মাধবী বৌ। ঠিক তার পাশটিতে শাহরুল গাছটাকে জড়িয়ে ছিল স্বর্ণলতা।

স্বর্ণলতাঃ স্বর্ণ -লতা!

ছায়ারানিঃ হ্যাঁ, স্বর্ণলতা - স্বর্ণলতা -

(সবার প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(নাচের তালে তালে শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশ,শাহরুল,
স্বর্ণলতা, অর্জুন, মাধবীলতা, তরুলতা ও লজ্জাবতীর প্রবেশ)

গান

শাল সেগুনের এ জঙ্গলে
মহুয়া পলাশ আছে
শাহরুলটাকে জড়িয়ে ধরে
স্বর্ণলতা বাঁচে
তোরা যাসনে ওদের কাছে
ওথায় অর্জুন দাদা আছে
লাল পলাশে রাঙা হলো
কদম জিনিয়া
লজ্জাবতী লজ্জা পাবে
ওকে ছুঁয়ো না
তরুলতা মালতী লতা
শিশু শিরিষটাকে

জড়িয়ে ধরে আদর করে
বাস করেছে সুখে
তোরা যাসনে ওদের কাছে
ওরে যাসনে ওদের পাশে

অর্জুনঃ মহুয়া-
মহুয়াঃ বলো অর্জুন দাদা।
অর্জুনঃ তোর বয়স কত হলো?
মহুয়াঃ বাহান্ন কি তিপান্ন। তোমারটা মনে আছে?
অর্জুনঃ হ্যাঁ, এই ষাটের কাছাকাছি।

(মাধবীলতা অর্জুনকে জড়িয়ে থাকবে)

মাধবীঃ মহুয়া - ননদী - শাহরুল আর স্বর্ণলতাকে নিয়ে কিছু ভেবেছ নাকি?
মহুয়াঃ মাধবী বৌদি। ভাবাভাবির আর কি আছে। সে যাকে জড়িয়ে বাঁচে, বিয়ে লাগাও তাদের সাথে।
মাধবীঃ দেখ চেয়ে শাহরুলের কোলে কেমন স্বর্ণলতা দোলে।
মহুয়াঃ ও ভাই শাল, সেগুন, পলাশ, শিশু, শাহরুল আর স্বর্ণলতাকে নিয়ে ভাবছো কিছু?
কোরাসঃ হ্যাঁ, মহুয়াদি আজ রাতেই ওদের বিয়ে দিয়ে দিই।
স্বর্ণলতাঃ (লজ্জা পেয়ে) কি যে বলো তোমরা।
অর্জুনঃ হ্যাঁ বোন, বিয়ে দিয়ে আজ রাতে আনন্দ করবো আমরা।
মাধবীঃ আচ্ছা বিয়েতে কে কি দেবে? আমি দেবো উলু।
অর্জুনঃ আমার বৌ মাধবীলতা উলু দেবে যখন, সম্প্রদান আর আশির্বাদ করবো আমি তখন।
পলাশঃ লজ্জা পাসনা বোন, লাল পলাশে রাঙিয়ে দেবো তোদের দুটি মন।
মহুয়াঃ আমার ফুলের মৌ পিয়ে রইবি মাতাল সারাক্ষণ।
শিশু ঃ আমি শিশু নইতো ছোট। হাওয়া দেবে ঝটোপটো।
শাল ও সেগুনঃ শাল, সেগুন দুই ভাই, বরযাত্রী হলাম তাই।
লজ্জাবতীঃ ছোট্ট আমি লজ্জাবতী। বর কনের চোখ রাখব ঢাকি।

(উলু, শঙ্খ, গান হবে)

গান
কি আনন্দ কি আনন্দ
আজকে বিয়ের রাত
জোৎস্না হেসে লুটোপুটি
হাসছে দেখো চাঁদ।

নীল মলুয়া পাখি তোদের
করছে আশীর্বাদ
ছায়ারাণী আসবে জানি
সূর্য্যি মামার সাথ
সবাই মিলে বর কনেকে
করবে আশীর্বাদ
মোরা করছি আশীর্বাদ।

অর্জুনঃ (হাই তুলে) মাধবীলতা আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কোরাসঃ আমরাও ঘুমাবো, তুমি একা বসে বাসর জাগিও।

মাধবীঃ শাহরুল, স্বর্ণলতা, শুনলি ওদের কথা? বর কনের মাঝে একা জেগে রব, শেষে কিনা দোষের ভাগি আমি শুধুই হবো?

শাহরুল ও স্বণলতাঃ (হেসে) হা ....হা....হা....

কোরাসঃ (নাক ডাকে) ঘর ঘর ফর ফর -

মাধবীঃ সবাই ঘুমে কাত। আমি কেন যাই বাদ। (ঘুমিয়ে পড়ে)

শাহরুলঃ (স্বর্ণলতাকে আদর করে) আমার স্বর্ণলতা তুমি আমাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরো। আরো জোরে... আরো জোরো... যুগ যুগ ধরে।

স্বর্ণলতাঃ চুপ করো, কে যেন সব শুনছে।

শাহরুলঃ না - গো - না সবাই ঘুমে ঢুলছে।

লজ্জাবতীঃ (হেসে ওঠে) খিঁক --- খিঁক --- খিঁক।

স্বর্ণলতাঃ কে রে তুই খুকি? লজ্জাবতী নাকি? লজ্জা নেই তোর? ছোট্ট মেয়ে বাসর জেগে করলি রাত ভোর? সকাল হলেই দেবো সবাইকে বলে। তুই বকা খাবি খুব জোর।

লজ্জাবতীঃ নাক মুলছি, কান মুলছি, জাগবো না আর বাসর। যাও গো দিদি, গল্প করো, রাগছে তোমার দোসর (ঘুমিয়ে পড়ে)।

(শাহরুল আর স্বর্ণলতা আদর করবে, একটু ঘুমিয়েও পড়বে, নেপথ্যে পাখির ডাক...
ভোর হবে, একটা ভয়ঙ্কর মিউজিক হবে, তালে তালে কয়েকজন মানুষের দল প্রবেশ করবে)

স্বর্ণলতাঃ (চমকে উঠে) কারা যেন আসছে।

শাহরুলঃ মানুষের দল, বনদেবীর পূজা দিতে আসছে।

স্বর্ণলতাঃ না গো - না এযেন কোন অশুভ সংকেত। আহঃ কী ভয়ঙ্কর শব্দ, আমি আর শুনতে পারছি না।

শাহরুলঃ কেন মিছিমিছি ভয় পাচ্ছো। আমিও আছি স্বর্ণলতা, এই স্বর্ণলতা... পাগলী কোথাকার।

স্বর্ণলতাঃ মনে হচ্ছে কোন দস্যুর দল এই দিকেই আসছে। ওই তো... ওই দেখো। (ভয়ে শাহরুলকে জড়িয়ে ধরবে, বুকে মুখটা লুকিয়ে ফেলবে, দস্যুরা ওদের কাছেই আসবে)।

দস্যুদের ১ম জনঃ (শাহরুলকে দেখিয়ে) এই গাছটায় দাগ দাও... এর মাপটা নাও।

কোরাসঃ মাপ নেব কেমন করে লতা আগাছায় ঘিরে রেখেছে যে।

দস্যুদের **১**ম জনঃ লতা আগাছাদের ছিঁড়ে ফেলে দাও।

শাহরুলঃ না... না... ওকে ছিঁড়ো না।

কোরাসঃ (ছিঁড়তে থাকে) হেঁ ...হেঁ

শাহরুলঃ স্বর্ণলতা আমার বৌ। আমার বুক থেকে ওকে ছিনিয়ে নিও না।

স্বর্ণলতাঃ বাঁচাও ----- বাঁচাও ----- শাহরুল আমার শাহরুল -

শাহরুলঃ স্বর্ণলতা -

স্বর্ণলতাঃ আহঃ (অর্জুনের পায়ের কাছে পড়ে যায়) (দস্যুরা দাগ দেয়, মাপ নেয়)

গাছেদের কোরাসঃ বাঁচাও ----- বাঁচাও -

১ম জনঃ ব্যাস (চেঁচিয়ে) (গাছেরা চুপ হয়ে যায়)

কোরাসঃ যত খুশী গাছ কাটব, কেউ যাবে না বাদ।
রাজকোষে বাড়বে মোহর, রাজা বেঁচে থাক।

(প্রস্থান)

স্বর্ণলতাঃ (কাঁদতে কাঁদতে) অর্জুন দাদা আমার স্বামীকে বাঁচাও -

অর্জুনঃ কি করে বাঁচবো বোন? আমার গাছেরা যে মানুষের কাছে বড় অসহায়। একবার যদি ওদের মতো হাঁটাচলা করতে পারতাম তো বুঝিয়ে দিতাম - কাদের শক্তি বেশি। একদিন আসবে সেদিন ওরা বুঝবে কার প্রয়োজন আগে, গাছের না মোহরের, বেইমান - শয়তান - তোদের ভাগ্যে থু - থু -

শাহরুলঃ স্বর্ণলতা...

স্বর্ণলতাঃ ও নাম ধরে আর ডেকো না, আমি ধর্ষিতা।

শাহরুলঃ সে কলঙ্ক মানুষের । তুমি আমার স্বর্ণলতা। ওঠো আমার বুকে আবার ফিরে এসো যতক্ষণ বেঁচে আছি আমাকে জড়িয়ে রাখো।

স্বর্ণলতাঃ ওগো আমি কেমন করে উঠবো দস্যুগুলো আমার মেরুদন্ডটাই থেঁতলে দিয়ে গেছে ,দেখো আমার ডাল পাতাগুলো কেমন ঝুলছে।

শাহরুলঃ তোমার মূলটা তো আছে। চেষ্টা করে উঠে এসো। ওঠো -

স্বর্ণলতাঃ (উঠতে যায়) আঃ-----আঃ------পারছি না গো, পারছি না।

লজ্জাবতীঃ দিদি আমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চেষ্টা করো।

শাহরুলঃ হ্যাঁ, চেষ্টা করো।

স্বর্ণলতাঃ আঃ-----আঃ----আঃ---- কত শান্তি (চেষ্টা করে করে শাহরুলের বুকে মাথা রাখবে) তোমার চারদিক দিয়ে কত রক্ত ঝরছে। খুব লেগেছে না? যন্ত্রণা হচ্ছে?

(দস্যুদের প্রবেশ)

১ম দস্যুঃ স্বর্ণলতাটা তো বড্ড ঢেঁটা, আবার গাছটাকে পেঁচিয়েছে? দে ওর মূলশুদ্ধ উপড়ে দে। আর... ওই লজ্জাবতীটাকেও তুলে দে।

২য় দস্যুঃ (ছিড়ে দেয়) হেঁ ----হেঁ-----হেঁ
স্বর্ণলতাঃ বাঁচাও - আ- (পড়ে যায়)।
শাহরুলঃ স্বর্ণলতা -
১ম দস্যুঃ চালাও করাত্। (করাত্ চলে)
শাহরুলঃ আঃ-----আঃ-----আঃ

(স্বর্ণলতার উপরে পড়ে যায়)
(পর পর সব গাছগুলিকে ফেলে দেয়)
(গাছেদের গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যায়)

১মঃ এই গাছ কাটো... গাছ গো -
কোরাসঃ হেঁইয়ো মারি হেঁইয়ো
১মঃ এই দাও রে ঠেলা।
কোরাসঃ হেঁইয়ো -
১মঃ মারো ঠেলা।
কোরাসঃ হেঁইয়ো (বলতে বলতে চলে যাবে)।

পঞ্চম দৃশ্য

(কয়েকজনের প্রবেশ)

১ম জনঃ অসহ্য রোদ্দুর।
২য় জনঃ খাঁ খাঁ মাঠ।
৩য় জনঃ কোথাও নেই মাটি।
৪র্থ জনঃ একটিও নেই গাছ।
কোরাসঃ ছায়া... ছায়া কোথায় পাই।
নেপথ্যেঃ কোথাও পাবে না ভাই।
কোরাসঃ ছায়া তুমি কোথায়?
নেপথ্যেঃ অনেক দূরে...
কোরাসঃ আমরা তোমাকে চাই। কেমন করে যে পাই... চল ভাই চল ছায়ার খোঁজে যাই। (খুঁজতে খুঁজতে প্রস্থান)
স্বর্ণলতাঃ (ছুটবে চেঁচাবে) শাহরুল আমার মনে পড়েছে, সব মনে পড়ছে।
শাহরুলঃ (ছুটবে) স্বর্ণলতা, আমার স্বর্ণলতা (দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরবে) (সবাই উলু, শঙ্খ, বাজিয়ে প্রবেশ করবে, ওদের ঘিরে ধরে গোল হয়ে ঘুরবে।
১ম জনঃ আজ আপনারা কী দেখছেন?

২য় জনঃ শাহরুল স্বর্ণলতার বিয়ে?

কোরাসঃ না বাবুমশাইরা আজ যে শাহরুল পূজা (মাদল বাজবে... শাহরুল পূজার গান হবে, সবাই হাত ধরে নাচবে)।

-সমাপ্ত-

পরিবেশ পরিচয়

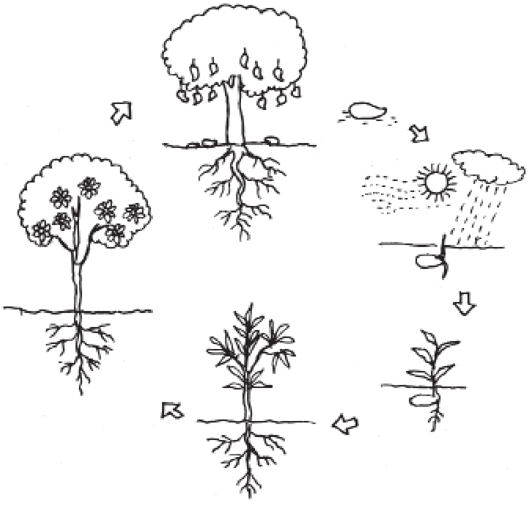

প্রথম দৃশ্য

(এসো খোকন সোনা গানের সুরে লা লা লা তালে তালে ৫জন অভিনেতা অভিনেত্রীর হাতে গাছের ডাল নিয়ে নাচতে নাচতে প্রবেশ)

(চার কোণে চারটি গাছ, মাঝখানের জন আম গাছ)

(গাছেরা গান গাইবে... সেই তালে তালে খোকন সোনার প্রবেশ)

গাছেরাঃ- (গান) "এসো খোকন সোনা/এসো খোকন সোনা
ঘুরে ঘুরে দেখো হবে/পরিবেশকে জানা" ।(৩ বার)
খোকনঃ- তোমরা কারা? কি তোমাদের পরিচয়?
গাছেরাঃ- (গান) আমরা গাছের দল/আমরা উদ্ভিদ
উদ্ভিদ উদ্ভিদ আমরা উদ্ভিদ/মাটি ভেদ করে উঠি তাই
নামটি উদ্ভিদ/উদ্ভিদ উদ্ভিদ আমরা উদ্ভিদ
[সর্ব লোকের আহার যোগাই/আমরাও তো জীব] (২ বার)
[আমরাও তো জীব] (৩ বার)
খোকনঃ- কি বললে তোমরাও জীব? তোমাদের কি জীবন আছে?
১ম গাছঃ- হ্যাঁ খোকন সোনা আমরাও জীব। আমাদেরও জীবন আছে।
২য় গাছঃ- আমরাও ছোট থেকে বড় হই।
৩য় গাছঃ- আমরাও খাওয়া দাওয়া করি।
খোকনঃ- (হেসে) হা হা হা হা তোমরা খাবার খাও? তোমাদের হাত কই? মুখ কই? দাঁত কই? ধাপ্পাবাজি না?
৪র্থ গাছঃ- ধাপ্পা নয় খোকন সোনা। আমরা সত্যি বলছি। মাটির নীচে আমাদের গুঁড়ির শেষে অনেক শিকড় আছে।
১ম গাছঃ- আর সেই শিকড়ের সাহায্যে আমরা মাটি থেকে জল ও খনিজ পদার্থ শুষে নিয়ে পাতায় পৌঁছে দিই।
২য় গাছঃ- তখন আমাদের পাতার সবুজ অংশ, সূর্যের আলোর সাহায্যে খুব সুন্দর রান্না করে।
৩য় গাছঃ- তারপর সমস্থ শরীরে পৌঁছে দেয়।
৪র্থ গাছঃ- সেই জন্যই তো পাতাকে আমরা রান্নাঘর বলি।
কোরাসঃ- এবার বুঝেছ?
খোকনঃ- একটু একটু পুরোটা নয়। আচ্ছা তোমরা এলে কোথা থেকে?
আম গাছঃ- আমি বলছি খোকন। আমার কাছে এসো।
খোকনঃ- (ছুটে কাছে আসে) এবার বলো।
আম গাছঃ আমি আমের আঁটি ছিলাম। মাটি মায়ের বুকে পড়ে আছি, তারপর জল এলো, বাতাস এলো,

তাপ এলো, সবাই মিলে আমাকে ফুটিয়ে দিলো। আমি ছোট্ট অঙ্কুর হলাম। তারপর কচি কচি শিকড় মাটির নিচে গাঁথতে লাগলাম, জল আর খনিজ পদার্থ খেয়ে চারা গাছ হয়ে গেলাম। তারপর যত শিকড় ছড়াই, ততই খাদ্য পাই ততই বড় হই। ধীরে ধীরে আমি বড় আমগাছ হয়ে গেলাম। দেখছ না আমার ডালে এখন কত আম ঝুলছে।

খোকনঃ হ্যাঁ তো, এবার আমি বুঝতে পেরেছি। তার মানে যারা জন্ম নেয় আর খাওয়া দাওয়া করতে করতে বড় হয়, আবার জন্ম দেয় যাদের জীবন আছে তারাই হল জীব তাই তো গাছ?

কোরাসঃ হ্যাঁ ঠিক তাই ঠিক তাই।

আম গাছঃ হ্যাঁ খোকন সোনা।
জন্ম দেয় এটা তুমি কেমন করে বুঝলে?

খোকনঃ কেন? তোমার ডালে তো কত পাকা পাকা আম ঝুলছে, ঐ আমের আঁটি থেকেই তো আবার ছোট্ট আম চারা হবে তাই না?

আম গাছঃ হ্যাঁ খোকন আমি মারা গেলেও ওরা বেঁচে থাকবে ওরাই তো আমার সন্তান গো।

খোকনঃ আচ্ছা গাছ তো সবাই মারা যায়। তখন তারা কি হয়?

কোরাসঃ তখন তারা জড় পদার্থ হয়ে যায় খোকন।

খোকনঃ জড় পদার্থ? সে আবার কি জিনিস? আমি তো ঠিক বুঝলাম না।

কোরাসঃ আমরাই বুঝিয়ে দেবো।

খোকনঃ কই বোঝাও

১মঃ ধর, একটা গাছকে কেটে টুকরো টুকরো করা হলো।

খোকনঃ হ্যাঁ হলো।

২য়ঃ তখন সেগুলি কি হবে?

খোকনঃ কেন কাঠ হবে।

৩য়ঃ আরে সেই কাঠ তো জড় পদার্থ।

খোকনঃ বুঝতে পারছি না।

৪র্থঃ ধর, সেই কাঠের টুকরোগুলো দিয়ে তোমাদের বাড়ির দরজা জানালা চেয়ার টেবিল টুল বানানো হলো।

খোকনঃ হ্যাঁ হলো।

আম গাছঃ তোমাদের বাড়ীর চেয়ার, টেবিল, খাটগুলো কি বড় হয়?

খোকনঃ না

১মঃ তোমাদের ছোট্ট পিঁড়িটি কি বাড়তে বাড়তে বড় চৌকি হয়ে গেছে?

খোকনঃ কই না তো?

২য়ঃ আর তোমাদের পেয়ারা চারাটি বড় হয়নি?

খোকনঃ হ্যাঁ, তো জানো গাছ আমার কাকা রথের মেলা থেকে এনেছিলেন ঐ পেয়ারা গাছটি, আর আমার জন্য একটা ছোট্ট কাঠের রথ। পেয়ারা গাছটি তখন এই এতটুকুন ছিল। ও এখন কত বড় হয়েছে, প্রচুর পেয়ারা ধরেছে। কিন্তু আমার কাঠের রথটি যেমন ছিল ঠিক তেমনটিই আছে , তার মানে ঐ পেয়ারা গাছটি এখন জীবন্ত -

কোরাসঃ ঠিকই তো, ঠিকই তো।

খোকনঃ তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো। যারা ছোট থেকে বড় হয় না। জন্ম দেয় না। যাদের জীবন নেই তারাই হলো জড় পদার্থ।

কোরাসঃ সত্যিই তো, সত্যিই তো। সন্ধ্যা হয়ে এলো তুমি এখন এসো খোকন সোনা।
(সুরে) টাটা বাই বাই (২) এসো খোকন সোনা ----------- (তালে তালে খোকনের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(এসো খোকন সোনা গানের সুরে বিভিন্ন ডাকে পশুদের প্রবেশ। পশুদের মুখোশ থাকলে ভাল হয়।)

শিয়ালঃ (সুরে) হুক্কা হুয়া হুয়া -হুক্কা হুয়া হুয়া - হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া - হুক্কা হুয়া হুয়া ।

ছাগলঃ ভ্যা ভ্যা ভ্যা ভ্যা ভ্যা - ভ্যা ভ্যা ভ্যা - ভ্যা ভ্যা
ভ্যা ভ্যা ভ্যা ভ্যা ভ্যা - ভ্যা ভ্যা ভ্যা - ভ্যা ভ্যা।

গরুঃ হাম্বা হাম্বা হাম্বা। হাম্বা হাম্বা হাম্বা।। হাম্বা হাম্বা হাম্বা। হাম্বা হাম্বা হাম্বা।।

বিড়ালঃ ম্যাও ম্যাও ম্যাও ম্যাও ম্যাও। ম্যাও ম্যাও ম্যাও ম্যাও ম্যাও।
ম্যাও ম্যাও ম্যাও ম্যাও ম্যাও। ম্যাও ম্যাও ম্যাও ম্যাও ম্যাও।

কুকুরঃ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ। ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ।
ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ। ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

(খোকন সোনার প্রবেশ) (সমস্ত পশুরা জঙ্গলে বসবে অনুষ্ঠান দেখার জন্য, আর শেয়াল মাইক্রোফোন হাতে অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে।)

পশুদের কোরাসঃ গান
এসো খোকন সোনা ---------পরিবেশকে জানো।

শিয়ালঃ হুক্কা হুয়া হু হু হু । নমস্কার নমস্কার নমস্কার সুরু হচ্ছে আমাদের প্রানী সংঘের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আমি খোকন সোনার নাম প্রস্তাব করছি।

ছাগলঃ ব্যা ব্যা ব্যা (উঠে মাইক্রোফোন) আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। ব্যা ব্যা ব্যা

কোরাসঃ (হাত তালি) গান এসো খোকন সোনা

(খোকন সোনা তালে তালে এসে প্রধান অতিথির আসনে বসবে)

শিয়ালঃ হুক্কা হুয়া হু হু হু প্রধান অনুমতি নিয়ে শুরু করছি। আজকের উদ্বোধনী সঙ্গীত ও উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করবেন আমাদের প্রাণী সাংস্কৃতিক সংঘের শিল্পীবৃন্দ, তবলায় সহযোগিতা করবেন শ্রীমান কু-কুর। (থাকিলে ডোবা খানা গানে সুরে কুকুর তবলা বাজাবে)

কুকুরঃ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘো---------------

(সব পশুদের নাচ শুরু হবে, থাকিলে ডোবা সুরে গান খোকন সোনাও উঠে তাল দেবে)

কোরাসঃ (পশুদের সুর) (থাকিলে ডোবা খানা)

গান

আমরা প্রাণী নানা। আমরা প্রাণী নানা। (২)
আমরা এক জাগাতে। কক্ষোনো যে থাকিনা
একথা জানে সর্বজনা, দাদা একথা জানে সর্বজনা।
আমাদেরই স্বভাব হলো, নানান দিকে যাই
আর মনের মতো খাদ্য পেলে, পেটটি ভরে খাই।
আবার বাচ্চা কাচ্চা বড় করার। বাচ্চা কাচ্চা বড় করার ঝামেলা পোহাই।
কেউবা বাচ্চা প্রসব করি, কেউ ডিম পেড়ে ফোটাই।
আমরা প্রাণী-------------সর্বজনা।

খোকনঃ (তালি দিয়ে) বাহ বাহ বাহ চমৎকার গান। আচ্ছা, তোমরা বলছো তোমরা প্রাণী? তোমরা জীব নও?

গরুঃ হাম্বা... আমরা জীব তো বটেই, আবার প্রাণীও বটে। হাম্বা ... ।

খোকনঃ সে কি কথা। গাছেরা বললো ওরা জীব কিন্তু উদ্ভিদ। আবার তোমরা বলছো তোমরাও জীব কিন্তু প্রাণী। আমি তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বিড়ালঃ- ম্যাও ম্যাও গাছেরা যে মাটিতে জন্মায় সেখানেই বড় হয়। আবার সেখানেই মারা যায়। গাছেরা তো আর চলা ফেরা করতে পারেনা। ওরা মাটি ভেদ করে ওঠে, তাই ওরা জীব হলেও উদ্ভিদ। ম্যাও ম্যাও

কুকুরঃ ঘেউ উ উ ঘেউ। (ছড়ার ঢঙে) আর আমরা যেখানে খুশি ইচ্ছা মতো যেতে পারি। কেউ আমাকে মারলে কেউঁ কেউঁ করতে পারি। আর কোন বিপদ হলে ঘেউ উ ঘেউ ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে পারি তাই আমরা প্রাণী ।

খোকনঃ এবার আমি সব বুঝতে পেরেছি। তার মানে যে সমস্ত জীব যেখানে জন্মায়, সেখানে বড় হয় আবার সেখানেই মারা যায়। যারা মাটি ভেদ করে ওঠে তারাই হলো উদ্ভিদ। আর সে

সমস্ত জীব এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ইচ্ছা মতো যেতে পারে। উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে তারাই হলো প্রাণী, তাই তো?

কোরাসঃ বটেই তো, বটেই তো।

খোকনঃ আচ্ছা শেয়াল পন্ডিত, আমরা তাহলে কি? জীব তো?

শেয়ালঃ হ্যাঁ খোকন তোমরা, মানে মানুষরা জীব তো বটেই আবার প্রাণীও বটে। আর তোমরা শুধু জীব নও, শ্রেষ্ঠ জীব।

খোকনঃ (নেচে নেচে) কি মজা, কি মজা, আমরা শ্রেষ্ঠ জীব, আমরাও প্রাণী
[গান] (আমরা প্রাণী নানা -----)(নাচতে নাচতে সমস্ত প্রানীদের প্রস্থান)

গাছেরঃ (গান) উদ্ভিদ... উদ্ভিদ... আমরা উদ্ভিদ (নাচতে নাচতে সব গাছেদের প্রস্থান)

- সমাপ্ত -

প্রকৃতি মা

প্রথম দৃশ্য

(গানের সঙ্গে সবাই গোল হয়ে ঘুরবে, তার মধ্যে থেকে এক কোণে ঘর হবে, রতন কাকা তার বৌ ছেলে মেয়ে ঘুমাবে। প্রকৃতি মা নেচে নেচে সবাইকে ঘুম ভাঙাবে। বাইরে থেকে কেউ পাখী ডাকবে, কেউ মোরগ ডাকবে। প্রকৃতি মার সবুজ বেশ এলোকেশ থাকলে ভাল হয়।)

গান
আমার ভোরের পাখী। ডাকছে গাছে
ভোর হয়েছে ভাই সূর্য্যি মামা দিচ্ছে উঁকি
আঁধারও আর নাই।
(সবার ঘুম ভাঙবে, উঠবে, দাঁত মাজবে আঙুলদিয়ে, মুখ ধোবে।)

গান
ভোরের আলো বলছে শোন
খোকা খুকুরা জাগো
হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসো
ঘুমিও নাকো
(খোকা খুকি দুলে দুলে পড়বে - প্রকৃতি মার প্রস্থান)

(বিষ্টুর প্রবেশ)

বিষ্টুঃ রতন কাকা? উঠেছো নাকি?
রতনঃ কখন উঠেছি।
বিষ্টুঃ মাঠে যাবে তো ?
রতনঃ মাঠ যাব মানে? এখুনি যাব।
বিষ্টুঃ আজ কী কাজ করব কাকা?
রতনঃ জল গোরুর গাড়ি জুড়বো। গোবর সার ভরবো। দক্ষিণ মাঠে ছড়াবো।
(গাড়ি জুড়বে, সার ভরবে, গাড়ি চলবে, থামবে সার ছড়াবে সব মাইমে) (এক কোণে এক জনে লাঙল চষবে, কেউ নিড়াবে, কেউ কোপাবে।)

ছড়া
আমরা যত চাষী
লাঙল দিয়েই চষি
আবর্জনা গোবর পচা
দিচ্ছি মাটি মাকে

মাটি মা খাবে
গাছ গুলো দুধ পাবে
ওরা বড়ো হবে
ফসল দেবে তবে
মানুষ বেঁচে রবে।
এই তো নিয়ম ভবে।

(নবীনের প্রবেশ কালো কাপড় অথবা মুখোশ পরা)

নবীনঃ হা হা হা (বিদঘুটে হাসি) তোরা জমিতে গোবর পচা দিচ্ছিস?
কোরাসঃ হ্যাঁ দিচ্ছি।
নবীনঃ দোকানে যা, বস্তা ভরা রাসায়নিক সার দে।
কোরাসঃ রাসায়নিক সার?
নবীনঃ ইউরিয়া, সুফলা, ফসফেট আরো অনেক আছে। বীজ কি লাগাস দেশী বীজ তো?
কোরাসঃ হ্যাঁ দেশী বীজ।
নবীনঃ না হাইব্রিড বীজ লাগা ফসলে, পোকা ধরলে কী করিস?
কোরাসঃ পোকাদের তাড়িয়ে ছাড়ি -
নবীনঃ পোকা তাড়াস, হা হা হা সে আবার কেমন করে?

কোরাসঃ

গান
রসুন ভাঁট দোক্তা
পাট বীজ নিম পাতা
মিশিয়ে নিয়ে পচিয়ে জলে
ছিটা মারি
ফসলের পোকা গুলোর
তাড়িয়ে ছাড়ি তাড়িয়ে ছাড়ি।

নবীনঃ ব্যাস থাম থাম তোদের দৌড় বোঝা গেছে। কেন? ডিমেক্রন, ফেরুডন থাইমেড আরো অনেক আছে জানিস।
কোরাসঃ না আমরা জানি না। কিন্তু তুমি কে?
নবীনঃ আমি নবীন। এসো আমার পিছে। হাইব্রিড বীজ দেব। রাসায়নিক সার দেব। রাসায়নিক কীটনাশক দেব।লাভ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেব। এসো নতুন করে চাষ করো। নতুন ভাবে বাঁচো। পুরানো সব ফেলে দাও এসো -
কোরাসঃ বিদায় প্রবীণ আমরা আসছি (স্লো মোসানে হাঁটবে) আমরা নবীন , তোমাকে জানতে চাই শিখতে চাই ...

নতুন চাষ করতে চাই
দ্বিগুণ ভালো করতে চাই
বাবুদের মতো বাঁচতে চাই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ভোরের পাখী গানের সুরের তালে তালে গাছ হবে, ফুল হবে, প্রজাপতি আসবে নেচে নেচে।)

প্রজাপতিঃ

গান
আমি যে প্রজাপতি
ফুলে ফুলে মাতামাতি
কত যে গল্প বলি (ফুলের কোলে শুয়ে)
একুলে পরাগ নিয়ে
ওকুলে দিই যে বিয়ে
তাই তো ফুলে ফল ধরেছে রাতারাতি।

ফুলেরাঃ

(ছড়া গান)
প্রজাপতি প্রজাপতি
এসো মোদের কাছে
বসো একটু পাশে,
গন্ধ নাও মধু খাও
ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াও

প্রজাপতিঃ

আসছি সখি ফুলকলি
যাচ্ছি সখা কুসুম কলি
মধু তোদের খাব
বিয়ে দিয়েও যাব

(ঢোল বাজানোর তালে তালে স্প্রে মেশিন কাঁধে রতনের প্রবেশ)

ফুলেরাঃ

চুপ চুপ চুপ আসছে মানুষের ছা
ইচ্ছে হলেই ফুল ছিঁড়বে
তোমাকে ধরেও দেবে দু ঘা

প্রজাপতিঃ

ঠিক আছে ঐ সবুজ পাতার আড়ে
গা ঢাকা দিই এখন
ফিরে এসে মধু খাব
মানুষ যাবে যখন।

(লুকিয়ে পড়ে)

(রতন স্প্রে করে, মুখে সী সী আওয়াজ)
(অন্য দিকে মৌমাছি আর ছানার প্রবেশ)

ছানাঃ

গান
ওগো আমার মা মৌমাছিদের মা
বেগুন ফুলের মধু খাব যেতে দাও না

মৌমাছি মাঃ ওরে আমার সোনা
ছোট্ট কচি ছানা
মধু খেয়েই চলে এসো
করব না তো মানা

(রতন কাজ শেষ করে চলে যাবে ছানা উড়ে জমিতে যাবে মধু খাবে।)

মৌমাছিঃ আহঃ জ্বলে গেল আ আ আ (পড়ে মারা যাবে)

প্রজাপতিঃ- (পাতার আড়াল থেকে বেড়িয়ে এসে)
আর পারছি না আহঃ বড়ো জ্বালা
আ আ আ (মারা যাবে)

(পুরুষ পায়রার প্রবেশ)

ছড়া গান/ নাচ
বক বকুম বক বকুম
বকুম বকুম বক
পোকা গুলি ধরে ধরে
খাই টপা টপ টপ।
(খাবে)

(শালিক মহিলার নেচে নেচে প্রবেশ)

কিচির কিচির কা
পোকা ধরে খা
খা খা খা। (খাবে)

(অনেক পাখীর প্রবেশ)

কোরাসঃ

প্রজাপতি মৌমাছি ঝিঁ ঝিঁ গঙ্গা ফড়িং
ধরতে গেলে বড্ডো তোরা
করিস তিড়িং বিড়িং
জব্দ বাছারা এবার ধরে খা
হরেক রকম পোকা
খা খা খা টপ টপা টপ খা
আহ আহ আ

(সবাই মারা যাবে)

(মৌমাছি মার প্রবেশ)

ছানা মৌমাছি
মানিক সোনা কোথায় তুমি
সন্ধ্যা হয়ে এলো চাকে এসো
দুষ্টুমি করো না লক্ষী সোনা। ছানা
ছানা (মাইকে ডাকবে খুঁজবে)

(প্রজাপতি মার প্রবেশ)

প্রজাপতি মাঃ প্রজাপতি তিতলী
আমার তিতলী রানী
কোথায় গেলি সন্ধ্যা হয়ে এলো
বাসায় ফিরে আয় সোনা (খুঁজবে)

শালিক ছানারাঃ (কাঁদবে) ও মা শালিক মা রে
আমাদের ছেড়ে চলে গেলে
(শালিক বৌকে ধরে কাঁদবে)

মৌমাছি মাঃ একি বাছা তোদের মা শালিক বৌ মারা গেছে? আমার ছানা কই?

প্রজাপতি মাঃ আমার তিতলী কই?

কোরাসঃ প্রজাপতি মৌমাছি মা
মারা গেছে তোদের ছানারা।

প্রজাপতি মা + মৌমাছি মাঃ না না গো না

মৌমাছি মাঃ (ছানা দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ছানা জড়িয়ে ধরে কাঁদবে)
ছানা আমার সোনা তুই আমাকে ছেড়ে চলে গেলি রে বাবা (মাইকে)

প্রজাপতি মাঃ (ছানাকে জড়িয়ে) তিতলী
আমার তিতলী রানি আমায় ফেলে চলে গেলি মা আমি কি নিয়ে বাঁচবো।
মা ধরিত্রী আমাকেও মেরে ফেলো মেরে ফেলো। (মাথা ঠুকে)

কোরাসঃ কেঁদোনা প্রজাপতি মা। ওঠো মৌমাছি মা। চেয়ে দেখো এই ক্ষেতে লক্ষ লক্ষ লাশ পড়ে আছে।

মায়েরাঃ (আস্তে আস্তে ওঠে) লক্ষ লক্ষ লাশ
(দেখে চারি দিকে আঁতকে ওঠে) আহঃ
কি বীভৎস কেন এই সর্বনাশ?

পায়রা মাঃ বিষ দিয়েছে মানুষ, মরেছে অনেক পোকা
সেই পোকা খেয়ে মারা গেছে, আমার পায়রা খোকা।

শালিক ছানারাঃ আমরা শালিক ছা, ভালো উড়তে পারি না
এই যে মরে পড়ে আছে, মোদের শালিক মা।
ও মা মা গো (কাঁদে)

চন্দনা বরঃ আমার বৌ চন্দনা / সাথী ছিল যন্দনা

ঐ যে বেড়ার পাশে / মরে পড়ে আছে
(এক এক জন তাড়াতাড়ি)

১ম জনঃ আমার স্বামী বাবুই
২য় জনঃ আমার ভাই চড়ুই
৩য় জনঃ আমার কাকি ফিঙে
৪র্থ জনঃ আমার পিসি ঘুঘু
৫ম জনঃ- আমার দিদি টুনটুনি
কোরাসঃ মারা গেছে এখুনি।
শিয়ালঃ হুক্কা হুয়া হুয়া। পায়রা খেয়ে মারা গেছে আমার বোন রিয়া।
বন বিড়ালঃ মাপ মাপ ভুশ শোন জগৎ বাসি পাখী খেয়ে মারা গেছে বন বিড়াল রানি পুষি।
কোরাসঃ (কাঁদবে) আ-হা-হা-হা-
প্রজাপতি + মৌমাছি মাঃ চুপ করো সবাই
কোরাসঃ (চুপ করবে)
প্রজাপতি মাঃ
আমরা কেই আর কাঁদবো না।
মৌমাছি মাঃ কিন্তু মানুষকে ক্ষমা করব না।
কোরাসঃ কি করে মানুষের শাস্তি দেবো?
প্রজাপতি মাঃ শাস্তি দেবেন প্রকৃতি মা। আমরা শুধু অভিশাপ দেবো। হে লোভী মানুষের দল। তোরা কীট পতঙ্গ মেরেছিস এবার গুষ্টি মাঠে খাটবি উদয় অস্ত খাটবি তবুও ভাত পাবি না।
মৌমাছি মাঃ ফসলের ফুল ছুঁইয়ে পরাগ মিলন তোরাই ঘটাবি, নইলে ফসল পাবি না।
কোরাসঃ হ্যাঁ তোরা তোরা তোরা বছর বছর পাবি বন্যা খরা। প্রকৃতির ভারসাম্য করছিস নষ্ট এক দিন ধ্বংস হবে তোদেরও বংশ।
শিয়ালঃ প্রকৃতি মার কাছে। বিচার নিশ্চয়ই আছে।
বনবিড়ালঃ এসো সবাই বলি মায়ের চরণ ধরি।
কোরাসঃ হে প্রকৃতি মা তুমি নিজের চোখে দেখো আর খুনি মানুষের বিচার করো।

(মৃত সবাই গাছ ফুল উঠে পড়বে)

কোরাসঃ খুনি মানুষের বিচার করো।

(বলতে বলতে গোল হবে)

(গান)
রতন কাকা বিষ দিয়েছে
বেগুন পটল জমিময়
লাখো লাশ পড়ে আছে

কাকার জমির সীমানায়
প্রজাপতি মৌমাছি মা
বলছে কেঁদে কেঁদে রে
কোথায় গেলি মানিক আমার
বুকটা ফাঁকা করে রে।
কেঁচো হাঁদা চাষার দাদা
করতে ছিল উপকার
বিষের ছোবল মারল খাবল
অবশেষে কুপোকাৎ
টুনটুনি বৌ বেগুন পাতায়
বেঁধে ছিল ঘরখানি
মরা পোকা খাওয়ার ফলে
প্রাণ দিল সেই টুনটুনি।
পায়রা দোয়েল শালিক চড়ুই
সাপ শেয়াল ব্যাঙ ভাই
সবাই মরে পড়ে আছে
বাদ গেল না বন বিড়াল
এই ঘটনা রোজই ঘটে
সব চাষীদের জমিতে
প্রকৃতি মার রূপের ছটা
মলিন বিষে বিষেতে।
বর্ষারানী বৃষ্টি আনি
ভাসিয়ে দেয় সবখানে
মাঠে বিষ মিশে যে যায়
নদী নালা খাল বিলে
মাছের বংশ হচ্ছে ধ্বংস
জেলে বেচে খৈ রে
পুকুর খালে আর মেলে না
শিঙি মাগুর কৈ রে।
রতন কাকা -------সীমানায়

(গান শেষ সবাই প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(গান শেষে এক ঘর তৈরী হবে রতন কাকা অনিমা ছেলে মেয়ে ঘুমাবে)

সূত্রধর ১ঃ আজও এখানে ভোর হয়।
সূত্রধর ২ঃ কিন্তু মোরগ ডাকে না, পাখী ডাকে না।
সূত্রধর ৩ঃ প্রকৃতি মার নূপুরের ছন্দে খোকা খুকুরা জাগে না।
সূত্রধর ৪ঃ প্রকৃতি মা পায়না খাঁটি সবুজ গয়না।
সূত্রধর ৫ঃ মা ধরিত্রী আজ অভুক্ত অসুস্থ বিষে বিষে বিষাক্ত।
সূত্রধর ১ঃ আজ তোর রুক্ষ বেশ শুষ্ক কেশ।
সূত্রধর ২ঃ আচ্ছা বলতে পারো, ভবিষ্যতের শিশুরা পা রাখবে কিসে?
কোরাসঃ কেন? শুধুই বিষে বিষে বিষে (বলতে বলতে প্রস্থান)
রতনঃ (হাই তোলে উঠে আলমোড়া ভাঙে) খোকা খুকি রে ওঠ বেলা হলো। (ব্রাশে পেষ্ট নেবে দাঁত মাজবে) কি রে কথা কানে গেলো
খোকা+খুকিঃ (পাশ ফিরে শোয়) উঠছি সবে তো সাতটা।
অণিমাঃ (তাড়াতাড়ি উঠে) সাতটা বেজে গেছে? ওঠ ওঠ তাড়াতাড়ি ওঠ পটলে ফুল ঠেকাতে হবে।
খোকাঃ (উঠে) মা আমার আজ পরীক্ষা।
খুকিঃ আমারও অনেক পড়া বাকি।
অণিমাঃ চালাকি নাকি ফুল ঠেকাবি তবে পান্তা পাবি ব্যাস।
খোকাঃ এই ভাবে কী হয় পড়াশুনা?
রতনঃ পড়াশুনা দরকার নেই চুলোয় যাক চাষটা আমার বেঁচে থাক চাষে খরচা গেছে বেড়ে খাটুনী গেছে বেড়ে লাভ যা হয়? কোন রকমে দিন যায়। ফসল না হলে মরবি অনাহারে
খোকা+খুকিঃ অত কথা বুঝিনা / ফুল ছোঁয়াতে পারবো না।
রতনঃ তবে রে ছোঁড়া ছুঁড়ি / কাজের বেলায় ফাঁকিবাজ ।
শুধু কথার ফুলঝুরি / আর করবি বাহাদুরি (মারতে থাকে)
এ্যাঁ এ্যাঁ হ্যাঁ । আর করবি তর্কবাজী ।
বৌঃ (ছুটে এসে) একি করছ গা ?
খোকা+খুকিঃ আহ আহ আ (ফ্রিজ)

[ফ্রিজ ভাঙবে]

(গান)
প্রজাপতি মৌমাছি আর পতঙ্গ যারা
ফুলে ফুলে মধু খায় আর মিলন ঘটায় তারা

এমন সুন্দর পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়
বিষে বিষে চারিদিক বিষে বিষময়

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(জমি তৈরি হবে হবে, মাইমে রতন ও তার বৌ অণিমা সবজি তুলবে ঝুড়িতে ঢালবে য়

রতনঃ ঝুড়িটা ধরে দাও, ভ্যানে রেখে আসি।

অণিমাঃ হ্যাঁ গো আজ সবজী বেচে আমার কানের দুল জোড়াটা ছাড়িয়ে এনে দেবে ?

রতনঃ (কেশে) দুলের কথা এখনই বলছো কি করে অনিমা ?

অণিমাঃ (রেগে) বলব না আমার বাবার দেওয়া শেষ স্মৃতি। (কেঁদে) বাবা তো জমি বিক্রি করে সব দিয়ে ছিল, শেষে এই দুল জোড়াটাও! একেই বলে কপাল বাবা গো দেখে যাও।

রতনঃ আহাঃ কাঁদছো কেন ? আমি কি চেষ্টা করছি না ? এদিক দিয়ে আসছে, আর ওদিক দিয়ে শেষ, উল্টে ধার দেনা। (কেশে) আমার শরীরটাও ----------- (কাশে)।

অণিমাঃ কাশিটা আবার বেড়েছে। তা শ্যাম ডাক্তারের কাছে গেলেই তো পার।

রতনঃ শ্যাম কাকার কাছে যাওয়ার মুখ আছে ? কত টাকা বাকি পড়ে গেছে তুমি তো জানো।

অণিমাঃ তবুও একবার যাও।

রতনঃ গেলে বা কি, জানি তো সেই একগাদা ওষুধ দেবে, এই পরীক্ষা সেই পরীক্ষা। কত আর পরীক্ষা করবো।

অণিমাঃ তুমি বিষ স্প্রে করা বন্ধ করো। কাকা বার বার করে বারন করেছে, তুমি শুনেছো সে কথা?

রতনঃ বন্ধ করলে ফসল হবে না । ফসল না হলে ------ উঠবে।

অণিমাঃ ব্যামো তোমার ফুসফুসে,
ডাক্তার কাকা বলেছে।
ওনার কথাও তো শুনবে না, এদিকে দেনা দেনা দেনা
কোথায় নেই দেনা, মুদিখানা, ডাক্তার খানা,
সার বিষের দোকান
সেলুনের টাকা না দিলে কাটবে তোমার দুকান
মহাজনের ধান দাদন, সুদে নিয়েছো টাকা।
মনোহারি এলে পরে, দাও যে গা ঢাকা।
কাপড় দোকান বিড়ির দোকান, আরও যে কত দেনা
তার মধ্যেও বোনের বিয়ে, বাকি আছে সোনা

রতনঃ (কানে হাত দিয়ে) আহঃ আর বলো না যাও। আমার মাথা খাও।

অণিমাঃ ঘরে নেই যার ধন। তার আবার কত মান।। (প্রস্থান)

রতনঃ (প্রচুর কাশে) হায় ভগবান, দিনকাল কি হলো ?

(অনেক জনের প্রবেশ)

কালোঃ	আমি এলাম কালো
রতনঃ	কে কালো ? (মাঝখানে)
কালোঃ	(ঘুরে ঘুরে) যার দোকানে ধার খেয়েছ ভাল ভাল মাল। ফসল উথলে শোধ দেবো বলেছো চিরকাল। মনে নেই চাঁদু ? আমি মুদিখানার দাদু ।
রতনঃ	একটু সবুর কর।
শ্যামঃ	আমি শ্যাম ডাক্তার।
১মঃ	আমি সেলুন।
২য়ঃ	আমি মহাজন।
৩য়ঃ	আমি সুদখোর।
৪র্থঃ	আমার কল সারা বছর তোর জমিতে ধারে দিলো জল। এখন টাকা কোথায় বল ?
রতনঃ	দয়া করে একটু সময় দাও। (হাত জোড় করে)
লখাঃ	আমি লখা চাষীর সখা সারের দোকানদার। সারা বছর ধার বাকিতে নিয়েছো বিষ সার। কাল ছিল হাল খাতা সবাই দিল কিছু কিছু টাকা। তুমি ব্যাটা ফক্কা। এক্ষুনি দে টাকা নইলে নেই তোর রক্ষা (মারতে যাবে)
রতনঃ	(হাত জোড় করে)একটু সময় দাও। বিশ্বাস করো মোরে।
কোরাসঃ	বিশ্বাস করবো তোরে। ব্যাটা ধাপ্পাবাজ বটে গর হাটবারে ফসল তুলে বেচিস অন্য হাটে
রতনঃ	লাভ নেই আর চাষে।
কোরাসঃ	তাতে আমাদের কি যায় আসে ?
১মঃ	আমার টাকা চাই
২য়ঃ	আমার টাকা চাই
৩য়ঃ	আমার টাকা চাই
৪র্থঃ	আমার টাকা চাই
লখাঃ	আমার টাকা আজই চাই। নিয়ে গেলাম তোর ভ্যান ভর্তি পটল বেগুন। টাকা দিবি ভ্যান নিবি, নইলে তোর বংশে জ্বালাবো।
রতনঃ	লখা শোন, লখা নিয়ে যাস না।
কোরাসঃ	হা হা হা (প্রস্থান)

নেপথ্যে গান
লাভের লোভে সরল চাষী
পা দিলো সেই ফাঁদে
দেনার জ্বালায় জ্বলে

রতনঃ (কাঁদবে) আহঃ মা বসুন্ধরা তুমি দুভাগ (ফাঁকা) হও, আমি তোমার বুকে মুখ লুকাই, এত দেনা , আর অপমান সহ্য করতে পারছি না। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়, দিনে শ্রম বেড়েছে, রাতের ঘুম চলে গেছে। হ্যাঁ বিষ (ছুটে এসে বিষের কৌটা খুলবে) বিষ তুই আমাকে চির দিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিস্ (খাবে) আহ আহ মা ধরিত্রী তোমার কোলে আমি যাচ্ছি, সুখে নিদ্রা আ আ আ

খোকা+খুকিঃ বাবা (মৃত দেহের উপর পড়বে)

(সবাই আসতে আসতে ঢুকবে বাচ্চাগুলোকে তুলবে, মৃত দেহ নেবে চলবে।)

(নেপথ্যে গান)

এই আকাশ এই বাতাস
গাছ নদী এই মাটি
বিষে বিষে বিষিয়ে আছে
(কোন খানেও নেই খাঁটি) (২)
আমরা সবাই মৃত দেহ
কঙ্কালটা নিয়ে
ধুঁকে ধুঁকে চলেছি আজ
(কবর চিতার পানে -) বলতে বলতে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

সূত্রধর ১মঃ কথায় বলে ধার করলে শুধতে হয়/ আর পাপ করলে ভুগতে হয়।

সূত্রধর ২য়ঃ দেনার ঘরে পাওনা।

সূত্রধর ৩য়ঃ যেমন কর্ম তেমন ফল।

৪র্থঃ আশায় মরে চাষা।

কোরাসঃ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে, মানুষ তুমিও বাঁচবে না।
আমরা ওদের শাস্তি চাই, শাস্তি দাও প্রকৃতি মা।

গান
(প্রার্থনা)
প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে
মানুষ না যেন বাঁচে
অকারনে মারছে পোনা মাছ
বাঁচলে সবাই মিলে বাঁচ
মানুষ কত বোকা
তুমি দাও গো মোদের দেখা।

কোরাসঃ (রুক্ষ কেশ, আলু থালু ধূসর বেশ টলতে টলতে প্রকৃতি মা) তোমার আজ এই দশা?

প্রকৃতি মাঃ শিঙ্গি, মাগুর, পুঁটি
তোদেরও দিয়েছে ছুটি
কাঁদিস কেন ভাই
প্রকৃতি পুড়ে ছাই
মা যদি না রবে
ছাঁ হয়েছে কবে ?
সবুর করো সবাই
মানুষ নিজেও হবে জবাই। (পড়ে যাবে)

কোরাসঃ (ছুটে গিয়ে) কী হয়েছে মাগো ধরব হাত দুটি ?

প্রকৃতি মাঃ নারে ভাই পুঁটি। জ্বলছে সারা গাটি। বিষে বিষে শেষ নীল হলো মোর বেশ। আমার দুধেও বিষ জানিস কাঁকড়া কাছিম ইলিশ ? আমি হতে চলেছি বন্ধ্যা, শুনলি রজনী গন্ধা?

কোরাসঃ তুমি কোথায় যাচ্ছো মা ?

প্রকৃতি মাঃ রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি একি? (চমকে)

কোরাসঃ কি দেখছো বলো ?

প্রকৃতি মাঃ মানুষের কবর খোঁড়া, চিতা জ্বালা প্রায় শেষ হল। (ফ্রিজ)

কোরাসঃ প্রকৃতি ধ্বংস হোক। মানুষের বাড়ছে লোভ।।

গান
প্রকৃতি মায়েরই বক্ষে
মরণের যত বিষ ঢালছো
অবুঝ মানুষের দেখো কীর্তি
নিজেদের কবর তো খুঁড়ছো
প্রকৃতি মায়েরই বক্ষে
মুছে গেছে পাখীদের কুঞ্জন
থেমে গেছে ভোমরার গুঞ্জন

মৌমাছি মৌচাক বাঁধে না
ব্যাঙ ভায়া আর গলা সাধে না
মানুষ তোমরা এই ভুলের
মাশুল গুনিয়েছে সারা বিশ্ব
জৈব সার দেশী বীজ বাদ দিয়ে
নিজেদের--------
সময় তো এতটুকু নেই আর
জোট বাঁধো প্রকৃতি বাঁচাবার
ভবিষ্যতের শিশুদের রাখতে
চাই মোরা নবীনকে ভুলতে

- সমাপ্ত -

বেলা শেষের গান

(বাদল সরকারের ভোমা নাটকের কাহিনী অবলম্বনে)
["ধনধান্যে পুষ্পেভরা" এই গান করতে করতে পিরামিড হয়।]

সূত্রধরঃ কে তোমরা?
কোরাসঃ আমরা মানুষ।
সূত্রধরঃ কি বলতে চাও তোমরা?
কোরাসঃ অনেক------অনেক কথা।
সূত্রধরঃ কি কথা?
কোরাসঃ যে, কথা আগে বলা হয়নি।
সূত্রধরঃ বল সে কথা?
কোরাসঃ (পিরামিড ভাঙতে ভাঙতে) মাছের রক্ত ঠান্ডা-----মানুষের রক্তও ঠান্ডা (এ্যারীন্যার চারধারে হাঁটু মুড়ে বসল)।
একঃ না, মানুষের রক্ত গরম (উঠে বলল সংলাপ)।
দুইঃ আগে ছিল। এখন ঠান্ডা। বিবর্তন। ডারউইনের থিওরী। রক্ত ঠান্ডা না হয়ে গেলে মানুষ টিকত না।
তিনঃ তবে কী করত?
চারঃ মরে যেতো, লুপ্ত হয়ে যেতো। ডাইনোসরাসের মতো।
পাঁচঃ ডাইনোসরাসের রক্ত ঠান্ডা ছিল, না গরম?
ছয়ঃ জানি না।
একঃ ডাইনোসরাস তো সরীসৃপ ছিল? সরীসৃপের রক্ত তো ঠান্ডা?
দুইঃ হতে পারে।
তিনঃ তবে ডাইনোসরাস টিকলো না কেন?
কোরাসঃ জানি না--------জানি না-------(সবাই স্থান পরিবর্তন করে)।
চারঃ আমার বাড়িতে আছে স্ত্রী, দুটি ছেলে একটি মেয়ে, মা, দুই ভাই, একটি ছোট বোন, মেজ ভাই, বি-এস-সি পাস, চাকরি নেই----দুট টিউশানি করে কোন রকমে চলে। মা ---আধমরা হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে----।
তিনঃ (চিৎকার করে) চুপ করো-------।
কোরাসঃ হাঃ হাঃ (অট্টহাস্য)।
একঃ ইন্ডিয়া-----আ-----আ-----আ।
দুইঃ ভারতবর্ষ----অ------অ-----অ।
তিনঃ মহেঞ্জোদরো অযোধ্যা পাটলিপুত্র।
চারঃ নগর মহানগর----------।
দুই+চার+পাঁচ+ছয়ঃ- কলকাত্তা।
[একজন অভিনেতা সার্কাসের রিং মাষ্টারের মতো চাবুক আছড়াচ্ছে। দুই+চার+পাঁচ+ছয় সার্কাসের ঘোড়ার মতো চক্রাকারে ছুটছে--------"চার" যেন ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে গেছে চক্রের বাইরে।]

তিনঃ জেন, ফিয়েট, টয়টো, মিৎসুবিসি------মার্সেডিজ।
চারঃ আই-ফোন-----৩------এসো গেল আর ভয় নেই।
পাঁচঃ মেট্রো রেল-------উড়ালপুল-----শপিং মল--------।
ছয়ঃ (চিৎকার করে) চুপ করো--------
(সবাই মাথা নিচু করে নীরব হলো)।
একঃ ভারতবর্ষের বার আনা লোক কিন্তু নগরে থাকে না, থাকে গ্রামে।
তিনঃ তাতে কি আসে যায়?
একঃ গ্রাম
[দুই------চার-------পাঁচ-------ছয় চক্রাকারে ঘুরছে।]
চারঃ পল্লীগ্রাম ------পল্লীশ্রী-------পল্লীসমাজ।
পাঁচঃ রেডিও র পলীমঙ্গল আসর।
দুই---চার---পাঁচ---ছয়ঃ- (গান) গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ , আমার মন ভুলায় রে-----।
তিনঃ কী গ্রাম--গ্রাম করছো? গ্রাম গেল কি থাকল কি আসে যায়? ফকিরদের কি রাজা হবার শখ যায় না।
চারঃ যায়----কিন্তু----ভালবাসা----সম্পর্ক----সহানুভূতি।
একঃ ছিল! মরে গেছে----এগুলোর কোন মূল্য নেই----টাকা----টাকাই এখন সব----টাকা ছাড়া
কোরাসঃ পৃথিবী অচল-----
দুইঃ মানুষের রক্ত কেমন ঠান্ডা হয়ে গেছে----
[সবাই---আ---আ---সুর ধরে]
(সবাই--বিভিন্ন জায়গায় হাঁটু মুড়ে বসে----পাঁচ হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো-----)
পাঁচঃ মিথ্যা কথা----ভারতবর্ষের মানুষের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, যখন রক্ত লোলুপ পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে।
দুইঃ যখন সাম্রাজ্যলোভী চীন ভারত আক্রমণ করে।
তিনঃ যখন ভারতীয় টিম ক্রিকেট খেলায় হেরে যায়।
চারঃ যখন ট্রেন লেট করে-----

পাঁচঃ মানুষের রক্ত গরম হয়ে ওঠে----
দুইঃ আমি দেখেছি।
তিনঃ কী দেখেছো?
দুইঃ ভোরবেলা সমুদ্র থেকে উঠে আসা রঙিন সূর্য।
চারঃ আর কী দেখেছো?
দুইঃ সকালবেলা কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপালী রোদের ঝিলিক।
পাঁচঃ আর কী দেখেছো?
দুইঃ গ্রীষ্মের দুপুরে শালবনের ডালপালায় শিহরণের হল্কা।
তিনঃ আর কী দেখেছো?
দুইঃ চাঁদের আলোয় তিস্তার উচ্ছ্বাস-----তিস্তা পারের গান।

(একটা ভাওয়াইয়ার সুর------"ও---মোর তিস্তা রে")
[শরীর দিয়ে নৌকা বানানো হয়। গানের সাথে বাজে।]

দুইঃ পূর্ণিমার আলোয় দিগন্তছোঁয়া খোলা মাঠের এক কোণায়(যন্ত্রণা) বিয়ে বাড়ির এঁটো পাতা খুরি--গেলাস ভিখিরি আর কুকুরের ঝগড়া।
একঃ ও ঝগড়া ডুবিয়ে দাও রবিশঙ্করের সেতারের ঝংকারে চটুল হিন্দী গানের ব্রেকডান্সে।
[সবাই একটা হিন্দীগানের সুরে ব্রেকডান্স করছে---শেষে মাতালের মতো সবাই এক জায়গায় এসে পিরামিড করে।]

দুইঃ চারিদিকে শুধু ভোগ-----এ জীবন ভোগ করে যাও-----চোখ মেললেই দেখতে পাবে। জীবনের দেওয়ালে অনেক তাক, অনেক কুলঙ্গি, থরে থরে সাজান হরেকরকম মনোহারি চিজ। দেখে নাও চিনে নাও, বেছে নাও----
(কয়েকজন নীল, সবুজ---হলদে---লাল ফিতে নিয়ে ঘুরছে---কয়েকজন দাও দাও---- দাও---- এগিয়ে যাচ্ছে ফিতের কাছে কিন্তু নাগাল পাচ্ছে না-----)

দুইঃ এ সব আমার----
তিনঃ হাত পাচ্ছি না যে----
একঃ চেষ্টা কর---খুঁজে চলো, হাতড়ে চলো। দেওয়াল ভেঙ্গে চলো।
তিনঃ ঐ তাকে, ঐ কুলঙ্গিতে, ভালবাসা আছে!
একঃ (গম্ভীর হয়ে) তাকে নেই। কুলঙ্গিতে নেই।
তিনঃ তবে কোথায় আছে?
একঃ অশ্বত্থ গাছের চারা। শুকনো দেওয়ালে শিকড় গুঁজে ফাটল আনছে। ভালোবাসায় বিশ্বাস কোরো না।
তিনঃ তবে কিসে বিশ্বাস করবো?
একঃ জিনিসে। আর জিনিস-----বস্তুতে--------

তিনঃ শুধু জিনিস-----শুধু বস্তু-----

একঃ ভগবানেও বিশ্বাস করতে পারো। যে ভগবান জিনিস পাইয়ে দেয়। যে ভগবান অবিশ্বাসীদের জিনিস কেড়ে নেয়।

তিনঃ এই জানো - আমি একটা মেয়েকে ভালবেসে ছিলাম-
[সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো]

চারঃ ভোমাদের ভালবাসতে নেই ----------(চিৎকার করে)।
[আ-----আ-----আ-----]

সবাইঃ ভোমা কে? তুমি দেখেছো?

একঃ ভোমাকে আমি দেখিনি। কিন্তু ভোমা আছে। আমি জানি ভোমা আছে। আর জানি-ভোমা না বাঁচলে, আমি বাঁচি না----আমরা বাঁচি না----কেউ বাঁচে না।

[এ্যারীন্যায় এক ধারে কয়েক জন সারি দিল, যেন দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হবে।]

দুইঃ ভোমা নেই, আমি আছি।
[দৌড় আরম্ভ হল। প্রত্যেকে অন্যকে ঠেলে ফেলে এগোতে চেষ্টা করছে।]

তিনঃ না, আমি-

চারঃ না, তুমি না, আমিই

পাঁচঃ এই না, আমি---আমি

ছয়ঃ না, না, আমি---আমি

একঃ (ওদের কথার উপরে কয়েকজন হাঁটুমুড়ে বসল তার ওপর একজন উঠে)
আমি--আমি--আমি
আর একটু আরাম। আর একটু স্বাচ্ছন্দ ও আর একটু বিলাস।
(পিঠ থেকে নেমে) ভোমা তুমি---আমি
এরা সবাই মিলে কবেওআমরা হবো বলতে পারো?

দুইঃ আমি একটা ছোট খাটো কাজ করি---আমার মাইনে ২ হাজার টাকা। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া থাকলে, ইংলিশটা ঝর ঝর করে বলতে পারতাম, আমার মাইনে হতো ২০ হাজার টাকা।

একঃ কেন?

দুইঃ কেন কী? ভালো ইংরাজি বলতে পারলে এখানে পড়ে থাকি? বহুজাতিক কোম্পানির বড় সাহেবের পি-এ হয়ে যেতাম কবে।

চারঃ ঠিক বলেছ---আমার ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াবো। তারপর পড়াবো আই আই টি-তে খড়গপুরে। [অন্য জনেরা এক এক করে লাফিয়ে উঠে বলে... ।]

তিনঃ কানপুর।

চারঃ দিলি, চেন্নাই...

একঃ হ্যাঁ--হ্যাঁ--পড়াও---পড়াও

দুইঃ ঘটি বাটি বেচে পড়াবো।

তিনঃ হ্যাঁ--হ্যাঁ--ঘটি বাটি বেচো।

চারঃ তোমার দেশও তাকে পড়াতে ঘটি বাটি বেচবে।

পাঁচঃ না হলে হরেকরকম চোখ ধাঁধানো শপিং মল থেকে জিনিস কিনবে কেমন করে? তোমার ভোমা যে কষ্ট পাবে।

ছয়ঃ হাজার হাজার ঘটি বাটি খরচ হবে, তোমার ছেলেকে মানুষ করতে।

পাঁচঃ মানুষ হয়ে ছেলে সগৌরবে চলে যাবে আমেরিকা।

দুইঃ তুমি আমেরিকা প্রবাসী পুত্রের জন্য পাত্রী চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবে।

পাঁচঃ ইতিমধ্যে তোমার ছেলে নীল চোখ, সোনালী চুল আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করবে।

দুইঃ যদি করে মেনে নেবো। ছেলে তো মানুষ হল।

তিনঃ কিন্তু মা, তুমি যে ভিক্ষে করবে----তবুও মানুষ হলো?

[সবাই উঠে দাঁড়িয়ে মার্চ করতে আরম্ভ করে]

মানুষ---মানুষ---মানুষ---ডলার---ডলার---ডলার---

দুইঃ হে ঈশ্বর ডলার দাও---

একঃ (সাহেবী উচ্চারণে) ডলার লইয়া কী করবি?

দুইঃ আমার শহর কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।

[সবাই তালে তালে নাচতে লাগলো---কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে এই সংলাপ বলতে বলতে।]

একঃ আর আমার ডলার শোধ দিবে কে?

দুইঃ তুমি দেবে প্রভূ। তুমি আরও ধার দেবে, আরো সুদ নেবে। যতো দেবে ততো সুদ। শতকরা ষাট।

তিনঃ সত্তর।

চারঃ আশি।

পাঁচঃ নব্বই।

দুইঃ হে, ঈশ্বর, আমাকে ডলার দাও।

তিন+চার+পাঁচ+ছয়ঃ- একশো।

একঃ তার মানে তুমি এখন দেউলিয়া?

দুইঃ বালাইষাট। দেউলে হবে দেশ, আমি কেন হতে যাবো? আমার টাকা আছে সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে।

একঃ তোমাকে যে দেশের লোক দেশদ্রোহী বলবে?

দুইঃ কোন শালা বলে? আমি দেশপ্রেমিক----আমি আছি----আমি থাকবো।

একঃ কী করে?

দুইঃ মাইক্রোফোন। খবরের কাগজ। রেডিও। টেলিভিশন। সর্বোপরি মানুষের "আমিতে"।

দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়ঃ- আমি। আমি। আমি। [তালে, তালে, নাচ]

দুইঃ প্রত্যেক আমির চোখের সামনে আলাদা করে মেলে দেব-সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কের রাস্তা।
তিনঃ কটা আমি সুইজারল্যান্ডে পৌঁছাবে?
দুইঃ দুটো, একটা - কিন্তু তাতে কী? এর নাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এর নাম মানুষ হওয়া(হেঁকে) হে ভারতবর্ষের মহান মানবগণ, তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে সুখের পথে এগিয়ে চলো। আজকের আটা গোলা আগামীকাল মাংসের কোর্মা হবে।
চারঃ কিন্তু গুরু, আমাদের মাইরি আটা গোলা হজম হয় না।
দুইঃ তোমরা কাটলেট পাবে। কিন্তু দেখ - মানবরা যেন শান্তির পথে থাকে।
চারঃ সে, আর বলতে হবে না, গুরু।
(সবাই ভেড়া হয়ে যায়, একজন তাড়িয়ে নিয়ে যায়)
ছয়ঃ ও ভেড়ার পাল তোমার পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে আমরাই বাকি আছি।
পাঁচঃ বাবু।
একঃ (চমকে ফিরে) কে?
চার-ছয়ঃ (ভয়ে চমকে) এ ভাই, কে? কে?
পাঁচঃ আমি ভোমা।
একঃ কে ভোমা? কী ভোমা?
চার+ছয়ঃ (ছোরা; পিস্তল বাগিয়ে) এ ভাই---খবরদার শালা
(পাঁচের দিক)
চার+ছয়ঃ ভাত চাস---- খবরদার শালা ----ভাত না চেয়ে টিভি চা, ফ্রিজ চা---- সেলফোন চা----ভাত চাইলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো----।
পাঁচঃ রক্ত?
দুইঃ মাছের রক্ত
তিনঃ মানুষের রক্ত
সবাইঃ ঠান্ডা---আ---আ---ঠান্ডা---আ---আ---

[দুই-চার-পাঁচ-ছয় পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে বৃত্তাকারে ঘুরছে, যেন পৃথিবী এক অন্য দিকে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তিন শুয়ে ছিল, হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো।]

তিনঃ মানুষের রক্ত যদি ঠান্ডা হয়, তবে মানুষ ভালবাসে কী করে? বলো? জবাব দাও। ভালবাসে না মানুষ? ভালবাসা কি মরে গেছে? তোমরা ভালবাসাকে মেরে ফেলতে চাও? পারবে মেরে ফেলতে? পারবে? এক ধীরে ধীরে বিকলাঙ্গ একটা মানুষে পরিণত হয়েছে।] পারবে না। তার আগে পৃথিবী মরে যাবে।

দুই-চার-পাঁচ-ছয়ঃ এই পৃথিবী।

তিনঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, তার আগে পৃথিবী।

[এক কাছে এগিয়ে এসেছে, তিন ভীষণ চমকে উঠলো।]

একী! তুমি কে?

একঃ আমি বিশ লাখের একজন।

তিনঃ কী বিশ লাখ? কোন বিশ লাখ?

একঃ উনিশশো বাষট্টি পর্যন্ত যে কটি আণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছে এই পৃথিবীতে-

দুই-চার-পাঁচ-ছয়ঃ এই পৃথিবী।

একঃ তার তেজস্ক্রিয়তার ফলে বিশ লক্ষ বিকলাঙ্গ শিশু জন্মেছে। আমি তাদের প্রথম দফার একজন।

দুই-চার-ছয়ঃ-আনন্দ সংবাদ----আনন্দ সংবাদ।

পাঁচঃ ১৮ই মে ১৯৭৪।

ছয়ঃ ভারতবর্ষ পরমাণু-শক্তিধর হল।

দুই-চার-ছয়ঃ আনন্দ সংবাদ----আনন্দ সংবাদ।

পাঁচঃ বিশ্বের দরবারে ছয় নম্বর (আবার সবাই পৃথিবী হয়ে ঘুরছে।)

একঃ আমি শান্তিতে জন্মেছি----আমরা সবাই শান্তভাবে জন্মাচ্ছি।

একঃ শান্তি---শান্তি----আমরা সবাই শান্ত।

শান্তিপূর্ণ জন্ম। শান্তিপূর্ণ মৃত্যুও। মাঝখানে-শান্ত বিকলাঙ্গ জীবন।

দুইঃ যত বোমা আজ পর্যন্ত জন্মেছে পৃথিবীতে, তা দিয়ে এই পৃথিবীটাকে ধ্বংস করা যায়-চারশো বার।

সবাইঃ চারশো বার।

একঃ কিন্তু দরকার হবে না। একবারই যথেষ্ট।

দুই-চার-পাঁচ-ছয়ঃ- এই পৃথিবী---একটাই পৃথিবী।

তিনঃ আমি বিশ্বাস করি না।

একঃ বিশ্বাস করো না?

তিনঃ না, করি না।

একঃ তুমি তবে কী বিশ্বাস করো? শান্তিপূর্ণ ব্যবহার?

তিনঃ হ্যাঁ করি।

একঃ বোমাই ফাটাও আর শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করো। ভস্মাবশেষ থাকবেই। অ্যাটমিক ওয়েস্ট।

তিনঃ সে সব নষ্ট করে ফেলা হবে।

একঃ কী করে? সীসের বাক্সে ভরে নুনের খনিতে গুঁজে রেখে? তাই রাখা হয়। কিন্তু কটা নুনের খনি আছে এই পৃথিবীতে? তেজস্ক্রিয়তা নষ্ট হতে সবচেয়ে কম সময় লাগবে-চারশো বছর। সবচেয়ে বেশি সময় কত লাগতে পারে জানো?

তিনঃ কতো?

একঃ চব্বিশ হাজার বছর।

তিনঃ চব্বিশ হাজার বছর।
বারো বছরে এক যুগ ধরলে দুহাজার যুগ। পৃথিবীর আণবিক অভিযান-যুগ যুগ ধরে

[ওরা, পৃথিবী ছেড়ে বেরলো, যেন মার্চ করছে।]

দুইঃ যুগ-যুগ-যুগ।

চারঃ দশ যুগ

পাঁচঃ বিশ যুগ

ছয়ঃ একশো যুগ।

দুইঃ দুশো যুগ।

চারঃ হাজার যুগ।

পাঁচঃ দু-হাজার যুগ।

ছয়ঃ হাজার---হাজার---যুগ।

দুই-চার-পাঁচ-ছয়ঃ- হাজার---হাজার---যুগ।

তিনঃ (চিৎকার করে) চুপ করো--ও--ও।
[ওরা “পৃথিবী” হল আবার। একমুহূর্ত নীরবতা। “এক” ওদের কাছে গেলো।]

একঃ আমার হৃৎপিণ্ডটা শুকিয়ে চামড়া হয়ে গেছে। এক ফোঁটা জল দেবে ভিজিয়ে নেবো?

দুইঃ মাফ করো, আগে যাও।

একঃ আগে। আগে। আর আগে। দশ বিশ একশো দুশো হাজার দুহাজার যুগ আগে বিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ। চল্লিশ লক্ষ। চার কোটি। চার কোটি। এক ফোঁটা জল দেবে বাবা!

চারঃ মাফ করো, আগে যাও।

একঃ আরো আগে? চারশো কোটি? পৃথিবীর জনসংখ্যা? চারশো কোটি হলেই মানুষ খতম। যুদ্ধ লাগবে না শুধু প্রস্তুতি। শুধু পরীক্ষা। শুধু শান্তিপূর্ণ ব্যবহার।

[তিন এগিয়ে এসে যেন ভিক্ষা দিলো হাতে।]

তিনঃ এই নাও! যাও!

একঃ ভগবান তোমার ভালো করবে বাবা। তোমার ছেলে আস্ত জন্মাবে।

তিনঃ দিয়েছি তো। আবার কেন বাজে বকছো?

একঃ এক ফোঁটা জল চেয়েছি বাবা, আজে বাজে বকিনি। আমার হৃৎপিণ্ডটা শুকিয়ে জুতোর সুকতলা হয়ে গেছে।

[ওরা "পৃথিবী " ভেঙে লাফিয়ে পড়ছে একে একে]

দুইঃ সাবধান। সাবধান। যে কোনো মুহূর্তে দেশ আক্রান্ত হতে পারে, প্রস্তুত থেকো।

চারঃ যতো বড়ো শত্রুই হোক, তাকে রুখবার শক্তি আমরা রাখি।

ছয়ঃ আমাদের দেশাত্মবোধ।

দুইঃ আমাদের দেশপ্রেম।

পাঁচঃ (হেঁকে) ওঠো জাগো, পৃথিবীর যতো গর্ভধারিণী। গর্ভে গর্ভে টেনে নাও আণবিক তেজস্ক্রিয়তা। জন্ম দাও পঙ্গু বিকলাঙ্গ আণবিক সন্তানদের।

দুইঃ জন্মাও! হামা দাও। হাঁটো।
ও হাঁটু গেড়ে হাঁটছে। ওরাও যেন বিকলাঙ্গে পরিণত হচ্ছে।]

চারঃ হাঁটি হাঁটি পা পা---

ছয়ঃ অ্যাটম্ হাঁটে দেখে যা---

তিনঃ না, এ হবে না। এ হতে পারে না। এ হতে দেবো না।

একঃ কে হতে দেবে না?

তিনঃ মানুষ। মানুষই বানিয়েছে, এ সব; মানুষই বন্ধ করবে।

একঃ কিসের জোরে!

তিনঃ ভালোবাসা! মানুষ তো আজও মানুষকে ভালোবাসে, তাই না? বলো বলো! ভালোবাসে না?

একঃ হ্যাঁ, বাসে! এখনো বাসে।

তিনঃ তা হলে?

একঃ কিন্তু রক্ত ঠান্ডা হয়ে আসছে মানুষের। কত দিন ভালোবাসতে পারবে জানি না।

তিনঃ কোন উপায় কি নেই তাহলে? কোন উপায় কি নেই? রক্ত গরম রাখবার? ভালোবাসা ফিরিয়ে আনবার? দুনিয়াটাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে! তাহলে ভোমরা ভাত পাবে।

একঃ (ক্লান্ত স্বরে) কী করে পাবে ভাত? ভোমরা ভাত পেলে আমাদের অনেকের যে পোলাও জুটবে না। আজব এক ছবি বানিয়েছি আমরা। এক টাকার ছবি, পাঁচ টাকার ছবি, দশ, বিশ, একশো, পাঁচশো, হাজার টাকার ছবি - তাই দিয়ে তোমার রক্ত কিনে নিয়েছি ভোমা, তোমার মুখের ভাত তোমার ভালোবাসায় হিংসার বীজ পুঁতে দিয়েছি না না, আবার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এই মাটিটাকে প্রথমে, এই পৃথিবীটাকে।

দুই-তিন-চার-ছয়ঃ এই পৃথিবী।

একঃ এই পৃথিবীটা তো সকলের, তাই না ভোমা? এই পৃথিবীটার কৃপণ হাত থেকে ভাত খুঁড়ে বার করতে তো তুমি রাস্তা বানিয়েছো, বেলচা হাতে ছুটে গেছ জঙ্গল থেকে পাহাড়ে।

দুইঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই পৃথিবীর মালিক তো আমরা সবাই, তাই না! আমরা সবাই যদি প্রাণপণে খেটে সব কিছু বানাতাম, যা নিয়ে সবাই মিলে ভাগ করে নিতাম, তাহলে আজব ছবিটা-যার জোরে ভোমা তোমার রক্ত আমরা কিনে খাই, আর যার অভাবে তুমি ভাত পাওনা, ঐ আজব অশ্লীল ছবিটার পাঠ জন্মের মতো চুকিয়ে দিয়ে আমি বোঝাতে পারছিনা ভোমা, শুধু বুঝতে পারছি ভোমারা উঠে না দাঁড়ালে , না খাটলে এই স্বপ্নের বুনিয়াদ তৈরি হতো না।

চারঃ আমরা জানি ভোমা আছে। তাই আমাদের স্বপ্ন আছে। আসুন, আমাদের মনের স্বপ্নটাকে ভালোবাসায় রাঙিয়ে দিয়ে এক সুন্দর পৃথিবীর জন্য জয়গান গাই।

(লালনের "মিলন হবে কতদিনে" গান দিয়ে একটা পিরামিড করে নাটক শেষ হবে।)

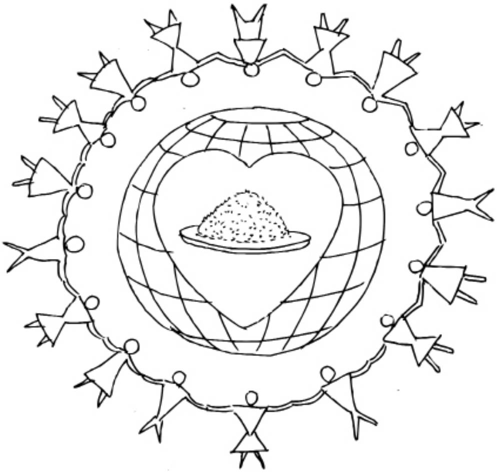

সৃষ্টি

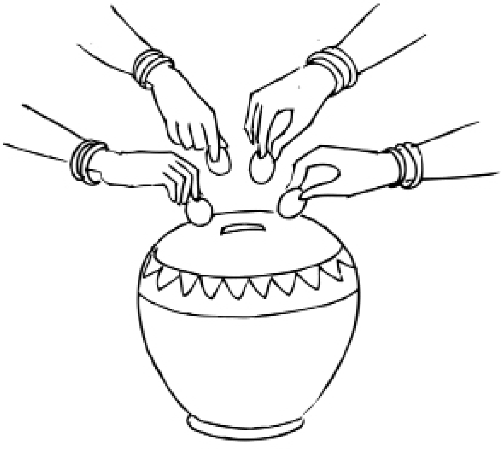

প্রথম দৃশ্য

(বাস চলার আওয়াজ/শব্দ)

কন্ডাকটরঃ জীবনপুর মোড় (২বার ঘণ্টার আওয়াজ)

কন্ডাকটরঃ আস্তে লেডিস । (ঘণ্টার শব্দ)

কন্ডাকটরঃ এই ! চলে - চলে - (বাস চলার শব্দ)

মাঃ (দূর থেকে কাছে আসবে, অনেকটা দৌড়ে আসার মতো) বাসন্তী ! বাসন্তী ! আমি আসছি মা । আমি যে তোরে এগিয়ে নিতে এসেছি । তুই যে অনেক দিন পর বাড়ি আসছিস । বাড়ি আয় মা । বাসন্তী ! বাসন্তী ! কইরে ? আমার বাসন্তী কই ? আমার মেয়ে আমার বাসন্তী ! (কাঁদতে থাকে) ।

বাবাঃ বাসন্তীর মা ।

মাঃ কই গো ! আমার বাসন্তী কই ? বাস থেকে নামেনি কেন ? ও আসছে না কেন ? (কান্না ভেজা গলায়)

বাবাঃ বাসন্তী আর কোনো দিন বাড়ি ফিরবে না । তোমাকে কি করে বোঝাবো বলো ।

মাঃ হ্যাঁ গো, বাসন্তীর বাবা ? আমার বাসন্তি বাবুর বাড়ি দুবেলা পেট ভরে ভাত খাচ্ছে তো ?

বাবাঃ উফ্; ! মাথাটা এক্কেবারে গেছে। হায় ভগবান ! আমি কি করে যে ওকে বোঝাবো । আমাদের বাসন্তী বাবুর বাড়ি থেকে কোন অজানা পথে হারিয়ে গেছে.... (কান্না), বাসন্তীরা হারিয়ে গেলে আর কোন দিন ফিরে আসে না। ওরা ফিরতে পারে না ...... (কান্না)

মাঃ একি ! বাসন্তীর বাপ, তুমিও কাঁদছো। বাড়ি আয় মা, ফিরে আয় - বাসন্তী, - বাসন্তীরে ফিরে আয়, তুই ফিরে আয় মা.......(কান্না)।

বাবাঃ (নিজের চোখ মুছে, ধরা গলায়)বাসন্তীর মা ! চলো, ঘরে চলো । (করুণ মিউজিক চলবে, কান্নার ফোঁস ফোঁস শব্দ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

গানঃ জীবনপুরের মানুষেরা...........

তৃতীয় দৃশ্য

মনিরাঃ আহ্ ! আহ্ ! আর পারছি না আ -আ -

নার্সঃ একি ! স্যালাইন খুলে ফেলছেন কেন ?

মনিরাঃ আমি আর পারছি না ,ও দিদি ... এবার আমি আর বাঁচব না ।

নার্সঃ ছি; ! অমন কথা বলতে নেই বোন

মনিরাঃ আহ্ .....আহ......আহ্......

আজগরঃ আসবো ডাক্তার বাবু ?

ডাক্তারঃ আসুন -

আজগরঃ ৫ নং বেডের মনিরা বেগম কেমন আছে ?

ডাক্তারঃ ভাল নয়, ওনার প্রচন্ড অপুষ্টি । ওর শরীরে রক্ত নেই । আমি জানিনা উনি বাচ্চাটি প্রসব করবেন কি করে ? আপনারা এখুনি কিছু রক্তের ব্যবস্থা করুন, আমি লিখে দিচ্ছি ।

আজগরঃ আমি গরীব মানুষ, রক্ত কিনব কি করে ? আর কোনও ব্যবস্থা করা যায় না ?

ডাক্তারঃ না, তা আর এখনই সম্ভব নয় । আগে থেকে যদি ওনাকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতেন, তাহলে ওনার আজ এই অবস্থাই হতো না ।

আজগরঃ আমরা গরীব মানুষ, আপেল,বেদানা, হরলিক্স,কমপ্লান .... কোথায় পাব ?

ডাক্তারঃ ভুল, ভুল, আপনাদের ধারণাটাই ভুল । পুষ্টিকর খাবার সব আছে আপনাদের গ্রামের বাগানে । রাস্তার ধারে ।

আজগরঃ না । কই ! নেই তো ।

ডাক্তারঃ কত কিছুর নাম বলব ! মোচা, ডুমুর, কুলেখাড়া, সজনে, কচুশাক, পেয়ারা, থানকুনি আর শুসনি। গেড়ি, গুগলি, চুনোপুটি,দুধ, ডিম .... এসব কি নেই আপনার গ্রামে ?

আজগরঃ হ্যাঁ আছে তো ।

নার্সঃ ডাক্তারবাবু, শীঘ্রী আসুন ।

ডাক্তারঃ চলো চলো ! দেখি দেখি .... হ্যাঁ হ্যাঁ আমার গ্লাভস ! ..... হ্যাঁ হ্যাঁ দিন ।

মনিরাঃ আহ্ .....আহ......আহ্...... (ওঁয়া .....ওঁয়া ...... বাচ্চার কান্না)

আজগরঃ কি হয়েছে ?

নার্সঃ মেয়ে হয়েছে ।

আজগরঃ আর মনিরা?

নার্সঃ হ্যাঁ, উনি এ যাত্রা বেঁচে গেছেন । কিন্তু, ওনার শরীরের দিকে লক্ষ্য না দিলে কি হবে বলা যায় না ।

আজগরঃ আমাদের অজ্ঞতার জন্যে সংসারে কত ক্ষতি হয়, আর এভুল হবে না । পুষ্টিকর খাবার আমাদের সাধ্যের মধ্যেই আছে । দেখে শুনে খাওয়ালে ..... মা,ছেলে,মেয়ে সবাই বাঁচে ।

(দৃশ্যান্তর মিউজিক হয়)

চতুর্থ দৃশ্য

(গভীর রাত, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, ব্যাঙের ডাক, শিয়ালের ডাক, সাথে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ)

বড় বৌঃ রাঙা বৌ - ও রাঙা বৌ... দরজা খোল, আমার খুব বিপদ । দরজা খোল .....ও রাঙা বৌ।

রাঙা বৌঃ (আড়ামোড়া ও হাই তুলে) কে ? ও ! বড়দি, কি হয়েছে টুম্পার ?

বড় বৌঃ আমার টুম্পার খুব বাড়াবাড়ি । একশোটা টাকা ধার দেনা বোন, রতন ডাক্তারের কাছে যাই ।

রাঙা বৌঃ বড়দি, একশো টাকা কোথায় পাব ? তুমিই বলো ?

বড় বৌঃ না হয়, ৫০টা টাকা দে, পরে শোধ করে দেবো ।

রাঙা বৌঃ খুব খারাপ লাগছে বড়দি । মেয়েটা আজ সারাদিন পাতলা পায়খানা বমি করেছে: সে তো আমি জানি । যদি দেওয়ার মতো ক্ষমতা থাকতো, তোমাকে এত করে বলতে হত না ।

বড় বৌঃ যাই ! দেখি কোথায় পাই।

(পাশের বাড়ির দরজায় আঘাতের শব্দ)

গীতার মা .... ও গীতার মা .... দরজা খোল ।

গীতার মাঃ এত রাত্রিতে কোন আনামুখী রে

বড় বৌঃ কিছু টাকা ধার দাও না , আমার টুম্পার অবস্থা খুব খারাপ ।

গীতার মা; শোন কথা..... নিজের দুবেলা জোটেনা,আমি দেব টাকা ধার ... বলি রাত দুকুর বেলা ছেনালী কত্তিছিস আমার সাথে । (দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ)

(পরের বাড়ির দরজায় আবার টোকা মারে)

বড় বৌঃ কাকিমা, ও কাকিমা ....দরজা খোল, আমার খুব বিপদ । কাকিমা, কাকিমা - না! অঘোরে ঘুমোচ্ছে শুনতে পাচ্ছে না ।

স্বামীঃ পাড়ায় কোথাও টাকা পেলে না ?

বড় বৌঃ না । তুমি কিছু করো .... না হয় মহাজনের কাছে যাও । হাতে পায়ে ধরে অন্তত কিছু টাকা আনো ।

স্বামীঃ হ্যাঁ যাচ্ছি তুমি টুম্পাকে দেখো । আবার বমি করেছে ।

বড় বৌঃ একি ! আমার টুম্পার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কেন ? ও চোখ মেলছে না কেন ? টুম্পা ...টুম্পা ...টুম্পা - না না এ হতে পারে না । ভগবান ! তুমি এত বড় শাস্তি আমায় দিলে? (করুণ মিউজিক)

(গ্রাম সদস্যার প্রবেশ)

গ্রামবাসীঃ এই তো আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্যা দিদি আসছে ।

সদস্যাঃ টুম্পার কি হয়েছিল ?

স্বামীঃ পায়খানা, বমি ।

সদস্যাঃ সেকি ! নুন চিনির সরবত খাওয়াওনি, ডাক্তার দেখাওনি ।

স্বামীঃ না খাওয়ানো হয়নি । আর, ডাক্তার ....পয়সা কোথায় পাবো দিদি ?

বড় বৌঃ ও সদস্যা দিদি....... আমার টুম্পা ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে (কান্না ভেজা গলায়) আমি সবার দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি । কেউ আমাকে টাকা ধার দেয়নি । আমি টাকার অভাবে ডাক্তার দেখাতে পারিনি । তাই ...আমার সোনা রাগ করে চলে গেছে । গ্রামবাসী (মহিলা); আমরা দিন আনি, দিন খাই, পয়সা কোথায় পাবো ? যে আমরা ধার দেবো।

সদস্যাঃ আজ টুম্পা চলে গেছে, কাল আর একজন যাবে ,পরশু আরও একজন ! এইভাবে পয়সার অভাবে বিনা চিকিৎসায় তোমরা তিলে তিলে মরবে ।

গ্রামবাসী (মহিলা)ঃ আমরা কি করতে পারি ! আমরা যে নিঃস্ব ।

সদস্যাঃ নিঃস্ব বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার দিন আর নেই । আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম স্বনির্ভর গ্রুপের কথা । কিন্তু তোমরা করনি : ভেবে দেখ.... আজ যদি এপাড়ায় একটা দল থাকতো .... বিপদ ছাড়াও তো তোমাদের একটা পুঁজি থাকত । রোজগারের পথও বার করা যেত। তাহলে টুম্পা বিনা চিকি?সায় মারা যেত না । এখনও সময় আছে: জাগো .... জাগো তোমরা ।

আর একজন গ্রামবাসী (মহিলা)ঃ আমরা দল করব দিদি ।

২য় জন (মহিলা)ঃ আমাদের কি করতে হবে তাই বলুন ?

সদস্যাঃ ঠিক আছে । আগামীকাল গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পূর্ণ সভা আছে, তোমরাও এসো ।

বড় বৌঃ দিদি গো ! সবই হবে ,কিন্তু আমার টুম্পা আর কোনো দিন ফিরে আসবেনা (কান্না)

সদস্যাঃ শান্ত হও বৌদি । ধৈর্য্য ধরো । টুম্পা চলে গেছে কিন্তু চম্পাকে তো বাঁচাতে হবে ।

বড় বৌঃ হ্যাঁ, আমার চম্পাকে বাঁচাতেই হবে । আর .... সেজন্য আমি সব কিছুই করতে চাই, তোমার কথা যদি আগে শুনতাম তাহলে হয়ত এই ক্ষতি আমার হত না ।

সদস্যাঃ আর যেন এমন ক্ষতি না হয়, তার জন্যই স্বনির্ভর গ্রুপ করুন ।

বড় বৌঃ আমার টুম্পার মত বিনা চিকিৎসায় কোনও বাচ্চাকে আমরা আর মরতে দেব না । এসো সবাই দল গড়ি ।

পঞ্চম দৃশ্য

(ঝড় - বৃষ্টি - বজ্রপাতের শব্দ) নদীর গুন গুন শব্দ

১ম জনঃ কে কোথায় আছো ....জাগো, তৈরী হও । নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে ...... গ্রামে জল ঢুকেছে। সর্বনাশ, আবার সর্বনাশ । উন্নয়ন সমিতির সবাই, গ্রুপের সবাই ... যে যেখানে আছো বেরিয়ে এসো ।

কোরাসঃ নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে .... চলো সবাই চলো - (কোদাল কোপানো বাঁশ কাটার আওয়াজ)

১ম জনঃ হ্যাঁ- হ্যাঁ (মাটি কাটবো)

২য় জনঃ তাড়াতাড়ি দে..... হেঁইও .....

১ম জনঃ এই ধর ধর ......

৩য় জনঃ চেপে দে, জোরে চাপ

৪র্থ জনঃ (খোঁটা কই , বাঁশ কই)

৫ম জনঃ এই ... এই তো - (কিছুক্ষণ বৃষ্টির শব্দ ও কোদালের শব্দ হতে হতে থেমে যাবে)

(পাখীর গান শুরু হবে)

১ম জনঃ এই দ্যাখ ,বাঁধটি খুব মজবুত হয়েছে না ?

২য় জনঃ হ্যাঁ, সেই জন্যই তো গ্রামে জল ঢুকতে পারেনি ।

৩য় জনঃ দেখলে তো ! জোট বেঁধে অনেক কিছুই করা যায় ।

১ম জনঃ হ্যাঁ, সত্যিই তাই । আমরা যখন একা ছিলাম, এই নদী কতবার আমাদের গ্রাম ভাসিয়েছে, ফসল নষ্ট করেছে, ঘর ছাড়া করছে , অনেক প্রাণও নিয়েছে ।

২য় জনঃ নদীর সেই ভয়ঙ্করী রূপ আমরা আর দেখতে চাই না ।

৩য় জনঃ আরে ভয় পাবো কেন ,আমরা তো একা নই ,জোঁট বেঁধেছি, দল গড়েছি, নদীকে জয় করেছি ...

(গান)
"ও নদীরে"

ষষ্ঠ দৃশ্য

১ম জনঃ এই ! আমাদের বেঞ্চে তুই বসলি কেন ?
২য় জনঃ বেশ করেছি ।
৩য় জনঃ দিদি .... দিদি, সুলেখা মারছে (আধো আধো)
১ম জনঃ কই , চল তো ।
৪র্থ জনঃ অ্যাঁ- অ্যাঁ - আমাকে মারলো (কেঁদে কেঁদে)
এক জন মাঃ এই ! তোরা মারপিট চেঁচামেচি করছিস ? মাষ্টার, দিদিমণি কই ?
১ম জনঃ আসেনি তো ।
২য় জন মাঃ ঠিক আছে । দিদি চলো ,আমরাও বাচ্চাদের কাছে বসে থাকি : দেখি ... মাষ্টার মশাই আর দিদিমণি কখন আসেন ?
দিদিমণিঃ একি ! আপনারা কেন ? মানে, স্কুলে আসে বাচ্চারা .... কিন্তু আজ বাচ্চাদের সঙ্গে মায়েরা কেন ?
কোরাসঃ কটা বাজে দিদিমণি ?
দিদিমণিঃ না , মানে বারো ... মানে ....
কোরাসঃ বারো মানে বারোটাই বাজে ।
১ম জনঃ আর আমাদের বাচ্চাদেরও বারোটা বেজে যাচ্ছে ।
দিদিমণিঃ কি বলতে চাইছেন আপনি ?
২য় জনঃ এমন কিছুই নয় । আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি আপনারা ইচ্ছামত স্কুলে আসেন আর যান । এটা তো আর বেশী দিন চলতে দিতে পারি না ।
দিদিমণিঃ তার মানে ?
৩য় জনঃ তার মানে আমরা এখন বুঝতে শিখেছি ।
দিদিমণিঃ তা, কি বুঝতে শিখেছেন আপনারা ?
৪র্থ জনঃ ধরুন ,আমাদের ভালো মন্দটা বুঝতে শিখেছি ।
দিদিমণিঃ আমি ক্লাস শুরু করব : আপনাদের সঙ্গে বাজে বকার আমার সময় নেই, আসুন আপনারা।
১ম জনঃ অত উত্তেজিত হবেন না দিদিমণি । এই বাচ্চাগুলো আমাদের, তাই না ?
দিদিমণিঃ হ্যাঁ , তাতে কী হয়েছে ?

১ম জনঃ আর স্কুলটি ?

দিদিমণিঃ সরকারের ।

১ম জনঃ ঠিক, সরকারের মানে এই গ্রামের, আর এই গ্রামের সরকার হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত, তাই গ্রাম পঞ্চায়েত আর জনগণের উদ্যোগে তৈরী হয়েছে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। আর স্বনির্ভর গ্রুপ মানে আমরাও। স্কুলের চাল দিয়ে জল পড়ত, দেওয়াল ভেঙে পড়ছিল, এই আমরা... গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, স্বনির্ভর গ্রুপ, পঞ্চায়েত,এবং ক্লাবের ছেলেরা মিলে মিশে স্কুলটি ঠিক করেছি ।

দিদিমণিঃ আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছেন ? যেমন আমাদের এখন থেকে স্কুলটিও আমাদের ।

১ম জনঃ মোটেই নয়, ঠিক উলটোটা, মানে আপনাদের কাছ থেকে আমাদের বাচ্চারা যাতে কিছু শিখতে পারে তার চেষ্টা করতে এসেছি মাত্র ।

২য় জনঃ শুনুন দিদিমণি, এবার থেকে আপনাদের ঠিক সময় আসতে হবে এবং আমাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে ।

দিদিমণিঃ হুকুম করছেন ?

২য় জনঃ না দিদিমণি,অনুরোধ করছি। কারণ আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে আপনাদের ওপর।

৩য় জনঃ আচ্ছা মাষ্টারমশাইকে দেখছি না, উনি আসবেন না বুঝি ?

দিদিমণিঃ দেখুন, আমরা সরকারী কর্মী । আপনাদের অত কথার জবাব দিতে আমরা বাধ্য নই ।

৩য় জনঃ নিশ্চয়, আপনারা জবাব দিতে বাধ্য। সরকার আপনাদের মাসে মাসে বেতন দেয় । সরকারের টাকা মানে জনগণের টাকা। আচ্ছা দিদিমণি, আমরা কি জনগণ নই ?

দিদিমণিঃ আপনারা কিছুই ভাববেন না । এবার থেকে স্কুল ঠিকঠাক চলবে । আপনারা আজ আমার চোখ খুলে দিলেন । ভুল ধরিয়ে দিলেন । আপনাদের কাছে আজ বিরাট কিছু শিখলাম । জীবনপুরের মায়েরা জেগেছে ।

১ম জনঃ কিছু মনে করবেন না দিদিমণি ।

দিদিমণিঃ না না , কিছুই মনে করিনি ।

২য় জনঃ দিদিমণি, কোনো সমস্যা হলে বলবেন আমরা মানে উন্নয়ন সমিতি, স্বনির্ভর গ্রুপ আপনাদের পাশে আছে ।

কোরাসঃ আসছি দিদিমণি, নমস্কার ।

দিদিমণিঃ আসুন নমস্কার। (দৃশ্যান্তর মিউজিক বাজে)

সপ্তম দৃশ্য

গান

অন্ধকার হতে এসো ....এসো মিলি ....

সহযোগীঃ আচ্ছা কাল আমরা কি শিখেছিলাম ?

কোরাসঃ আমরা কারা ?

সহযোগীঃ আর আজ আমরা শিখব 'আমার ঘর' । এই দেখো
আ মা র - আমার, ঘ র - ঘর
আমার ঘর - কী বললাম ?

কোরাসঃ আমার ঘর

সহযোগীঃ আবার বলো

কোরাসঃ আমার ঘর

সহযোগীঃ সবাই বলো

কোরাসঃ আমার ঘর

সহযোগীঃ জোরে বলো

কোরাসঃ আমার ঘর

সহযোগীঃ (হাততালি দিয়ে) বাহ; বাহ;, খুব ভালো বলেছ ।

(কয়েক জনের প্রবেশ)

১ম জন (মহিলা)ঃ আচ্ছা, এটাই কি জীবনপুর ?

সহযোগীঃ এটাই জীবনপুর ।

২য় জন (মহিলা)ঃ সৃষ্টি মহিলা দলটি কোথায় ?

সহযোগীঃ এই তো ! আমরা সবাই সৃষ্টি মহিলা গ্রুপের সদস্যা ।

মহিলা গ্রুপের সদস্যাঃ আপনারা কোথা থেকে এসেছেন ?

১ম জন (মহিলা)ঃ এই তো , পাশের গ্রাম সাপলাপুকুর থেকে

মহিলা গ্রুপের সদস্যাঃ কি চাই বলুন ?

২য় জন (মহিলা)ঃ জানতে চাই, শিখতে চাই, তোমাদের মতো নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চাই ।

সহযোগীঃ বসুন বসুন।

১ম জন (মহিলা)ঃ প্রধান দিদি পাঠালেন। তোমাদের নাকি আজ মিটিং আছে ? এসে দেখছি কি সব লেখা পড়ার ব্যাপার ।

মহিলা গ্রুপের সদস্যাঃ হ্যাঁ আমরা যারা লেখা পড়া জানিনা,তারা সবাই রোজ দুপুরে এখানে আসি। আর ঐ বৌমার কাছে পড়া লেখা শিখি। ও তো তোমাদের গাঁয়ের মেয়ে

গো। মিটিং এর দিন মিটিং করি ।

২য় জন (মহিলা)ঃ (হেসে) বুড়ো বয়সে আবার লেখাপড়া ।

মহিলা গ্রুপের সদস্যাঃ শিক্ষার কোন কচি বুড়ো লাগেনা বোন, শিক্ষাই আনে আলো ।

১ম জন (মহিলা)ঃ তবে যে কি সব পয়সাকড়ি জমা করার ব্যাপার শুনলাম ?

সহযোগীঃ হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন ।

১ম জন (মহিলা)ঃ ব্যাপারটা আমাদের যদি খুলে বলেন ।

সহযোগীঃ নিশ্চয়, আমরা আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী মাসে ২ বার পয়সা জমা করি । তার থেকে ধার নিই, আবার শোধ করি এই আর কি ।

মহিলা গ্রুপের সদস্যাঃ এই তো দল থেকে লোন নিয়ে আর পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় আমরা পুকুর চাষ করেছি ।

১ম জন মহিলাঃ পুকুর আবার চাষ হয় নাকি ?

মহিলা গ্রুপের সদস্যাঃ কেন হবে না ? একটা পুকুরকে যদি আমরা ঠিক মতো চাষ করতে পারি, তবে তার থেকে আমরা অনেক রকম ফসল পেতে পারি ।

২য় জন মহিলাঃ মাছ ছাড়া তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ।

মহিলা গ্রুপের সদস্যাঃ শুনুন তাহলে মাছ,কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ,গেড়ি, কত শাকপাতা,আবার পুকুর পাড়ে সব্জী চাষও করেছি । আর তা ছাড়া পুকুর আছে বলে হাঁসও রাখতে পেরেছি।

টুনির মাঃ আমি একটা কথা বলছি। আমার টাকাটা জমা করে আমাকে আজ যদি একটু আগে ছাড়ো ,তাহলে ভালো হয় ।

সহযোগীঃ কেন গো টুনির মা ?

টুনির মাঃ আমার টুনির পায়খানা বমি হয়েছে ।

সহযোগীঃ সেকি কথা ! নুন চিনির সরবত খাওয়াচ্ছো তো ?

টুনির মাঃ হ্যাঁরে বাবা। আগে জানতাম না কত ক্ষতি হয়েছে। এখন আর ভুল হবে না। বারে বারে খাওয়াচ্ছি। আর বারে বারে হলে দল তো আছে ।

(গ্রাম প্রধান ও সদস্যার প্রবেশ)

প্রধানঃ কি মিটিং হচ্ছে নাকি ?

গ্রুপের সদস্যাঃ আসুন প্রধান দিদি, বসুন সদস্যা দিদি ।

প্রধানঃ হ্যাঁ বসছি । (বসতে যায়) একি মাসিমা আপনার কোচড়ে ওগুলো কি ?

মাসিমাঃ আমার বৌমার বাচ্চা হবে তো - তাই দুটো কুলেখাড়া শাক তুলে নে যাচ্ছি। বলি একেবারে পড়াটা শিখে যাই, মিটিংটাও করে যাই, টাকাটাও জমা করে যাই। একপথে সব কাজ সারা আর কি ?

সদস্যাঃ শুধু কুলেখাড়া খাওয়াচ্ছেন বৌমাকে ? আর কিছু নয় ?

মাসিমাঃ হ্যাঁগো মা, মোচা, ডুমুর, পেঁপে, কাঁচকলা, সবরকম শাক সব্জী, ডাল, মাছ, গাছের ডাঁসা পেয়ারা । দল থেকে লোন নিয়ে মুরগীও পুষেছি। ছাগল

পুষেছি,তার সবটুকু দুধটাই খাওয়াচ্ছি । আর ভুল হবেনা। তোমরাই তো চোখ ফুটিয়ে দিয়েছো মা ।

সহযোগীঃ প্রধান দিদি, সদস্যা দিদি আমাদের একটা আর্জি আছে।

প্রধানঃ বলো, বলেই ফেল ।

সহযোগীঃ ওই নদী বাঁধ থেকে যে খালটি আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে চলে গেছে আমাদের পাড়ার সীমানা দিয়ে, যদি ওর পাড়টা আমাদের চাষ করার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে খুব ভালো হয় ।

গ্রুপের সদস্যরা সবাইঃ হ্যাঁ দিদি, খুব ভালো হয় ।

প্রধানঃ খুব ভালো প্রস্তাব । আগামী উন্নয়ন সমিতির মিটিং এ তোমরা তোলো, সেখানে আলোচনা করে তোমরাই সিদ্ধান্ত নেবে । আর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমরা রাজি আছি । আমরা তো এটাই চাই । তবে ,একা কাউকে দেওয়া যাবে না । দলকে দেবো ।

সদস্যাঃ শাপলাপুকুরের দিদিরা কেমন দেখলেন আমাদের জীবনপুরকে ।

১ম জন (মহিলা)ঃ জীবনপুর সত্যিই যেন জীবন্ত । জীবনপুরের মায়েদের কাছে বাঁচার পথ খুঁজে পেলাম ।

সদস্যাঃ জীবনপুরের মায়েরা আজ গড়ে তুলেছে যে গ্রুপ, তার নাম সৃষ্টি । তোমরা যদি ওদের ডাকো, তাহলে ওরা গিয়ে তোমাদের সাহায্য করবে ।

প্রধানঃ আপনারাও পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তুলুন সৃষ্টির মতো মহিলা গ্রুপ ।

গান

"মোদের জীবন মোদের হাতে "

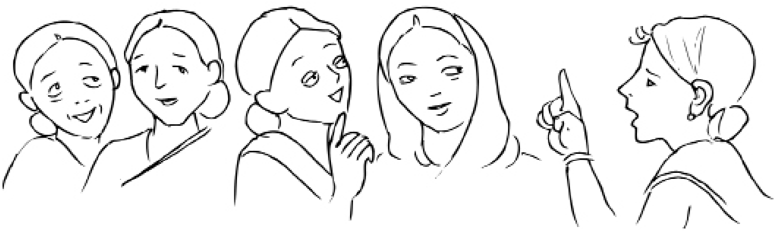

সাথী

(নৌকা চলার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ)
গান
আমি মনু মাঝি রে
নাও খান মোর সাথী রে
(হো হাই হা হা) (৪ বার)

রূপসী এই নাও এর বুইক্যে
বইস্যা বইঠ্যা বাই
মাঝ দরিয়ার ঢেউ এর তালে
নাও যে টলমল
নাচি চলে দিইনে রাতি রে
নাও খান ....

ওগো তুমি রূপসী নাও
না যাও মোরে ছাইড়া
বছর বছর রঙ করি তাই
রাখছি যতন কইরা
মন কেনে মোর ছলা? ছলা?
নীল দরিয়ার ঢেউ
তুরা কইতে পারিস কেউ
মন রে ....

জীবনঃ মনু ভাই -
মনুঃ কও জীবন
জীবনঃ আমি তোমার নাও এ আর কাম করুম না ।
মনুঃ ক্যান ? হইল টা কি ?
জীবনঃ এত গুলান বছর, তোমার লগে কাজ করছি, আর তুমি হক্কল সময় গান কোরবা ' নাও তোমার সাথী' । আমার কথা, সফিনা ভাবির কথা কও না তো ? তোমার মুখে খালি রূপসী আর রূপসী ।
মনুঃ জীবন রে, আমার মেহনতের নাও, এই রূপসী । এই দুনিয়ার যে এত রূপ, সেইটা রূপসী আমারে দ্যাখাইছে । আগে রূপসী , তারপর তরা - বুঝলি ।
জীবনঃ তোমার নাও- এর গায় তো ল্যাখাই আছে রূপসী, তবে - মনে কি ল্যাখা আছে রূপসী ? না সফিনা ? কোনডা ?
মনুঃ দুই ডাই, অরা তো দুই সতিন (হাসে হা... হা....) - ব্যাটা জীবন - তুই তো খুব ফাজিল হইছিস । গাঁয়ে ফিরা মদন কাকা রে কইতে হইব ।

জীবনঃ তারে তুমি কি কইবা ।
মনুঃ ক্যান তর সাদীর কথা ।
জীবনঃ কার লগে ?
মনুঃ আমি কি বুঝি নাই আমাগো সহিনার সই জবার লগে (হা...হা....হাঁসে)
জীবনঃ ভালো হইব না মনু ভাই ।
মনুঃ শরম লাগতাছে হা - হা - হা -
জীবনঃ আইয়া গেছি মনু ভাই আইয়া গেছি ।
মনুঃ দেখছি রে দেখছি । জীবন নোঙ্গর ফালা ।
জীবনঃ এ্যাঁ - এ্যাঁ - এ্যাঁ -
মনুঃ রূপসী রাগ কইরো না । দশটা দিন নদীর ঘাটে বা-দা থাক, আমি রোজই একবার কইরা দেইখ্যা যামু তোমারে । এইবার আমারে ছাড়ো, সফিনার কাছে যাই ।
জীবনঃ আসো মনু ভাই, জলদি আসো, কত দিন গ্রামে আসি নাই ।
মনুঃ আইতাছি - (ছাগলের ডাক) সফিনা না ? হ, ওই তো - সফিনা, সফিনা -
সফিনাঃ মাঝি ? মাঝি ফিরছে ? হ - মাঝিই তো ।
মনুঃ সফিনা -
সফিনাঃ মাছি - মাঝি - মাঝি তুমি আইছো মাঝি (কাঁদে) ।
মনুঃ কাইনদো না সফিনা, খুশির খবর কও । পাড়ার খবর কও ।
সফিনাঃ পাড়ার খবর খুবই ভালো ।
মনুঃ তুমি ছাগল বাঁধতে আছ, ছাগল কই পাইলা ?
সফিনাঃ আরে, হেই খবর তো কমু । শুইনা তোমার মাথা ঘুইরা যাইব ।
মনুঃ কও দেহি খবরটা । দেহি কেমনে মাথা ঘোরে ।
সফিনাঃ শোন মাঝি আমাগো গ্রামে - গ্রাম উন্নয়ন সমিতি হইছে ।
মনুঃ কি হইছে ?
সফিনাঃ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি । গ্রামের উন্নতি হবার লইগ্যা ।
মনুঃ গ্রামের উন্নতির জন্য তো পঞ্চায়েত আছে ?
সফিনাঃ হ আছে, পঞ্চায়েত আছে । তারাও থাকব, ব?ুর মতো সহযোগীতাও করব । তবে আমাগো নিজের কাম, আমাগোই করতে হইব - বুঝলা মশায় ।
মনুঃ কিছুই বুঝলাম না - একটু খুইল্যা কও না ।
সফিনাঃ খুইল্যাই কই - এই গ্রামে যারা যারা ভোট দেয়, তাগো সবাইরে এক জায়গায় ডাইক্যা, বাইছ্যা বাইছ্যা, মানে যার গ্রামের কাজে সময় দিতে পারব, জাগো একটু বুদ্ধি সুদ্ধি আছে এমন মানুষ লইয়া । হ মাইয়া মরদ মিলাইয়া একখান কমিটি হইল, এইটাই হইল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ।
মনুঃ এইবার একটু বুঝছি । তা তোমার উন্নয়ন সমিতি না কি তা তো হইল । তা ছাগল কিনলা কেমনে ?
সফিনাঃ এই গ্রাম উন্নয়ন সমিতি পাড়ায় পাড়ায়, মাইয়া গো লইয়া স্বনির্ভর গ্রুপ করছে । আমিও গ্রুপ করছি, আমরা হপ্তায় একদিন কইরা মিটিং করি আর টাকা জমা করি এক জায়গায়।

সেইসব থিকা লোন নিয়া কোন কাম করি, আবার শোধও করি। এই ছাগল, লোন কইরা কিনছি। লোন শোধ কইরা আবার বেশী টাকা লোন নিমু। আমি শু টকি মাছের কারবার করুম মাঝি।

মনুঃ কও কি সফিনা, আমাগো মাঝি পাড়ার মাইয়ারা এত ভালো কাম করতাছে ?

সফিনাঃ শু ধু কি তাই ? দেহো মাঝি দেহো, নদী বাঁধ থিকা গ্রামের সব রাস্তার ধারে গাছ লাগাইছি।

মনু; তুমি লাগাইছ ?

সফিনাঃ আমি আর একা নাই মাঝি। আমরা। আমরা লাগাইছি। মন্ডল পাড়ার মহিলা মন্ডলী আমাগো মাঝি পাড়ার মাতঙ্গিনী দল। এই রকম আট টা দল মিলা - বুঝেছ ?

মনুঃ আমি ভাবতেই পারতাছি না, আমাগো মাঝি পাড়ার এত উন্নতি হইতাছে। আর তোমারও

সফিনাঃ হ মাঝি আমি দলের সদস্যা হইছি। লোন করছি, টাকা জমা করছি, তুমি রাগ করলা না তো মাঝি।

মনুঃ খুবই ভালো করছ - কিন্তু আব্বাজান কিছু কয় নাই।

সফিনাঃ তোমার আব্বাজান কি কইব ? উনিই তো গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হইছেন।

মনুঃ (হেসে) কও কি ? আমাগো আব্বাজান - আর কোনো খবর নাই ?

সফিনাঃ আছে - তুমি বাবা হইবা !

মনুঃ কি কইলা আমি বাবা হমু। ও আল্লা এইবার গ্রামে আইস্যা সবই খুশির খবর পাইতাছি। সফিনা রে এইবার তো নীল দরিয়ায় যাইতে মন চাইব না।

সফিনাঃ ক্যেন ? আগে তো কইতা - এই মাঝি পাড়ার কিছুই হইব না - কিসের লইগ্যা এইখানে থাকুম ? ঘরে ফিরতে পরাণ চায়না। আমার মাঝ দরিয়া ভালো, আমার রূপসী নাও ভালো। অহন যাও তোমার রূপসীর কাছে।

মনুঃ যামু কিন্তু তোমারে কেডা দেখব।

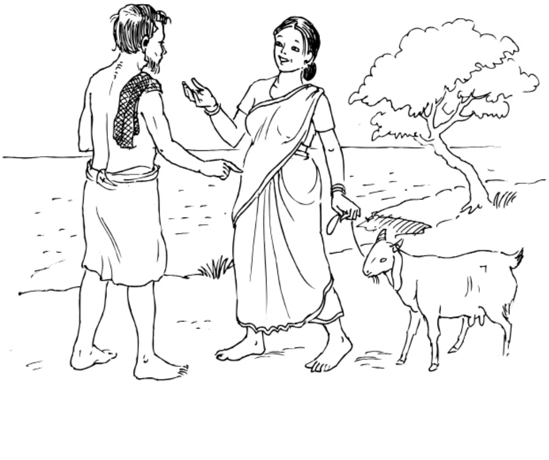

সফিনাঃ ক্যেন ? এই পাড়ার দলের সবাই আছে, উন্নয়ন সমিতি আছে , তারাই দেখব । এইখানে সবার বিপদে সবার পাশে সবার দুঃখে সবাই আছে । এখনতো একটাই জাত - মানুষ - এই গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সেইভাবে উন্নতির কথা ভাবতাছে, তাতে আমাগো সবার উন্নতি হইব । আমি আমাগো কথা ভাবতাছি না - যত ভাবনা তোমার লইগ্যা ।

মনুঃ আমার তরে ভাইবো না ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মনুঃ সফিনা আমারে গুছাইয়া দাও । দেখতে দেখতে দশটা দিন কাইট্যা গেল ।

সফিনাঃ (কেঁদে) না মাঝি, নীল দরিয়ায় তুমি আর যাইবা না । কও যাইবা না ।

মনুঃ সফিনা, নীল দরিয়ায় না যাইলে কেমনে বাচুম ?

সফিনাঃ বাচুম । মাঝি, আমরা সবাই বাচুম । আমরা ভাবতে আছি । এই গ্রামের পতিত জমি, মজা পুকুর, রাস্তার ধার, খালপাড়, নদীর বাঁধ, কেমনে কাজে লাগান যায় । মাইনষের অভাব কেমনে যাইব । গ্রামে কাম করব মরদেরা, আর বাইরে যাইব না ।

মনুঃ এইডা হয়না সফিনা । আমরা হইলাম মাঝির বংশ । মাছ ধরা আমাগো রক্তের নেশা ।

সফিনাঃ ঠিক আছে, তুমিও মাছ ধরবা আমাগো এই ছোট নদীতে ।

মনুঃ এইখানে কয়ডা মাছ হইব আর আড়? কই ?

সফিনাঃ ক্যেন - যা মাছ হইব তুমি বাজারে বেচবা । আর ছোট ছোট মাছ শু কাইয়া আমি শুঁটকির ব্যবসা করুম, বাকি সময় আমরা দুইজনে মিলা ঘরের কাম, পাড়ার কাম, গ্রামের কাম আর দ্যাশের কাম করুম ।

মনুঃ না সফিনা, আবার এই কামে পুষাইব না, নীল দরিয়া আমাকে ডাকতাছে -

জীবনঃ মনু ভাই, তোমার হইল ? তাড়াতাড়ি করো ।

মনুঃ আইতাছি - সফিনা বিদায় দাও - আরে যাওনের সময় তো কিছু কও ।

সফিনাঃ (কেঁদে) আমি আর কি কমু - আমার কওনের আর কিছু নাই ।

মনুঃ আঃহ কাদতে আছ ক্যান ? আমি কি জনরে মতো যাইতে আছি ।

সফিনাঃ (জোরে কেঁদে) কইও না মাঝি ওই কথা কইও না (কান্না)

জীবনঃ মনু ভাই কি হইল ?

মনুঃ আমি আইতে আছি - চল রে জীবন পাড়ার সকলে বাইর হইছে ।

জীবনঃ না, অনেকেই যাইতেছে না, মোটে পাচখান নাও বাইর হইছে ।

মনুঃ পনেরটা নাও আমাগো পাড়া থিকা যায় নীল দরিয়ায় । এইবার পাচটা ক্যেন ?

জীবনঃ কিসব সমিতি করছে, স্বনির্ভর গ্রুপ করছে সব গ্রামে থাইক্যা উন্নতি করব ।

মনুঃ হ বুঝলি, আমাগো সফিনাও কইতে আছিল, আমি তো শুনি নাই, অরা এক একটা

	ভেরুয়া, বুঝলি - মাইয়াগো কথায় উঠে আর বসে, ভীরু কাপুরুষের দল চল চল নোঙ্গর তোল -
জীবনঃ	অ্যাঁ - অ্যাঁ - অ্যাঁ
কোরাসঃ	বদর ... বদর ... বদর ... বদর ...

(গান)

সফিনাঃ ও মাঝি ছাইড়া না যাও মোরে

তৃতীয় দৃশ্য

(ঝড় শুরু)

মনুঃ জীবন, আকাশের অবস্থা ভালো ঠেকতাছে না, পাল গুটা।

জীবনঃ হ মনু গুটাইতাছি - আরে এ তো আইসা গেল

(প্রবল ঝড় হবে, বজ্রপাতসহ বৃষ্টি)

মনুঃ জীবন - আহ ... আহ ... আহ ...

জীবনঃ ম - মনু -- ভাই (বজ্রাঘাতের শব্দ) (প্রবল ঝড়) (ঝড় শেষ সব শান্ত)

সংবাদঃ আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল বঙ্গোপসাগরে উপকূলবর্তী এলাকায় নিম্নচাপের ফলে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া অনেক মৎসজীবি নৌকাসহ নিখোজ। এ পর্যন্ত নৌবাহিনী পাঁচটি নৌকা ও ২০ জনের মৃত দেহ উদ্ধার করেছেন। সোনালী, দিশা ও রূপসী নামের নৌকাগুলি এখনও নিখোজ, তল্লাসী চলছে।

সফিনাঃ না - এ হইতে পারে না, আমার মাঝি তুমি আমারে ছাইড়া সত্যিই জনমের মতো চইল্যা গেলা - (কান্না)

(দলের মেয়েরা)

১মঃ শান্ত হও বৌমা -
সফিনাঃ (কেঁদে) ও চাচিমা কেমনে শান্ত হমু -
২য়ঃ আমরা তো আছি, তুমি ভাইঙা পইড়ো না।
৩য়ঃ ব্যাটার বাচ্চাটারে তো বাচাইতে হইব। কাই-দ না ভাবি।

(একটা করুণ মিউজিক চলবে , সফিনা ফুঁপিয়ে কাঁদবে)

শ্বশুরঃ বৌমা - আজ পাঁচদিন হইয়া গেল তুমি কিছুই খাইতাছ না। উঠ মা খাইয়া নাও।
সফিনাঃ ও আব্বাজান, আমাগো একি হইল।
শ্বশুরঃ (কেঁদে) আমর ব্যাটা তো গেছেই তারপর তুমি যদি এমন কর, আমি কারে লইয়া বাচুম মা। আজ থিকা তুমি আমার ব্যাটা, তুমিই আমার বৌমা। ওঠ মা, আল্লারে ডাক, শান্ত হও, নিজের পায়ে খাড়াও। আমার বংশধররে বাঁচাও মা, আমি তোমার পাশে আছি।
কোরাসঃ আমরা সবাই তোমার পাশে আছি।

সফিনাঃ হ আমি বাচুম (মিউজিক) আমার বাচ্চাটারে আমি বাচামু আমার মাঝির সন্তান, ওরে আমি বাচামুই ।

(মিউজিক)

চতুর্থ দৃশ্য

মনুঃ সফিনা - আব্বাজান, সফিনা

সফিনাঃ আব্বাজান ডাকে কেডা - মাঝির গলা মনে হয় ।

শ্বশুরঃ তাই তো , মনুর গলাই মনে হয় ।

মনুঃ আব্বাজান আমি ফিইরা আইছি সফিনা আমি --আমি ।

শ্বশুরঃ মনু - তুই বাইচা আছস বাবা ।

সফিনাঃ (কেঁদে) মাঝি ! আমার মাঝি, তুমি আমারে ছাইড়া আর যাইবা না মাঝি ।

মনুঃ (কেঁদে) আমি আর জীবন বাইচা ফিরছি কিন্তু আমার রূপসী, আমি তারে বাচাইতে পারলাম না । আমি বাইচা থাইক্যা কী করুম, তোমাগো বোঝা হইয়া বাচুম । তার থিকা মরণ অনেক ভালো ছিল ।

সফিনাঃ ও কথা আর কইও না মাঝি, আল্লা যখন তোমারে ফিরায় দিছে । তুমি আর সমুদ্রে যাইও না, গ্রামের পোলা গ্রামেই থাকবা ।

মনুঃ আমি তো পানির পুকা, রূপসী নাই কি কাম করুম ।

সফিনাঃ আমি গ্রুপ থিকা তোমারে লোন কইরা দিমু, তুমি একখান ছোট নাও বানাও আর আমাগো এই ছোট নদীতেই মাছ ধরো । হাটে বেইচা লোন শোধ করবা ।

শ্বশুরঃ বৌমা ঠিকই কইছে, তুই রূপসীরে ভুইলা যা, বাঁচনের জন্য আবার নাও বানা, শক্ত হ, মাইনষের মতো বাঁচতে শেখো ।

মনুঃ কিন্তু আমার সাথী -

কোরাসঃ আমরা তোমার সাথী, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি স্বনির্ভর গ্রুপ সবাই পাশে আছি, আমরা সব্বাই সবার সাথী

(মিউজিক)

জীবনঃ ও মনু ভাই নতুন নাও এর গায় কি আকতে আছ ?

মনুঃ আকতে আছি নারে । লিখতে আছি ।

জীবনঃ তুমি আবার লেখা পড়া শিখলা কবে ?

মনুঃ তর ভাবী মল্ডলা দলে শিখা আইস্যা আমারে রাইতের বেলা শিখায় । অখন আমি একটু একটু লেখতে পড়তে পারি

জীবনঃ তা কি লিখতাছ - তোমার নাও এর নাম ?

মনুঃ হ

জীবনঃ কী রূপসী -

মনুঃ না সাথী । এই গ্রামের সবাই আমার সাথী । অগো জন্যে এই নাও পাইছি তাই এও আমার সাথী -

সফিনাঃ মাঝি - খাইবা না ?

মনুঃ আগে সাথীরে সাজায় নি ।

(নেপথ্যে গান)

সফিনাঃ ও মাঝি ছাইড়া না যাও মোরে

- সমাপ্ত -

যাত্রাপালা

অহল্যাদের ঘুম ভাঙছে

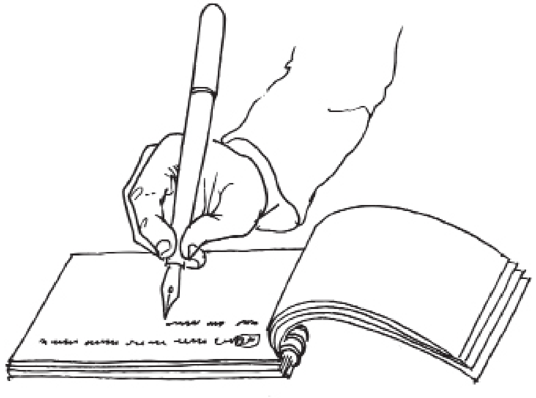

চরিত্রলিপি

পুরুষ

১। লেখক
২। পাগল
৩। নিশিকান্ত ঘোষ - মদ ব্যবসায়ী -কোন এক রাজনৈতিক দলের নেতা, ধনী লোক
৪। বরুণ - আদর্শ শিক্ষক
৫। রহমান - গ্রামবাসী
৬। সাগর - গ্রামবাসী
৭। শঙ্কে - নিশিকান্তের সাগরেদ
৮। মদনা - চাকর
৯। মাধব - সুদখোর মহাজন
১০। বিট্টু - মাধবের ছেলে
১১। চন্দন - নিশিকান্তের ছেলে
১২। জগ্গু মস্তান - সমাজ বিরোধী, কন্ট্রাক্টার
১৩। কমলেশ ব্যানার্জ্জী - পলাশডাঙ্গা থানার ও সি
১৪। দু জন কনেস্টবল

স্ত্রী

১। মীনাক্ষী - নিশিকান্তের স্ত্রী
২। আলো - মহিলা স্বনির্ভর দলের নেত্রী
৩। চৈতালী - নিশিকান্তের মেয়ে
৪। মদিনা - গ্রামবাসী - স্বনির্ভর দলের সদস্যা
৫। ভেরনিকা - গ্রামবাসী - স্বনির্ভর দলের সদস্যা
৬। ইসমতারা - গ্রামবাসী - স্বনির্ভর দলের সদস্যা

নেপথ্যে ঃ (মহিলার কণ্ঠস্বর) মা ..... ফ্যান দেবে ......একটু রুটি .....

বাচ্চাছেলেঃ মা একটু খেতে দাও না মা । কতদিন পেটপুরে খাইনি.....দাওনা মা ....

মাঃ মর .... মর .... মরতে পারিস না, খালি খাই খাই ...... এক এক সময় মনে হয় বাচ্চাগুলোর গলা টিপে মেরে ফেলে আমি আত্মঘাতী হই, এ জ্বালা আর সয় না ।

[লেখকের প্রবেশ]

লেখকঃ ধনধান্যে পুস্পে ভরা.....
সকল দেশের রানি সে যে
আমার জন্মভূমি ।

[পাগলার প্রবেশ]

পাগলঃ হা .... হা .... আমার জন্মভূমি সকল দেশের সেরা ..... সব ঝুট ....সব ঝুট ..... এ কবির কল্পনা .....কবিতা আর বাস্তব সব গুলিয়ে ফেলেছো দেখছি ...... বল কবিতা আজকে তোমায় দিলাম ছুটি, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

লেখকঃ (চমকে ওঠে) কে তুমি ?

পাগলঃ আমি ... এই ঘুণধরা সমাজের .... হারিয়ে যাওয়া .. .ফুরিয়ে যাওয়া এক ইডিয়েট ..... কবিতা আওড়াতে এসেছো। পারবে ...... এক টুকরো রুটি দিতে ...... একটু গরম ভাত.... কতদিন খাইনি । জানো স্বাধীনতার বয়স হলো ৫৭ বছর... কই রুটির স্বাধীনতা .... ভাতের স্বাধীনতা .... কবে যে এ যন্ত্রণার অবসান হবে কে জানে .... তা বাবা তুমি কে ?

লেখকঃ আমি ...... আমি একজন লেখক । বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করে
লেখা সংগ্রহ করি ।

পাগলঃ লেখা সংগ্রহ করো ..... বাঃ বাঃ বাঃ বেশ বেশ এই পলাশডাঙ্গার
নিরন্ন বুভুক্ষু পিছিয়ে পড়া মানুষের ইতিহাস লিখতে পারবে ......
পারবে এক নতুন জীবনের গল্প লিখতে যেখানে আঁধারের বুক চিরে
জন্ম নেবে এক ফুটন্ত সকাল ।

লেখকঃ পারবো ...... আমাকে যে পারতেই হবে, পলাশডাঙ্গার পুরানো ইতিহাস পাল্টে লিখবো এক নতুন ইতিহাস আর সেই ইতিহাসের নায়ক হবে ।

পাগলঃ কারা ?

লেখকঃ এই গ্রামের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ..... নিপীড়িত দুর্বল মানুষ ।

পাগলঃ আঃ বড় শান্তি ... শোন শোন মূর্খের দল আমাকে আর মারতে
পারবি না।

প্রিয়াকে আমায় কেড়েছিস তোরা
ভেঙেছিস ঘর বাড়ি
সে কথা কি
জীবনে মরণে কখনো ভুলতে পারি
আদিম হিংস্র মানবিকতার
যদি আমি কেউ হই

স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই
চিতা আমি তুলবই

[প্রস্থান]

লেখকঃ তাহলে পলাশডাঙ্গার গল্পের নাম কি হবে (চিন্তা করে) পেয়েছি..... আমি পেয়েছি (চিৎকার করে) গল্পের নাম হবে অহল্যাদের ঘুম ভাঙছে ।

[ফ্রিজ]

(যাত্রার কনসার্ট শুরু হবে)

১ম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নিশিকান্তের প্রবেশ]

নিশিকান্তঃ মীনাক্ষী .... মীনাক্ষী

[পচার প্রবেশ]

পচাঃ আজ্ঞে বাবু ।

নিশিকান্তঃ আমি মীনাক্ষীকে ডাকছি, তুই ছুঁচো হাজির হলি কেন ?

পচাঃ আজ্ঞে সেই কথা বলতি ।

নিশিকান্তঃ কোন কথা রে হারামজাদা । বেরো এখান থেকে । আমি মরছি আমার জ্বালায় আর পাজী হতচ্ছাড়া গোদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়ে বসে আছে । দূর হ চোখের সামনে থেকে ।

পচাঃ জি আজ্ঞে ।

নিশিকান্তঃ বড় মাকে ডেকে দে ।

পচাঃ সেই খপর তো দিতে এনু । বড় মা পূজো দিতে গেচেন ।

নিশিকান্ত ঃ ওহ..... পূজো .... পূজো .... পূজো .... আমার টাকাগুলো ধবংস করছে । তা চাড্ডি ফল মিষ্টি আর দক্ষিণা নিয়ে কোন ঠাকুরের উদর ভরাতে গেছেন তোর বড় মা?

পচাঃ উই মা বগলা কালীর মন্দিরি ..... । (হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে) আইজ শনিবার তো তাই ।

নিশিকান্ত ঃ ওই বগলার কাছে যায় আমার পিন্ডি চটকাতে .... ভাগ ব্যাটা ছুঁচো

পচাঃ জি আইজ্ঞে ।

(প্রস্থান)

পচাঃ জি আইজ্ঞে ।

নিশিকান্ত ঃ যত সব আপদ জোটে আমার কপালে ।
[হাঁপাতে হাঁপাতে শঙ্কের প্রবেশ]

শঙ্কেঃ বাবু ... বাবু ... জবর খবর .... কিন্তু বলবো না ... আমার ভয় করছে ।

নিশিকান্ত ঃ শঙ্কে ভণিতা না করে চটপট বলে ফেল । ব্যাটা আরশোলা উড়তে শিখিয়েছি বলে নিজেকে পাখী ভাবতে শু রু করেছিস না, ডানাটা ছেঁটে..

শঙ্কেঃ না বাবু না, ভয় .... ভয় ....

নিশিকান্ত ঃ ভয় । তুই বাঘের সাগরেদ হয়ে ইঁদুরের বাচ্চাদের ভয় পাচ্ছিস হা ...... হা.......

শঙ্কে ঃ আজ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মিটিং-এ তোমার ছেলে মেয়েকে দেখলাম।

নিশিকান্ত ঃ কি বললি (চমকে ওঠে)

শঙ্কে ঃ আমি ঠিক বলছি বাবু।

নিশিকান্ত ঃ চন্দন আর চৈতালী ? তুই ঠিক দেখেছিস?

শঙ্কেঃ হ্যাঁ, বাবু বিশ্বাস না হয় তুমি আটচালায় চলো, নিজের চোখে দেখবে ।

নিশিকান্তঃ ব্যাস্ ব্যাস্ ... তুই এখন আসতে পারিস ।

শঙ্কেঃ ঠিক আছে বাবু ।

(প্রস্থান)

নিশিকান্ত ঃ না .... না ..... না .... আমি কিছুতেই মানবো না আমার ছেলে মেয়ে করবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি আর মূর্খ্য গ্রামবাসীরা আমাদের মাথায় পা দিয়ে চলবে । বাঘের ঘরে ছাগল পোষানী, হাঁ ... হাঁ ....হাঁ মহাজনি.... রাহাজানি আমার জাত ব্যবসা । আমার ঠাকুরদা রাধানাথ ঘোষালের নামে বাঘে হরিণে এক ঘাটে জল খেতো। আমার বাবা সূর্যকান্ত ঘোষাল ছিলেন জাত কেউটে। তাই আমিও নিশিকান্ত ঘোষাল বাঘের মতো হিংস্র আর কেউটের মতো বিষধর । না না আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমি তা হতে দিতে পারি না । আমার রক্ত আজও টগবগে তাজা ফুটন্ত, আর আমার ছেলে মেয়ে ওই ভীরু মাছেদের সঙ্গে মিশে পূর্ব পুরুষের উত্তপ্ত গরম রক্ত গুলিকে শীতল বরফ করে দেবে ? এত বড় স্পর্ধা । কোথা থেকে পেল এত সাহস?

[প্রসাদের থালা নিয়ে মীনাক্ষীর প্রবেশ]

মীনাক্ষীঃ আমার থেকে ।

নিশিকান্তঃ ওঃ তাহলে আসল কালপ্রিট তুমি ।

মীনাক্ষীঃ হ্যাঁ, আমি ..... এই নাও প্রসাদ খাও ।

নিশিকান্তঃ (প্রসাদের থালা উলটে ফেলে দিয়ে) নিকুচি করেছে প্রসাদ খাওয়ার।

মীনাক্ষীঃ (চমকে উঠে জল ভরা কণ্ঠে) তুমি মা বগলা কালীর প্রসাদ ফেলে দিলে!

নিশিকান্তঃ হ্যাঁ, দিলাম, যে মা তার সন্তানকে রক্ষা করতে পারে না তাকে আমি মানি না ।

মীনাক্ষীঃ (কঠিন স্বরে) মানবে, একদিন তুমি মানবে । আর সে দিনের আর বেশি দেরি নেই ।

নিশিকান্তঃ চন্দন আর চৈতালী এখন কোথায় ?

মীনাক্ষীঃ জানিনা ।

নিশিকান্তঃ জানোনা মানে ? মা হয়ে ছেলে কোথায় গেছে সেটা জানোনা?

মীনাক্ষীঃ তোমার তো রাবণের মতো ২০ টা চোখ চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তুমি যখন দেখতে পাওনি - আমার তো দুটো চোখ কেমন করে দেখবো ।

নিশিকান্তঃ বেশ বেশ - বড় বড় কথা শিখেছ। সব জানো তুমি, আমার কাছে তুমি না জানার ভান করছো । সারা জীবন তুমি আমার কাজের বিরোধীতা করে এসেছো । তুমি জানো না মীনাক্ষী, তুমি কোথায় হাত দিয়েছ শুনে রাখো কেউটের বাচ্চারা কেউটেই হবে । কোন অধিকারে তুমি তাদের বিষহীন জলঢোঁড়া করার জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে পাঠিয়েছ । ঘোষাল বাড়ির বউ হয়ে এই বংশের বংশধরদের ঠেলে দিচ্ছো ওই চাষা ভুষাদের দলে ছিঃ ছিঃ মিনাক্ষী ছিঃ

মীনাক্ষীঃ কেন গ্রামের মানুষ হিসাবে মানুষের অধিকারে । আমি চাই এই গ্রামের অগণিত মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে আমার চন্দন চৈতালী মানুষের মাঝে মানুষের মত মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকুক । গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের কাজে ওরা আত্মনিয়োগ করুক । ওদের শরীরের বিষাক্ত কালো রক্ত শুদ্ধ লাল রঙে টুকটুকে হয়ে উঠুক ।

নিশিকান্তঃ মীনাক্ষী তুমি সহ্যের সীমা অতিক্রম করছো ।

মীনাক্ষীঃ হুংকার দিও না বাঘের বাচ্চা । তোমার হুংকারে আমি আর ভয় পাই না। আজ আমি মানুষের সামনে চিৎকার করে বলব । তোমরা শোনো তোমরা জানো না এই ঘোষাল বাড়ির প্রতিটি ইট,কাঠ, পাথরে কত মানুষের অশ্রু, ঘাম, রক্ত, অভিশাপ, কান্না, হাহাকার লুকিয়ে আছে ।

নিশিকান্তঃ মীনাক্ষী (চিৎকার করে)

মীনাক্ষীঃ চিৎকার করে আর মুখ বন্ধ করতে পারবে না । তুমি কি শুনতে পাও না কত অসহায় নারীদের আর্তনাদ, শিশুদের কান্না ঘুরে ঘুরে গুমরিয়ে গুমরিয়ে ডুকরে ডুকরে ককিয়ে ওঠে । আহঃ কি যন্ত্রণা, কি বীভৎস - তুমি একটা মানুষ না পিশাচ ।

নিশিকান্তঃ মুখ সামলে কথা বলবে ।

মীনাক্ষীঃ ৪৫ টা বছর ধরে আমি অনেক সহ্য করেছি । অনেক দেখেছি তোমার কদাকার নোংরা রূপ, আজ তুমি চাষা ভুষাদের ঘৃণা কর তাই না । কিন্তু যখন ভোটে দাঁড়াতে- ক্ষমতার লোভে গদির লোভে জনদরদীর মুখোশ পরে ওই চাষা ছোট লোকদের দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করতে - রাতের আঁধারে টাকা ছড়িয়ে ভোট কিনতে তুমি।

নিশিকান্তঃ হ্যাঁ, টাকা দিয়ে লোকে মাল কেনে, আমি ভোট কিনতাম ।

মীনাক্ষীঃ কিন্তু বেশি দিন তুমি মানুষকে কিনে রাখতে পারো নি । মানুষ তাদের ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছে । তাই তোমার মত নোংরা লোককে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে আস্তাকুড়েঁ ফেলে দিয়েছে । পঞ্চায়েতে আজ পঞ্চ মতের জমায়েত হচ্ছে - দল,মত, জাতি,ধর্ম শিকেয় তুলে মানুষ এক হয়েছে । নারী পুরুষ সবাই মিলে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে গড়ে তুলেছে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ।

নিশিকান্তঃ আমি মানি না এই গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ।

মীনাক্ষীঃ তুমি না মানলে কি আসে যায় । এটা সরকারী নিয়ম । ইচ্ছে করলে তুমি ভেঙে দিতে পারো না । মনে রেখো গ্রামের উন্নয়ন এখন গ্রামবাসীদের হাতে ।

নিশিকান্তঃ মীনাক্ষী তুমি পাগলের প্রলাপ বকছ । গ্রামবাসীরা করবে গ্রামের উন্নয়ন? শোনো মীনাক্ষী ক্ষমতা আমাদের হাতে ছিল, আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

(প্রস্থান)

[চৈতালীর প্রবেশ আর চন্দনের প্রবেশ]

চৈতালীঃ মা .... মা .... একটা দারুণ খবর আছে ।

চন্দনঃ মা মহিলা জোটেরা পঞ্চায়েত থেকে রাস্তা মেরামতি করার কাজ পেয়েছে ।

মীনাক্ষীঃ তাই, খুব ভালো হয়েছে । মানুষ আজ কত সচেতন হয়েছে বল । তোমরা মানুষের মাঝে মিশে মানুষ তৈরী হও । তাদের সুখ দু;খের সাথী হও, বুঝে নাও তোমাদের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার ।

চন্দনও চৈতালীঃ (মাকে জড়িয়ে ধরে) তোমার আশীর্বাদ থাকলে আমাদের নতুন জীবন গড়ে তুলবই ।

[মাকে ঘিরে ভাই বোন হাত পা ছুঁড়ে গান করবে, মা হাসবে]

গান

আমরা সবাই মিলে
গড়ে তুলবো
আমাদের নতুন জীবন
হিংসা জাত পাত
আরো যত উৎপাত
আমরা করব নিধন
সবাই আপনজন

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সাগর ও চন্দনের প্রবেশ]

(দুজনেই মঞ্চের দুদিক ঘোরাঘুরি করবে)

চন্দনঃ কিরে সাগর তুই এখানে ঘুর ঘুর করছিস কেন রে ?

সাগরঃ না, মানে এই আলোদিরা আজ পাঁড়ুই পাড়ায় মহিলা দলের মিটিং করতে গেছে তো তাই .....

চন্দনঃ তাই ঘোরাঘুরি করছ? তাই তো? তা আলোরা গেছে তোর তাতে কি ?

সাগরঃ না, আমার কিছু নয় তবে সন্ধ্যে হয়ে গেছে তো । আমি তো উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক- দায়িত্বটা একটু থেকেই যায়, তাই না চন্দনদা? তা তুমিও তো এখানে অনেকক্ষণ ঘুর ঘুর করছো । তোমার মতলবটা কি বলো তো । কারো কি আসবার কথা আছে নাকি? (মুখ টিপে হাসতে থাকে)

চন্দনঃ কই না তো! আমার আবার কে আসবে ?

সাগরঃ (মুখ টিপে হেসে) কেউ আসবে না তো তুমি এরকম চংমং করছো কেন?

চন্দনঃ চংমং করছি ? আমি ? না না কি যে বলিস (মাথা চুলকে) ও হ্যাঁ, ওই তোর মতো কেস আর কি ।

সাগরঃ (অবাক হয়ে) আমার মতো কেস মানে ?

চন্দনঃ চৈতালী

সাগরঃ (চমকে) চৈতালী ?

চন্দনঃ আমার বোন চৈতালী আলোর সঙ্গে গেছে না মিটিং করতে, তাই মা, মা মানে আমার মা খুব বকাবকি করবে রাত হয়ে যাচ্ছে না ।

সাগরঃ মাসিমা তো ? হ্যাঁ, খুব বকবেন । তাহলে একটু পাশের মাঠের দিকে এগিয়ে যাই ।

চন্দনঃ যাও ভাই যাও ।

সাগরঃ (দর্শকদের কাছে চুপি চুপি) আলোদিকে গল্পটা একটু রসিয়ে রসিয়ে বলতে হবে তো তাই তাড়াতাড়ি যাই

চন্দনঃ বাঁচা গেল একেবারে উকিলের মতো জেরা শুরু করেছিল । আলোটা না শুধু শুধু কেন এত দেরি করে কে জানে । এই মেয়েটার না কোন টাইম জ্ঞান নেই । সব সময় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, স্বনির্ভর গ্রুপ আর পঞ্চায়েতের কাজ নিয়েই আছে । আরে বাপু আমরাও তো গ্রামের উন্নয়নে সামিল হয়েছি, না কি ও যেন একাই উন্নয়ন করবে, ধ্যাত্ তেরি কথার কোন দাম নেই । সেই ৫টা থেকে বসেই আছি । লোকে বলে নারী অবলা শুধু করে ছলাকলা । আমি বলি, আমার আলো রানী সবলা তবু করছে ছলনা ।

[চন্দন গান ধরে]

চন্দনঃ

গান

ও আমার ল - ল না
করো না ছলনা
বলেছিলে তুমি ওগো
আসবে - (২)
আমি যে দিওয়ানা
তোমারি পথ চেয়ে
প্রেমের প্রহর থাকি গুনতে
তুমি যে বলেছিলে আসবে ।

[আলোর প্রবেশ]

আলোঃ আমি যে এসেছি গো
কথা তো রেখেছি গো

তোমাকে চাই শুধু দেখতে
মন চায় শুধু ভালবাসতে ।

চন্দনঃ সত্যি -

আলোঃ সত্যি সত্যি সত্যি...

চন্দন ঃ এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করা ভালো লাগে না । আমি আমার করে কবে পাবো সেইদিন কবে আসবে?

আলোঃ সেইদিন নিশচয়ই আসবে চন্দন । গ্রামে এখন অনেক সমস্যা, স্কুলের চালটা ঝরে পড়ে গেছে । বাচ্চারা গাছতলায় ক্লাস করছে । মেয়েরা স্বনির্ভর গ্রুপ করে পয়সা জমা করছে । কিন্তু শুধু পয়সা জমা করলে তো আর হবে না, পয়সাগুলিকে বাড়াতে হবে, তাই ছোট ছোট কাজ করার চেষ্টা করছি। আমরা সব মহিলা গ্রুপ মিলে পঞ্চায়েতের কাছে কিছু পুকুর লিজ নিয়ে মাছ, হাঁস, পুকুর পাড়ে সব্জী ও ফলের গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করেছি । পাঁড়ুই পাড়ার মহিলা দল নারকেলের ব্যবসা করবে বলে ঠিক করেছে । মিটিং এ ঠিক হয়েছে তোমার বাবার কাছে গিয়ে তোমাদের সদরটা আমরা চাইব । আপাতত বাচ্চারা সেখানে স্কুল করবে।

[মদনা ও শঙ্কে পা টিপে টিপে মঞ্চে প্রবেশ করে]

মদনাঃ খাইছে, শঙ্কা ওই দেখ আবার জোড়া শালিক ।

শঙ্কেঃ দিনটা ভাল যাবে । হ্যাঁ রে আমাগো দাদাবাবু লয় ।

মদনাঃ তাই তো কইত্যাছি কান্ডখান দেখ, চৈতালী আমাগো কর্তার মাইয়ে সাগরের লগে ইয়ে দেখলাম পাশের মাঠে । আর চন্দন দাদাবাবু ও আলোর লগে ইয়ে মানে । কর্তার কানে খবরটা দিতে হইব যদি কিছু বকশিস মিলে । এ হল ঘটনাটা দিহি নয়ন মিলে ।

চন্দনঃ আমার বাবা দেবে বলে বসে আছে ।

আলোঃ আমরা ওনাকে বোঝাবো। নিশ্চয় ভালো কাজে এগিয়ে আসবেন ।

চন্দনঃ চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী । গিয়ে দেখো ।

মদনাঃ এই তাড়াতাড়ি চল কর্তারে বলতে হবে ।

শঙ্কেঃ চল ...... চল .....

আলোঃ এই রে, সাগর আসছে । (চলে যায়)

চন্দনঃ কই কোন দিকে (ভয় পেয়ে)

আলোঃ (হাসি) এই তুমি বীর পুরুষ?

চন্দনঃ যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে না? ও ব্যাটা দেখি সেই বিকাল থেকে ঘুর ঘুর করছে ।

আলোঃ ঘুর ঘুর করবে না? ওরও তো তোমার মতো কেস ।

চন্দনঃ আমার মতো কেস মানে ?

আলোঃ মানে চৈতালী, তোমার বোনের জন্য ও অপেক্ষা করছিল ।

চন্দনঃ বলিস কি ?

আলোঃ আমরা যেমন দুজন দুজনকে একদিন না দেখে থাকতে পারি না, ওরাও ঠিক তেমনি । এবার নিজেদের দিয়ে বিচার কর । কি মহাশয় কি ভাবছ ?

চন্দনঃ আমি ভাবতে পারছি না সাগর চৈতালী দুজন দুজনকে ভালবাসে ।

আলোঃ না বাসার কি আছে । তুমি অত বড় বাড়ির ছেলে হয়েও আমার মতো গরীব নিচু জাতের মেয়েকে যদি ভালবাসতে পার, বুক ফুলিয়ে বলতে পার, চাই না বাপের ওই অভিশপ্ত সম্পত্তি, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তোমায় বিয়ে করব, তাতে যদি গরীব হই তাই ভালো, সুখের ভাত নুন দিয়ে মেখে খাবো ।

চন্দনঃ সেটাই আমি করে দেখাব ।

আলোঃ আর তোমার বোন হয়ে চৈতালী কেন পারবে না নিচু জাতের সাগরকে বরণ করে নিতে? আজ দারিদ্রকে জয় করার জন্যই তো আমাদের এই উন্নয়ন সমিতি স্বনির্ভর গ্রুপ ।

[চৈতালী ও সাগরের প্রবেশ]

চৈতালীঃ কেন পারবো না দাদা?

চন্দনঃ চৈতালী?

চৈতালীঃ দাদা, আমি তো তোরই বোন রে । (নমস্কার করে)

চন্দনঃ তোর স্থান আমার পায়ে নয় রে বোন । তোর স্থান আমার বুকে (জড়িয়ে ধরে)

সাগরঃ আমাদের আশীর্বাদ কর দাদা ।

চন্দনঃ শুধু আশীর্বাদ নয় সাগর । আজ থেকে আমরা চারজন একই নৌকার যাত্রী ।

সাগরঃ দাদা ।

চন্দনঃ হ্যাঁ, সাগর, চৈতালী আমি আলো এক হয়ে ঘোষাল বাড়ির অভিজাত্য থেকে আমাদের বাঁচার অধিকার আমাদের দাম্পত্য জীবন ছিনিয়ে নেবো।

চৈতালীঃ কিন্তু দাদা আমার ভয় করে । বাবা যদি বিট্টুকে দিয়ে -

চন্দনঃ ভয় পাস না বোন । বাবা তোর বিয়েটা ওই মাধব জোদ্দারের লোফার ছেলের সঙ্গে পাকাপাকি করে রেখেছে ঠিকই । কিন্তু সাগর আর তুই ঠিক থাক, আমি আর আলো তোদের পাশেই রইলাম । আজ পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে আমাদের আলাদা করবে ।

আলোঃ চন্দন ঠিকই বলেছে । দেখছ না আজ গ্রামের মানুষ এক হয়ে জোট বেঁধে ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের সুস্থ ভাবে বাঁচার অধিকার । কারও আশায় না থেকে মানুষ নিজের কাজ নিজে করতে শিখেছে , মানুষ তাদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে ভাবছে এবং তা নিজেরাই সমাধান করার চেষ্টা করছে । মানুষ খুঁজে পেয়েছে বেঁচে থাকার সঠিক পথ । মাধব ও নিশিকান্ত বাবুদের কাছে হাত পাততে আর যায় না কেউ। যায় না বন্ধক রাখতে সোনা, রূপা, থালা, বাসন, জমি... মান ইজ্জত আর খোয়া যায় না । আমরা আজ স্বনির্ভর এটাই আমাদের অহংকার ।

চন্দনঃ সেই অহংকারেই বলছি । তোমরা দুই ভাই বোন অর্থের প্রাচুর্য ছেড়ে যখন মাটির

পৃথিবীতে পা রেখেছ, তখন আমরা তোমাদের এই মাটির আসনে প্রাণ দিয়ে আগলে রাখবো চৈতালী ।

[রহমান,ভেরনিকা,শিউলি ও মদিনা ভাবীর প্রবেশ]

কোরাসঃ আমরা সবাই তোমাদের আগলে রাখব ।
সাগরঃ একি রহমান ?
আলোঃ ভেরনিকা ?
চন্দনঃ শিউলি ?
চৈতালীঃ মদিনা ভাবী তোমরা ?
রহমানঃ হ্যাঁ, আমরা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, স্বনির্ভর গ্রুপ শুধু নিজেদের উন্নয়ন করি না। সমস্ত গ্রামবাসীর উন্নতির মধ্যে দিয়েই তো আমাদের উন্নতি হয়।

গান

হাতে হাত রেখে শপথ নিলাম
আমরা সবাই বন্ধু
সবাই সবার বিপদ এলে লড়ব
জাতের বিভেদ দলাদলি
শপথ নিলাম ভুলব
দুষমনদের ফাঁদে নাই আর পড়ব
অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্যতে
হব যে স্বনির্ভর
দুঃখ করি মোচন
স্বভাব করিব শোধন
পলাশডাঙ্গা নতুন করে গড়ব
দুষমনদের ফাঁদে নাই আর পড়ব ।

[সবাই প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[নিশিকান্ত আর মাধব রায়চৌধুরীর প্রবেশ]

নিশিকান্তঃ বুঝলেন মাধববাবু ।
মাধবঃ বলুন দাদা ।
নিশিকান্তঃ এই উন্নয়ন সমিতি আর স্বনির্ভর দলগুলির বড্ড বাড় বেড়েছে। শুনলাম পঞ্চায়েত নাকি ওদের পাশে আছে। শক্তিশালী করার বড় অস্ত্র গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।

মাধবঃ আরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি তো পঞ্চায়েতের একটি অঙ্গ । জানেন আমার কারবার লাটে উঠেছে ।

নিশিকান্তঃ সে কি কথা? তুমি চুপ করে বসে আছো?

মাধবঃ হ্যাঁ, দাদা, কেউ আর টাকা ধার নিতে আসে না, বন্ধকও রাখতে আসে না, এমনকি চাষীরাও আর দাদন নিচ্ছে না ।

নিশিকান্তঃ বলিস কি? ব্যাটারা রাতারাতি টাকার খনি পেল নাকি ?
[মহিলা দলবল নিয়ে চৈতালীর প্রবেশ]

চৈতালীঃ বাবা -বাবা - এই তো বাবা ।

নিশিকান্তঃ কি হয়েছে মামণি, কিছু বলবে?

চৈতালীঃ আমরা তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতাম কিন্তু কাকাবাবুর সামনে...

মাধবঃ লজ্জা পাচ্ছো তাই তো মা । হাজার হোক শ্বশুর মশাই বলে কথা ।

চৈতালীঃ কাকাবাবু (রাগে)

মাধবঃ আহা চটছো কেন - ও সবার সামনে বললাম তাই, তা একদিন তো সবাই জানবে মা । ঠিক বলিনি বেয়াই মশাই?

নিশিকান্তঃ মাধববাবু - আপনি একটু চুপ করবেন । বল মা, কি বলতে চাও । যা বলবে ছোট করে। এটা তোমার বাগান তো ।

আলোঃ না, মানে আমরা আপনার বাড়িতেই এসেছিলাম, জেঠিমা বললেন আপনি এখন বাগানে পাইচারী করেন । তাই এখানেই চলে এলাম ।

নিশিকান্তঃ আমি তো এই সময় মর্নিং ওয়াক করি ।

ভেরনিকাঃ (হাসি) এই সময় মর্নিং ওয়াক? তা আবার বিকাল বেলায়? হা হা হা ...

নিশিকান্তঃ এত হাসির কিছু হয় নি। কিন্তু তোমরা জেনে রেখো এই নিশিকান্ত ঘোষাল বিকাল বেলায় যেমন সকালের হন্টন করতে পারে, তেমনি প্রয়োজনে সকাল বেলায় বিকাল, সন্ধ্যা, এমনকি গভীর কালো অমাবস্যার অন্ধকারও নামতে পারে । মামণি তুমি ভেতরে যাও তো ।

চৈতালীঃ কেন যাবো আমিও তো ...

নিশিকান্তঃ যাও বলছি, নইলে আমি এখন কারো কথা শুনতে পারবো না ।
(চলে যায় চৈতালী) বলো কি বলতে এসেছো ।

আলোঃ জ্যাঠা বাবু ।

নিশিকান্তঃ বলতে আজ্ঞা হোক ।

আলোঃ আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম ।

নিশিকান্তঃ চোখটা আমার এখানো খারাপ হয় নি । তবে আগমনের হেতুটা কি জানতে পারি?

ইসমাতারাঃ গাঁয়ের একমাত্র স্কুলের চালাঘরটা কালকের রাত্রির ঝড়ে ভেঙে পড়েছে।

নিশিকান্তঃ আহা রে, তা মরেছে কটা?

মাধবঃ অনেক বাচ্চা মারা যেত ভালো হত, কিছু তো কমে যেত ।

কোরাসঃ মাধববাবু?

নিশিকান্তঃ আরে তোমরা এত চটছো কেন ... তোমরা হলে সেবিকা, তোমাদের রক্ত অত গরম হলে চলে? মায়েরা মাথা ঠান্ডা করো।

মাধবঃ ঠান্ডা মাথায় ডান্ডা মারা উচিত্ ।

নিশিকান্তঃ আপনি একটু চুপ করবেন ? তোমরা বলো, আমাকে কি করতে হবে ।

ইসমাতারাঃ কিছু দিনের জন্য আপনারা ওই সদর দালানটা যদি একটু ব্যবহার করতে দেন ।

আলোঃ আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি স্কুল ঘরটা তৈরি করব।

নিশিকান্তঃ (হাসি) আচ্ছা তবে এই কথা ? তোমরা কি ভেবেছো এটা সরকারী দালান ? তোমাদের মনে রাখা উচিত ছিল, এটা আমার বাপ ঠাকুরদার সম্পত্তি মানে পৈতৃক সম্পত্তি। এ কোন খাস জমি দখল করা নয়। অনেক জমি তো খাস বলে আইন দেখিয়ে তোমরা দখল করেছো ।

আলোঃ জ্যাঠা বাবু ছোট ছোট শিশুরা ক'দিনের জন্য পড়াশোনা করবে আপনাদের দালানে ।
দেখবেন এর জন্য সবার কাছে আপনি অনেক মহৎ হয়ে উঠবেন।

নিশিকান্তঃ সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না । আমি দাতাকর্ণ নই ।

আলোঃ জ্যাঠাবাবু, গরীব অসহায় বাচ্চাগুলো এখন গাছের তলায় স্কুল করছে ক'দিন বাদেই বর্ষা নামবে । আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করুন ।

নিশিকান্তঃ তা বেশ তো, তুমি তো গরীব দরদী নেত্রী, তাদের মা । এবার তাদের বাচ্চাদের মা হয়ে যাও ।

আলোঃ জ্যাঠাবাবু আপনি কি বলতে চাইছেন?

মাধবঃ এমন কিছুই নয়, তোমার গ্রাম সেবার একটু প্রসংশা করছে মাত্র । বাঁদর বাচ্চারা যদি লেখাপড়া করে মানুষ বনে যায় তাহলে মানুষের বাচ্চারা কী করবে শুনি ।

ইসমাতারাঃ সারা জীবন তো শকুনের মতো এই বাঁদর বাচ্চাদের রক্ত চুষে এসেছেন, এবার একটু এদের পাশে দাঁড়িয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন ।

মাধবঃ কী বললি ? তোদের দেখছি অনেক বড় বড় কথা ফুটেছে ।

নিশিকান্তঃ শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে ।

মাধবঃ বরুণ মাষ্টার তোদের শিখিয়ে পড়িয়ে সাইজ করে দিয়েছে না ? বাহ বাহ ওই এখন বেন্দাবনের কেষ্ট ।

মদিনাঃ খবরদার মাষ্টার মহাশয়ের নামে বাজে কথা বলবেন না ।

মাধবঃ ও, বাবা পেরেম একেবারে উথলে উঠল দেখছি ।

আলোঃ মুখ সামলে কথা বলুন ।

মাধবঃ না, বললে কি করবে ?

আলোঃ কিছুদিন পরেই বুঝতে পারবেন ।

ভেরনিকাঃ চলো আলো । কয়লা হাজার ধুলেও তার ময়লা যাবে না । আর এই শকুনদের তুমি শুকসারি ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী কিছুই করতে পারবে না। এদের ভাগাড়ে জন্ম, চিরদিন ভাগাড়েই থাকবে ।

নিশিকান্ত ঃ (নিশিকান্ত হাত তোলে। চৈতালী প্রবেশ করে। বাবার হাতটা ধরে ফেলে) তোর এত বড় স্পর্ধা ।

চৈতালীঃ উহু বাবা হাত নামাও । হাত ওঠানোর দিন শেষ । বেশী শক্ত করতে গেলেই ভেঙ্গে যাবে। চলো আলোদি,ভেরনিকা মদিনা এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না । আমাদের সময়ের অনেক দাম আছে ।

মদিনাঃ চলো সবাই, আমরা সবাই মিলে শ্রম দিয়ে বাঁশ, খড় জোগাড় করে স্কুল ঘর তৈরী করব। চলো চলো ।

[মহিলা দলেরা প্রস্থান করে]

মাধবঃ হু - হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল ।

নিশিকান্তঃ কত দেখলাম কালে কালে বেড়াল মলো

নিশি ও মাধবঃ (হাতে হাত রেখে) হলুদ বনে । হা হা হা

(প্রস্থান)

(আলো নেভে) [আলো জ্বললে দেখা যাবে আলোর হাতে শঙ্খ, মেয়েদের লাইন দিয়ে প্রবেশ]

মদিনাঃ কিগো আলোদি আজ হঠাৎ শঙ্খ বাজিয়ে জরুরী তলব । কোন খারাপ খবর বুঝি ?

আলোঃ আচ্ছা মদিনা ভাবী, শুধু খারাপ খবর দিতেই আমরা জরুরী মিটিং ডাকব? ভালো কাজের জন্যও নয় কেন ?

ভেরনিকাঃ ভালো কাজটা কি একটু তাড়াতাড়ি বল আলো । বাড়িতে অনেক কাজ আছে ফেলে চলে এসেছি ।

আলোঃ আগামী পরশু ৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ।

কোরাসঃ তা আমরা কি করব ?

আলোঃ ওই দিনটাকে পালন করব ।

কোরাসঃ কি ভাবে ?

আলোঃ কাজ করে ।

চৈতালীঃ কাজটা কি খুলে বলো আলোদি ।

আলোঃ আচ্ছা আমাদের পাড়ায় মদের, সাট্টার কারবার রমরমিয়ে চলছে তাইনা? স্বামীরা মদ খেয়ে এসে স্ত্রীদের উপর অত্যাচার করছে । এগুলি যদি আমরা বন্ধ করে দিতে পারি কেমন হয় ?

সবাইঃ (ইসমাতারা ছাড়া) নিশচই পারি ।

ইসমাতারাঃ কিন্তু !

চৈতালীঃ কিন্তু কেন ইসমাতারা ?

ইসমাতারাঃ কিছু মনে করোনা চৈতালীদি তুমি জানো আর আমিও... আর সমস্ত গ্রামবাসীও জানে এই সবের মালিক কে ।

চৈতালীঃ আমার বাবা নিশিকান্ত ঘোষাল আর মাধব শকুন তাই তো ?

ইসমাতারাঃ তোমার বাবা যদি তোমার উপর কোন অত্যাচার করেন... তাই বলছিলাম কাজটা কি ঠিক হবে ?

চৈতালীঃ ছিঃ ইসমাতারা ছিঃ তোমার কাছ থেকে এই কথা আশা করি নি । আমাদের উপর অত্যাচার হবে সেই ভয়ে তোমরা ওই নোংরা লোক দুটোর সমস্ত অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করবে ? ওই নরকের কীটগুলোকে প্রশ্রয় দেবে ?না না ইসমাতারা এটা আমাদের প্রতি তোমাদের অন্ধ ভালোবাসা । আমরা তো আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে পারি না। এই তোমরা গ্রামকে ভালোবাসো?

ভেরনিকাঃ চৈতালী ।

চৈতালীঃ হোক নিশিকান্ত ঘোষাল আমার বাবা, আমি বলছি তোমরা তোমাদের সংসার বাঁচাতে, গ্রাম বাঁচাতে, সুস্থ গ্রাম গড়তে এগিয়ে এসো। ওই সব কালসাপের বিষদাঁত একটা একটা করে ভেঙে দাও। বুঝিয়ে দাও নাগিনীরাও ফণা তুলতে পারে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপহার দাও একটা সুস্থ সুন্দর সমাজ।

কোরাসঃ চৈতালী।

চৈতালীঃ কী মশাই এগিয়ে আসতে পারবো না ।

সবাইঃ হ্যাঁ, পারবো ।

চৈতালীঃ তাহলে শপথ নাও ।

সবাইঃ শপথ নিলাম ।

সবাই হাতে হাত মিলিয়ে শপথ নেয়।।

নেপথ্যেঃ (ও আলোর পথযাত্রী গানটা হয়। আলো নেভে)

চতুর্থ দৃশ্য

[মাধবের প্রবেশ]

মাধবঃ পলাশডাঙ্গার প্রধান ভেবেছেটা কি ?

[নিশিকান্তের প্রবেশ]

নিশিকান্তঃ কি ভাবেনি তাই বল মাধব ।

মাধবঃ এতবড় স্পর্ধা প্রধানের । আপনার কন্ট্রাক্টর থাকতে রাস্তার কাজ দিল কিনা স্বনির্ভর দলের মহিলা জোটেদের ।

[প্রধানের প্রবেশ]

প্রধানঃ ওরাই তো পাবার যোগ্য মাধব বাবু ।

নিশিকান্তঃ আর আমরা কি সব বানের জলে ভেসে এসেছি ।

প্রধানঃ ওরা করবে রাস্তা । আমাদের সেটা মেনে নিতে হবে । তাহলে তো আমাদের শাড়ী পড়তে হয় । না না এটা মেনে নেওয়া যায় না ।

প্রধানঃ মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই । স্বনির্ভর দলের জোটেরাই তো আগে গ্রাম উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে । কাঠামোর তো আমূল পরিবর্তন ঘটেছে । ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে ।

নিশিকান্তঃ নীতি কথা বলে আমাকে বশ করা যাবে না, শুনুন প্রধান সাহেব, মনে রাখবেন অর্থ যার ক্ষমতা তার । চিরদিন ক্ষমতা আমাদের হাতে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে । আচ্ছা যাদেরকে রাস্তা তৈরীর বরাত দিয়েছেন তারা ঠিক ঠিক পালন করতে পারছে তো ?

প্রধানঃ মানেটা ঠিক বুঝলাম না ।

মাধবঃ বুঝলেন না । মানে টাকাটা গায়েব করে দিচ্ছেন তো ।

প্রধানঃ মাধব বাবু (রেগে) জেনে শুনে কথাটা বলুন, কোন প্রমাণ আছে কি আপনার কাছে?

মাধবঃ এরজন্য কোন প্রমাণ লাগে না । একটু ভাবলেই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যায় ।

প্রধানঃ আপনি কি জানেন কাজ করার মজুরী হিসাবে দৈনিক ১০ কেজি চাল ও ২ টাকা বরাদ্দ করা ছিল । তারা তাদের মজুরীর টাকাটা না নিয়ে তাঁদের মহিলা জোটে জমা করেছে । চালের মধ্যে ১০ কেজি চাল থেকে বাকি ২ কেজি চাল জমা করেছে । অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের বিতরণ করার জন্য। আর মহিলা জোটেরা সপ্তাহে ১ ঘন্টা করে শ্রম দান করে ।

নিশিকান্তঃ কলিকালে এ সম্ভব । নিজেরা খেতে পায় না । আবার দাতাকর্ণ সেজেছে।

প্রধানঃ প্রশংসা না হয় নাই করলেন । কিন্তু তীরস্কার করার অধিকার আপনার নেই । নিশিকান্তবাবু ভাল কাজের মর্যাদা দিতে শিখুন ।

নিশিকান্তঃ তোমার কাছে কি শিষ্টাচার শিখতে হবে ?

প্রধানঃ না জানলে শিখে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ ।

নিশিকান্তঃ জনগণকে শেখান । যাদের ভোটে আপনারা জিতেছেন তাদেরকে শেখান। আমাকে শেখাতে আসবেন না ।

প্রধানঃ জনগণের মধ্যে আপনিও বাদ নয় ।

মাধবঃ আপনি কাকে কি বলছেন ? মনে রাখবেন উনি একজন প্রাক্তন প্রধান ।

প্রধানঃ সেটা আমার মনে আছে বলেই সহ্যের সীমা অতিক্রম করি নি । শুনুন নিশিকান্তবাবু মাধব বাবু, ওদের কাজে বাধা না দিয়ে সহযোগিতা করুন, দেখবেন এই গ্রামের চেহারাটাই পাল্টে যাবে, মনে রাখবেন যারা পিছিয়ে ছিল আজ তারা এগিয়ে এসেছে, দিন বদলের পালা শুরু হয়েছে, কি দিয়ে রুখবেন তাকে? তাই বলছিলাম সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গড়ে তুলুন এক স্বনির্ভর গ্রাম, যেখানে সবার স্বার্থ একই সুতোয় বাঁধা। সবাই আমরা একই নৌকার যাত্রী ।

(প্রস্থান)

নিশিকান্তঃ স্বপ্ন দেখছে মাধব । প্রধান স্বপ্ন দেখছে।

[পাগলের প্রবেশ]

পাগলঃ স্বপ্ন দেখার সাহস করো নিশিকান্ত, স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচে নাকি । স্বপ্ন ছাড়া কেমন করে গান গাইবে পাখি।

মাধবঃ পাগল থেকে তুই কবে সাহিত্যিক হলি রে ?

পাগলঃ হেঁয়ালী করছ মাধব। তোমরা তো কোন দিন স্বপ্ন দেখতে পারলে না, উল্টে মানুষের স্বপ্নগুলোকে দু'পায়ে ডলে পিশে শেষ করে দিয়েছ। পাষাণী অহল্যাদের দেখো, ওরা জেগে উঠেছে মুক্তির পথ দেখাচ্ছে ।

[হাতে প্রদীপ নিয়ে মহিলারা মঞ্চে ঢোকে সারি দিয়ে। মঞ্চে এসে একটা কোরিওগ্রাফি করে। নেপথ্যে গান]

গান

ওরে নতুন যুগের ভোরে
দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা

[নিশিকান্ত ও মাধব অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। আলো নেভে]

[রহমান ও চন্দনের প্রবেশ]

রহমানঃ না না না এই স্কুল তোমরা ঠিক করতে পারবে না ।

চন্দনঃ রহমান ভাই তুমি উন্নয়ন সমিতির সদস্য হয়ে এ কথা বলছ কেন ?

রহমান ঃ মহিলারা হুট হাট সিদ্ধান্ত নেবে আর আমরা ব্যাটাছেলেরা তা মেনে নেবো ?

সাগরঃ পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সবাই মিলে মহিলা দলকে দায়িত্ব দিয়েছে। তাই তাঁরা স্কুলটা ঠিক করছেন ।

রহমানঃ এই তোমরা বল আমাদের মধ্যে দলমত জাতপাতের বিভেদ থাকবে না... আমরা সব কিছুর উর্ধে... আমাদের স্বচ্ছতা দায়বদ্ধতা থাকবে... যত বড় বড় বুলি ।

চন্দনঃ হ্যাঁ, থাকবে । আছে।

রহমানঃ ঘোড়ার ডিম আছে । তাহলে আমিও তো সমিতির সদস্য, আমি কেন জানতে পারিনি?

সাগরঃ আচ্ছা তুমি গত মিটিং-এ উপস্থিত ছিলে ?

রহমানঃ আমি থাকলে এটা হতে দিতাম না ।

বরুণঃ কেন ?

রহমানঃ আজ স্কুল ঘর তৈরি করবে, কাল অন্য কাজ করবে, পরশু সমস্ত গ্রামের কাজের দায়িত্ব পাবে মেয়েরা।

বরুণঃ তাতে তোমার অসুবিধা কি আছে, রহমান ?

রহমানঃ এর পর মেয়েরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে । আর আমরা পুরুষেরা ওদের পায়ের তলায় থাকব ? সংসারে সমাজে মেয়েরা হবে মোড়ল তাই তো মাষ্টার মশাই ।

বরুণঃ ছিঃ রহমান ছিঃ, তোমার কাছ থেকে এই ধরণের মন্তব্য আশা করিনি । আমাদের দুর্ভাগ্য তোমাকে আমরা ঠিক বোঝাতে পারিনি ।

রহমানঃ এতে বোঝানোর মত কিছুই নেই তা বোঝাবে কি করে । আমরা সব অবুঝ আর দুদিন বাইরে বেরিয়ে মেয়েরাই যত বুঝদার... এই তো ?

বরুণঃ তুমি দেখতে পাওনা দিনের পর দিন বাচ্চারা গাছতলায় ক্লাস করছে, রোদে জলে ঝড়ে তাদের স্কুল বন্ধ থাকছে, এতে আগামী প্রজন্ম পিছিয়ে যাচ্ছে ।

রহমানঃ সেটা আমরা কি করব? কিন্তু এত বড় কাজ একা উন্নয়ন সমিতির দ্বারা কি সম্ভব ?

বরুণঃ হ্যাঁ, সম্ভব। আর সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছে আমাদের স্বনির্ভর দলের মেয়েরা। উন্নয়ন সমিতির মিটিং-এ স্কুলটির দায়িত্ব আমাদের উপর দিতে চাইলেন। কিন্তু আমরা পুরুষেরা নানা কাজের অজুহাতে কেটে পড়লাম কারণ পঞ্চায়েত দিচ্ছে মোট ১০ হাজার টাকা এত কম টাকা কাজ হাতে নিতে সাহস পেলাম না ।

চন্দনঃ কিন্তু মেয়েরা এগিয়ে এলো দায়িত্ব নিলো, বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাঁশ জোগাড় করল। কিছু চাঁদাও তুলেছে তারা ।

সাগরঃ সব চেয়ে বড় কথা সংসার সন্তান সামলেও স্বেচ্ছায় শ্রম দান করার অঙ্গীকার করেছে ওরা। তাই ওদের সঙ্গে আমরাও থেকে আমাদের অক্ষমতাকে ঢাকতে এসেছি রহমান ভাই।

বরুণঃ আচ্ছা রহমান । জীবন জীবিকার অজুহাতে আমরা যে কাজটি করতে পারিনি সংসারের

স্বার্থে ,সমাজের স্বার্থে ,আমাদের ঘরের মা বোনেরা যদি সেই কাজের দায়িত্ব নিয়ে করে সেটা কি খারাপ ? এই তো গত কয়েক দিন আগে ৮ই মার্চ মেয়েদের দল এলাকার সমস্ত মদের ঠেক ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে যে নজির সৃষ্টি করেছে... তুমি বলবে সেটা স্বেচ্ছাচারীতা? তোমার কাছে এই মেয়েদের মনের জোর ও ঐক্যশক্তির অপব্যাখ্যা শুনে আমার ভাবতে লজ্জা করছে যে তুমি আমাদের উন্নয়ন সমিতির সদস্য... ছিঃ রহমান ছিঃ ।

রহমানঃ (হাত জোড় করে) আমায় ক্ষমা কর মাষ্টারদা... আমি ঠিক এইভাবে ভাবিনি । আমাকে তোমাদের সাথে নাও, আমিও শ্রমদান করব । তোমাদের কাজে সহভাগী হবো । একটা বার সুযোগ দাও ।

[ইসমাতারা ও মদিনার প্রবেশ]

ইসমাতারাঃ ঠিক আছে আমাদের কিছু টালি কম পড়বে... মনে হচ্ছে ওটা...

রহমানঃ আমাকেই দিতে হবে তাই তো? আমি বর্তে গেলাম ।

মদিনাঃ এরপরেও তুমি শ্রম দান করবে ?

রহমানঃ নিশ্চয় বিবিজান... জান লড়িয়ে দেবো । ভালো কাজে সবার আগে আমি থাকব । মাথামোটা তো তাই একটু লেটে বুঝি ।

সবাইঃ (হেসে ওঠে মিউজিকের তালে তালে মাইমে কাজ করে, স্কুল ঘর তৈরি করে)

[আলো নেভে]

পঞ্চম দৃশ্য

[নিশিকান্ত, শঙ্কে আর মদনার প্রবেশ । নিশিকান্ত দ্রুত পায়চারী করবে, শঙ্কে আর মদনা পিছন পিছন ঘুরবে। বিট্টু ও মাধব বাইরে দাঁড়িয়ে শুনবে]

নিশিকান্তঃ এতবড় স্পর্ধা এ তো আমি ভাবতেও পারছি না । সাগর জেলের ছেলে, জামাই হবে ? আর আলো রতন পোদের মেয়ে, আমার ছেলের বউ হবে ? আমার চন্দন তো চাঁদ । চাঁদের সাথে পোদের মিলন । হা হা হা এ সোনার পাথর বাটি... দু’পাতা লেখাপড়া শিখে মাথা কিনে নিয়েছে । শঙ্কে ঐ জেলের ব্যাটা কী হয়েছে বললি ?

শঙ্কেঃ আজ্ঞে বাবু উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক ।

নিশিকান্তঃ বাঁদর - শালা বাঁদরটাকে কি করে নাচাই দেখ । আর ঐ ছুঁড়িটা -

মদিনাঃ আজ্ঞে স্বনির্ভর দলের নেত্রী ।

নিশিকান্তঃ পিন্ডি - কি করে চটকে দিই দেখ । কী ভেবেছে স্বনির্ভর গ্রুপ, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি...

ওরাই গ্রামবাসীকে উসকে দিয়ে আমার পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে । আমি সমুদ্রে বিচরণ করতাম এখন কুয়োয় এনে ফেলেছে। আবার আমার সংসারেও হাত দিয়েছে, আমার বৌ, ছেলে মেয়েকে বশ করেছে, আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

বিট্টুঃ আদেশ করুন কাকাবাবু ওদের চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিই ।

নিশিকান্তঃ ঘুম পাড়ানো যাবে না বিট্টু । নিচের তলার মানুষগুলি জেগে উঠেছে । আবার থানায় নতুন ও.সি এসেছে । ওদেরকেই সাপোর্ট করে । শুনেছি তিনি আবার ঘুষ খান না ।

বিট্টুঃ কমলেশ ব্যানার্জী ঠিক আছে আমার উপর ছেড়ে দিন । সাগরকে শুধু একটু কড়কে দেব । আর আলো রতন পোদের বিধবা বৌ-এর একমাত্র মেয়ে... মা বেটিতে থাকে । রাতের অন্ধকারে একটু ডলে দিয়ে আসব ।

নিশিকান্তঃ দেখো যেন কাকপক্ষীতেও টের না পায় ।

মাধবঃ তুমি বিট্টুর উপর ভরসা করতে পারো । ছেলে আমার কাঁকড়াবিছা... ধরলে বিষ ঢালবেই। হেঁ হেঁ হেঁ... আয় খোকা... চলি বেয়াই ।

প্রস্থান

বিট্টুঃ বাই বাই কাকাবাবু ....

(প্রস্থান)

[হাঁপাতে হাঁপাতে শঙ্কের প্রবেশ,মদনার প্রবেশ]

শঙ্কেঃ বাবু সর্বনাশ হয়ে গেছে ।

নিশিকান্তঃ কী হয়েছে তাই বল শঙ্কে ।

শঙ্কেঃ চুল্লুর ঠেক প্রয়াস মহিলা দল ভেঙে দিয়েছে ।

মদনাঃ আর ছাতিম তলার ৫ টা ঠেকই ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো করে দিয়েছে সারদা মাইয়াদের গ্রুপ ।

নিশিকান্তঃ ওই আলোটাকে...

জগ্গুর প্রবেশ

জগ্গুঃ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে হবে ।

নিশিকান্তঃ শুভস্য শীঘ্রম । শঙ্কে, মদনা তোমাকে সহযোগিতা করবে ।

জগ্গুঃ ঠিক হ্যায়... কুনো চিন্তা নেই কাম হইয়ে যাবে । খালি আমার হাতটা একটু ভারী করে দেবেন ।

নিশিকান্তঃ কাজ হয়ে গেলেই তোমার পেমেন্ট তোমার কাছে চলে যাবে ।

জগ্গুঃ চলি সাহেব । চলো শঙ্কে আর মদনা ।

শঙ্কে,মদনা ও জগ্গুর প্রস্থান

নিশিকান্তঃ সকাল হলেই গাঁয়ের লোক আলো দেখতে পাবে না... দেখবে আঁধার ।

মীনাক্ষীর প্রবেশ

মীনাক্ষীঃ না না... সকাল হলে এই গাঁয়ের মানুষ দেখবে আলো । তোমাদের সমস্ত কথাই আমি শুনে ফেলেছি ।
নিশিকান্তঃ (চমকে)মীনাক্ষী তুমি ?
মীনাক্ষীঃ হ্যাঁ, আমিও স্বনির্ভর দলের নীরব সদস্যা ।
নিশিকান্তঃ কী বললে ?
মীনাক্ষীঃ ঠিকই বলছি... তোমার জীবনে সন্ধ্যা এসে গেছে নিশিকান্ত ঘোষাল । রাত্রি আসতেও আর বেশি দেরি নেই । সারাদিন ধরে ফুঁ দিয়েও আলো নেভাতে পারবে না ।
নিশিকান্তঃ মীনাক্ষী (হুংকার দিয়ে)...
মীনাক্ষীঃ হুংকার দিও না । দেখছ না এই পলাশডাঙ্গার সূর্য্যটা এই মূহুর্তে ঠিক মাঝ গগনে দাউ দাউ করে জ্বলছে । এই দাবানলের জ্বলন্ত লেলিহানশিখাকে তুমি ও তোমার গুটি কয়েক চামচে ফুঁ দিয়ে নেভাবে কেমন করে !
নিশিকান্তঃ জল ঢেলে... দরকার হলে বরফের পাহাড় চাপা দিয়ে... ।
মীনাক্ষীঃ হা হা হা যতই জল ঢালো ততই সেগুলি কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেলের রূপ ধারণ করে দ্বিগুণভাবে জ্বলবে । তার আগুন থেকে তুমি রেহাই পাবে না । আর শোনো আমি বেঁচে থাকতে আলোর এত বড় সর্বনাশ করতে দেবো না । তোমার সমস্ত পরিকল্পনা আমি ওদের এক্ষুনি জানিয়ে দেবো । (যেতে যাবে)
নিশিকান্তঃ (চুল ধরে নেড়ে) তা আর বোধ হয় হল না কালনাগিনী ।
মীনাক্ষীঃ ছাড়ো ছাড়ো বলছি ।
নিশিকান্তঃ দুধ কলা দিয়ে এত বছর কালসাপ পুষেছি ছাড়ব বলে? অন্ধকার ঘরেই হবে তোর জীবন । ধুঁকে ধুঁকে তুই মরবি। (টানতে টানতে নিয়ে যেতে চায়)
মিনাক্ষীঃ বাঁচাও... কে আছো বাঁচাও... ।

নিশিকান্তঃ এখানে উন্নয়ন সমিতি, স্বনির্ভর গ্রুপ কেউ নেই,কাকে খবর দেবে? সাংবাদিক? চল চল...

(প্রস্থান)

শেষ পর্ব

[সন্ধ্যা হয়ে যাবে। চৈতালী আর চন্দনের প্রবেশ]

চৈতালীঃ আমার খুব ভয় করছে রে দাদা ।

চন্দনঃ শুধু শুধু তুই ভয় পাচ্ছিস । স্কুল ঘর তৈরি তো ভালোয় ভালোয় মিটে গেল ।

চৈতালীঃ নারে শুধু শুধু নয়, আমি মার জন্য ভয় পাচ্ছি ।

চন্দনঃ হ্যাঁরে, মা হঠাৎ আজই কাশী চলে গেছেন । আমাদের তো কিছু বলে গেল না । আমার তো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না ।

চৈতালীঃ আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না । বাবা নিশ্চয় আমাদের কাছে কিছু লুকোচ্ছেন । দাদা, মায়ের মনে হচ্ছে খুব বিপদ (কাঁদে)

চন্দনঃ কাঁদিস না বোন । আচ্ছা তুই কি কোন ক্লু পেলি?

চৈতালীঃ পুরোনো ভাঁড়ার ঘর থেকে আমি গোঙানির আওয়াজ পেয়েছি ।

চন্দনঃ ঠিক শুনেছিস বোন?

চৈতালীঃ হ্যাঁ, দাদা আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম... গোঙানির আওয়াজটা ওই ভাঁড়ার ঘর থেকে আসছে । আমি ঘরের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু জানালা ভিতর থেকে বন্ধ , আর দরজায় বড় তালা। বাবা ছুটে এসে বললেন, ও কিছু না বোধ হয় বিড়াল আটকা পড়েছে । ওটা পচা দেখে নেবে, তুমি তোমার কাজে যাও মামণি ।

চন্দনঃ তারপর ।

চৈতালীঃ তারপর মায়ের নামে ইনিয়ে বিনিয়ে কত কথা । মা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে গেছে । যাওয়াটা উচিৎ হয়নি ইত্যাদি ।

চন্দনঃ নিশ্চয় বাবা একটা নতুন চাল চেলেছে । আর সে হয়তো খুব ভয়ঙ্কর, মা হয়তো কোন কথা জেনে ফেলেছিল । কারা মনে হয় এদিকে আসছে... চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকি ।

[শঙ্কে ,মদনা ও জগ্গুর প্রবেশ]

শঙ্কেঃ ওই তো চন্দন দাদাবাবু আর আলো দিদিমণি ।

মদনাঃ অন্ধকারে পেরেম নিবেদন করতাছে ।

জগ্গুঃ ঠিক হ্যায় ... ইয়া... (একটা কিছু ছুঁড়ে দেবে, তারপর দৌড়ে চলে যাবে)

চৈতালীঃ আ; দাদা (চিৎকার করে ওঠে)

চন্দনঃ কী হয়েছে চৈতালী ?

মদনাঃ খাইছে... আমাগো দিদিমণি চৈতালী ।

চৈতালীঃ আঃ দাদা জ্বলে যাচ্ছে... আমার মুখ গলা সব জ্বলে যাচ্ছে... কে কি ছুঁড়ে মেরেছে । উহু অসহ্য জ্বালা... দাদা তুই আমাকে বাঁচা, দাদা । আমার যে বাঁচতে বড় শখ রে ... আমি যে বাঁচতে চাই ।

[শঙ্কে ছুটে চলে যায়]

চন্দনঃ তুই বাঁচবি বোন । একটু শান্ত হ । আমি সবাইকে ডাকছি । কে কোথায় আছো? বাঁচাও... বাঁচাও... । আমার বোনকে বাঁচাও... ।

[আলো ও সাগরের প্রবেশ]

সাগরঃ কই কোথায় কী হয়েছে । চোর চোর... ধর ধর... এই তো ওই দিকে, ধরেছি। (মদনাকে ধরে ফেলে)

আলোঃ কী হয়েছে ? একি চন্দন চৈতালী কি হয়েছে বোন? মুখটা এমন হয়ে গেছে কেন ?

চন্দনঃ কারা যেন চৈতালীর মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছে ।

আলোঃ তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে গেছে... দেখি দেখি ।

সাগরঃ এই ব্যাটা মদনাই অ্যাসিড মেরে পালাচ্ছিল, মেরে ফেল শালাকে ।

মদনাঃ (হাত জোড় করে) আমায় ক্ষমা কর । আমারে তোমরা পেরানে মেরো না । আমি দিদিমণির মুহে অ্যাসিড মারি নাই । জগ্গু মস্তান দিছে । বিশ্বাস করুন আমি মারি নি ।

কোরাসঃ তোদের বিশ্বাস নেই, মার শালাকে । (দু এক ঘা পড়বে)

চন্দনঃ (হাত উঁচু করে) থাম ।

মদনাঃ দাদাবাবু আমি সব কইব । আমারে বাঁচাও ।

চন্দনঃ মদন কাকা এখানে তুমি কি করছিলে ?

মদনাঃ কর্তাবাবু পাঠিয়েছিল আলো দিদিমণিকে চিনায় দিতে । তাই আমি আর শঙ্কে তুমার লগে মাইয়ে গল্প করতাছে দেইখ্যা আলো দিদিমণি ভাইব্যা চৈতালীরে দেখাই দিদি । চৈতালী দিদিমণির সর্বনাশে আমিও ছিলাম । তোমরা আমাকে শাস্তি দাও। পেটের লগে এই নোংরা কাম করছি (কাঁদে)

চৈতালীঃ না আমি আর বাঁচতে চাই না । শেষ পর্যন্ত বাবা... ।

[নিশিকান্তের প্রবেশ]

নিশিকান্তঃ কোথায় আমার মামণি ?

চন্দনঃ ছোঁবে না । একদম ওকে স্পর্শ করবে না তুমি ।

আলোঃ শান্ত হও চন্দন, উনি তোমার বাবা ।

নিশিকান্তঃ মা আলো, ওকে একটু বুঝিয়ে বল মা, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি । আমি অনেক পাপ করেছি । আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও মা । তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা কর ।

চৈতালীঃ না আলোদি, ওই নোংরা লোকটার কথায় তোমরা গলে যেওনা। ওই লোকটা তোমার মুখটা পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ।

নিশিকান্তঃ হ্যাঁ, মা আমি আলোকে অন্ধকার করতে গিয়ে আমার বংশের মুখ পুড়িয়ে ফেলেছি । তোমরা আমাকে শাস্তি দাও ।

[উদভ্রান্তের মতো মীনাক্ষীর প্রবেশ]

মীনাক্ষীঃ তোমাকে শাস্তি দেবো আমি নিশিকান্ত ঘোষাল ।

নিশিকান্তঃ মীনাক্ষী তুমি !

চন্দনঃ মা, তুমি কোথায় ছিলে ?

মীনাক্ষীঃ আলোর সর্বনাশ করবে সেই ফন্দি আমি শুনে ফেলি... তাই সবাইকে সাবধান করে দিতে যাচ্ছিলাম । আর ওই শয়তান আমাকে মুখ বন্ধ করে হাত বেঁধে ভাঁড়ার ঘরে আটকে রেখেছিল ।

চৈতালীঃ মা...

সাগরঃ চৈতালী তোমার কিছু হয় নি ।

চৈতালীঃ আমার সব শেষ হয়ে গেছে সাগর ।

সাগরঃ তোমার কিছুই শেষ হয় নি... এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাব। রহমান ভাই গাড়ি আনতে গেছে । আমরা নতুন করে ঘর বাঁধব চৈতালী ।

চৈতালীঃ তুমি আমায় ক্ষমা কর সাগর আমি এই পোড়া মুখ নিয়ে তোমার ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখাতে পারব না । তুমি আমার মাকে উদ্ধার করেছ তার জন্য ধন্যবাদ, তুমি চলে যাও । সাগর,সারা জীবন তোমার করুণার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকতে চাইনা ।

রহমানঃ গাড়ি এসে গেছে । চলো চৈতালী ।

সাগরঃ চৈতালী...

চন্দনঃ আচ্ছা (দর্শকদের) তোমরা কেউ কখনো শুনেছো ... স্বামী তার স্ত্রীকে বন্দী করে, বাপ তার মেয়ের মুখটাকে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে মারে । শয়তান তোর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই ।

[ছুটে বাবার গলা টিপে ধরে]

[সাগর, আলো সবাই ছুটে যায় বাধা দেয়]

আলোঃ ছাড়ো ছাড়ো... চন্দন তুমি একি করছো?

[ধ্বস্তাধ্বস্তি হতে থাকে]

মীনাক্ষীঃ (কেঁদে) দে দে শেষ করে দে চন্দন । আমার এই সিঁথিটা সাদা করেছে। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো ।

[কমলেশ ব্যানার্জ্জীর প্রবেশ]

কমলেশঃ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না । নিশিকান্তবাবু ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট ।

নিশিকান্তঃ আমাকে নিয়ে চলুন দারোগাবাবু । শুধু যাওয়ার আগে কিছু কথা বলে যেতে চাই ।

কমলেশঃ একটু তাড়াতাড়ি করবেন ।

নিশিকান্তঃ মীনাক্ষী তোমার মা বগলাকালী নিশ্চয় জাগ্রত, আমাকে ভালো করার জন্য তুমি সারা জীবন ওনার সেবা করেছ । তুমি আজ তার ফল পেয়ে গেলে হাতে নাতে । আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি চন্দন, আলো, চৈতালী, সাগরের মধ্যে ভাগ করে দেব । এবার তোরা ঠিক করবি সদরে স্কুল করবি আর কোনটা গ্রাম উন্নয়নের জন্য ব্যবহার হবে । আর কোনটা স্বনির্ভরদল চাষ করবে আলো, সাগর ।

আলোঃ বলুন জ্যাঠাবাবু ।

নিশিকান্তঃ আমি তোমাদের হাতে আমার চৈতালী চন্দনকে দিয়ে গেলাম । তোমরা ওদের গ্রহণ করে আমাকে ক্ষমা করো । উন্নয়ন সমিতি আর মহিলা দল রক্ষণাবেক্ষণ করবেন । আমার সম্পত্তি আর আমার মীনাক্ষীকে, কারণ আপনারা যে আমার মিনাক্ষীর ভগবান ।

মীনাক্ষীঃ তুমি (কাঁদে)।

নিশিকান্তঃ কেঁদো না মীনাক্ষী, আমি তো প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছি... আমি আদালতে আমার কুকর্মের কথা স্বীকার করব এবং আদালতের কাছে এমন শাস্তি প্রার্থনা করব যা দৃষ্টান্ত হয়ে

থাকবে । পৃথিবীর কোন মানুষ যেন আর আমার মতো লোভী নিষ্ঠুর হিংস্র হওয়ার সাহস না পায় । আমার হাতে হাত কড়া লাগান দারোগা বাবু ।

[দুই কনস্টেবল হাতকড়া লাগালো]

মীনাক্ষীঃ ওগো আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব ।
কোরাসঃ আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করব ।
কমলেশঃ চলুন ।
নিশিকান্তঃ হ্যাঁ, চলুন ।
মীনাক্ষীঃ ঠাকুর আমার চৈতালীকে ফিরিয়ে দাও । আমাকে ভিক্ষা দাও ।

[পাগলের প্রবেশ]

পাগলঃ ওঠো মা, ভিক্ষা নয়... আমরা সবাই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার পেয়েছি । তোমার চৈতালী সুস্থ হয়ে ফিরে আসছে ।
মীনাক্ষীঃ কই আমার চৈতালী .... চৈতালী

চৈতালী ও সাগরের প্রবেশ

চৈতালীঃ (দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরবে । চোখে অশ্রু) মা.....
মীনাক্ষীঃ (চৈতালীর পোড়া মুখের দিকে তাকিয়ে) আ - হা না... না আমি আর দেখতে চাই না ।
সাগরঃ মা, শান্ত হও ।
মীনাক্ষীঃ সাগর একি হলো বাবা । তুমি ওকে -
সাগরঃ গ্রহণ করবো মা ।
মীনাক্ষীঃ সাগর ।
সাগরঃ হ্যাঁ, মা । আপনি আমাদের আশির্বাদ করুন মা । (পায়ে নমস্কার করতে যায়)
মীনাক্ষীঃ পায়ে নয় বুকে এসো তাই তো তুমি সাগর । (আলোর দিকে ফিরে) আয় হতভাগী, দেখছিস কি আমার বুকটাকে আলোয় ভরিয়ে দে, স্বনির্ভর দলের মেয়েরা কই উলু দাও শাঁখ বাজাও । (নেপথ্যে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি)
মদিনাঃ চৈতালী তোমার সাগরের সীমানা কোথায় ?
চৈতালীওসাগরঃ এই পলাশডাঙ্গার ঘরে ঘরে... তোমাদের সবার মনের কোণে ।

[মদনার প্রবেশ]

মদনাঃ গিন্নী মা, কর্তাবাবুর ফাঁসি হয় নাই । ১০ বছর জেল হয়েছে ।

[খাতা হাতে লেখকের প্রবেশ]

লেখকঃ শেষ হয়ে আসছে
অত্যাচারের বিভীষিকা
যারা পড়েছিল পায়ের তলায়
দেখ তারা আজ ওপরে উঠে এসেছে
কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পতন হয়েছে ।
বধূ মাতারা আজ স্বনির্ভর

পাগলঃ অহল্যাদের ঘুম ভেঙে গেছে .....

(সবাই মিলে "আমরা করব জয়" এই গানটা করবে। আস্তে আস্তে আলো নিভবে)

- সমাপ্ত -

চপলার সংসার

(পুতুল নাটক)

প্রথম দৃশ্য

স্বামীঃ নমস্কার নমস্কার, দাদাদের জানাই নমস্কার, শুরু করছি চপলার সংসার।

চপলাঃ নমস্কার নমস্কার, দিদিদের জানাই নমস্কার।

সানুঃ নম্‌তকাল নম্‌তকাল বলো বলো ভাই বোনে দেল নম্‌তকাল আল সোতো সোতো ভাই বোনে দেল দবল দবল পেন্নাম দবল দবল পেন্নাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সানুঃ এ্যাঁ এ্যাঁ আমি ভাত খাব... আমাল ভাত দাও।

চপলাঃ এখন ভাত কোথায় পাবো মা ?

সানুঃ আমি দানিনে আমার খিদে পেয়েছে মা, আমাকে নুন দিয়ে দুতো ভাত দাও।

চপলাঃ তোর বাবা বাড়ী আসবে চাল নিয়ে, তখন ভাত রান্না করে তোকে ডাকব। তুই এখন ঘুমো বাবা।

সানুঃ আমাল ঘুম আসছে না মা, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে এ্যাঁ এ্যাঁ। তুমিরোজ রোজ মিথ্যা কথা বলে ঘুম পাড়াও তারপর আর ডাকো না।

চপলাঃ কাঁদে না মা সোনা মা আমার ঘুমো আমি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

সানুঃ বাবা এলে ভাত হলে ডাকবে তো ?

চপলাঃ ভাত হলে ঠিক ডাকব মা তোকে আগে খাইয়ে আমি খাব। ঘুমো মা।

সানুঃ ওঁ------ওঁ------

চপলাঃ আয় আয় চাঁদ মামা টি দিয়ে যা। (কাঁদবে) ঠাকুর আর তক কষ্ট দেবে ঠাকুর। একটা বাচ্ছা তাও কোন দিন পেট ভরে খেতে দিতে পারি না।

স্বামীঃ (মদ খেয়ে) এই চপলা দরজা খোল, খোল শালি / দেখি জানলা দিয়ে, ও মেয়ে নিয়ে সোহাগ হচ্ছে ? দরজা খোল শালি।

চপলাঃ মেয়েটা আমার খিদের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছে। চাল না নিয়ে মদ গিলে এসেছো লজ্জা করে না তোমার ?

স্বামীঃ এই বেশী রঙ নিবি না শালি, টুটি টিপে দেবো।

চপলাঃ চল সানু, যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাবো এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত নয়। ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই। চল চল।

স্বামীঃ একি চলে যাচ্ছে যে চপলা যাসনি চপলা শোন আর তোকে মারব না / এই মেয়ে গা ছুঁয়ে বললুম।

চপলাঃ ছাড়... অনেক বার তুমি মেয়ের গা ছুঁয়ে বলেছ ,তারপর আবার যা-তাই।

স্বামীঃ আজ আমি কী শুধু মদ খেয়ে ফিরিছি একটা ভাল খবরও এনিছি। শোন শোন না এই...।

চপলাঃ ঢং না করে বল।

স্বামীঃ শোন তাহলি। মদের ঠেকে বসে মদ খাচ্ছি আর এক দল তা ২০-২৫ জন বৌ মেয়েরা মিলে

মদের ঠেকে এসে ভেঙ্গেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দিলে, আর বললে আর কোন দিন এখানে মদ বিক্রি করলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবো আর যারা খাবে তাদেরও ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে

চপলাঃ তারপর তারপর ?

স্বামীঃ তারপর আমি ভাবলুম। বাপের জন্মেও তো শুনিনি মেয়েরা দল বেঁধে মদের ঠেক ভাঙে এরা কারা ? খোঁজ নিলুম পেয়েও গেলুম।

চপলাঃ ওরা কারা গো ?

স্বামীঃ ওরা মহিলা গ্রুপের মেয়েরা

চপলাঃ সে আবার কি জিনিস ?

স্বামীঃ গ্রামে গ্রামে গ্রামসংসদ কি সব হচ্ছে না ? ওরা পাড়ায় পাড়ায় আবার মহিলাদের নিয়ে দল করছে। ঐ সব মহিলারা এক জায়গায় বসে পয়সা জমায়। তার থেকে ধার নেয়। লোন নেয়। ছোটোখাটো ব্যবসা করে সংসারের আয় বাড়ায়। ওদের সংসারের সমস্যা, পাড়ার সমস্যা ওরা নিজেরাই সমাধান করে। ওরা দল বেঁধে আরো অনেক ভালো ভালো কাজ করে। ঐ যে বললুম না মদের ঠেকটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল না , এই রকম আর কি। তাই বলছিলুম তুই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ কর।

চপলাঃ তুমি বলছ ?

স্বামীঃ হ্যাঁ রে তুইও ওদের সঙ্গে মিশে ওরা কিভাবে দল করেছে শিখে নে। তারপর আমাদের পাড়ার মেয়েদের নিয়ে একটা দল কর। পয়সা জমা কর। সংসারের আয় বাড়াবি। আরো আমাদের পাড়ায় যে সমস্ত সমস্যা আছে তোরা দল বেঁধে সমাধান করবি। আমরা এই যেয়াট ছেলেরা তোদের পেছনে আছি। দেখ সংসারে যদি অভাব না থাকে তাহলে আমি আর কোন দিন মদ খাব না। এই তোর গা ....

চপলাঃ থাক আর গা ছুঁতে হবে না। আমি কাল সকালেই যাবো। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। সব শিখে নেব। মহিলাদের নিয়ে দল গড়বো। পয়সা জমা করবো। তার থেকে লোন নেব। তুমি আর আমি মিলে মুড়ির ব্যবসা করবো। তখন মেয়েটাকে পেট ভরে খেতে দিতে পারবো। আমাদের সংসারে আর অভাব থাকবে না গো। ঘুমাবে চল অনেক রাত হল চল চল।

(প্রস্থান)

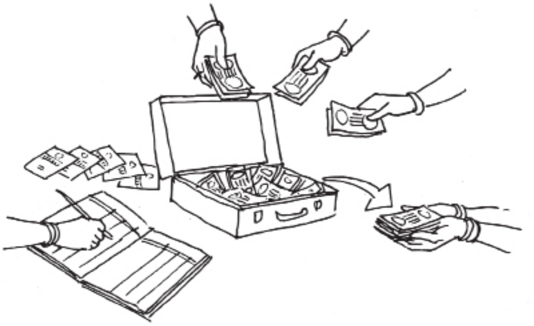

গান

ও পাড়ায় ঠাকুর থানে
মেয়েরা মিটিং করে
২০ জন মেয়ে মিলে
পয়সা জড়ো করে
জড়ো টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেয় দেয় গো-----
টাকুর বৌ চপলা
গ্রুপের সদস্যা
লোন পেয়ে দুজনা
করিছে ব্যবসা
চপলা নূপুর পায়ে
ঝুন ঝুন ----- যায়
যায় গো -----
জমা টাকা ------

স্বামীঃ চপলা ও চপলা মালগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে এস হাটের বেলা হয়ে গেল।

চপলাঃ যাই।

স্বামীঃ দাও মাথায় তুলে দাও।

কোরাসঃ এই-----এই-----হ্যাঁ। (তুলে দেয়)

চপলাঃ সাবধানে যেও দূগ্‌গা দূগ্‌গা। সানু ভাত খাবি আয়। দেখো কাণ্ড ঘরে যখন চাল ছিলো না মেয়েটা আমার শুধু নুন দিয়ে ভাত খাবার জন্য কত কাঁদত। এখন ঘরে ভাত হয়েছে মেয়ের আমার খাবারই হুঁশ নেই।

সানুঃ মা আমাল ডকেছ

চপলাঃ হ্যাঁ

সানুঃ কি বলছ বল

চপলাঃ ভাত খাবি না ?

সানুঃ কি লান্না কলেছ ?

চপলাঃ ডাল, শাক ভাজা মাছের ঝাল

সানুঃ আমি শুধু দুধ আল গুল দিয়ে ভাত খাব।

চপলাঃ তাই খাবি সোনা তুই তাই খাবি। দেখলেন তো আপনারা আমার মেয়ের এখন কত বাছুনি হয়েছে। মা লক্ষ্মীর দয়ায় আমার সন্তান এখন দুধে ভাতেই আছে। আপনারা আপনাদের সন্তান দুধে ভাতে রাখতে চান না ? তাই সব মায়েদের বলছি। আপনারা মহিলা স্ব-নির্ভর গ্রুপ তৈরি করুন। পয়সা জমান তার থেকে লোন নিন কিছু একটা করে সংসারের আয় বাড়ান। আপনার সন্তানকেও দুধে ভাতে রাখতে চান তো ?

গান

শোন শোন মা জননী
শোন না শোন না
শোন শোন মা জননী গো
দুধে ভাতে রাখতে চাও তোমার ছোট শিশুর
এখন থেকে মা গো হও গো সাবধান ও ।।
শোন ---------- গো -------
মহিলা গ্রুপে নাম লিখিয়ে পয়সা জমা করো না
আহা পয়সা জমা করো না
লোন নিয়ে পর কিছু করে সংসারের আয় বাড়াও না
লোনের টাকা শোধ দিলে ঠিক
আবার লোন পাবো গো

স্বামীঃ চপলা ও চপলা।

চপলাঃ আসছি, হ্যাঁ, দাও ----- দাও হ্যাঁ (ঝুড়িটা নিল)

স্বামীঃ আজ মুড়ি বেচে ১০০ টাকা লাভ করেছি। তোমাদের আজ মিটিং আছে না।

চপলাঃ হ্যাঁ গো আজ তো মিটিং-এর দিন

স্বামীঃ ৫০ টাকা নিয়ে জমা দিয়ে দিও

চপলাঃ হ্যাঁ গো জমা তো দেবই। আচ্ছা তাড়াতাড়ি ওই লোনটা যদি শোধ করে দিতে পারি আরো বেশী টাকা লোন পাবো। কারবারটা আমরা আরো বড় করব।

স্বামীঃ আরো বেশি দোকান ধরব। আমি একটা ভ্যান কিনবো। এই মুড়ি হাটে নিয়ে যাবার জন্য হাট থেকে চাল কিনে আনার জন্য। অনেক বেশি বেশি চাল কিনব তুমি মুড়ি ভেজে দেবে। ভ্যান ভর্তি করে আমি মুড়ি নিয়ে হাটে যাব। অনেক বড় মুড়ি কারবারি হব আমরা।

চপলাঃ আর আমি মুড়ি ভাজার জন্য। দুজন লোক নেব অনেক অনেক মুড়ি ভাজব।

সানুঃ বাবা, আমাল দন্য হাত থেকে কি এনেয

স্বামীঃ এই নে বিস্কুটের প্যাকেট। আর ডাঁসা পেয়ারা হাঃ হাঃ হাঃ

সানুঃ আমাল বাবা, মা কত ভালো

গান

কোরাসঃ

তুমি আমি মেয়ে

তিন জনেতে মিলে

আমাদেরই সংসার গড়ব তিলে তিলে

স্বামীঃ নমস্কার --- নমস্কার শেষ করলাম চপলার সংসার

চপলাঃ নমস্কার --- নমস্কার শেষ করলাম চপলার সংসার

সানুঃ নমতকাল --- নমতকাল ছেচ করলাম চপলার থংথার।

লা------লা------লা------সুরে শেষ হবে।

আকাশী

পুতুল নাটক

প্রথম দৃশ্য

(বিজয় মিছিলের সামনে ফুলের মালা গলায় আকাশী সবাইকে নমস্কার করতে করতে এগিয়ে চলেছে)

সূত্রধরঃ এবার ভোটে জিতলো কে ?
কোরাসঃ আকাশী ছাড়া আবার কে ।
সূত্রধরঃ আকাশী আমাদের ঘরের মেয়ে ।
কোরাসঃ ভোট দিয়েছি হেসে খেলে ।
সূত্রধরঃ আমাদের সদস্যা হলো কে ?
কোরাসঃ আকাশী ছাড়া আবার কে ।

(বলতে বলতে সবার প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছেলেঃ মা ও মা... মাগো...
আকাশীঃ কে ? কে রে? ও ছোট খোকা ?
ছেলেঃ মা আমি।
আকাশীঃ হঠাৎ? এত মা মাগো বলে ডাকছিস কেন রে ?
ছেলেঃ না এমনি।
আকাশীঃ - ও - (চলে যেতে যাবে)
ছেলেঃ মা শোনো...
আকাশীঃ (ঘুরে দাঁড়িয়ে) বল, কি বলবি?
ছেলেঃ তুমি তো নতুন সদস্যা হয়েছো... ।
আকাশীঃ হ্যাঁ হয়েছি - তাতে কি হলো?
ছেলেঃ না মানে তুমি যদি একটু লোনের ব্যবস্থা করে দাও...
আকাশীঃ অসম্ভব।
ছেলেঃ মা আমার বড়ো অভাব... তোমার নাতি নাতনিরা না খেয়ে মরে যাবে...
আকাশীঃ ও আজ তোর ছেলে মেয়ের দোহাই দিয়ে আমার কাছে সুযোগ নিতে এসেছিস আমি সদস্যা হয়েছি বলে না?
ছেলেঃ মাগো রাগ করো না।
আকাশীঃ কোন দিন তুই মায়ের খোঁজ নিয়েছিস,না মাকে খেতে পড়তে দিয়েছিস বল... ।
ছেলেঃ খুব অন্যায় করেছি ক্ষমা করো মাগো... ।
আকাশীঃ যা বেরো বেরো এখান থেকে ।

(আকাশী কাঁদতে থাকে... ছেলে চলে যায়)

আকাশীঃ এ আমি কি করলাম? ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলাম? আমি কেন এত নিষ্ঠুর হয়ে গেলাম? অন্য ছেলেরা তো আমাকে খেতে পরতে দেয়... একজন নাইবা দিল, তবু তো আমি মা । না না আমি এটা ঠিক করিনি । আমি ওর সমস্যার কথা শুনব নিশ্চয় শুনব আর তা সমাধান করারও চেষ্টা করব। আজ পঞ্চায়েতে আলোচনা হচ্ছিল... সব গ্রাম উন্নয়ন সমিতি আর স্বনির্ভর গ্রুপকেও সেটা না কি ভালোভাবে ভাবতে হবে ।

বুড়োঃ আকাশী মা, বাড়ী আছো ?

আকাশীঃ কে? ও খুড়ো, তা কি মনে করে?

বুড়োঃ মা আকাশী, আমাদের পাড়ায় খাওয়ার জলের খুব কষ্ট। তুমি একটু দেখো মা।

আকাশীঃ কেন আমি দেখব কেন ?

বুড়োঃ তুমি তো আমাদের সদস্যা। এখন থেকে আমাদের ভাল মন্দ তো তুমিই দেখবে মা।

আকাশীঃ না খুড়ো, তোমাদের পাড়ার জন্য তুমি আমার কাছে আর কোনও দিন আসবে না।

বুড়োঃ কেন রে মা?

আকাশীঃ তোমাদের পাড়ায় তোমরা এক চেটিয়ে ওদের ভোট দিয়েছ... আমাকে দাওনি।

বুড়োঃ তুমি কি করে জিতলে মা?

আকাশীঃ মন্ডল পাড়া মুসলমান পাড়া জিতিয়েছে, তোমরা দাস পাড়ারা আমাকে জেতাও নি।

বুড়োঃ কি করে বুঝলে?

আকাশীঃ অনুমানে ঠিক বোঝা যায়... নিজের বুকে হাত রেখে বলো তো খুড়ো, তুমি ভোটটা কাকে দিয়েছিলে?

বুড়োঃ -অ - আমি যাই ।

আকাশীঃ ছিঃ ছিঃ এ আমি কি করলাম? আমি তো এখন সমস্ত জনগণের প্রতিনিধি । জনগণ দ্বারা নির্বাচিত । আমি তো তাই শপথ করেছিলাম... সমস্ত মানুষের সেবা করব ন্যায় এবং নিষ্ঠার সঙ্গে । কে আমাকে ছাপ দিল আর কে দিল না এই বিচার আমি করতে পারি না। আমি দাস পাড়াদের বঞ্চিত করতে পারি না । না না আমি এটা ঠিক করিনি। সকালে খুড়োর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে এবং দাস পাড়ারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে । আ - হা হা - আমি আর ভাবতে পারছি না - আ - হা - হা - (ঘুমিয়ে পড়বে) ।

গান

পরী বানু যায় ঐ
রুমঝুমা ঝুম পায়
ঝিলিক ঝিলিক চিকন শাড়ি
সোনার চাঁদর গায়
চাঁদের রাতে পরীর চোখে
ঘুম তো আসে না

ভালো মানুষ দেখলে পরী
বুদ্ধি দিয়ে যায় ॥

পরীবানুঃ আকাশী !

আকাশীঃ কে ? কে তুমি?

পরীবানুঃ আমি পরীবানু, তোমার বন্ধু।

আকাশীঃ পরীবানু !

পরীবানুঃ হ্যাঁ পরীর দেশের সদস্যা।

আকাশীঃ সদস্যা - আমিও তো সদস্যা । জানো তো, আমি ভালো কাজ করতে চাই । কিন্তু কি করে করব ।

পরীবানু; তুই আমার দেশ দেখতে যাবি - চল তোরা যেমন দেশ চাইছিস ঠিক তেমন ।

আকাশীঃ আমি তোমার দেশ থেকে শিখে এসে আমার দেশের জনগণের সেবা করতে পারব ।

পরীবানু; নিশ্চয় তুমি তো সমস্ত জনগণের মা।

আকাশীঃ মা?

পরীবানু; হ্যাঁ, মা । তুমি মায়ের মতো ওদের পাশে থাকবে, ওদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাবে। দরিদ্র... হত দরিদ্র জনগণকে আগে দেখবে, যেমন মা দূর্বল ছেলেকে আগে দেখে ঠিক তেমন করে।

আকাশীঃ হ্যাঁ আমি যাব।
আয় --- আয় --- আয় --- তবে --- আয় ---

পরীবানুঃ তোমাকে আমাদের দেশে নিয়ে যেতে এসেছি । হ্যাঁ, তোমার স্বপ্ন- আমি । আমিই তো পরীবানু, পরীর দেশের সদস্যা ।

আকাশীঃ সদস্যা? আমিও তো নতুন সদস্যা ।

পরীবানুঃ আচ্ছা আকাশী, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে এই যে তুমি সদস্যা হয়েছো তা কেমন লাগছে তোমার ?

আকাশীঃ খুব ..... খুব ভালো লাগছে । কিন্তু আমি যে কিছুই জানিনা ।

পরীবানুঃ জানো না মানে !

আকাশী; এই যে পঞ্চায়েত, আইন কানুন নিয়ম এমন কি আমাকে কি করতে হবে তাও জানি না।

পরীবানুঃ সেকি কথা? সমাজে একজন সদস্যার ভূমিকা কি তুমি তা জানো না?

আকাশীঃ না, হরিপদদা বলেছেন তোর এত কিছু জানবার দরকার নেই । যখন যেটা করতে বলব তখন সেটা করবি... ব্যাস ৫ টা তো বছর ।

পরীবানুঃ ৫ টা বছর অনেক সময়... ইচ্ছা থাকলে অনেক কাজ করা যায় । আচ্ছা আকাশী, তুমি মানুষের মনে মানুষের মাঝে সারাজীবন অমর হয়ে থাকতে চাও না ?

আকাশীঃ মানে ?

পরীবানুঃ মানে দরিদ্র খেটে খাওয়া, না খেতে পাওয়া মানুষের জন্য কিছুই করতে চাওনা?

আকাশীঃ হ্যাঁ, চাই, খুব চাই, সব সময় করতে চাই । আমাদের সর্দ্দার পাড়ার হাড় জিরজিরে মানুষের জন্য আমি কিছু করতে চাই ।

পরীবানুঃ কেন ? মন্ডল পাড়ার রুগ্ন শিশুগুলোর জন্য নয় কেন ?

আকাশীঃ কেন ওদের জন্য করব ? ওরা তো আমাকে ভোট দিয়ে জেতায় নি ।

পরীবানুঃ কেমন করে বুঝলে ?

আকাশীঃ আন্দাজ করে ।

পরীবানুঃ ছিঃ আকাশী ছিঃ তোমার মুখ থেকে এই কথা শুনব আমি আশা করিনি । তুমি এত নীচ তোমার মন এত ছোট... চললাম আমি ।

আকাশীঃ পরীবানু যেওনা, যেওনা বলছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ভুল করলে ঠিক পথে চালিত করো । যেওনা, যেওনা মিতা ।

পরীবানুঃ মিতা? আকাশী তুমি আমাকে আজ যখন মিতা বললে তখন আমি তোমার মিতার কাজই করব। শোনো আকাশী, তোমার কটা ছেলে মেয়ে ?

আকাশীঃ মেয়ে নেই, শুধু তিনটি ছেলে ।

পরীবানুঃ সবাই তোমাকে সমান খেতে দেয় ? সমান ভালোবাসে ?

আকাশীঃ না গো, আমার বড় ছেলেই খেতে দেয়। আর দুটো তাদের সংসার নিয়েই ব্যস্ত, মাকে দেখার সময় কোথায় ?

পরীবানুঃ তাহলে তুমিও তোমার ঐ ছেলে দুটোকে একদম ভালোবাসো না ?

আকাশীঃ ওমা, তাই কী হয় । হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না ঠিকই কিন্তু কাটলে তো জ্বালা করে ।

পরীবানুঃ বাঃ চমৎকার বলেছো। আর একটা প্রশ্ন - তোমার ওই ছেলেরা অসুস্থ্ হলে তুমি ওদের কাছে যাবেনা , দেখবে না, সেবা করবে না ?

আকাশীঃ একি বলছো ? আমি তো মা... ।

পরীবানুঃ মা - হ্যাঁ এখন থেকে তুমি এ গাঁয়ের প্রত্যেকটি মানুষের মা । সবাই তোমাকে ভোট না দিলেও বেশিরভাগ জনগণ দ্বারা তুমি আজ নির্বাচিত সদস্যা, তাই তুমি এ গাঁয়ের প্রত্যেকটি জনগণের সদস্যা। তুমি সবার পাশে থাকবে। দরিদ্র হতদরিদ্রের পাশে আগে দাঁড়াবে। মনে রেখো তুমি মানুষের পাশে মায়ের মতো থাকবে ।

আকাশী; কিন্তু উপর থেকে বেশি বেশি টাকা না পেলে আমি কি করে বেশি বেশি কাজ করব ?

পরীবানুঃ দান, ডোল, ভিক্ষা আর নয়, তুমি তো মা... তোমার ছেলে মেয়েদের হাঁটতে শেখাও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাও । স্বনির্ভর হতে শেখাও ।

আকাশীঃ কেমন করে তা সম্ভব ?

পরীবানুঃ সম্ভব । গ্রাম উন্নয়ন সমিতি করো । মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভর গ্রুপ করো । গ্রামের সম্পদ যেগুলি অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে, সেগুলি কাজে লাগিয়ে খাদ্য সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করো । মনে রাখবে সমস্যা যাদের, তারাই নেবে সিদ্ধান্ত তারাই করবে পরিকল্পনা, তারাই করবে কাজ। তুমি শুধু তাদের সংগঠিত হতে শেখাবে।
তোমার সাধ্যের মধ্যে তাদের সহযোগিতা করবে । যাবে আমাদের দেশ দেখতে?

আকাশীঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবো, দেখবো দেখবো ... ।

পরীবানুঃ এসো ... এসো ... এসো ...

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(পরীর দেশ)

পরীবানুঃ সবুজ পরী সবুজ চাদর গায়ে দিয়েছে ভাই
চারিদিকে এত সবুজ সবুজ সবুজ তাই
ফুল পরীরা ফুল তোলে না
ফল ধরেছে কত ।

পরীদের কোরাসঃ পাকা এ ফল সমান ভাগে ভাগ করে সব খাব, ভাগ করে সব খাব ।

পরীবানুঃ ঘুম পরীরা ঘুমিয়ে পড়ে না
জেগে গেছে তারা

পরীদের কোরাসঃ দল গড়েছি ফান্ড করেছি
স্বনির্ভর যে মোরা ॥
অনেক মরণ অনেক ক্ষিদে হজম করেছি
না খেয়ে আর মরব না কেউ শপথ নিয়েছি
আমরা শপথ নিয়েছি ।

আকাশীঃ ওরা ...... ওরা .... আবার কারা ?

কোরাসঃ আমরা কচি পরীর দল
পড়ছি ফল লিখছি জল
করছি খেলাধূলা
এ মিতা পরী শেখায় মোদের
রোজই সকাল বেলা ।

আকাশীঃ ও........ মা বই কই ?

মিতা পরীঃ বই কেন গো, ওরা এখন
ছোট্ট কচি পরী,
নাচে গানে পড়া শেখাই
মনের মতো গড়ি
আমি মনের মতো গড়ি ।

আকাশীঃ আহাঃ কি সুন্দর ... এমন যদি হতো আমার সোনার গাঁয়ে।

পরী কোরাসঃ কেন হবে না বল ! এক হয়ে দল গড়ো ঐ গাঁয়ে

বুড়ি পরীঃ মোরা সকল পরী মিলে কমিটি করেছি রে । এই গাঁয়েরই সমস্ত সম্পদ কাজে লাগিয়েছি রে, তাই তো মাঠ ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ । কোনও জমি পতিত নেইরে, সবই করছি চাষ ।

কোরাসঃ আমরা নই হাভাতে, আজ হয়েছি স্বনির্ভর, মোটা ভাত মোটা কাপড় এই তো সুখের ঘর।

আকাশীঃ বাঃ পরীবানু বাঃ ধন্য তুমি ধন্য, পরীর দেশের এত উন্নতি সবই তোমার জন্য।

পরীবানুঃ না আকাশী... না... আমরা কিছুই করিনা, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি আছে । আছেন গ্রুপের মহিলারা। ওনারাই সব চিন্তা করেন, করেন পরিকল্পনা । আমরা ওদের পাশেই আছি প্রধান পরী রাণী আর সদস্যরা ।

(ভাষাটা হঠাৎ বদলে গেল)

আকাশীঃ তাহলে তোমাদের স্থান কোথায় ?

কোরাসঃ সকল পরীর মনে, সকল পরীর প্রাণে, সকল পরীর গানে যুগে যুগে বেঁচে আছেন পরীবানু, পরী রাণী সকল পরীর মাঝে ।

কোরাসঃ সুখের পরী সুখের চাবি দিয়ে গেছে ভাই
সোনার পরী সোনার খনি সাজিয়েছে তাই
লক্ষী পরী লক্ষী পেঁচায় আসিয়াছেন চড়ি
আমরা সবাই সমান সুখী, আমরা পরী রাণী
আমরা পরী রাণী ।

(পরীর দৃশ্যেই বেলুন দিয়ে দেখিয়ে দাও)

চতুর্থ দৃশ্য

(কালো কালো বেলুন আকাশের কোনে সেঁটে আছে)

(ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, ডাইনির প্রবেশ)

কোরাসঃ হা হা হা হা ... হি হি হি হি ... আঁমরা তোঁকে খাঁবো ।

আকাশীঃ কেন ? আমায় খাবে কেন ?

কোরাসঃ তুঁই পঁরীর দেশে গেছিস, সব দেখেছিস, সব শিখেছিস ?

আকাশীঃ হ্যাঁ, সব দেখেছি, সব শিখেছি, সত্যি চমৎকার ।

কোরাসঃ চমৎকার না ছাই... এবার তোকে খাই হালুম... ।

আকাশীঃ রসো....রসো....রসো একটুখানি বসো, কী তোমাদের নাম, কোন খানেতে ধাম?

কোরাসঃ মোরা ছিলাম পরীর দেশে/ মনের সুখে কাটছিল দিন এখন পথিক শেষে... ।

আকাশীঃ কেন ? কেন ? কেন ? এমন দশা কেমন করে হলো?

একজনঃ পরীরা সব এক হয়েছে, জোট বেঁধেছে, দল গড়েছে, হয়েছে সচেতন ।

২য় জনঃ দেশটাকে করেছে উন্নতি, তাইতো আমাদের এই পরিণতি ।

৩য় জনঃ ওরা জ্বালালো আলো/ আমাদের তাড়ালো ।

পরীঃ তুমি কে ?

অভাবঃ আমি অভাব... সবার ঘরে থাকা আমার স্বভাব । আমাকে ওরা তাড়ালো ।

অলক্ষীঃ আমি অলক্ষী... শকুন আমার বাহন। ওদের আসনে ছিলাম, আমাকে তাড়িয়ে পেঁচার পিঠেতে লক্ষীকে বসালো দেখলাম ।

অপুষ্টিঃ আমি অপুষ্টি... মেরে দিই গোটা গুষ্টি। পরীরা এখন অনেক সচেতন, খাচ্ছে বিষমুক্ত শাক, ডাল, সব্জী । তাইতো আমার মুখে লাথি দিল ঐ হতভাগা পুষ্টি ।

অশিক্ষাঃ আমি অশিক্ষা... পরীরা এখন বিদ্বান হয়েছে, চুনো পুঁটি বৌ ব্যাটা বুড়ি বুড়ো সবাই ধরেছে বই, করছে পড়াশুনা, জ্বালছে জ্ঞানের আলো । আমার বংশ গেল ।

বন্যাঃ আমি বন্যা... দূরন্ত এক বন্যা, দুকুল ছাপিয়ে ছল ছল বেগে সবাইকে দিতাম আতঙ্ক আর কান্না কিন্তু হায় আজ আমি কোথায়, পরীরা বেঁধেছে জোট । নদীতে দিয়েছে বাঁধ, আমি এখন কাত ।

আকাশীঃ তুমি তাহলে কে ?

দৈত্যঃ আমি এক দৈত্য, কুষ্ঠ নামে থাকি। এম.ডি.টি খেয়ে ওরা আমাকে তাড়িয়ে ছাড়বে নাকি?

যক্ষাঃ আমি রাক্ষুসী, নামটি যক্ষারাণী ...বুকের মাঝে বাঁসা বেঁধে রক্ত খেতে জানি । আমার সব বংশ করছে ওরা ধ্বংস ।

পেত্নীঃ আমি পেত্নী, কঁচি কাঁচারা আঁমার নাঁতি নাঁতনি, আঁমি তাঁদের কঁচি কঁচি হাঁত পাঁ কঁড়মঁড় করে চিবিয়ে খাঁই, আঁমার আঁর এঁক নাঁম পোঁলিও তাঁই ঁওরা দিঁচ্ছে টিঁকা, কঁরছে পাঁলস পোঁলিও ক্যাঁম্প (কেঁদে কেঁদে), আঁমাকে তাঁড়ালো ওঁরা । তুঁমি জাঁনো আঁমার ভাঁই হুঁপিং কাঁশি, ডিঁপথেরিয়া তাঁদেরওঁ দিয়েছে ধোঁকাঁ, নিঁচ্ছে প্রঁতিষেধক টিঁকা, এঁটি আঁমার দিদি।

ধনুষ্টংকারঃ ধনুষ্টংকার আমার নাম । প্রসবকালীন মাকে চিবিয়ে খেতাম দাঁতে । এখন নিচ্ছে প্রতিষেধক খাচ্ছে আয়রন, ক্যালসিয়াম ।

ডাইনিঃ আমি হলাম ডাইনি । তাদের কাছে ঠাঁই নিই যাদের আছে কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস, আমি তাদের করি ধুলিসাৎ । এখন পরীর দেশে, জানগুরু ওঝা গুনিন করেছে তারা নিকেশ। করছে না তাদের মান্যি, শুনলি মোদের কাহিনী, আমি হলাম ডাইনি।

আকাশীঃ ইস্ তোমরা কী কুৎসিত, বিচ্ছিরি সব বেশ।

কোরাসঃ আমরা তোকে খাবো । মোদের তাড়িয়ে দিয়ে বাঁচিয়েছে সে দেশ ।

আকাশীঃ পরীরা তোমাদের তাড়িয়েছে । তবে তোমরা কেন আমায় খাবে ?

১ম জনঃ শোন তবে কথা, পরীদের কান্ড দেখে তোর ঘুরেছে মাথা ।

২য় জনঃ তুই যখন দেশে ফিরে যাবি । পরীর দেশের ফন্দীগুলো মানুষের মাথায় দিবি ।

আকাশীঃ হ্যাঁ, দেবো তাতে তোদের কিরে ।

৩য় জন; তোদের দেশে বাস করছে মোদের জ্ঞাতিভাই ভগিনী ও অনেক ভক্ত। মানুষেরা সব সচেতন হলে ওদেরও তো বাঁচা শক্ত ।

কোরাসঃ তাই আমরা তোকে খাবো - হালুম - হালুম হি...হি...হি/ হা... হা.... হা...

আকাশীঃ না...না.....না খেও না...... খেও না... বাঁচাও বাঁচাও..... বাঁচাও পরীবানু(ঘুম ভেঙে যায়) একি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম? তবে পরীবানু গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ? মহিলাদের স্বনির্ভর গ্রুপ ? সব... সব স্বপ্ন... না না শুধু স্বপ্ন দেখলে হবে না, বাস্তবে রূপ দেব আমি । এই গাঁয়ে সবাই অন্তত দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পাবে । কোনও পতিত জমি থাকবে না । ৫ বছরের নীচে সব বাচ্চারা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে যাবে । পুষ্টিকর খাবার খাবে । শিক্ষায়,স্বাস্থ্যে সবাই সচেতন হয়ে উঠবে । সিদ্ধান্ত নেবে গ্রামবাসীরাই। আমি তাদের বন্ধুর মতো পাশে থাকবো, মায়ের মতো হাঁটতে শেখাবো, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শেখাবো। আজ থেকে আমি এই সোনার গাঁয়ের মা, জনগণের মা। তুমি খুশি তো পরীবানু, আমার স্বপ্ন, আমার মিতা?

গান

এই গাঁয়ের যত জনগণ
সবাই আমার আপনজন
এ কথা যাব না ভুলে
পরীবানু তোমার কথা,
চলব মেনে আমি সদস্যা
পাঁচটি বছর ধরে,
তাই জোট বাঁধ ভাই বোন
পয়সা জমাও, নাও লোন
গাঁয়ের কাজ নাও কাঁধে তুলে
সব দৈত্য দানো থাকবে না আর
পালিয়ে যাবে অলক্ষীরাও
অভাব অশিক্ষা ওরে
এই গাঁয়ের ....

বৌ প্রধান
স্বামী শয়তান

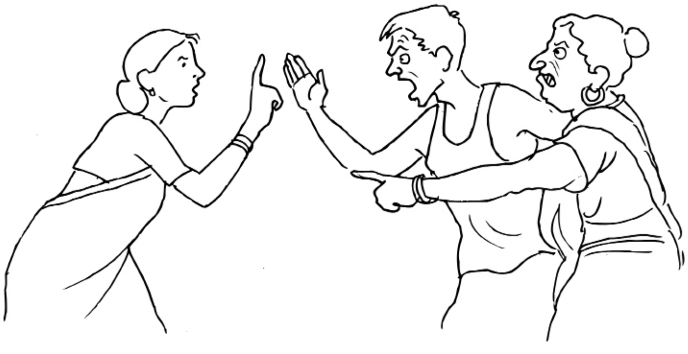

(নয়নতারার প্রবেশ)

নয়নতারাঃ না না না মেজ বৌয়ের ঔদ্ধত্য কিছুতেই সহ্য করব না । উন্নয়ন সমিতি করছে বলে কি মাথায় পা দিয়ে চলবে? আসুক বাড়ি ওর একদিন কি আমার একদিন । একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব - না হলে আমার নাম....

(অসীমের প্রবেশ)

অসীমঃ নয়নতারা নয় এই তো ! বলি, কাকে গাল মন্দ করছ ?

নয়নতারাঃ কাকে আবার, ওই অলক্ষণে বৌকে ।

অসীমঃ কেন গো ? বৌদি তোমার কোন পাকাধানে মই দিয়েছে ?

নয়নতারাঃ কি করে নি শুনি । মহিম না হয় একটু আধটু নেশা ভাঙ্ করে । পুরুষ মানুষ এমন একটু আধটু করেই থাকে । তা বলে ওকে সমিতির মিটিং -এ সবার সামনে অপমান করল ।

অসীমঃ বা; বা; চমৎকার, তুমি না মা ! ছেলে যদি কু পথে যায় তাকে স্বাশন করবে না, তাকে আদর করবে ! শোন মা, তোমার ছেলে শুধু নেশা করেনি সে উন্নয়ন সমিতি ভেঙ্গে দেবার জন্য জোট পাকাচ্ছে ।

(মহীমের প্রবেশ)

মহীমঃ বেশ করেছি । আমাকে অপমান করার সাহস ওকে কে দিয়েছে ? প্রধান হয়েছে বলে কি সকলের মাথা কিনে নিয়েছে ?

অসীমঃ বৌদি যা করেছে ঠিক করেছে । আমি হলে ....

নয়নতারাঃ তুই হলে কি করতিস ?

অসীমঃ ওকে গাঁ ছাড়া করতাম ।

নয়নতারাঃ জানোয়ার কোথাকার । ভুলে যাস না মহিম তোর দাদা ।

অসীমঃ অন্যায়ের কাছে দাদা বলে কিছু থাকে না । আবার শু নে রাখো মা - অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে ত ারা ঘৃনারও অযোগ্য । দাদার উচিত্ বৌদির পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ।

(মেজ বৌয়ের প্রবেশ)

মেজ বৌঃ আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না । ক্ষমা যদি চাইতেই হয় তাহলে গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত্ ।

অসীমঃ বৌদি !

নয়নতারাঃ বৌমা, এ তুমি কি বলছ ! ওরে ও মহিম, তুই একটা কিছু বিহিত কর: না হলে আমি মরেওযে শান্তি পাব না।

মহীমঃ শোন আদুরী, গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে যাওয়া তোমার বন্ধ করতেই হবে ।

মেজ বৌঃ এটা কি তোমার হুকুম ?

মহীমঃ হ্যাঁ, আমার হুকুমই । মনে রেখ আমি তোমার স্বামী ।

মেজ বৌঃ ঠিকই ,ঘরে তুমি আমার স্বামী । কিন্তু বাড়ির বাইরে আমি জনগণের প্রতিনিধি । জনগণের সুখ-দুখে; পাশে থাকার অধিকার আছে । আর সেই অধিকার তুমি কেড়ে নিতে পার না।

মহীমঃ আদুরী । তুমি সহ্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছ ।

নয়নতারাঃ তোর হাতটা কি জন্যে আছে খোকা । দু ঘা চড়িয়ে দেনা ।

অসীমঃ ও যদি বৌদির গায়ে হাত তোলে । সেই হাতটা আমি মুচড়ে ভেঙে দেবো । দাদা বলে আমি ক্ষমা করব না ।

নয়নতারাঃ ও; ভগবান কি কালশাপ আমি পেটে ধরেছিলাম । আমার ছেলে হয়ে পরের মেয়ের সাফাই গাইছে ।

মহীমঃ আদুরীর সঙ্গে ওকেও ঘার ধরে বাইরে বার করে দাও ।

অসীমঃ আমাকে ঘার ধরে বাইরে বার করতে হবে না দাদা আমি নিজেই চলে যাচ্ছি । যাবার সময় একটা কথা বলে যাই মাগো যদি আদর্শ মা হতে চাও, ওই বৌদির কাছে শিখে নিও আদর্শ মা কিরকম হওয়া উচিত্ ।

(প্রস্থান হইতে উদ্যত)

মেজ বৌঃ ঠাকুরপো ! দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে যাবো ।

অসীমঃ আমার সাঙ্গে কোথায় যাবে বৌদি ?

মেজ বৌঃ তুমি যেখানে যাবে সেখানে ।

অসীমঃ না, বৌদি তা হয়না । তোমাকে এই অসুরের বিরুদ্ধে লড়তে হবে । তুমি যে দূর্গা । দূর্গারা এই পৃথিবীতে আসে অসুরদের বিনাস করার জন্য । তোমরা না জন্মালে এই ধরীত্রিতে শান্তি ফিরবে না । তোমরা মানুষের মঙ্গল করো, আর এই সব অসুরদের বিনাস করে মানুষের মধ্যে শান্তি কায়েম করো । শান্তি কায়েম করো

(প্রস্থান)

নয়নতারাঃ তুই কালামুখী মুখপুড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন ? আমার ছোট ছেলেটাকে তো খেয়েছিস, বড়টাকে খাবি বলেও ভাবছিস ।

মেজ বৌঃ মা ! তুমি এসব কি বলছ ?

নয়নতারাঃ খবরদার, মা বলে আমায় ডাকবি নে । যা ওই গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে যা, চলে যা ।

ওখানে তোর অনেক মা আছে, ওদের মা বলে ডাক গে । খোকা আমি তোর আবার বিয়ে দেবো। এই বাঁজা মেয়ের মুখ দেখাও পাপ ।

মহীমঃ দেখো মা, সে যেন আদুরীর মতো না হয় । এরকম হলে সংসারে আবার আগুন জ্বলবে । আমিও জ্বলছি তুমিও জ্বলছ তাই আগুন থেকে সাবধান থাকতে হবে । দেখেশুনে সম্বন্ধ ঠিক করো । (প্রস্থান)

মেজ বৌঃ মা, এই আগুন নেভাতে আদুরীর মত মেয়েদেরকে আবার আসতে হবে এই সংসারে । তখন তাদেরকে প্রতিমার মতন বড়ন করে নিতে তোমাদের লজ্জা পাবে নাতো মা ! হাত দুটো কেঁপে উঠবে নাতো ?

নয়নতারাঃ যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা (চড় মারতে যায়)

মেজ বৌঃ আমি আজ চলে যাচ্ছি মা, তবে একটা কথা বলে যাই - এই সংসার রঙ্গমঞ্চে তোমার মত অভিনয় আমি করতে পারিনি ঠিক । তবে সেই দিনটি আসবে যেদিন এই রঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করব আমি আর তুমি হবে নীরব দর্শক ।

(বিবেকের প্রবেশ)

গান

সুখের আশায় বাঁধলি রে ঘর
অনলে পুড়িয়া ছাই
আপন ভেবে চিনিলি যাদের
তারাই করিল পর
সুখের আশায় বাঁধলি এ ঘর
অনলে পুড়িয়া ......

শিবু গায়েনঃ ঘরের প্রতিমাকে আজ বিসর্জন দিচ্ছ গো মা !

নয়নতারাঃ বেশ করছি, এতে তোর গা জ্বালা কেন ? তোর যদি এতই সোহাগ, তাহলে তোর ঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে পূজা করগে যা ।

শিবু গায়েনঃ কাকে কি বলছ একটু ভেবে দেখেছ ? তোমরা না মায়ের জাত । মেয়ে হয়ে আর একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে চলেছ । দেবীর চোখ থেকে যতটুকু জল ঝড়িয়েছ, একদিন এর শতগুন তেমার চোখ থেকে ঝড়বে ।

(প্রস্থান)

নয়নতারাঃ শকুনের অভিশাপে গরু কখনও মরে না ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বঙ্কুর প্রবেশ)

বঙ্কুঃ একেই বলে কলিকাল। জাত ধর্ম বলে দেশে আর কিছু থাকলো না !

(রফিকের প্রবেশ)

রফিকঃ জাত, ধর্মের আবার কি হলো গো খুড়ো ?

বঙ্কুঃ কি হলো না শুনি। হিঁদু, মোচরমান, অজাত-কুজাত সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যেচ্ছে।

রফিকঃ কোথায়।

বঙ্কুঃ আকাশ থেকে পরলি নাকি ? এমন ভাব করছিস যেন ভাজা মাছটা উলেট খেতে জানিস না। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকিস নে রফিক।

রফিকঃ তোমায় কি পাগল কুকুরে কামড়েছে।

বঙ্কুঃ কামড়ালে তো বেঁচে যেতাম।

রফিকঃ মরে বেঁচে যেতে বলো।

বঙ্কুঃ তোরা বড্ড বার বেড়েছিস। তোদের টাইট করতে না পারলে আমার নাম বঙ্কু ।

রফিকঃ বিহারী নয়। এই তো ? টাইট আমাদের করতে হবে না খুড়ো টাইট তোমারই হবে।

বঙ্কুঃ কি হবে শু নি ? এই তো মহিমের তোরা কি টাইট দিলি উলেট ওর বৌটাই টাইট হয়ে গেল।

রফিকঃ ও এবার বুঝেছি। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সে তোমাদের সহ্য হচ্ছে না।

বঙ্কুঃ হবে কি করে সমাজের রীতি নীতি তোরা মানছিস শোন রফিক তেলে আর জলে কখনো মিশ খায় না।

রফিকঃ তোমাদের ক্ষমতার লোভটা গেল না। বয়স তো হয়েছে ক্ষমতাটা ছাড়। তাহলে গ্রামের অন্তত; কিছুটা উন্নতি হয়

বঙ্কুঃ হবে না। হবে না। তোদের দ্বারায় উন্নতি আর হবে না।

রফিকঃ এত দিন তো তোদের দেখলাম। পানীর আশায় কেমন চাতকের মতো বসে থাকো কত যে তোমাদের মুরোদ বোঝা গেছে।

বঙ্কুঃ তোদের মুরোদ যে কত বোঝা গেছে।

রফিকঃ অন্তত; আমরা মানুষকে এইটুকু বোঝাতে পেরেছি নিজেদের ভবিষ্যত্ নিজেদেরকেই গড়তে হবে।

(রাখালের প্রবেশ)

রাখালঃ নিজেদের গ্রাম নিজেদেরই গড়তে হবে।

বঙ্কুঃ কে তোমাদের গড়তে বারণ করেছে। গড় না। তবে দেখো শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ো না।

রাখালঃ জ্যাঠা, আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। আপনারাই না একদিন শেখাতেন যে সমাজে তোমরা জন্মেছ সেই সমাজটাকে উন্নতি করার দায়িত্ব যুব সমাজকে নিতে হবে। সবাই মিলে মিশে গাঁয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ক্ষমতার দম্ভে আজ আপনি সব ভুলে যাচ্ছেন। জ্যাঠাবাবু ওই ক্ষমতার চূড়া থেকে নেমে এসে আমাদের হাত ধরুন দেখবেন এই মাটির স্বর্গটায় কত শান্তি। এখানে কোন জাত, ধর্ম, দল নেই।

বঙ্কুঃ কি আছে শু নি।

রাখালঃ শুধুই মানুষ। আজ আমরা গর্বিত এই কুসুমপুরের মাটিতে আজ নতুন প্রাণের ডাক দিয়েছে। ধনী, দরিদ্র, জাত, ধর্ম, দল, মত সব একাকার হয়ে গেছে।

রাখালঃ যারা পাড় থাকত পেছনে। রান্নাঘর যাদের জীবন ছিল। তারাও আজকে ...

(দুলালির প্রবেশ)

দুলালিঃ পুরুষ শাসিত সমাজের লৌহ কঠিন দূর্গ ভেঙে বেরিয়ে পড়েছি গ্রাম গড়ার কাজে।

বঙ্কুঃ দুলালি। তুইও ওদের দলে!

দুলালিঃ এ দল নয় গো বাবা। গ্রামের উন্নতি করার, পরিবারের উন্নতি করার মঞ্চ।

বঙ্কুঃ মনে রাখিস দুলালি। আমি সেই মঞ্চে ভিলেনের ভুমিকায় অবতীর্ণ। ভালো চাস তো চলে আয় দুলালি। ওখানে কিছুই নেই। শুধুই মরীচিকা।

দুলালিঃ এতদিন আমরা তোমাদের কাছে হাত পেতেছি। বিনিময়ে হারিয়েছি নিজেদের আত্মমর্যাদা। চাওয়া পাওয়ার অভ্যেসকে করেছি রপ্ত। আজ আর না। এবার বুঝেছি কেউ কিছু দেবে না নিজেদের পায়ের উপর নির্ভর করে স্বনির্ভর হয়ে চলার নামই জীবন।

বঙ্কুঃ আবেগ দিয়ে বাস্তবকে বোঝা যায় না দুলালি। বাস্তব বড় করুণ। বড় নির্মম। বড় কঠিন। একটা কথা মনে রাখিস দুলালি সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুলটাকে কি করে বেঁকাতে হয় সেটা আমি জানি।

(প্রস্থান)

দুলালিঃ আামিও জানি। যাও যাও ....

রফিকঃ বা; বা; দুলালি। এই তো চাই। রাখাল ভাই ওরা আজ অবলা নয় ওরা জেগেছে। আজ মেয়েদের দেখে সত্যিই ভারি আনন্দ লাগছে। কুসুমপুর গ্রাম আজ আর পেছিয়ে থাকবে না। উন্নয়ন সমিতির মঞ্চে এসে আজ ওরা স্বাধীন। যেন মুক্ত আসমানে বিহঙ্গ ডানা মেলে সুখের দেশে পাড়ি দিচ্ছে।

(শিবুর প্রবেশ)

গান

শিবু গায়েনঃ

নব অরুণোদয় দেখবি যদি
মুক্তি পথের গান গাও
ঘুম ভাঙানোর গান জানো কি
সেই গান সবে গাও,
আজ চেতনা ঘুমিয়ে কেন
কাটুক ঘুমের ঘোর
অজানাকে জানার মাঝে
আসুক আলোর ভোর
আজ চেতনা ঘুমিয়ে কেন
কাটুক ঘুমের ঘোর
অজানাকে জানার মাঝে
আসুক আলোর ভোর
ভুলের ফাঁদে পা না দিয়ে
সত্যের জয় গাও সবাই মিলে
আশার আলো উঠিবে ফুটে
পুবের পানে চাও,
ঘুম ভাঙানোর গান জানো কি সেই গান
সবে গাও

[আদুরীর বাড়ি]

(আদুরী মাকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে)

আদুরীঃ মা... ও মা

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মীঃ ও মা ! তুই ? কতদিন পর এলি ! ছাড়েনা বুঝি ! তা নিজের সংসার শিকেয় তুলে আসা কি সহজ । হ্যাঁ রে, জামাইকে আনলি না ! বড় ব্যস্ত বুঝি । তা বলে একটি দিন আসতে পারে না ।

আদুরীঃ বাবা কোথায় মা ?

লক্ষ্মীঃ দোকানে গেছে । হ্যাঁ রে আদুরী তোর চোখ মুখ এত শু কনো কেন ? কিছু কি হয়েছে ? বল আমাকে খুলে বল ।

আদুরীঃ তোমার জামাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে (কাঁদতে থাকে)

লক্ষ্মীঃ চুপ কর মা চুপ কর । হাজার হোক মেয়ে মানুষ কপালটা কি আলাদা হয় কিছু ।

আদুরীঃ মা, আজ আমি ওদের কাছে হেরে গেছি ঠিকই কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে আমি জিতেছি মা ।

লক্ষ্মীঃ তোর বাপ আমায় কত মেরেছে । আমি কি সংসার ছেড়ে গেছি? জেদ করতে নেই । মেয়ে মানুষের পরের ভাগ্যে খাওয়া পরা ।

(প্ররতিবেশী গুপির প্রবেশ)

গুপিঃ হরি হরি তা শুনলাম আদুরীকে নাকি তাড়িয়ে দিয়েছে জামাই ।

লক্ষ্মীঃ দূর হ দূর হ শকুনের বাচ্চারা । সে কোন লটেবর আমাকে তাড়ায় ।

গুপিঃ আমিও তাই কই । ব্যাটারা হাটে বাজারে গুলতানি পাকাচ্ছে । মোহনপুরের মেয়ে বলে কথা ইজ্জত আছে না ।

লক্ষ্মীঃ ক'দিন বেড়াতে এসেছে । কাকের দল অমনি ডাক পাড়ছে । মরণ মরণ । মেয়ে আমার, আমি বুঝব, তোদের কে ডেকেছে রে ।

গুপিঃ তবু আসতে হয় প্রতিবেশী তো ।

আদুরীঃ কাকা আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না নিজের চড়কায় নিজে তেল দাও ।

লক্ষ্মীঃ গু খেকোর ব্যাটায় আমার মেয়ের ভালো মন্দ নে তোদের এত আদিখ্যেতে কিসের ? বেড়ো এক্ষুনি নয়তো ....

গুপিঃ কি করবে শু নি ।

লক্ষ্মীঃ কাটারির এক কোপে তোমার উঁচু মাথাটা নিচে নামিয়ে দেবো ।

গুপিঃ কাটা কইয়ের ছটপটানি ? বুঝবে ঠ্যালা হরি হরি .... (প্রস্থান)

লক্ষ্মীঃ সত্য কখনো চাপা থাকে না মা । পই পই করে বলেছি । মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছিস

যখন অনেক কষ্টই সহ্য করতে হয় । পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি মিটতে কতক্ষণ তাতে মান যায় না রে !

আদুরীঃ আমি সব পারব । ওই নোংরা মানুষের কাছে যেতে পারব না ।

লক্ষ্মীঃ জেদ, মেয়ে মানুষের শত্তুর ওটাই শেষে তোর কাল হয়ে দাঁড়াবে ।

আদুরীঃ আমি কাউকে ভয় পাইনা মা । আমরা আজ আর একা নই । নিজেদের জীবনকে নিজেদের হাতে নেবার দিন এসেছে । আমাদের বাঁচার পথ যে আমাদেরকেই খুঁজে নিতে হবে ।

লক্ষ্মীঃ কি বলছিস তুই মা । অনেক কষ্ট করে তোর বাবা জমি বিক্রি করে সর্বশান্ত হয়ে তোকে যে বিয়ে দিয়েছিলাম । তোর সুখী মুখটা দেখব বলে ।

আদুরীঃ আমি এখন অনেক সুখী মা । কুসুমপুরের মাটিতে যে আজ নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে।

লক্ষ্মীঃ সেই জোয়ারে যদি কিছু অসত্ লোককে স্তব্দ করে দেয় ।

আদুরীঃ পারবে না মা । গুপি কাকার মত কিছু অসত্ লোক সব সময় সমাজে আছে থাকবে । আর এই ঘুণ ধরা সমাজটাকে ভাল করে গড়ে তোলার জন্য পুরুষদের পাশাপাশি আমরাও তৈরি ।

লক্ষ্মীঃ সেই দলে আমাকেও সঙ্গে নে । মোহনপুরের মাটিতে সে দল কবে হবে রে ?

আদুরীঃ এ কোনও দল নয় মা । সরকার নতুন আইন করেছে সব গ্রামেই গড়ে উঠেছে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি নিজেদের ভাগ্য নিজে গড়ার আহ্বান নিয়ে এই সমিতির যাত্রা শুরু হয়েছে। সেই যাত্রায় তুমিও সামিল হবে মা । এই মোহনপুরও বাদ যাবে না ।

(বাবার প্রবেশ)

বাবাঃ আমাকেও তোরা বাদ দিস না আদুরী, আমিও তোদের সঙ্গে থাকতে চাই ।

লক্ষ্মীঃ বাবা !

বাবাঃ হ্যাঁরে মা, তোর এই বুড়ো বাপটাও আজ তোদের পথে সামিল হতে চায় । গ্রাম গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে চায় কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চায় ।

(শিবু গায়েনের প্রবেশ গান ধরে)

গান

আমরা যত ক্ষুদ্র বিন্দু
জমা হয়ে হবো সিন্ধু
হাতে হাত রেখে বাঁচি
মুসলমান কি হিন্দু
জাতের বিভেদ দলের দলাদলি
মানবো না কোনদিন

দশের শব্দ ভেরীর বাদ্য
একের আওয়াজ অতি ক্ষীণ
বিপদে আপদে সুখে দুঃখে
যেন সবাই সবার বন্ধু
আমরা যত ক্ষুদ্র বিন্দু
জমা হয়ে হবো সিন্ধু
সাঁঝ যদি আসে
আমাদের ঘরে
আসিবে একই সনে
একসাথে মিলি আলো দেবো জ্বালি
সবাকার ঘরে ঘরে
মেয়েরাও ওরে বসে নেই ঘরে
তারাও হয়েছে সামিল
আমাদের কষ্ট আমরাই ভাববো
হই মজুর কি ভূমিহীন
বিপদে আপদে সুখে দুঃখে যেন
সবাই সবার বন্ধু
আমরা যত ক্ষুদ্র বিন্দু
জমা হয়ে হবো সিন্ধু

(মহিমের প্রবেশ অসুস্থ্য শরীর নিয়ে)

মহিমঃ মরিতে চাহিনা আর এই সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই (কাশে) আর পারছি না। বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার জীবন প্রদীপটা আস্তে আস্তে নিভতে চলেছে (কাশে)

(নয়নতারার প্রবেশ)

নয়নতারাঃ খোকা তোর খুব কষ্ট হচ্ছে না! ভগবান এ তুমি কি শাস্তি দিলে।
মহিমঃ ভগবানকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই মা। দোষ যদি দিতে হয় আমাকে দাও।
নয়নতারাঃ খোকা কি বলছিস তুই।
মহিমঃ আমি ঠিক বলছি মা, না হলে....

(অসীমের প্রবেশ)

অসীমঃ লক্ষ্মী প্রতিমার মত বৌকে তাড়িয়ে দিস।

মহিমঃ অসীম, তুই এসেছিস ভাই, দেখো দেখো মা অসীম ফিরে এসেছে। (কাশে) আমাকে তুই ক্ষমা কর ভাই।

নয়নতারাঃ কি করে খবর পেলি বাবা।

অসীমঃ দাদার খবর যেমন করে ভাই পায়। ভেবেছিলাম আমি আর বাড়ি ফিরব না শিবু গায়েনের মুখে শুনলাম দাদার অসুস্থ্যের খবরটা। মনটাকে কিছুতেই আর বস করতে পারলাম না। তাই তো ছুটে চলে এলাম।

মহিমঃ বেশ করেছিস। না হলে তোর দাদাকে তুই দেখতে পেতিস না।

নয়নতারাঃ চুপ কর খোকা ও কথা বলতে নেই। (কাঁদতে থাকে) এখন কি হবে বাবা। তোর দাদার চিকিৎসা করাতে করাতে আমরা সব নিস্ব হয়ে গেছি রে। ভিক্ষা ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই।

অসীমঃ আমি বৌদির কাছে চললাম।

নয়নতারাঃ কোথায় পাবি তাকে ?

অসীমঃ যেখানেই থাক পৃথিবীটাকে তন্ন তন্ন করে আমি ঠিক দেবীকে খুঁজে বার করবই।

নয়নতারাঃ আমিও তোর সঙ্গে যাবো বাবা। তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

মহিমঃ কোন মুখে তুমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে মা। যে অত্যাচার আমরা করেছি সে কি আমাদের ক্ষমা করবে।

অসীমঃ বাঃ বাঃ চমৎকার ! আবার বলি, ঔরঙ্গজেব চমৎকার ভাগ্যের কি পরিহাস।

(বড় বৌ এর প্রবেশ)

বড় বৌঃ ভাগ্যকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই ঠাকুরপো।

অসীমঃ বৌদি তুমি এসেছ।

নয়নতারাঃ তুমি এসেছ মা। আমরা তোমাকে ভুল বুঝে অনেক অত্যাচার করেছি। তুমি আমাদের ক্ষমা করো। বাঁচাও আমার ছেলেকে।

মহিমঃ কোন মুখে আমি ক্ষমা চাইব। শুধু এইটুকু শুনে রাখ আজ আমরা নিঃস্ব, সর্বশান্ত, অসহায়। আমাদের পাশে আজ কেউ নেই। মৃত্যু দুয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে।
(উন্নয়ন সমিতির তিনজন সদস্যের প্রবেশ তার মধ্যে দুটি আছে)

সদস্য ও সদস্যারাঃ কে বলেছে তুমি অসহায়। আমরা তোমার পাশে আছি, উন্নয়ন সমিতি তোমাদের পাশে আছে।

বড় বৌঃ আমরা থাকতে তোমাকে কিছুতেই মরতে দেব না।

অসীমঃ মা দেবীকে এবার বরণ করে নাও।

মহিমঃ আজ আমার কি শান্তি, মনে হয় আমি বাঁচবো। দেখো মা, রাত্রির আঁধার কেটে গিয়ে ভোরের সূর্যটা পুব গগনে কেমন উঁকি দিচ্ছে।

শিবুঃ শরতের আগমনী গান শোনাতে আমি এসে গেছি। আজ যে দেবীর বোধন। সবাই মিলে এসো আমরা বোধনের গান গাই। আর চিৎকার করে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে বলি ... মোদের জীবন মোদের হাতে , গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সবার সাথে।

গান

গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দিচ্ছে ডাক
নতুন করে গড়তে হবে গ্রাম
সেই গড়ার কাজে আমরা সবাই
(ও ভাই ও বোন) লেখাই এসো নাম

খোঁজ

প্রথম দৃশ্য

গান
আমরা সবাই মিলে
খুঁজছি এখন
বাঁচার সে কোন পথ
যে পথ দিয়ে টানব মোরা
(উন্নয়নের রথ)
হলুদ পাটি সবুজ পাটি
মুসলমান কি হিন্দু
আজকে মোরা জোঠ বেঁধেছি
(সবাই সবার বন্ধু)
বাঁচতে হলে সবাই মিলে মিশে
করতে হবে কাজ
যে পথ দিয়ে টানব মোরা
(উন্নয়নের রথ)
জমি তোমার গতর মোদের
এসো করি ভাই চুক্তি
মানুষের তরে মানুষ আমরা
(অভাব পাবে মুক্তি)
আসবে নাকি দলে আছো যত
খেটে খাওয়া জাত
যে পথ --------- রথ

(গান শেষ পিরামিড)

সূত্রধরঃ তোমরা কারা ?
কোরাসঃ আমরা খেটে খাওয়া মানুষের দল
সূত্রধরঃ তোমরা কেমন করে এক হলে ?
কোরাসঃ আমরা জোট বেঁধেছি বলে।
সূত্রধরঃ আচ্ছা তোমরা কি করতে চাও?

কোরাসঃ নিজেদের জীবন গড়তে চাই। খেটে খেয়ে বাঁচতে চাই। মানুষের মতো মাথা উঁচু করে থাকতে চাই।

(শেষ লাইনটি বলতে বলতে ভেঙ্গে পিরামিড গোলে বসে যাবে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(লা লা তালে তালে তিনটি ঘর হবে। মাঝখানে একটা দুই পাশে দুটি ঘর হবে।)

১) জানকী ও অন্যকেউ, ২) শ্বাশুড়ি বৌ (জ্যোৎস্না), ৩) পার্বতী ও অন্য কেউ
(মাঝখানের ঘরে শ্বাশুড়ি লা লা লা লা র ছন্দে মাইমে জাঁতিতে সুপারি কাটবে, পান সাজাবে খাবে। জ্যোৎস্না ছন্দে উঠোনে ঝাঁট দেবে, মাইমে থালা বাসন নিয়ে কলের ধারে যাবে।) (জানকী মাইমে ঘর ন্যাতা দেবে তারপর কলসী নিয়ে কলে জল আনতে যাবে। মাইমে জ্যোৎস্না আর জানকী গল্প করতে করতে কলের চারপাশে বাঁধানো চাতালটি ধুয়ে পরিষ্কার করবে, কলসীতে জল ভরে পাশে রেখে জ্যোৎস্নার বাসন ধোয়ার জন্য পাম্প করে দেবে দুজনেই ছন্দে বাড়ী ফিরবে।)

শেষ অংশ

১) জানকী, ২) শ্বাশুড়ি ও জ্যোৎস্না, ৩) পার্বতী
(পাশের বাড়িতে পার্বতী লা লা লা লা র তালে মাইমে নিজের শাড়িটি সেলাই করবে।) জানকী আর জ্যোৎস্না কাজ সেরে যেই ঘরে ফিরবে।

পার্বতীঃ জানকী, জ্যোৎস্না, নরেন তাড়াতাড়ি আয় কাজে যাবি না ?
জানকীঃ পার্বতিদি - কোদাল নেবো না নিড়ানী নেবো ?
জ্যোৎস্নাঃ আজ তো আমরা পাটের জমিটা নিড়াব। তুই নিড়ানিই নিবি।
কোরাসঃ এই চল চল তাড়াতাড়ি চল
(লা লা লা লা র তালে দুটি লাইন হবে।)

নাচ/গান
সবাই মিইল্যা চাষ করছি
গাজীপীরের জমি/পঞ্চায়েতের জমি
রাস্তার ধারে খালের পাড়
(ফসল ছড়াছড়ি গো)
লিজ দিয়াছেন খগেন কাকা
সুরেন কামাল মিঞা
পাইকলে ফসল ভাগ করিব
আমরা সবাই মিইল্যা গো
আমরা সবাই মিইল্যা গো
সংসারের সুখের লাইগ্যা / আইসো না আমরা দল গড়ি
রাস্তার ধারে --------- ফসল ছড়াছড়ি গো

পুকুর লিজে মাছ ছাইড়্যাছি
মাঠে ফলছে ধান
লোনের গরু দুধ দিছে ভাই
সবজী বেড়ার পান
গাঁয়ের মানুষ এক হইয়াছি
(করব না কেউ আড়ি)
রাস্তার ধারে --------- ফসল ছড়াছড়ি গো
(নাচ-গান শেষ সবাই চলে যাবে জ্যোৎস্না বাড়ী ঢুকবে।)

শ্বাশুড়ীঃ দাঁড়াও দাঁড়াও বলছি

জ্যোৎস্নাঃ মা না মানে / আজকে আমার একটু দেরী হয়ে গেল।

শ্বাশুড়ীঃ দেরি তো তোমার রোজই হয়। কোন দিন মিটিং কোন দিন পয়সা জমা করা, তা আজ কোন জমিদারী দেখা শোনা করছিলে, যে এতো দেরী হল ?

জ্যোৎস্নাঃ আজ আমরা দলের সবাই মিলে পাট জমির ঘাসগুলি নিড়াচ্ছিলাম।

শ্বাশুড়ীঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে না তোর। ঘরে বৌ হয়ে পরের জমিতে যাস চাষ করতে ?

জ্যোৎস্নাঃ পরের জমি কেন বলছ মা ? ও জমি তো আমরা লিজ নিয়েছি।

শ্বাশুড়ীঃ আমরা বাপু না খেতে পেয়ে মরে যাব, তা মেয়ে মানুষ ওই মদ্দদের মতো চাষ করতে যাব না। মান সম্মান বলে কিছুই রাখলি না ?

জ্যোৎস্নাঃ মান সম্মান যাওয়ার মতো এমন কোন কাজ আমরা করিনি মা। দিন এখন বদলে গেছে। আমরা আমাদের ভাল মন্দটা বুঝতে শিখেছি।

শ্বাশুড়ীঃ ও আমরা তাহলে সব বোকা আর তোরাই শুধু বুদ্ধিমান না

জ্যোৎস্নাঃ আমি তো তা বলিনি

শ্বাশুড়ীঃ চুপ আর একটাও কথা নয় মাথায় ঘোমটা নেই মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে বললে আবার বড় বড় কথা। বাজে মেয়েছেলে কোথাকার।

জ্যোৎস্নাঃ শোন মা আমরা বাজে মেয়েছেলে নই। ওই ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচার থেকে খেটে খাওয়া অনেক সম্মানের বুঝলে (কাজ করতে থাকে)

শ্বাশুড়ীঃ ও বাবা একি সর্বনেশে বৌ-রে! মুখে বেশ বুলি ফুটেছে। একটা কথা বলতে গেলুম তো হাজারটা কথা শুনিয়ে দিলে। আসুক আমার ব্যাটা বাড়ী। তোর ব্যবস্তা করব।

মহাদেবঃ (মদ খেয়ে টলতে টলতে) জ্যোৎস্না এই জ্যোৎস্না

শ্বাশুড়ীঃ ব্যাটা মহাদেব বাড়ি এলি বাবা (কাঁদবে)?

মহাদেবঃ মা ও মা কাঁদছো কেন মাগো?

শ্বাশুড়ীঃ বাবা মহাদেব তোর বৌ মাঠঘাট ঘেঁটে এই এখন বাড়ি এলো। আমি একটু বলতে গেলুম তা আমাকে বললে কিনা (কেঁদে) আমি নাকি ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচাই (কাঁদবে)

মহাদেবঃ কি এতো বড় কথা ওর জিব টেনে ছিঁড়ে নেবো।

জ্যোৎস্নাঃ তুমি বিশ্বাস করো আমি মাকে এ কথা বলিনি।
মহাদেবঃ এই তোকে না বলেছি ওই সব দলবাজিতে তুই যাবি না।
জ্যোৎস্নাঃ আমি কি এমনি গেছি এই সংসারের উন্নতির জন্যই তো দলে গেছি।
মহাদেবঃ আবার মুখে মুখে তর্ক তোকে মেরেই ফেলব (মারতে থাকে)
জ্যোৎস্নাঃ আহঃ আহঃ (করতে থাকে)
শ্বাশুড়ীঃ মার মার... আরো মার...
মহাদেবঃ দেখি আজ তোর কোন বাবা বাঁচায় [ফ্রিজ]
জ্যোৎস্নাঃ আ [ফ্রিজ]
শ্বাশুড়ীঃ (মাইমে) ঠিক [ফ্রিজ]
কোরাসঃ আমরা ওকে বাঁচাব।
পার্বতীঃ ছাড় উঠে আয় বোন (হাত ধরে তুলে আনে)
১ম জনঃ ছিঃ মহাদেব আবার তুই মদ খেয়ে বৌ পেটাচ্ছিস।
২য় জনঃ তুই না প্রতিজ্ঞা করেছিলি আর কখনো মদ খাবি না।
পার্বতীঃ উন্নয়ন সমিতির সবাইকে ডাকব ?
জানকীঃ না গো ওনাকে পুলিশে দাও মামার বাড়ীর ভাত কিছুদিন খেলে ঠিক হয়ে যাবে।
মহাদেবঃ তোরা বিশ্বাস কর মদ আমি একদম খেতে চাই না। কিন্তু ওই ঠেকের কাছটা এলেই আমার মনটা কেমন ছুঁক ছুঁক করে। তোরা শুধু শুধু আমাকে শাসন করিস। ওই মদের ঠেকাটার কোন ব্যবস্থা করলি না।
১ম জনঃ ও এই কথা
২য় জনঃ এই চল তো আমরা সবাই মিলে এখনি ওই মদের ঠেকটার ব্যবস্থা করে আসি।
কোরাসঃ হ্যাঁ চল চল... সেটাই ভালো।
মহাদেবঃ আমিও তোদের সঙ্গে যাবো।
(লা লা লা লা-র তালে তালে ওই দৃশ্যটা ভেঙ্গে যাবে)

তৃতীয় দৃশ্য

(লা লা লা লা-র তালে কিছু অভিনেতা রাস্তার দুপাশে গাছ তৈরি হবে।) (একটা ছাগল ম্যা ম্যা ডাকবে ঘুরে ঘুরে গাছগুলি খাবে।)(তাড়া করবে ছাগলকে)

কোরাসঃ এই ধর ধর। পালালো পালালো। ওই দিকে। ধর ধর হ্যাঁ (ধরে ফেলবে)
ছাগলঃ ভ্যা এ্যা (ডাকবে)
কাকাঃ এই আমার ছাগল তোরা ধরেছিস কেন ?
কোরাসঃ তোমার ছাগল আমাদের গাছগুলি খেয়ে নষ্ট করছে।
কাকাঃ তোদের গাছ মানে ?
১ম জনঃ এই যে অড়োর গাছগুলি আমরা লাগিয়েছি কাকা।

কাকাঃ তোরা কে হরিদাস পাল রে ? রাস্তার ধারে গাছ লাগিয়েছিস ? আবার চোখ রাঙ্গাচ্ছিস ? শোন রাস্তা সরকারের তাই এই গাছগুলিও সরকারের।

কোরাসঃ না মোটেই নয় রাস্তা আমাদের আর গাছগুলিও আমাদের।

কাকাঃ রাস্তা তোদের মানে ?

১ম জনঃ পঞ্চায়েতের সহযোগীতায় আর আমাদের উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে আমরা এই রাস্তাটা সংস্কার করেছি আমরা শ্রম দিয়েছি।

কাকাঃ হ্যাঁ বিনিময় মজুরি পেয়েছিস?

২য় জনঃ না কাকা, আমরা শ্রম দান করেছি।

কোরাসঃ তাই রাস্তাটি আমাদের।

কাকাঃ অ তাহলে ছাগলটিও তোদের?

কোরাসঃ না ছাগল তোমার।

কাকাঃ তাহলে ধরে রেখেছিস কেন ? ওকে ছেড়েদে ও ঘুরে ঘুরে গাছপালাগুলি খাক

৩য় জনঃ আমাদের শ্রমের ফসল তোমার নষ্ট করার অধিকার আছে কি কাকা ?

কাকাঃ কৈফিয়ত আমি তোদের দেবো না। কৈফিয়ত যদি দিতেই হয় আমি পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যকেই দেবো।

(প্রধানের প্রবেশ)

প্রধানঃ না কাকাবাবু কৈফেতটা আপনি ওনাদের দেবেন।

কাকাঃ দীনেশ তুমি প্রধান হয়ে এই কথা বলছ ? ওরা বেআইনি ভাবে রাস্তার ধারে গাছ লাগিয়েছে।

প্রধানঃ না ওরা আইনি ভাবেই গাছ লাগিয়েছেন। আপনি জানেন না ?

কাকাঃ কৈ না তো

প্রধানঃ তাহলে শুনুন, পঞ্চায়েতের যত পতিত জমি আছে। রাস্তার ধার, খালের পাড়, নদীর বাঁধ এই সব আর কি। পঞ্চায়েত এইগুলি বিভিন্ন দলকে লিজ দিচ্ছেন। এতে পঞ্চায়েতরও কিছু আয় হচ্ছে, আর গ্রামবাসীরও একটু খাদ্য সমস্যা মিটছে। কিন্তু কাকাবাবু এখন থেকে আপনার ছাগলগুলি যে একটু বেঁধে পুষতে হবে।

কাকাঃ হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি তো জানতাম না। তা আজকের মতো ছাগলটা দে বাবা। আর তোদের দলে আমাকে নিবি বাবা ?

কোরাসঃ নিশ্চয়ই নেবো

(লা লা লা লা-র তালে সবার প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

গান
গ্রাম উন্নয়ন সমিতি দিচ্ছে ডাক
নতুন করে গড়তে হবে গ্রাম
সেই গড়ার কাজে আমরা সবাই
লেখাই এসো নাম
গড়তে হবে গ্রাম ও ভাই
গড়তে হবে গ্রাম।
(এই গানটি গাইতে গাইতে সবাই মিলে অর্ধেক গোল হয়ে বসবে।)

১ম জনঃ আজ যে আমরা এই গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মিটিং-এ এসেছি সেই পুকুর লিজের ব্যাপারে রমা কিছু বলবে।

রমাঃ আমরা আমাদের স্বনির্ভর দলের মহিলাদের দিয়ে যদি ফনি কাকার ওই বড় পুকুরটি লিজে চাষ করি কেমন হয়।

কোরাসঃ খুব ভাল খুব।

ফনিঃ কিন্তু বাবা আমি যে তোদের ওই পুকুর দিতে পারব না।

কোরাসঃ কেন কাকা ?

ফনিঃ আমার পুকুরগুলা প্রত্যেক বছর ধীরেন বাগদি চাষ করে অনেক টাকা দেয়।

২য় জনঃ আমরা জানি ধীরেন বাগদি যা টাকা দেয় আমরাও সেই টাকাই দেব।

ফনিঃ তোরা ছা পোষা গরীব মানুষ, অত টাকা পাবি কোথায় ?

৩য় জনঃ কেন আমাদের স্বনির্ভর দলের মেয়েরা তিল তিল করে জমিয়েছে।

ফনিঃ তবুও ওকে কথা দিয়েছি ও প্রত্যেক বছর নেয়।

১ম জনঃ ধীরেন বাগদির অনেক পুকুর লিজ নেওয়া আছে ও আমাদের এলাকায় বড় মাছ ব্যবসায়ী তোমার ১টি পুকুর চলে গেলে ওর কোন ক্ষতি হবে না। তাছাড়া ধীরেন আমার বন্ধু আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি।

কোরাসঃ পাড়ার গরীব মানুষের স্বার্থে পুকুরটি দাও কাকা।

ফনিঃ ঠিক আছে আমি পুকুরটি তোদেরই দিলাম।

২য় জনঃ এই স্বপন কাল আমরা সবাই মিলে ধর্মগোলায় দু বস্তা করে ধান জমা করলাম। তুই করলি না তো?

স্বপনঃ আমি ধান জমা করব না।

কোরাসঃ কেন রে তোর ঘরে কি অভাব পড়বে না ?

স্বপনঃ সে পরের কথা পরে হবে। আমি কিছু ধান বেচে খোকা খুকির জামা-প্যান্ট ওর মায়ের তাঁতের শাড়ি আর জমি এই জিনসের প্যান্ট কিনেছি কেমন লাগছে রে

কোরাসঃ খুব ভাল লাগছে রে (গান- নতুন করে গড়তে হবে গ্রাম গানের তালে তালে সবার প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

১ম জনঃ কে কোথায় আছো সবাই বেরিয়ে এসো। সর্বনাশ হয়ে গেছে নদী বাঁধ ভেঙ্গে গেছে ভৈরব কাকার ছেলে ভেসে গেছে।

কোরাসঃ (কয়েক জন) সর্বনাশ হয়ে গেছে রতন ভেসে গেছে। বাঁধ ভেঙ্গে গেছে (ফ্রিজ)

ভৈরবঃ (কেঁদে কেঁদে) রতন... রতন... আমার রতন... কৈ আমার রতন?
(কয়েকজন ধীরে ধীরে রতনের মৃতদেহ নিয়ে ঢুকবে)

ভৈরবঃ (মৃতদেহের উপর পড়বে) রতন (করুন মিউজিক হবে সেই সঙ্গে মৃতদেহ ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে। একজন ভৈরবকে ধরে নেবে সবাই ধীরে ধীরে প্রস্থান।)

সূত্রধর ১ঃ আজ ভৈরব কাকার ছেলে রতন আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছে।

সূত্রধর ২ঃ কাল হয়তো আমিও চলে যাবো।

সূত্রধর ৩ঃ পরশু আপনিও যাবেন।

সূত্রধর ৪ঃ আচ্ছা এই ভাবে আমরা সবাই ওই নদী গর্ভে তলিয়ে যাবো ? [সমাপ্ত]

বিকল্পের সন্ধানে

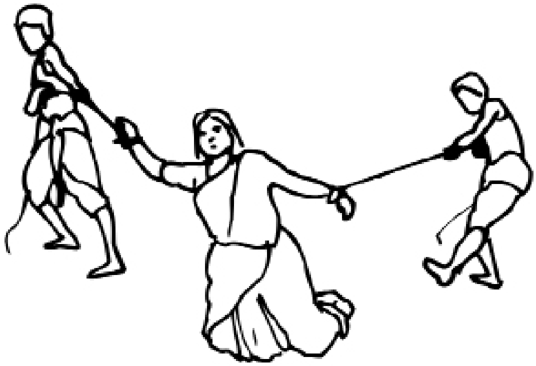

গান

ধন ধান্যে পুস্পে ভরা আমাদেরই বসুন্বরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ওসে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি
পুস্পে পুস্পে ভরা শাখি পুঞ্জে পুঞ্জে গায়ে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে আলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
ও সে ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে

এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্ম ভূমি
পুস্পে পুস্পে ভরা শাখি পুঞ্জে পুঞ্জে গায়ে পাখি
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরন দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্ম ভূমি ॥ (গান শেষ একটা পিরামিড তৈরি হয়)

সূত্রধরঃ সারা পৃথিবীটাই আমাদের চোখের সামনে দিনে দিনে পাল্টে যাচ্ছে। আকাশে চন্দ্র সূর্য আর তারা এখনও আছে ঠিকই । কিন্তু মানুষের অবিরাম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, প্রকৃতি আর আগেকার মত দয়ালু নেই । থাকবেই কেন ? নিজেদের প্রয়োজনের জন্য নিজেদের লোভের জন্য মানুষ হাজার হাজার বন কেটে করেছে বসত। বড় বড় বাঁধ । যে মাটিতে একদিন বিনা চেষ্টায় সোনার ধান ফলত, রাসায়নিক সার আর তেলের চাপে এবং এতটুকু বিশ্রাম না দিয়ে সারা বছর চাষ করে,সেই জমির উর্বরতা আমরা শেষ করে দিয়েছি ।

কোরাসঃ হ্যাঁ এই সুন্দর প্রকৃতিকে আমরা শেষ করে দিয়েছি । আমরা শুধু বলছি, হে প্রকৃতি আরো দাও আরো দাও আরো দাও (আরো দাও বলতে বলতে পিরামিড ভেঙে এরিনায় বাইরে চলে যায় ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(একজন করে এরিনার মধ্যে ঢুকে দর্শকের দিকে মুখ করে সংলাপ বলবে)

১.ঃ আমাদের অতীতে মাটি ছিল সোনার মত খাঁটি
২.ঃ আমাদের নিজস্ব বীজ ছিল
৩ঃ. কৃষকদের একটা স্বপ্ন ছিল ।
৪.ঃ মাঠে মাঠে ফলত সোনার ফসল ।
৫ঃ. নবান্ন হত, মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানত ।
কোরাস - জীবনটা আনন্দে ভরা ছিল, উন্মাদনা ছিল । (৩ বার)

(কোরাস শেষে ধান কাটি কাটি গান শুরু হয়)

গান
হায় ধান কাটি কাটি ধান ধান কাটি (২বার)
ধানে ধানে সোনা ফলে (২বার)
মাটি হইল সুখের শীতল পাটি
ধানে ধানে সোনা ফলে মটি হইল খাঁটি(২বার)
হায় ধান কাটি কাটি ধান কাটি

(ধান কাটি করতে করতে ফিগার তৈরি হল)

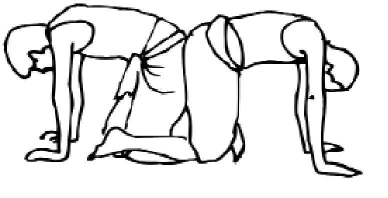

গান

ঢেঁকুচ, কুচ ঢেঁকুচ ঢেঁকিতে পা পড়ে
সুন্দর চরনও পাইয়া
ঢেঁকি গাছে চড়ে
ঢেঁকি নাচে কন্যা নাচে
নাচে তালে তালে সুন্দর চরন পাইয়া
ঢেঁকি গাছে চড়ে ।
ওঃ ওঃ ওঃ নবান্নে কুটিতে কুটিতে ধান লাবণ্য কি খোলে
ঢেঁকিতে পা দেয়রে কন্যা অঙ্গ হেলে দুলে (২বার)
(গানটাকে ধরে নাচতে নাচতে এরিনায় বাহিরে চলে যায়)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রধান ঃ নিজেদের দেশের মাটি তো আমরা সর্বনাশ করেছি, পৃথিবীর আরও কত জায়গায় বাকি । আর সেখানে গেড়ে বসতে না পারলে আমাদের চলবে কি করে ?

১ ঃ ঠিক ।

২ ঃ ঠিক ।

৩ঃ ঠিক ।

প্রধানঃ তুমি কি দিচ্ছ ?

১ ঃ আমি দেব উচ্চফলনশীল সব বীজ

প্রধান ঃ হ্যাঁ তাতে ফলন হবে বেশি, কিন্তু তার জন্য লাগবে অনেক রাসায়নিক সার ?

২ঃ সেই সব দামী সার দেব আমি ।

প্রধান - সেই সব বীজের জোর থাকবে কম । গাছে নিয়ে আসবে নুতন নুতন পোকা । তার জন্য লাগবে রাশি রাশি রাসায়নিক কীটনাশক ।

৩-ঃ সেইসব কীটনাশক দেব আমি।

প্রধান ঃ ব্যস, আর কি চাই । নিজেদের দেশীয় বীজ সব নষ্ট হয়ে যাবে । সব দেশের সব মাটিতে ফসল ফলবে আমাদের কথা মত । আর বছর বছর বেশি দামে সার ও তেলের জন্য আসতে হবে আমাদের কাছে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই ফসল ফলাবে চাষী আর লাভ ?

তিনজন ঃ আমাদের ।

চতুর্থ দৃশ্য

১ - আজ কৃষক আর স্বপ্ন দেখে না ।
২- কৃষকের স্বাধীনতায় হানল আঘাত ।
৩- কৃষকের নিয়ন্ত্রন গেল ফ্যাক্টরীর মালিকের হাতে ।
৪- নেপথ্যে বিদেশী কোম্পানীর বিষাক্ত থাবা ।
৪জন কোরাস - জীবনটা ভরে উঠল শুধুই হতাশা । হতাশ ।

(কোরাস বলতে বলতে এরিনার বাইরে চলে যায়)

পরাণ - এই হ্যাট হ্যাট যা যা যা (অমল বাবুর প্রবেশ)
অমল - পরাণ, এইপরাণ, (পরাণ গরু থামিয়ে অবাক হয়ে দেখে) কিরে আমায় চিনতে পারছিস না?
পরাণ ঃ কই না তো বাবু।

অমল - আরে আমি এই গ্রামের অমল দত্ত রে. ঐ যে পাঁচ বছর আগে কলকাতায় এক ফ্যাক্টরীতে কাজ পেয়েছিল না ?
পরাণ - ওঃ অমল বাবু
অমল - হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেই অমল বাবু । তা পরাণ জমিতে তো লাঙ্গল দিচিছস, কি লাগাবি রে !
পরাণ - এই মেঘিধান লাগাব বাবু ।
অমল - মেঘিধান সে আবার কিরে ? তা কি সার দিবি ভেবেছিন ?
পরাণ - আজ্ঞে গোবর সার দেব ভেবেছি । গোবর ভাল করে পচিয়েছি ।
অমল - (হাসতে হাসতে) দেখ পরাণ তোরা সেই ঠাকুরদার আমলেই রয়ে গেলি । আজকাল চাষে কত উন্নতি হয়েছে জানিস । দেখ পরাণ তুই যদি রাসায়নিক সার, উন্নত মানের বীজ,রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করতে পারিস তবে তোর ফসল পাঁচগুণ বেড়ে যাবে। পাঁচ বস্তার জায়গায় ২৫ বস্তা পাবি ।

পরাণ - (অবাক হয়ে) কি বলছেন বাবু ! পাঁচ বস্তার জায়গায় ২৫ বস্তা ।
অমল - হ্যাঁ রে আমি যা বলছি সত্যি বলছি
পরাণ - তা বাবু এতো পয়সা কোথায় পাব যে সার বীজ, কীটনাশক কিনবো ?
অমল - হুঁ এটা তোর একটা বড় সমস্যা আছে । আচ্ছা পরান, এখন ব্যাংকে লোন দিচ্ছে না ?
পরাণ - হ্যাঁ
অমাল- দিচ্ছে তো, তাহলে তুই একটা কাজ কর । তোদের গ্রামের পঞ্চায়েত বাবুকে ধরে একটা দরখাস্ত লিখিয়ে নে, তারপর ব্যাংকে জমা দিয়ে একটা লোন নিয়ে নে । দেখ পরান লোন করে হলেও তুই যদি এইভাবে চাষ করতে পারিস তাহলে তোর লাভ হবেই হবে।
পরাণ - সত্যি বলছেন বাবু লাভ হবেই হবে ।

অমল- হ্যাঁ পরাণ, লাভ হবেই হবে ।

পরাণ - কি করি এখন । হ্যাঁ যাই পঞ্চায়েত বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি । তারপর যা হয় হবে।

(রাস্তার মধ্যে পঞ্চায়েত বাবুর সঙ্গে দেখা হল)

পঞ্চায়েত বাবু - কি পরাণ কেমন আছো ?

পরাণ - এই তো আপনার কথা ভাবছিলাম ।

পঞ্চায়েত বাবু - আমার কথা ? কেন রে ! কি হল আবার

পরাণ - বাবু চাষ করব টাকা নেই তাই ভাবছি একটা লোন নেব ।

পঞ্চায়েত - একটা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে এইতো ।

পরাণ - হ্যাঁ বাবু ।

পঞ্চায়েত- দেখ পরাণ, আমি এখন একটা কাজে যাছি , তুই সন্ধ্যার সময় আমার বাড়িতে চলে আসিস লিখে দেব, কেমন ।

পরাণ - ঠিক আছে বাবু

পঞ্চম দৃশ্য

(ব্যাংক) (অফিসার বসে আছে)

পরাণ - আসব স্যার?

অফিসার - এসো কি ব্যাপার?

পরাণ - লোনের জন্য দরখাস্ত জমা দিয়েছিলাম।

অফিসার - ও আচ্ছা আচ্ছা ,তা তোমার নাম কি?

পরাণ - পরাণ মন্ডল।

অফিসার- হুঁ তোমার দেখছি সার্ভে লিষ্টে নাম নেই।

পরাণ - তা হলে কি আমি লোন পাব না বাবু?

অফিসার- দাঁড়াও দেখছি । পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কথা বলি ।

(ফোনে পঞ্চায়েত বাবুর সঙ্গে কথা বলেন)

হ্যালো আমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলছি, মানে ওর তো সার্ভে লিষ্টে নাম নেই। বুঝতেই পারছি ওতো গরীব মানুষ, টাকাটা ওর অত্যন্ত প্রয়োজন । আপনি যদি বলেন আমি দিয়ে দিতে পারি । হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে । পরাণ লোনটা তোমার পাস করে দিচ্ছি কিন্তু তাড়াতাড়ি শোধ দিয়ে দিও ।

পরাণ - হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু ধান উঠলেই শোধ দিয়ে দেবো ।

অফিসার - এই নাও একশো টাকা
পরাণ - হ্যাঁ হ্যাঁ দাও (টাকা নেয়)
অমল - (টাকা ছিনিয়ে নেয়) পাঁচ বস্তার জায়গায় ২৫ বস্তা ।
বিদেশী - পেছনে আমরা আছি ভরতুকি আমরা দেব (টাকা নেয়)

(এইরকম ভাবে তিনবার দৃশ্যটা চলে)

অমল - এই নে পরাণ ডিমেক্রন।

(তিন রকমের কীটনাশকের মালা পরিয়ে দেয় পরাণের গলায়)

[ফ্রিজ]
("এমন দেশ টি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি" গানের তালে পিরামিড ভাঙে নতুন দৃশ্য শুরু হয়)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(একদিকে লাঠি দিয়ে কোনাকোনি করে কারখানার গেঁট তৈরি করে, তার পেছনে একজন হাঁটু গেড়ে হাত দুটো সামনের দিকে রেখে বসে তার উপর একজন উঠে দাঁড়াবে । মুখে একটা রাক্ষসের মুখোশ পরে থাকবে । তার গলায় একটা পিজবোর্ড ঝোলানো থাকবে। তাতে লেখা থাকবে ইউনিয়ন কার্বাইড আর এরিনায় তিন পাশে লাঠি দিয়ে তিনটে ঘর তৈরি করবে । দুজন দুজন করে সেই ঘরে শুয়ে থাকবে । মনে হবে যেন রাত্রে ঘুমাচ্ছে।

সুত্রধর - (নেপথ্যে) আপনারা জানেন কৃষি কাজের জন্য যে কীটনাশক ওষুধ দেওয়া হয়, সেই কীটনাশকের কারখানা আছে মধ্যপ্রদেশের ভূপাল শহরে ১৯৮৪ সালে ২রা ডিসেম্বর মধ্য রাত্রে এক ভয়ঙ্কর দূর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল । হঠাত্ ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে মিক গ্যাস নির্গত হল ।রাত্রির নিস্তবতা ভেদ করে বেজে উঠলো সাইরেন)

(ঢোলের আওয়াজে অভিনেতারা কাশতে কাশতে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ফ্রিজ হয়ে থাকে)

সুত্রধর - ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনায় বলি হল হাজার হাজার মানুষ । চার হাজারেও বেশি মানুষ তখনই মারা যায় । আকাশে বাতাসে শকুনের আনাগোনা শুরু হল । বহু মানুষ বিকালাঙ্গ হয়ে গেল ।
এখনও যে শিশুরা জন্মাচ্ছে তাদের কেউ পঙ্গু হয়েই জন্মাচ্ছে , সারা জীবনের মত অসুস্থ হয়েই বাঁচছে।

(সূত্রধরের কথা শেষ হলে, অভিনেতারা আস্তে আস্তে এরিনা থেকে চলে যায়)।

(এরিনার এক কোণে তিনটি লাঠি দিয়ে ঘর তৈরি করবে । পরাণ মন্ডলের স্ত্রী মিউজিকের তালে তালে ঝাড়ু দেবে । পরাণের ছেলে ডাকতে ডাকতে ঢুকবে ।)

ছেলে - মা, মা

চাঁপা - কি হলোরে

ছেলে - আমি আর স্কুলে যাবোনা মা ।

চাপা - কেনরে তোর আবার কি হলো ।

ছেলে - মাষ্টার মশাই বলেছেন বই কিনে না আনলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে ।

চাঁপা - তাহলে কি করবি ।

ছেলে - মনে করছি শহরে চলে যাব । চাষে তো দেখছি কোনো লাভ নেই, তাই ভাবছি শহরে গিয়ে কোনো চায়ের দোকানে কাজ করব।

চাঁপা - খোকা,

ছেলে - অন্তত পেটের ভাতটা কোনো রকমে হয়ে যাবে ।

পরান - যাও, যাও, যার যেদিকে চোখ যায় চলে যাও । জানো চাঁপা, এ যে বড় কঠিন সময় যাও যাও তোমরা যেখানে পার চলে যাও ।

(ছেলে মাকে বাবাকে প্রণাম করে । বাবা ও মা কান্নায় ভেঙে পড়ে । নেপথ্যে একটা গান ভেসে আসে । ছেলে আস্তে আস্তে এরিনা থেকে বেরিয়ে যায়)

গান

শ্যামল গাঁয়ের সোনার ছেলে
পেটের দায়ে যায় গো চলে
ছেড়ে দেশের ঘর
স্নেহের দুলাল যায় শহরে - ২ বার
বাঁধতে সুখের ঘর - ৩ বার

(পরাণ ও চাঁপা আস্তে আস্তে কুঁড়ে ঘরের মধ্যে শুয়ে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে । একদিকে ছেলেকে চা দোকানদার মারছে । অন্যদিকে বাবা খোকা বলে চেঁচিয়ে ওঠে ।)

সুত্রধর - হে মোর ভারতবর্ষের দুর্ভাগা কৃষক, পরানের এই হাহাকার, আক্ষেপ, অনুতাপ ও হতাশা আজ বাংলার ঘরে ঘরে । আজ আমাদের অনাহার, অর্ধাহার নিত্যসঙ্গী । খাদ্যের চিন্তাই আমাদের একমাত্র চিন্তা, আজ বিংশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে একি নির্মম চিত্র দেখতে পাই, কেন চাষী চাষ করেও সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে পারছে না ? শিশুরা বেগার শ্রমিকে পরিণত হচেছ ।তাই আজ বিকল্পের খোঁজ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে , তাই আসুন আমরা বিকল্পের খোঁজ করি ।

[গান]
মাটি আমরা রাখব খাঁটি
এই আসরে করছি পণ
বিকল্প চাষেতে ফলাবো ফসল (২ বার) ।

(গানের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা অভিনেত্রীরা পিরামিড তৈরি করবে । তারপর গান চলতে থাকবে।

তারপর আস্তে আস্তে পিরামিড ভেঙ্গে এরিনার বাহিরে চলে যাবে ।)

- সমাপ্ত -

যাত্রাপালা

কুসুমপুরের সোনালী সকাল

ভূমিকা

এই পালার মূল ঘটনাটি কাল্পনিক এবং সমস্ত পাত্র পাত্রী সবই কাল্পনিক। কুসুমপুর নামে একটি কাল্পনিক গ্রামকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটনো হয়েছে। এই পালার ঘটনা এগিয়ে চলে ভোটকেন্দ্রিক ক্ষমতার রাজনীতি এবং মানুষের মানবিক সাংস্কৃতিক রাজনীতির দন্দ্বের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে। রাজনীতি যদি হয় নীতির শ্রেষ্ঠ, নীতির রাজা, তাহলে আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে দেশ, সমাজ, নীতি হারিয়ে মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে এ কোন রাজনীতির খেলা চলছে। এটা কি সত্যিই মূল্যবোধের রাজনীতি? না কিছু মানুষের ক্ষমতা ভোগ করার রাজনীতি!

তাই কায়েমী স্বার্থের প্রাচীরকে ভাঙার জন্য কুসুমপুরের গরীব মানুষেরা এক জোট হল। মানবিক সাংস্কৃতিক রাজনীতি ফিরিয়ে আনল কুসুমপুর গ্রামে। কুসুমপুর গ্রামে ফিরে এলো সোনালী সকাল।

বি; দ্র; - এই যাত্রাপালাটি যে কেউ মঞ্চস্থ করতে পারে, শুধু একটু খবরের অপেক্ষায় থাকবো।

লেখক -

চরিত্রলিপি

পুরুষ

১। নিখিলেশ - ধনী ব্যবসায়ী/প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা
২। অরুণ - ঐ পুত্র
৩। আশরফ - আদর্শ শিক্ষক
৪। নীলু - রাজনৈতিক নেতা
৫। বংশী - গ্রামবাসী
৬। মঙ্গল - গরীব কৃষক
৭। গণেশ - ঐ পুত্র
৮। অনিমেষ - অরুনের বন্ধু
৯। পটলা - সমাজবিরোধী
১০। লোটন - প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের সমর্থক
১১। কেষ্ট - নিখিলেশের চাকর
১২। পলাশ - পার্টি সেক্রেটারী
১৩। সোমনাথ - কুসুমপুর থানার ওসি
১৪। একজন কনস্টেবল
১৫। বিশু - গ্রামবাসী

স্ত্রী

১। হৈমন্তী - নিখিলেশের স্ত্রী
২। রাত্রী - অনিমেষের বোন

৩। মিঠু - অরুণের বোন
৪। রকিয়া - আশরফের কন্যা

প্রথম দৃশ্য

[ভোট কেন্দ্র]

[নেপথ্যে বোমের আওয়াজ, অনিমেষ, বিশু, গণেশ, মিঠু মঞ্চে প্রবেশ করবে, ছোটাছুটি করবে।

কোরাসঃ বোম ফাটছে, বোম, পালাও পালাও ....
বিশুঃ নিকুচি করেছে এমন ভোট দেওয়ার।
গণেশঃ চল, আগে তো পালাই।
অনিমেষঃ (গমন পথের দিকে চেয়ে) রকেয়া .... রকেয়া চলে আয়।

[ছুটতে ছুটতে রকিয়ার প্রবেশ]

রকিয়াঃ আসছি....... আসছি রে। মিঠু তোরা ভোট দিবি না?
মিঠুঃ মাথা খারাপ, নিজে বাঁচলে বাপের নাম। চল, চল পালিয়ে চল।
রকিয়াঃ কিন্তু রাত্রী তো আমার আগেই ছিল, ও বুথেই ঢুকতেই তো -
বিশুঃ ওর কিছু হয় নি তো?
অনিমেষঃ রাত্রী আসে নি ওর কি কিছু -
রকিয়াঃ বালাই ষাট .... রাত্রী....... রাত্রী....... রাত্রী

[রাত্রী ছুটে প্রবেশ করে]

রাত্রীঃ এই তো আমি।
কোরাসঃ কিছু হয়নি তো?
রাত্রীঃ রাত্রীর গায়ে হাত দেবে- সে এখনো এই পৃথিবীতে জন্মায় নি।

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে বোমার আওয়াজ]

কোরাসঃ পালাও .... পালাও........

[সবাইকার প্রস্থান]

পটলাঃ ফটাশ .... ফটাশ ... দুম দুম ফটাশ ...... সবাই নিলু সেনকে ভোট দেবে? এই পটলা বেঁচে থাকতে? পেটো দিয়ে কেমন চেটো মেরে দিলাম?

[লোটনের প্রবেশ]

লোটনঃ দারুণ পটলা ... দারুন, কিন্তু অরুনকে তো দেখতে পাচ্ছি না সে কোথায় গেল?

[অরুণের প্রবেশ]

অরুণঃ বান্দা হাজির, আদেশ করুন জাঁহাপানা।
লোটনঃ ইয়ারকী রাখ, এনি প্রবলেম ?
অরুণঃ নো, প্রবলেম।
লোটনঃ জয় আমাদের (হাত বাড়ায়)।
অরুণঃ অনিবার্য (হাতে হাত রাখে)।
লোটনঃ ভোটের রেজাল্ট ।
অরুণঃ আমাদের হাতে।

[তিনজন হেসে ওঠে]

লোটনঃ এবার দেখিয়ে দেবো রাজনীতি কাকে বলে। নিলমনি সেন ওরফে নীলু তুমি ঘুঘু দেখেছো -
অরুণঃ তার ফাঁদ দেখোনি -
পটলাঃ ভোটে গো হারা হেরে এবার বেটা ঘরে ঢুকবে চুনকালি মুখে নিয়ে।

[তিনজন হাসিতে ফেটে পড়বে। ফ্রিজ - আলো নিভে যাবে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গ্রামের চন্ডীমন্ডপ প্রাঙ্গন]
[নীলুর প্রবেশ]

নীলুঃ না ..... না..... না..... আমি আর রাজনীতিতেই থাকব না।

[আশরফের প্রবেশ]

আশরফঃ কেন থাকবে না নীলু!
নীলুঃ মাস্টারমশাই, যে মানুষদের জন্য আমি আমার সাধ্যমত পাশে থাকার চেষ্টা করেছি সুখ দুঃখের সাথী হয়ে গ্রামের উন্নয়নে সবাইকে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম, তারাই আমাকে দূরে ঠেলে দিল?

[শিবুর প্রবেশ]

শিবুঃ আচ্ছা, এটা কি একটা নির্বাচন?

[বংশীর প্রবেশ]

বংশীঃ না রে শিবু, প্রহসন।
শিবুঃ কি বলছেন কাকা ?
বংশীঃ আমি ঠিক বলছি শিবু। রাজনীতি কি চাড্ডিখানি কথা? নীতির মধ্যে

রাজা মানে সবার বড় নীতি। ন্যায়, নিষ্ঠা, সত্যের শীর্ষ চূড়া বলতে পারো। যার উপরে আর কোন সুস্থনীতি নেই সেই মানবিক নীতিই রাজনীতি।

আশরফঃ তাহলে তুমি বলতে চাইছো অন্যায়, অসততা, শঠতা এসব কিছুই থাকবে না?

বংশীঃ এক তিলও নয়। রাজনৈতিক কর্মীদের ভোটের বাক্স শেষ কথা নয়। জনতার প্রতি স্বচ্ছতা দায়বদ্ধতা সবার সঙ্গে উন্নয়নের কাজে হাত লাগানো ... প্রিয় বন্থুর মতো দুর্বল মানুষের পাশে থাকাটা শেষ কথা। এই নীতিতে কোন হিংসা, লোভ, ব্যক্তি স্বার্থ থাকবে না।

নীলুঃ কিন্তু এখন যে রাজনীতি মানে উল্টো কাকা। জাল জোচ্চুরি, খুন রাহাজানি, মস্তানি সন্ত্রাস, পেশীশক্তির আস্ফালন ছাড়া কিছুই নয়।

বংশীঃ সেটা রাজনীতি নয় নীলু, তার নাম দুর্নীতি, কুটনীতি, ভ্রষ্টনীতি।

[গান ধরে বংশী]

গান

নীতি যদি ঠিক না থাকে
ভুল পথে সে চলে-
লোভ লালোসা ছল চাতুরী
দুর্নীতিতে পড়ে
রাজনীতি কি বলে।
তাকে রাজনীতি কি বলে?
মানুষ হয়ে বাঁচতে শেখো
মানুষেরই তরে
অনাহার আর অশিক্ষাকে
দাও গাঁ ছাড়া করে।
সবাই মিলে বাঁচতে শেখার
পথ যদি যাও ভুলে
রাজনীতি কি বলে
তাকে রাজনীতি কি বলে।
মন রে .... ও মন রে....
ভোলা মন রে
রাজনীতি কি বলে ....

[প্রস্থান]

আশরফঃ আহাঃ কি চমৎকার কথা। ভারী মনটা যেনো হাল্কা হয়ে গেল। তুমি নাই বা ভোটে

জিতলে নীলু। সবাই মিলে বাঁচতে শেখার পথ ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের সবাইকে অহঙ্কারের অন্ধ গলি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষের মাঝে থাকতে হবে তাদের সুখ দুঃখের সাথী হতে হবে। আমরা সবাই মিলে মিশে এক সাথে বাঁচব, এটাই হোক আমাদের মূল মন্ত্র, একমাত্র নীতি।

শিবুঃ তাহলে এই নীতিই হবে রাজনীতি।

নীলুঃ হ্যাঁ শিবু, এবার মনে হচ্ছে আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। আমাদের নীতিটাই আসল রাজনীতি। জনগণ আজ দুর্নীতির শিকার হচ্ছে মাত্র।
বংশী কাকা আমার চোখ খুলে দিয়ে গেছে। আমি আপনার আদর্শ নীতি থেকে এক চুলও সরছি না মাস্টার মশাই (মাথা ধরে) একি মাথাটা ঘুরে গেল কেন?

আশরফঃ যা ইলেকশনের ধকল গেল। তুমি বাড়ি যাও নীলু, তোমার বিশ্রামের বড় প্রয়োজন।

নীলুঃ আসছি মাস্টারমশাই তাহলে সকালে দেখা হবে।

শিবুঃ দাঁড়াও, আমিও যাব নীলু দা।

নীলুঃ চল, (যেতে যাবে)।

আশরফঃ তোমরা সদাই মনে রেখো। তোমরা মানে তরুণরাই এই সমাজের মেরুদন্ড।

নীলু+শিবুঃ মনে রাখব মাস্টারমশাই । আসি -

[প্রস্থান]

আশরফঃ [গমন পথের দিকে চেয়ে] (কবিতার ঢঙে বলে)
তোমরা যত তরুণ দল
বাড়াও সবার মনো বল
দেশের তরে দশের তরে
করিও প্রাণপণ।
দুঃখিজনের দুঃখ ঘোচাও
বাঁচাও মা বোনেদের মান -

[নেপথ্যে মহিলা কণ্ঠ বাঁচাও ..... বাঁচাও.......]

আশরফঃ একি নারীর আর্ত চিৎকার কোন দিক দিয়ে ধেয়ে আসছে।

[নেপথ্যে বাঁচাও ..... বাঁচাও.......]

আশরফঃ মনে হচ্ছে ঘোষেদের বাগানের দিকে যেন -

[নেপথ্যে অরুণের গলা]

এ চোপ শালী, এর মুখটা খুলে গেছে পটলা ভালো করে বেঁধে দে.... যেন রা না বেরোয়।

মহিলাঃ আমায় ছেড়ে দাও ....আ....আ....মা....আ....আ....উঁ.... উঁ....
লোটনঃ এই শালী তো আর নড়াচড়া করছে না।
পটলাঃ আরে এ তো টেঁসে গেছে।
অরুনঃ চল এক্ষুনি পালা।
পটলাঃ ফেঁসে যাবি রে শালা -
৩ জনঃ চল চল পালাই -

[আশরফ উঁকি দিয়ে চারদিকে দেখবে আর কথাগুলো শুনবে হঠাত্ ওদের তিনজনের পা টিপে টিপে প্রবেশ, আশরফ দেখতে গিয়ে ওদের দেখে চমকে ওঠে]

আশরফঃ একি লোটন, পটলা, অরুণ তুমিও !
অরুনঃ [স্বাভাবিক হয়েছ] মাস্টারমশাই এতো রাতে আপনি এখানে?
লোটনঃ (মত্ত অবস্থায়) পাহারা দিচ্ছিলে গুরু।
আশরফঃ তুমি না জনপ্রতিনিধি হয়েছো। এক অসহায় নারীর সর্বনাশ করতে এতটুকু বিবেকে বাঁধল না?
লোটনঃ সর্বনাশ কেন বলছো গুরু, ভোটে জিতে একটু সেলিব্রেট করলাম।
আশরফঃ লোটনকে (চড় মারে) (লোটন পড়ে যায়) (অরুণ এতক্ষণ মাথা নিচু করে ছিল চড় মারতে চমকে ওঠে)
পটলাঃ (আশরফের জামার কলার ধরে) শালা - লোটনদাকে চড় মারলি?
লোটনঃ (উঠতে ...উঠতে) দে শালার পেটে দানা ভরে।
অরুণঃ (ছাড়িয়ে দেয়) পটলা ছাড় ওনাকে .... ছাড় বলছি .... মাস্টারমশাই আপনি বাড়ি যান -
আশরফঃ খবরদার, তোমার ঐ অপবিত্র মুখ দিয়ে মাস্টারমশাই কথাটা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করো না। আমার ভাবতেও ঘেন্না হচ্ছে, একদিন তুমি আমার ছাত্র ছিলে। আমার আদর্শকে তুমি হত্যা করেছো আমি তোমাকে ছাড়বো না। যা দেখেছি সব বলে দেবো সবাইকে, পুলিশকেও বলবো।
অরুণঃ বড্ড বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আপনি কিন্তু কিছুই দেখেন নি মাস্টারমশাই।
আশরফঃ ইডিয়েট, আমি কিছুই দেখিনি?
অরুনঃ না, কিছুই দেখেন নি। আপনি কি সত্যিই কিছু দেখেছেন? কিছু শুনেছেন?
আশরফঃ আমি পরিষ্কার শুনলাম একটা মেয়ের -
অরুণঃ না (চেঁচিয়ে) কিছুই শোনেন নি। আজ রাতে আমাদের সাথে দেখাও হয় নি।

আশরফঃ শয়তান (চেঁচিয়ে) আমি তোমাকে -

অরুণঃ (গলাটা টিপে ধরে) পুলিশে দেবেন তাই তো? আমাকে এটা করতে বাধ্য করলেন আপনি। এখনও বলছি আপনি কিছুই শোনেন নি, দেখেন নি। বেশি ন্যাকড়াবাজি করলে রকিয়া (গলাটা ছেড়ে দিয়ে) আপনার একমাত্র মেয়ে তাই না?

আশরফঃ কী হয়েছে রকিয়ার?

অরুণঃ হয়নি এখনও

লোটনঃ কিন্তু হতে কতক্ষণ

পটলাঃ দিন কাল ভালো নয়

অরুণঃ আজ রাতের কথা যেন কাকপক্ষীতেও টের না পায় তাহলে -

লোটনঃ রকিয়া -

অরুণঃ এই চলে আয়

[প্রস্থান]

পটলাঃ অরুণদার বুদ্ধি অস্ত্র। লোটনদার বুদ্ধি লাঠি। পটলা দেবে পেটো মেরে, জমবে ফাটাফাটি। (হাঁসে) ফ্যা.......(লোটনকে ধরে)। আমাকে ধরো দাদা লোটন মাথায় পরেছো নেতার ঝোটন .....থুড়ি .... টুপি

[প্রস্থান দুজনের]

আশরফঃ আমি এ কোন দেশ দেখছি আল্লা? এখানে নাকি জন্মেছিলেন গৌতম বুদ্ধ? তিনি নাকি অহিংসার বাণী ছড়িয়ে গেছেন? রামকৃষ্ণপরমহংস দেব, বিবেকানন্দ, চৈতন্য, গুরু নানক, লালন ফকির, নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ, মাতঙ্গিনী, ক্ষুদিরাম, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসু, শত শত মহামানব মানবীর পদধূলিতে যে পুণ্যস্থান গঠিত। আজ সেখানে পাপে পাপাচার। মানুষ বিবেকহীন মনুষত্বহীন, হায় আল্লা চোখ দুটো অন্ধ করে দাও আর কান দুটো বধির করে দাও ... বধির করে দাও

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[নদীর ধার]
[গান গাইতে গাইতে বংশীর প্রবেশ]

গান
দালান কোঠা থাকবে পড়ি
হীরে মানিক গিনি -
বাঁশের দোলায় চড়ে তুমি
যাবে নিজো বাড়ি।
ও .... ভরের হাটে বেসাতি তোর
হবে যে দিন শেষ
ধনদৌলত সাজসজ্জা
যাবে না তোর বেশ।
ভালো যেটুক সঙ্গে যাবে
মন্দ রবে পড়ি
যাবে নিজো বাড়ি।

[অরুনের প্রবেশ]

অরুণঃ হা ...হা... হা... হাসালে বংশীবদন। এই দুনিয়ায় বাঁচতে গেলে বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, আর চাই টাকা ... শুধু গোছা গোছা টাকা। টাকা ছাড়া-

[রাত্রীর প্রবেশ]

রাত্রীঃ সবই ফাঁকা। সুখ,ঐশ্বর্য, মান, সন্মান, মায়া মমতা, ভালবাসা সব সব ফাঁকা, তাই না ডার্লিং।

অরুণঃ রাত্রী তুমি?

রাত্রীঃ কেন? দিনের বেলায় রাত্রী আসতে পারে না?

অরুণঃ আচ্ছা রাত্রী রাত দুপুর হয় কিন্তু দুপুর রাত হয় কি?

রাত্রীঃ (অভিমান করে) আচ্ছা তবে চলেই যাচ্ছি।

অরুণঃ (হাতটা ধরে) আরে একটু মজা করলাম।

রাত্রীঃ হাত ছাড়ো, দেখছোনা বংশী খুড়ো -

অরুণঃ ও বুড়ো এখন নদীর জল দেখছে আর নীতির গান বাঁধছে হা... হা... হা...

রাত্রীঃ আর তুমি কি দেখছো?

অরুণঃ তোমাকে -

রাত্রীঃ ধ্যাত্ - আমি আসার আগে তুমি এই নির্জন নদীর ধারে কী দেখছিলে মশাই?

অরুণঃ স্বপ্ন দেখছিলাম।

রাত্রীঃ স্বপ্ন?

অরুণঃ হ্যাঁ,স্বপ্ন নদীর ধারের ঐ পরমানিক আর মন্ডলদের জমিগুলো আমাদের হবে। ওখানে একটা সুন্দর ছিমছাম বাগান বাড়ি করব। নীচে একটা ছোট ঝুল বারান্দা। সুন্দর একটা বিদেশী গাড়ী...

রাত্রীঃ উঃ অরুন আর বলো না, ভাবতে পারছি না তাহলে আমাদের জীবনের অর্থটাই বদলে যাবে। কিন্তু ওতো বাস্তব নয়, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে ওটা শুধুই রূপ কথার গল্প মাত্র।

অরুণঃ মানুষ চাইলে কিনা হতে পারে।

রাত্রীঃ কী বলছো তুমি?

অরুণঃ তুমি চাইলে আমি আশমানের চাঁদটাকেও মাটিতে নামিয়ে আনতে পারি।

রাত্রীঃ এসব পাগলের প্রলাপ।

অরুণঃ টাকা থাকলে সব কিছুই সম্ভব।

রাত্রীঃ সেটাই তো বলার চেষ্টা করছি, কোথায় পাবো অত অত টাকা?

অরুণঃ তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, মানে আমার ব্যবসায় সহযোগিতা কর তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে দেখবে আমাদের জীবন যাত্রার মান হাই লেবেলে পৌঁছে গেছে।

রাত্রীঃ সত্যি ?

অরুণঃ সত্যি .... সত্যি .... সত্যি।

রাত্রীঃ আমি আছি আমি থাকব অরুণ।

অরুণঃ প্রমিস (হাত বাড়িয়ে দিয়ে)।

রাত্রীঃ (হাতে হাত রেখে) প্রমিস।

অরুণঃ ব্যস এখন শুধু তোমার সহযোগিতা -

রাত্রীঃ টাকা শুধুই টাকা তার পর।

বংশীঃ (এতক্ষণে যেন অন্য মনে ছিল হঠাত্) তারপর তোমরা আর মানুষ থাকবে তো?

অরুণঃ কি বলতে চাও তুমি?

বংশীঃ তেমন কিছুই নয় স্বপ্ন দেখো অন্যকেও দেখাও সুস্থভাবে বাঁচার স্বপ্ন - লোভের পথ, পাপের পথ ত্যাগ করে মানুষ হওয়ার স্বপ্ন।

রাত্রীঃ তবে কি বলতে চান আমরা অমানুষ?

বংশীঃ অমানুষ কেন হবে মা। সবাই মানুষ। মান আর হুঁশ নিয়েই একটি পরিপূর্ণ মানুষ। যার একটা আছে তার আর একটা দিক কানা, যার দুটোই নেই সে পুরোই অন্ধ। টাকা সবার ঘরেই আছে যে দিনে এক টাকা আয় করে তার ঘরেও আছে আর যে দিনে লাখ টাকা আয় করে তার ঘরেও, টাকার দাঁড়ি পাল্লায় কি আর মানুষের মনুষ্যত্বকে মাপা যায় মা?

অরুণঃ তাহলে এক টাকার মানুষ আর লাখ টাকার মানুষ কি সমান সুখী ? সমান ভোগী?

রাত্রীঃ হ্যাঁ, বলুন কে জগতে সুখী?

বংশীঃ সুখটা তুমি মাপবে কোন মাপকাঠিতে? ভোগে তো মুক্তি নেই। সে মানুষকে আকাঙ্খিত করে লালোসা বাড়ায়।

রাত্রীঃ মানতে পারলাম না খুড়ো উন্নত জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় এক মাত্র ভোগে।

বংশীঃ না, মা ভোগ একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড, জ্বলতে জ্বলতে বেড়ে যায়। মানবতা, বিবেক নীতি ঐসব যত ভাল কিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। এ পথে কোন আনন্দ নেই। শুধু চাহিদা আছে না পাওয়ার বেদনা আছে। মরীচিকা শুধুই মরীচিকা তার পিছনে ছুটে গিয়ে মনুষত্বকে অধর্মের হাটে বিকিয়ে দিও না বিকিয়ে দিও না। (যেতে যাবে)

অরুণঃ শুনে যাও মনুষ্যত্ব বিবেক এসব নিয়ে ভন্ডামি করে পাগলেরা, বর্তমান সমাজে এসবের কানাকড়িও মূল্য নেই, বুঝেছো বংশীবদন।

[আশরফের প্রবেশ]

আশরফঃ বংশীবদন নয় অরুণ, ওনার নাম বংশী মন্ডল।

অরুণঃ ঐ হলো যা দিয়ে চাল ভাজা তাই দিয়েই মুড়ি হাঃ হাঃ হাঃ (হাসে)

আশরফঃ বন্ধ করো তোমার রসিকতা। বয়ঃজ্যেষ্ঠ মানুষের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় সেটাও ভুলে গেলে দেখছি।

বংশীঃ চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। আসি মাস্টার-

[প্রস্থান]

আশরফঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমার ভাবতেও -
অরুণঃ (হাত তুলে) ব্যাস বাকিটা আমি বলছি। আমি এককালে আপনার ছাত্র ছিলাম সেটাই আপনার ভাবতে ঘৃণা হচ্ছে তাই তো?
আশরফঃ ঠিক তাই।
অরুণঃ শুনে শুনে কান দুটো ঝালাপালা হয়ে গেছে একই ডায়ালগ বার বার শুনে মুখস্থ করে ফেলেছি এবার নতুন কিছু ছাড়ুন স্যার।
আশরফঃ (চেঁচিয়ে) অরুণ -
রাত্রীঃ আমি আসি অরুণ পরে দেখা হবে বাই

[যেতে যাবে]

আশরফঃ শুনে যাও রাত্রী।
রাত্রীঃ (বিরক্ত হয়ে) আপনি ভুল করছেন। আমি কিন্তু কস্মিনকালেও আপনার ছাত্রী ছিলাম না - মাস্টারীটা আপনার এই সব ছাত্রদের উপর ফলাবেন না - রাবিশ
আশরফঃ ভুল আমি করিনি মা, আমি জানি তুমি আমার ছাত্রী ছিলে না কিন্তু আমার প্রিয় ছাত্র অনিমেষের একমাত্র বোন তুমি, আমার মেয়ে রকিয়ার বান্ধবিও বটে, তোমার কোন ক্ষতি -
রাত্রীঃ (হাত তুলে) ব্যাস, আর জ্ঞান নয় লতায় পাতায় সম্পর্ক ধরে কেউ আমাকে জ্ঞান দান করবেন, আর আমি ভিখারীর মতো সেই দান গ্রহণ করব ভাবলেন কি করে আপনি? আশ্চর্য !
আশরফঃ আশ্চর্য আমিও কম হচ্ছি না মা। অরুনের হাওয়ায় নিজেকে কোথায় নিয়ে চলেছো? অনিমেষ জানে?
রাত্রীঃ এবার আপনি জানিয়ে দেবেন, দায়িত্বটা আমি আপনাকেই দিলাম।
আশরফঃ কোন দায়িত্ব মা, তুমি ঐ নর্দমায় নেমেছো সেই খবরের, না যখন ঐ নর্দমার কীটের দংশনে তুমি হাবুডুবু খাবে যাতে তলিয়ে না যাও তার জন্য, প্রস্তুতি নেওয়ার দায়িত্ব কোনটা -
অরুণঃ (চেঁচিয়ে) মাস্টার মশাই -
আশরফঃ চেঁচিওনা চোরের মায়ের বড় গলা না?
অরুণঃ লিমিট অতিক্রম করবেন না -
রাত্রীঃ দেখুন আপনি কিন্তু শুধু শুধু পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করছেন।

আশরফঃ তুমি জানো না মা ও একটা লম্পট দুঃচরিত্র শয়তান তোমার জীবনটা ও নষ্ট করে দেবে। কোনও দিন ও বিয়ে করবে না।

অরুণঃ তাই নাকি - ঠিক আছে এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে করে আমি দেখিয়ে দেবো। কী রাত্রী এখনও সংশয়?

রাত্রীঃ অমন করে বলো না অরুণ। আচ্ছা আমার জন্য আপনার দরদ এত উথলে উঠছে কেন? বুলন তো? আপনার তো বিবাহযোগ্য ছেলেও নেই, আর আপনি তো -

আশরফঃ ছিঃ মা ছিঃ আর নীচে নাই বা নামলে।

রাত্রীঃ দেখুন আমরা এ্যাডালট , আমাদের ভালো মন্দটা আমাদেরকেই বুঝতে দিন। প্লিজ (হাত জোড় করে)

[প্রস্থান]

আশরফঃ রাত্রী যেও না একটি বার শুনে যাও ঘোষেদের বাগানে পাওয়া সনাতন বাগদীর মেয়ের লাশটার কথা আমি -

অরুণঃ (গলা টিপে ধরে) জানেন না। দেখেননি । কিছুই শোনেন নি । বেশী পাঁয়তারা করলে রকিয়ার লাশটা নদীর জলে ভাসবে, হাঃ হাঃ হাঃ

[প্রস্থান]

আশরফঃ অরুণ কিসের ইঙ্গিত করে গেল, তবে কী রকিয়াকেও ওরা -- না না আমি কি নিয়ে বাঁচবো। রকিয়া ...... রকিয়া ..... রকিয়া......

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[অনিমেষের বাড়ি]

অনিমেষঃ রাত্রী ..... রাত্রী ..... রাত্রী ..... কোথায় যে গেল রাত্রী। এত রাত তো কখনও করে না। আজ বাড়ি আসুক - আদর দিয়ে দিয়ে বাঁদর -

[রাত্রী আর অরুনের প্রবেশ, রাত্রীর মাথায় সিঁদুর, গলায় মালা]

রাত্রীঃ না রে দাদা বাঁদরী

অনিমেষঃ রাত্রী (চমকে উঠে) তোর মাথায় সিঁদুর গলায় মালা সঙ্গে অরুণ আমি তো ঠিক -

অরুণঃ বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে নারে অনিমেষ? আমি রাত্রীকে -

অনিমেষঃ (ছুটে অরুনের জামার কলার ধরে) না - না - না তুই আমার এত বড় সর্বনাশ করতে পারিস না। আমি তোকে কিছুতেই -

রাত্রীঃ ছাড় দাদা। ওর জামার কলারটা ছাড় । ও আমার স্বামী।

অনিমেষঃ (ছেড়ে দিয়ে) স্বামী? তুই এত বড় হয়ে গেছিস বোন - একটি বার বল আমি যা দেখছি সব ভুল। সব মিথ্যে।

অরুণঃ নিজের চোখে যা দেখেছিস সব মিথ্যে? তুই না আমাকে জ্ঞান দিতিস, নিজের চোখে যেটা দেখবি সেটাই বিশ্বাস করবি, সেটাই বাস্তব। যার মধ্যে লজিক নেই সেটা ম্যাজিক। আর ম্যাজিক মানেই -

অনিমেষঃ ক্ষণিকের ভ্রম। অদৃশ্য । নেই ।

অরুণঃ তোর এই মুহূর্তে কি মনে হচ্ছে আমরা নেই?

অনিমেষঃ না আমার বোনের বুদ্ধির -

অরুণঃ তারিফ করছি আমি।

অনিমেষঃ কারণ -

অরুণঃ কারণ আমার মতো একজন মর্যাদাশীল ছেলেকে ও পাকড়াও করতে পেরেছে বলে -

অনিমেষঃ অরুন - রাত্রীর নামে আর একটাও বাজে কথা -

অরুণঃ বলবো না - আর কেন বলবো ওতো এখন আমার স্ত্রী।

অনিমেষঃ না - এ বিয়ে আমি মানি না মানছি না, তুই আর ছেলে খুঁজে পেলি না রাত্রী? দেখি তোদের রেজিষ্ট্রেশান সার্টিফিকেট?

অরুণঃ রেজিষ্ট্রেশান ? পাবি - পাবি কয়েকদিন পরে পাবি।

অনিমেষঃ রাত্রী, সোনা বোন আমার, এবিয়ের কোন আইনতঃ স্বীকৃতি নেই। তুই ছিঁড়ে ফেল এ কাঁটার মালা (জোর করে ছিঁড়ে দেয়)।

রাত্রীঃ দাদা এ তুমি কি করলে?

অনিমেষঃ মুছে ফেল, এই মিথ্যে বিয়ে বিয়ে খেলার সিঁদুর।

[মুছতে যায়]

রাত্রীঃ না - না দাদা আর এগিও না। বাবা, মা মারা যাবার পর যে হাত দুটো দিয়ে তুমি আমাকে মেয়ের মতো করে পালন করছো সেই পবিত্র হাত দুটো কলঙ্কিত করো না।

অনিমেষঃ (এগিয়ে যায়) তোকে মুছতেই হবে।

রাত্রীঃ না তা আর হয় না দাদা, হিন্দু মেয়েদের সিঁথিতে একবার সিঁদুর উঠলে সে দাগ আর মোছা যায় না।

অনিমেষঃ আমি সাবান দিয়ে একদম সাদা করে দেবো।

রাত্রীঃ দাদা শ্যাম্পু সাবান দিয়ে সিঁদুরের লাল রঙটা তুলতে পারবে। কিন্তু কলঙ্কের দাগটা তুমি লুকাবে কোথায়?

অনিমেষঃ (চড় মারে) রাত্রী - (রাত্রী পড়ে যায়) বেহায়া, বেশরম -

[অনেক কষ্টে কান্না সামলায় অনিমেষ]

রাত্রীঃ (উঠতে উঠতে) (কেঁদে) দাদা আজ তুমি আমাকে মারলে। আমি অরুনকে ভালবাসি ওকে ছাড়া যে বাঁচবো না দাদা।

অনিমেষঃ তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস আমার চোখের সামনে থেকে চলে যা -

রাত্রীঃ আমি তোমাকে ছাড়াও বাঁচবো না দাদা।

অনিমেষঃ নদী কোন দিন দুকুল সমান করে চলতে পারে না এক কুল ভাঙে আর এক কুল গড়ে। তুই যদি জীবনটাকে গড়তে চাস তো অরুনের হাত ছেড়ে ঘরে আয়, দুয়ার খোলা -

অরুণঃ আর যদি ভাঙতে চায়?

অনিমেষঃ সিদ্ধান্ত নেবে রাত্রী, কেননা সে এ্যাডালট ।

[প্রস্থান]

রাত্রীঃ (কেঁদে) দাদা ..... দাদা আমাকে বোঝার চেষ্টা করো দাদা। একটা বার আমায় ক্ষমা করো দাদা।

অরুণঃ কেঁদে কোন লাভ নেই চল, রাত্রী আমরা আগামী দিনের কথা ভাবি।

[রাত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে অরুণ হাত ধরে নিয়ে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[নিখিলেশের বাড়ি]
[নিখিলেশের প্রবেশ]

নিখিলেশঃ হৈমন্তী ....হৈমন্তী কেষ্ট ....কেষ্ট এই ব্যাটা কেষ্ট

[কেষ্টর প্রবেশ]

কেষ্টঃ আজ্ঞে বাবু।
নিখিলেশঃ হৈমন্তীকে ডেকে দে।
কেষ্টঃ বাবু, আংটি তো ক্লাপে পেটিতে গেছে।
নিখিলেশঃ আংটি নয় গাধা আন্টি। ক্লাপ নয় ক্লাব। পেটি নয় পার্টি। গর্দভ কোথাকার।
কেষ্টঃ আংটি লয় আরেন্টি, ক্লাপ লয় ক্যালাপ, পেটি লয় পোটি।

[প্রস্থান]

নিখিলেশঃ হাঃ হাঃ হাঃ

[হৈমন্তীর প্রবেশ]

হৈমন্তীঃ হঠাৎ নিজে নিজে পাগলের মতো হাসছো। হেড অফিসের কোন নাট ঢিলা হয়ে গেল নাকি? রাঁচীর টিকিট -
নিখিলেশঃ (গম্ভীর হয়ে) স্ব-পরিবারের জন্য কেটো।
হৈমন্তীঃ নিখিলেশ তুমি সিরিয়াস নিলে আমি জাস্ট জোক্স ক রলাম।
নিখিলেশঃ আই অ্যাম নট এ জোকারস।
হৈমন্তীঃ ও - হ নিখিলেশ, তুমি শুধু শুধু পরিবেশটা ভারী করছো। কি হয়েছে বলবে তো -
নিখিলেশঃ মিঠু কোথায়?
হৈমন্তীঃ মিঠু?
নিখিলেশঃ কটা পেগ নিয়েছো যে নিজের মেয়েকে চিনতে পারছো না। সারা দিন রাত ক্লাব আর পার্টি নিয়ে থাকলে চিনবে কি করে।
হৈমন্তীঃ নিখিলেশ ইনসালট করে কথা বলবে না আমি সাধারণ ঘরের মেয়ে অসাধারণ বৌ হতেও চাইনি। তুমি - তুমি তোমরা ব্যবসার জাল বোনার জন্য আমাকে মাকড়সার মতো কাজে লাগিয়েছো। ড্রিংক করতে বাধ্য করিয়েছো। আমি ড্রিংক করি, ড্রাঙ্কার নই। আর যদিও হই সে তোমার তোমার জন্য। যাক পুরানো কাসুন্দি আমি ঘাঁটতে চাই না। কি হয়েছে মিঠুর? কি করেছে?

নিখিলেশঃ এখনও হয়নি তবে খুব শিগ্গীই হবে।

হৈমন্তীঃ হেঁয়ালী ছাড়ো, আসল কথা বলো। মিঠু -

নিখিলেশঃ উত্তর দেবে কি করে। তোমার মেয়ে এখন মঙ্গল চাষার বড় ছেলে গনেশের সঙ্গে নদীর ধারে বসে প্রেমের হাওয়া খাচ্ছে।

হৈমন্তীঃ কী, শেষ পর্যন্ত চাষার ব্যাটা গোবর গনেশের সঙ্গে ? কাল সকালেই আমি ঐ গোবরের বাচ্চাকে ঘুঁটে বানিয়েই ছাড়ব। নইলে আমার নাম -

[অরুন ও রাত্রীর প্রবেশ]

অরুণঃ হৈমন্তী মজুমদার নয় তাই তো মা।

রাত্রীঃ মা যেনো একটু রেগে আছেন, পাটিতে কিছু হয়েছে নাকি?

হৈমন্তীঃ না - রাত্রী - মিঠু এখনও -

অরুণঃ বাড়ি ফেরেনি তো।

হৈমন্তীঃ ঠাকুর ঠাকুর করে আজ রাতে ফিরলেই ঘরে তালা দিয়ে রাখব। কাল লোটনের সঙ্গে কথা বল আমি ওকেই জামাই করব।

অরুণঃ লোটন?

হৈমন্তীঃ হ্যাঁ, ঐ মঙ্গলের ব্যাটা গোবর গনশার চেয়ে অনেক অনেক করিৎকর্মা ছেলে। এই বয়সেই নেতা হয়েছে, কত দিকে ব্যবসা।

অরুণঃ কিন্তু মা -

নিখিলেশঃ কোন কিন্তু নয়, অরুণ। লোটন জামাই হলে ব্যাঙ্ক লোন কোন কালেও শোধ করতে হবে না। রাস্তা, স্কুল তৈরী, টিউবওয়েল বসানো, খাল সংস্কার এইরকম যত সরকারি প্রোগ্রাম আছে তার কনট্র্যাকট গুলিও কোন দিন হাত ছাড়া হবে না। তুমি শুধু কাল লোটনকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে আনো রাত্রী মা, লোটনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে।

রাত্রীঃ আমি?

হৈমন্তীঃ হ্যাঁ, তুমি।

রাত্রীঃ আমি কেমন করে -

হৈমন্তীঃ যেমন করে আমার ছেলেটাকে পাকড়াও করেছো।

রাত্রীঃ মা -

হৈমন্তীঃ আরে চটছো কেন, বিয়ের কথা বৌদিরাই তো বলে তাই না?

রাত্রীঃ লোটনদা যদি না করেন।

অরুনঃ ছলে বলে কলে কৌশলে ওকে রাজি করাবে।

নিখিলেশঃ শুধু মিঠু এলে হয়।

হৈমন্তীঃ তালা দিয়ে বন্দী -

নিখিলেশঃ না, নজর বন্দী।

[মিঠুর প্রবেশ]

মিঠুঃ সে গুড়ে বালি - বাবা
নিখিলেশঃ কি বলতে চাও তুমি?
মিঠুঃ তেমন কিছুই নয়, শুধু মনে করিয়ে দিতে চাইছি, আমি ১৮ বছর পেরিয়ে এসেছি সুতরাং -
নিখিলেশঃ ভুলে যেও না তুমি আমাদের সন্তান, তোমার ভালমন্দ দেখার দায়িত্বটা আমাদের উপর বর্তায়।
হৈমন্তীঃ কাল থেকে আমাদের অনুমতি ছাড়া তুই কোথাও যাবি না -
মিঠুঃ কেন?
হৈমন্তীঃ অত কেনোর জবাব দেবো না দরকার হলে -
মিঠুঃ কী করবে, পায়ে বেড়ী দেবে?
হৈমন্তীঃ হ্যাঁ, তাই দেবো।
মিঠুঃ সে আইনও নেই।
নিখিলেশঃ আমাকে আইন দেখিও না, রাত্রী ওকে ঘরে নিয়ে যাও তালা লাগিয়ে চাবিটা হৈমন্তীর কাছে দিয়ে যাবে, বিয়ের দিন খোলা হবে।
মিঠুঃ বিয়ে? কার বিয়ে ?
হৈমন্তীঃ তোর বিয়ে।
মিঠুঃ কার সাথে?
হৈমন্তীঃ লোটনের সাথে।
মিঠুঃ কি ঐ বদমাস, দুঃচরিত্র, লম্পট, শয়তান লোকটাকে আমি বিয়ে করব? কক্ষনো নয়। অন্যায়ভাবে বিশুদাকে হারিয়েছো, চোট্টাবাজ, চিটিংবাজ।
অরুণঃ (হেসে) ছোট বেলায় লুডো খেলতে গিয়ে চোট্টামি করতিস না?
মিঠুঃ ও তোমরা তাহলে দেশটাকে নিয়ে খেলছো এই বিশাল সংখ্যক জনগণ তোমাদের লুডোর ঘুঁটি তাহলে।
অরুণঃ তুই বুঝবি না এটাই রাজনীতি ।
মিঠুঃ না, তোমরা করছো কূটনীতি, দূর্নীতি। রাজনীতি কথাটা অনেক বড়, অনেক স্বচ্ছ উদার সুন্দর। তোমার নোংরা মুখে ঐ পবিত্র কথাটি উচ্চারণ করো না দাদা। তাহলে নরকেও ঠাঁই পাবে না।
অরুণঃ মিঠু - জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবো।
মিঠুঃ অনেক জিভ ছিঁড়েছো। শত শত মায়ের বুক ফাঁকা করেছো। কত কুঁড়িকে আধ ফোটা অবস্থায় ধূলোয় মাড়িয়ে দিয়েছো তোমরা --- তোমরা --- তোমরা। তোমাদের পাপের পাল্লাটা এত ভারি হয়ে গেছে যে কুসুমপুরের মাটি পর্যন্ত তোমাদের সহ্য করতে পারে না। মানুষ আর বেশী দিন সময় দেবে না। তোমাদের পতন হবেই হবে।
অরুণঃ মিঠু (চড় মারে) যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। রাত্রী ওকে ঘরে নিয়ে যাও --যাও বলছি-

রাত্রীঃ আচ্ছা, ওকি বাচ্চা মেয়ে যে -

অরুণঃ রাত্রী - অত জ্ঞান দিওনা এই চল চল (চুলের মুঠি ধরে)। চল ঘরে বন্ধ থাকবি, মা তালা চাবি নিয়ে এসো (মিঠুকে নিয়ে অরুনের প্রস্থান)।

রাত্রীঃ অরুন কি হচ্ছে ছেড়ে দাও- ছেড়ে দাও প্লিজ। অরুন ..... অরুন

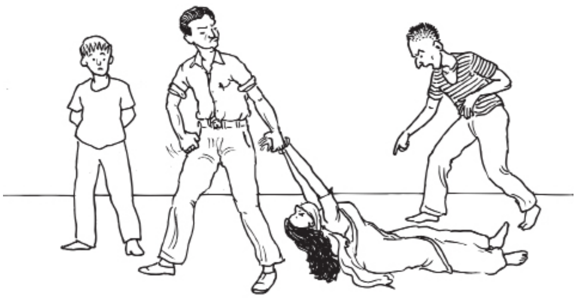

[ডাকতে...ডাকতে রাত্রীর প্রস্থান]

হৈমন্তীঃ সমাজে পাঁক আছে ছিল থাকবে। মেয়েটা একটু পাঁক ঘেঁটে ফেলেছে তুমি চিন্তা করোনা পাঁক ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দেবো। কয়েকদিন ঘরে বন্ধ থাক না গনশাকে ভালবাসা একদম ছুটে যাবে।

নিখিলেশঃ কি যে করছে ছেলে মেয়েটা একটা সাধারণ বুদ্ধি নেই, কথায় বলে আপন ভাল পাগলেও বোঝে। ছেলেটা একটা হা ভাতে ঘরের মেয়েকে নিয়ে এলো বৌ করে।

হৈমন্তীঃ না - না আমার ছেলে ওকে ব্যবসার মক্ষিরাণী করবে তাই তো সামাজিক বিয়ে না করে নদীর ধারে গিয়ে সিঁদূর পরিয়ে, গলায় মালা দিয়ে নিয়ে এসেছে। কাক পক্ষীও সাক্ষী নেই। অরুন বলেছে মা হতেও দেবে না। ব্যবসায় সহযোগিতা করলে সোনালী হাঁস হয়ে থাকবে নইলে জবাই। হাজার হোক তোমার ছেলে তো - বাপকা ব্যাটা -

নিখিলেশঃ হৈমন্তী -

হৈমন্তীঃ গায়ে যেন ফোস্কা পড়ল, জ্বালা করছে,দাঁড়াও মলম নিয়ে আসি। হাঃ হাঃ হাঃ

[প্রস্থান]

নিখিলেশঃ সব সময় খোঁচা দিয়ে কথা বলা। স্বভাব কোন দিন যাবে না। আমি কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না। একটার পর একটা প্ল্যান ভেস্তে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘুঁটিগুলি অন্য ছকে সাজাতে হবে। লোটনকে আমার চাই -ই অরুণ .....অরুণ.....অরুণ (ডাকতে ডাকতে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[অনিমেষের বাড়ি]

[আধুনিক পোষাক পরে রাত্রীর প্রবেশ]

রাত্রীঃ কাজ কাজ আর কাজ, এই লোকটা না এত কাজ পাগলা যে বলার নয়। আমাকে ফোন করে বলল সুন্দর করে সেজে গুজে তৈরী থেকো, থিয়েটার দেখতে যাবো। ২ঘন্টা ধরে পথ চেয়ে বসে আছি, বাবুর পাত্তা নেই। বাবা-মাও কোথায় কেটেছেন। বুড়ো বয়সে যেন লায়লা মজনু হয়েছেন। কিন্তু আমার মজনুটি এখনও আসছে না কেন? আচ্ছা অরুণ এসে আমাকে কি বলবে? বলবে - নাইস -নাইস ভেরী নাইস, বিউটি ফুল ডার্লিং। তোমার বিউটি ফুল লাগছে তখন আমি চুপি চুপি বলব -

গান

নাইস্ নাইস্ ভেরী নাইস্
বিউটি ফুল-
কঙ্কন, নেকলেশ, হীরার এই দুল
বোকা বোকা বোকা
ভাবে যারা বোকা
সব কিছু ভোগ করো/আয় করো টাকা
টাকা দিয়ে কিনে ফেলো পা থেকে চুল
কঙ্কন, নেকলেশ, হীরার এই দুল

[লোটনের প্রবেশ]

লোটনঃ বাহঃ বাহঃ বাহঃ ভেরী নাইস্ বিউটি ফুল

রাত্রীঃ (হকচকিয়ে) কি?

লোটনঃ তোমার গানের গলা সত্যি বিউটিফুল। (একটা হারের সেট খুলে দেখায়) বলো এটা কেমন লাগছে?

রাত্রীঃ সত্যি বিউটিফুল। মিঠুকে গিফ্ট করবেন? তালা খুলে দেবো?

লোটনঃ না, তোমার মনের তালাটি খুললেই আমি ধন্য হই।

রাত্রীঃ মানে -

লোটনঃ মানে আমার তরফ থেকে তোমায় উপহার, না নিলে কষ্ট পাবো।

রাত্রীঃ অরুণ ...অরুণ... কোথায় আসছে না কেন?

লোটনঃ আসবে - এক্ষুণি আসবে, ঐ তো পছন্দ করে দিল।

রাত্রীঃ অরুণ জানে?

লোটনঃ অব কোর্স। এই নাও পরো (নেকলেশটা দেয়)।

রাত্রীঃ দেখি (পরতে যাবে)
লোটনঃ উঁ - এইভাবে লাগাও (জড়িয়ে ধরে)
রাত্রীঃ আরে কি করছেন, ছাড়ুন -
লোটনঃ ছাড়বো বলে তো ধরি নি।
রাত্রীঃ আহঃ ছাড়ুন ... আমি লোক ডাকবো -
লোটনঃ কেউ নেই, বাড়ি ফাঁকা।
রাত্রীঃ অরুণ, আমাকে বাঁচাও .... অরুণ (ধস্তাধস্তি হয়)

[খিল হাতে মিঠুর প্রবেশ]

মিঠুঃ (লোটনের মাথায় বসিয়ে দেয়) শয়তান
লোটনঃ আঃ(পড়ে যায়)
রাত্রীঃ (উঠে) মিঠু (মিঠুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে)
মিঠুঃ কেষ্টদা কেষ্টদা ...

[কেষ্টর প্রবেশ]

কেষ্টঃ আজ্ঞে দিদিমণি -
মিঠুঃ দেখো তো লোকটা বেঁচে আছে কিনা?
কেষ্টঃ দিদিমণি বেঁচে আছে।
মিঠুঃ তাহলে একটা ডাক্তার ডেকে আনো। কি হল যাও -
কেষ্টঃ আনছি।

[প্রস্থান]

রাত্রীঃ মিঠু - তুমি - কেষ্টদা
মিঠুঃ কেষ্টদা খেলা দেখতে যাচ্ছিল, বাড়িতে ও ছাগলটাকে ঢুকতে দেখে কেমন সন্দেহ হয়, তাই না গিয়ে ফিরে আসে তার পর সব দেখে কোন কুল কিনারা না পেয়ে আমার ঘরের তালা খুলে দেয় আমি ও আগের থেকে তোমাদের কিছু কিছু কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।
রাত্রীঃ মিঠু ঐ লোকটা তোমার দাদার নামে মিথ্যা বলেনি, সব সত্যি দাদা তোমাকে লিগাল বিয়ে করেনি। এমনকি, তোমাদের বিয়ের কোন প্রমাণ রাখেনি, কেন জানো, তোমাকে ও বিজনেস প্রপার্টি করে রাখবে বলে।
রাত্রীঃ কি বলছো মিঠু?
মিঠুঃ ঠিকই বলছি, তুমি দাদাকে কতটুকু চেনো, আমি এদের সবাইকে হাড়ে হাড়ে চিনি। আর সময় নেই আমি এবার যাব।
রাত্রীঃ কোথায়? মিঠু -

মিঠুঃ ছাড়া যখন পেয়েছি, মুক্ত আকাশে উদার বাতাসে দেহ মন ভাসিয়ে দেবো।

রাত্রীঃ আমিও যাবো?

মিঠুঃ কোথায়?

রাত্রীঃ তোমাদের সাথে।

মিঠুঃ কিন্তু বৌদি, সেখানে তো অর্থ নেই, প্রাচুর্য্যও নেই, আভিজাত্য, ভোগবিলাস এসব কিছুই নেই।

রাত্রীঃ তেমনি ঠগ, জোচ্চার, প্রতারক নেই। নেই লোভী মানুষের দল।

মিঠুঃ বৌদি -

রাত্রীঃ আর বৌদি নয় বল রাত্রী - আমি মিথ্যে আভিজাত্যের অহঙ্কারে নিজেকে ঠকিয়েছি আর নয় এখনও সময় আছে তাই ফিরে যেতে চাই সেই মুক্ত আকাশে, উদার বাতাসে, মাটির আঙিনায়, শীতল পাটির বিছানায় -

মিঠুঃ আর দেরি কেন, চল -

রাত্রীঃ হ্যাঁ, চলো।

[দুজনের প্রস্থান]

লোটনঃ (আস্তে আস্তে চোখ খুলে) আহঃ....... আহঃ - আমি এখানে কেন? (উঠে) ও মনে পড়ছে .... রাত্রী (নেকলেশটা কুড়িয়ে নিয়ে) সতীপনা দেখে নেব। ঘুঘু দেখেছো তার ফাঁদ দেখোনি রাত্রী। তুমি ফান্দে পড়িয়াছো হাঃ...... হাঃ.....হাঃ... (হাসে)। (গুনগুন করে গান গায়) ফান্দে পড়িয়া বগা কাঁন্দেরে -

[প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

[মঙ্গলের বাড়ি]

[মঙ্গলের প্রবেশ]

মঙ্গলঃ ওরে শাঁখ বাজা, উলু দে, আমার মা লক্ষ্মী এসেছে। আমার ঘরে লক্ষ্মী আসছে রে -

[নেপথ্যে উলু ধবনি শঙ্খ ধবনি]

[বড় বৌ, বেশে গণেশ ও মিঠু সঙ্গে রাত্রী ও শিবুর প্রবেশ]

মিঠুঃ (মিঠু মঙ্গলকে প্রণাম করে)

মঙ্গলঃ (ধরে তোলে) থাক মা থাক, চিরসুখী হও, এই নাও সংসারের চাবি, আমার মা মরা ছেলে মেয়েদের তুমি দেখ। ওদের একটু ভাল করে শাসন করো তো।

মিঠুঃ বা রে আপনার ছেলে মেয়েদের শাসন করতে গিয়ে আমার ছেলেটার সেবা যত্ন করবো কখন? আমার ছেলে বলে কি শাসনের বেলায় ছাড় দেবো?

[আশরফ রকিয়ার প্রবেশ হাতে উপহার]

আশরফঃ কক্ষনো নয় একদম ছাড়বে না শুধু গ্রামের কাজে বাধা দিওনা। একি রাত্রী মা, ও কন্যাপক্ষ বুঝি?

রাত্রীঃ না কাকাবাবু, আমি বর পক্ষই।

আশরফঃ আমি তো ঠিক -

মঙ্গলঃ বুঝলে মাস্টার আমার মা লক্ষ্মী নিজের পায়ে হেঁটে এসে অসীমার পাতা আসনে বসেছে। আমি এখন নিশ্চিন্ত, আমার ঝাড়া হাত পা। এখন থেকে গাঁয়ের কাজের জন্য পুরো সময় পাবো। দুঃখ শুধু রয়ে গেল। অসীমা দেখতে পেল না আজ তার ভাঙা হাটে চাঁদের আলো পড়েছে। তুমি ওদের স্বর্গ থেকে আশির্বাদ করো অসীমা (চোখ মোছে)।

মিঠুঃ দুঃখ করো না বাবা আমিও সংসার সামলে যতটুকু সময় পাবো গাঁয়ের কাজ করবো।

[অনিমেষের প্রবেশ]

অনিমেষঃ বাঃ বাঃ বাঃ (হাত তালি দিয়ে) কি মনোরম পরিবেশ মঙ্গল কাকার মাটির ঘর খড়ের চাল নিকানো উঠোন আর সবার প্রাণ ঢালা হাসি। মিলে মিশে মনে হচ্ছে এই মুহুর্তে আমরা স্বর্গবাসী - একি রাত্রী !

রাত্রীঃ দাদা - আমি চলে এসেছি।

অনিমেষঃ চলে এসেছিস মানে?

রাত্রীঃ আমি একা নরকে থাকতে পারলাম না দাদা। তাই তোমাদের সবার সঙ্গে থাকতে অট্টালিকা ছেড়ে এই মাটির স্বর্গে চলে এলাম।

অনিমেষঃ (অবাক হয়ে) মাটির স্বর্গে মানে?

[নীলুর প্রবেশ]

নীলুঃ মানেটা বুঝলি না, যেখানে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা, সততা আছে। আর জনশক্তির জাগরণ যেভাবে হচ্ছে, নিখিলেশ - লোটন - অরুনদের রাতের ঘুম একটু একটু করে চলে যাচ্ছে।

মিঠুঃ বলছো কি নীলুদা!

নীলুঃ তোমার কষ্ট হল বৌদি?

মিঠুঃ না - ঠিক উল্টোটা। আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। ভাবতেও ভাল লাগছে যে, সত্যের পথে ন্যায়, নীতি, বিবেক, চৈতন্য ফিরে আসছে।

[বংশী প্রবেশ হাতে জংলী ফুলের তোড়া নিয়ে]

বংশীঃ আঃ, এই জংলী ফুলের মাতাল গন্ধের মতো মিষ্টি কথাগুলি কে শোনালি মা?

মঙ্গলঃ আমার বৌমা।

বংশীঃ এতো পঙ্কজবনের পদ্ম। সবই তেনার খেলা। কোথায় পাঁক আর কোথায় পদ্ম। এই নাও মা আমার উপহার।

মিঠুঃ (ফুল নিয়ে প্রণাম করে) কি সুন্দর গন্ধ।

মঙ্গলঃ জনম এয়োস্ত্রী হও মা। জংলী ফুলের গন্ধের মতো গ্রামের ভালো কাজের মধ্য দিয়ে চারিদিকে সুবাস ছড়িয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ মা, তোমরাই পারবে কারণ তোমরা সবাই যে সৃষ্টি কর্তা।

[ঢাকের আওয়াজ বেজে উঠল]
[নিখিলেশ, হৈমন্তী, অরুণ, পুলিশ সোমনাথের প্রবেশ]

নিখিলেশঃ এদের সবাইকে অ্যারেষ্ট করুন ইনস্পেক্টর এরা আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করে এনে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে।

মিঠুঃ এক মিনিট ইনস্পেক্টর। এনারা কেউ আমাকে কিডন্যাপ করেন নি। আমি নিজের ইচ্ছায় চলে এসেছি।

হৈমন্তীঃ মিঠু কি উল্টো পাল্টা বকছিস। তোর তো এখনো বিয়ের বয়সই হয় নি।

নিখিলেশঃ আমার মেয়ে নাবালিকা। ওরা ওকে ফুসলে এনেছে বিশ্বাস করুন।

মিঠুঃ বৌদি আমার বার্থ সার্টিফিকেটটা দাও তো।

রাত্রীঃ (কাঁধের ব্যাগ থেকে বের করে) এই নিন অফিসার।

হৈমন্তীঃ ও - ঘর শত্রু বিভীষণ?

সোমনাথঃ আই অ্যাম সরি অরুনবাবু। আপনার বোন ১৮ বছর পেরিয়ে গেছে।
শুধু শুধু হ্যারাসমেন্ট।

[প্রস্থান]

অরুণঃ কাজটা ভাল করলি না অনিমেষ।

অনিমেষঃ আমাকে শুধু শুধু এর মধ্যে জড়িয়ে তোর কোন লাভ হবে না। রাত্রীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি ওকে এখানেই দেখলাম। আমার বোন আমার হৃদয় থেকে অনেক দিন আগেই মারা গেছে। (চোখ ছল ছল করে আসে)।

অরুণঃ রাত্রী ..... বাড়ি এসো।

হৈমন্তীঃ কাকে বাড়ি নিয়ে যাবি। একটা হাড় হাভাতে ঘরের মেয়ে আভিজাত্য আর ঐশর্যের কদর ও বুঝলো?

অরুণঃ মা, আমি বলছি রাত্রী বাড়ি যাবে।

হৈমন্তীঃ এতবড় সর্বনাশ করার পরেও।
অরুণঃ হ্যাঁ, রাত্রী যা করেছে ঠিকই করেছে।
রাত্রীঃ অরুন !
অরুণঃ রাত্রী তুমি বিশ্বাস করো লোটন যা বলেছে -
রাত্রীঃ মিথ্যা - সব মিথ্যা একটি বার বলো তুমি, সব মিথ্যা।
অরুণঃ এর পরও যদি তুমি বিশ্বাস করো।
রাত্রীঃ না - না - ওকথা বলো না।
অরুণঃ (হাত ধরে) চলো বাড়ি চলো।
রাত্রীঃ আসছি মিঠু সবাই আসছি।

[প্রস্থান]

নিখিলেশঃ রাত্রীর উপরটা বদলে তোমরা গুপ্তচর হিসাবে আমার সংসারে পাঠিয়েছো।
অনিমেষঃ রাত্রী নিজের ইচ্ছায় মোহতে পড়েই গিয়েছিল ফিরেও এসেছিল। আবার গেছে, আবার ফিরেও আসবে।
আশরফঃ জেনে রাখুন নিখিলেশবাবু বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায় কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না।
নিখিলেশঃ আর সেই জানোয়ার বলির প্রথা অতীতেও ছিল, বর্তমানে আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। হৈমন্তী চলে এসো।

[প্রস্থান]

হৈমন্তীঃ দেখবো এবার কটা ধানে কটা চাল। মঙ্গল চাষার ঘরেও মেয়ে আছে। আর মাস্টার আশরফ আলী আপনার মেয়ে রকিয়া না - আবার মুলাকাত হবে - ঘুঘু দেখেছো মাস্টার তাঁর ফাঁদ দেখো নি।

[প্রস্থান]

মিঠুঃ বৌদির কি পরিণতি হবে জানি না ও আবার বড় ফাঁদে পা দিল।
অনিমেষঃ তুমি কি বলছো মিঠু -
মিঠুঃ আমি ঠিকই বলছি অনিদা, আমি হাড়ে হাড়ে চিনি বৌদিকে ওরা সহজে ছাড়বে না।
অনিমেষঃ রাত্রীকে ওরা মেরে ফেলবে না তো?
রকিয়াঃ মেরে ফেলাটা কি অত সোজা।
অনিমেষঃ ও - বাঁচবে?
রকিয়াঃ বাঁচবো দাদা, আমরা সবাই মিলে বাঁচবো।

[বিশুর প্রবেশ]

বিশুঃ এই একটার পর একটা বাঁধা আর ভালো লাগে না। আমরা কি কোন দিন ভালোভাবে বাঁচতে পারবো না?

আশরফঃ নিশ্চয়ই পারবো। বাঁধার পথেই আসবে মুক্তি। মনে রাখবে সংঘর্ষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নির্মাণের পথ। সবটা হয়তো আমরা করে যেতে পারবো না।

মঙ্গলঃ আমাদের অনুসরণ করবে আগামী প্রজন্ম মানে নাতি পুতিরা তাইতো মাস্টার?

বিশুঃ সেই দিন আর কবে আসবে মাস্টার? কোন দিন কি আসবে? কাটবে এই ঘোর অমাবস্যা?

[বংশী গান ধরে]

বংশীঃ রাত্রীর আঁধার হবে অবসান
ভোরের পাখীরা গাহিলে গান
হিন্দু, মুসলিম, জৈন্, খ্রীষ্টান
নারী, পুরুষ হও সমান।

মঙ্গলঃ বাঃ বাঃ রাত্রীর আঁধার হবে অবসান

বংশীঃ ও তোর মন পাখীটা পিঞ্জর খুলে
উড়াই দেনা আকাশে -
মুক্ত পবনে উদার গগনে
গান শুনাবে ঊষাকে -
কালের চাকা থাকে না থেমে
গড়িয়ে চলে চিরকাল।

বিশুঃ কেমন করে?

বংশীঃ দেবতারা জোট বেঁধেছিল
স্বর্গটাকে বাঁচাতে
অসুর নিধন হয়েছিল
দুর্গা দেবীর হাতে তে
মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলো
মেরে ফেল পাপ শয়তান।

[ফ্রিজ]

অষ্টম দৃশ্য

[অরুণের বাড়ি]

[রাত্রী মুখ কালো কাপড়ে বাঁধা, হাত দুটো বাঁধা,মারতে মারতে অরুণের প্রবেশ]

অরুণঃ যাবিনা - যাবিনা তুই - বেশি চালাক না? সিংহের গর্তে ঢুকেছো তার খাদ্য হবে না তা কি হয়?

[পটলা আর লোটনের প্রবেশ]

পটলাঃ বস্ গাড়ি রেডি।

অরুণঃ ড্রাইভার কে?

পটলাঃ সব ঠিক আছে । আমি খালাসী থাকছি।

অরুণঃ ও কে?

লোটনঃ একি রে, অজ্ঞান হয়ে আছে তো।

অরুণঃ না, হলে নিয়ে যাবো কি করে !

লোটনঃ ধ্যাত্ পাগল অজ্ঞান করার জন্য এত মারতে হয়? এই রুমালটা দেখ। নাকে চেপে ধরবি। ব্যাস কেল্লা ফতে। আমি তাহলে আসি পুরীতে দেখা হবে। সাবধানে যাস। বাই -

[প্রস্থান]

অরুণঃ (রাত্রীকে দুহাতে তুলে) চল তোকে পুরীর সমুদ্রে হনিমুন করিয়ে আনি। হাঃ হাঃ হাঃ

[প্রস্থান]

নবম দৃশ্য

[নিখিলেশের বাড়ি]
[ধুনুচী হাতে হৈমন্তীর প্রবেশ]

হৈমন্তীঃ অলক্ষ্মী বিদায় হয়েছে তাই বাড়িময় ধুনো দিয়ে পবিত্র করে আমার মা লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনবো। তবেই আমার নাম হৈমন্তী মজুমদার। রাত্রির অন্বকার ঘুচিয়ে কিভাবে আকাশের সূর্যটাকে কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে মাটিতে নামাতে হয় তা আমি জানি। যে দিন থেকে ঐ লক্ষ্মীছাড়ী, হাড় হাভাতে ভিখারীর বাচ্চা আমার সংসারে পা দিল অমনি সব তাসের ঘরের মতো একটা একটা করে খসতে শুরু হলো। এই বেশ হয়েছে যা - যা - অলক্ষ্মী তুই নিপাত হয়ে যা।

[নিখিলেশের প্রবেশ]

নিখিলেশঃ ধুনুচি হাতে নিয়ে কাকে নিপাত করছো?

হৈমন্তীঃ কাকে আবার তোমার ঐ অলুক্ষণে বৌমা রাত্রীকে।

নিখিলেশঃ রাত্রী আবার আমার ছেলের বৌ হলো কবে? ব্যবসার সঙ্গিনীর জন্য অরুন ওকে নিয়ে মিছি মিছি একটু বর বৌ খেলছিল।

হৈমন্তীঃ আচ্ছা, এই খেলার কী কোন প্রয়োজন ছিল?

নিখিলেশঃ নিশ্চয়ই মাস্টার হিসাবে রাত্রীর বাবার সমাজে অনেক খ্যাতি ছিল। ওর দাদা অনিমেষেরও একটা ভাব মূর্ত্তি আছে। আমরা ওকে একবার ইলেকশনে দাঁড় করাতে পারলে এক চান্সে জিত। তাছাড়া রাত্রী শিক্ষিতা। সুন্দরী বুদ্ধিমতি স্মার্ট আমরা ভেবেছিলাম দারিদ্রের মধ্যে বড় হয়েছে ওর মধ্যে টাকা ধন দৌলত ঐশর্য্যের লোভ দেখিয়ে ওকে স্বেচ্ছাচারিতা করে-

হৈমন্তীঃ কিস্তি মাত করতে চেয়েছিলে তাই তো?

নিখিলেশঃ একদম ঠিক।

হৈমন্তীঃ কিন্তু রাত্রী তোমাদের দাবার ছক উলটে ছিল। পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিল। আমার মেয়েটার সর্বনাশ করল। কি দরকার ছিল পায়ের চটিকে মাথায় তোলার?

নিখিলেশঃ ও তুমি বুঝবে না। একেই বলে রাজনীতি।

[পলাশের প্রবেশ]

পলাশঃ না কাকা বাবু একে বলে দুর্নীতি - কূটনীতি - নোংরা নীতি - ভ্রষ্ট নীতি।

নিখিলেশঃ পলাশ তুমি জানো তুমি কি বলছো?

পলাশঃ হ্যাঁ, আমি জানি রাজনীতি অনেক পবিত্র কথা। দয়া করে ওই শব্দটি উচ্চারন করে আর কলঙ্কিত করবেন না - প্লীজ।

নিখিলেশঃ পলাশ তুমি পার্টির বিপক্ষে কথা বলছো।

পলাশঃ রাজনীতির অনেক ওপরে সমাজ। সমাজের অনেক ওপরে মানুষ। মানুষের অনেক ওপরে মানবিকতা, মনুষ্যত্ববোধ।

নিখিলেশঃ কি বললে।

পলাশঃ মাস্টারদা কতবার বলেছেন - মানুষ, মনুষ্যত্ব, মানবিকতা বাদ দিয়ে যে রাজনীতি গড়ে ওঠে সে রাজনীতি মানুষের কল্যাণ করে না। কোন মঙ্গল কাজে লাগে না। রাজনীতি তখন নীতি হারিয়ে ফেলে দুর্নীতির জয় মাল্য পড়ে।

নিখিলেশঃ পলাশ মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি তুমি পার্টির সেক্রেটারী হয়েছো আমাদেরই ভোটে।

পলাশঃ পার্টির নীতি তো মানুষের কথা বলে, সেবার কথা বলে।

নিখিলেশঃ না - প্রয়োজন মনে করি না।

পলাশঃ আপনার আলমারিতে নোংরা হয়ে যে বইগুলো পড়ে আছে, সেগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে সময় করে পড়ে দেখুন, দেখবেন সেখানে লেখা আছে সমতা, গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, পিছিয়ে পড়া গরীব মানুষের কল্যাণের কথা।

নিখিলেশঃ থাম - তোমার ঐসব নীতিবান বক্তৃতা শোনার জন্য আমি ডেকে পাঠাইনি।

পলাশঃ বলুন কী জন্য আমাকে ডেকেছেন।

নিখিলেশঃ প্রধানকে বলে আমার রাস্তার কন্ট্রাকগুলো পাইয়ে দিতে হবে।

পলাশঃ সেসব পরিকল্পনা সংসদ হয়ে এসে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির হাতে।

নিখিলেশঃ এলাকার স্কুল বাড়ি তৈরীর কন্ট্রাক্ট।

পলাশঃ সব উন্নয়ন সমিতি ঠিক করেছে।

নিখিলেশঃ তাহলে কি তুমি গাবজাল দিতে আছো।

পলাশঃ লিমিট ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সহমতের ভিত্তিতে কাজ হয়। সেখানে পার্টি ও প্রধানের কোনো ভূমিকা থাকে না। সিদ্ধান্ত উঠে আসে একদম নীচ থেকে আর যাদের সমস্যা তারাই তো সমাধান করবে আমরা বন্ধুর মতো পাশে থাকবো। যাতে কাজটা আরো ভালো হয়।

নিখিলেশঃ আমি দুঃখিত পলাশ। তুমি একটু আমার দিকে দেখো। একে একে সব শেষ। ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে কলগুলি বসিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম কোন দিন শোধ করব না, ক্ষমতার জোরে ঠান্ডা করে রাখব। কিন্তু সুদে আসলে আইনের জোরে ব্যাঙ্ক সব চাল কল, তেল কল, ময়দা কল সিল করে দিয়ে গেছে। এখন যদি পঞ্চায়েতের কন্ট্রাক্টগুলি হাতের বাহিরে চলে যায় তাহলে আমাকে যে পথে বসতে হবে।

পলাশঃ আমার কিছুই করার নেই। সরকারি রুল অনুযায়ী সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হবে উন্নয়ন সমিতি ও সংসদের ভোটারদের সহমতের ভিত্তিতে।

নিখিলেশঃ সরকার অনেক নিয়মই করেন তার সবটা মেনে চলা যায় খাতা কলম ঠিক থাকলে সরকারও ঠিক থাকবে। খালি প্রধানকে তোমায় কব্জা করতে হবে। আর সেটা তুমিই পারবে কারণ -

পলাশঃ কারণ -

নিখিলেশঃ তুমি পার্টি সেক্রেটারী পঞ্চায়েত চলে তোমার কথায়।

পলাশঃ ভুল করছেন। এটা পার্টির নীতি নয়। আমার ক্ষমতা দেখিয়ে পার্টির নীতিকে ভুল পথে

চালিত করতে পারি না। এখন তথ্যের অধিকার আইনও দেশে চালু হয়েছে। জনগণ যখন তখন পঞ্চায়েতের কাছে তথ্য জানতে চাইতে পারেন। আর পঞ্চায়েতও জানাতে বাধ্য। সুতরাং লুকোচুরির আর কোন পথ নাই।

নিখিলেশঃ আমি তাহলে শেষ (বসে পড়ে)

[হৈমন্তী ছুটে আসে]

হৈমন্তীঃ কি হলো নিখিলেশ (ধরে তোলে)

পলাশঃ শেষ থেকেই তো শুরু হয় কাকাবাবু। যা কিছু অন্যায় নোংরা, মিথ্যে মুছে যাক। শুধু মনুষত্ব, ভালবাসা, বিবেক যতকিছু ভাল বেঁচে থাক। কাকাবাবু এবার থেকে মানুষের মাঝে সবাই মিলে আসুন মানুষ হয়েই বাঁচতে শিখি। নাইবা পেলাম প্রাচুর্য, প্রচুর অর্থ। আর না হলে মনে রাখবেন আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। ক্ষমতা দিয়ে মানুষের হৃদয়কে কোন দিন জয় করা যায় না।

নিখিলেশঃ তুমি তো বংশী গায়েনের মত প্রলাপ বকছো। তুমি কি সেই পলাশ?

পলাশঃ হ্যাঁ, আমি সেই পলাশ। বংশী খুড়োর গানই আমার প্রেরণা। পারলে ওনার গানগুলো শুনবেন। শান্তির পথ খুঁজে পাবেন। মানুষ হয়ে ওঠার এক নতুন দিশা পাবেন।

[প্রস্থান]

হৈমন্তীঃ (ভেংচি কেটে) বংশী গায়েনের গান শুনবেন - জ্ঞান দিয়ে গেল - হ্যাঁ গো কালে কালে দেখবো কত পুলি পিঠের ল্যাজ গজালো।

নিখিলেশঃ জ্ঞান নয় জুতো মেরে গেল। সেই দিনের পুঁচকে ছেলে যে আমার হাত ধরে রাজনীতিতে এলো সে আমাকে শিখিয়ে গেল রাজনীতি কাকে বলে। হাতি যখন পাঁকে পড়ে চামচিকিতেও লাথি মারে- ছাড়ব না কাউকেই ছাড়ব না। বংশী, মঙ্গল, আশরফ, নীলু, অনিমেষ-

[অনিমেষের প্রবেশ]

অনিমেষঃ রাত্রী .....রাত্রী ...... রাত্রী কোথায়? একটু ডেকে দেবেন? দেখা করবো (উঁকি দিয়ে) রাত্রী-

নিখিলেশঃ রাত্রী? কে রাত্রী? কোন রাত্রী?

হৈমন্তীঃ আরে তুমি শান্ত হও আমি বলছি। ছেলে বৌ-এর উপর রাগ হয়েছে তা বৌমার দাদার উপর ঝাড়লে চলবে - এসো বাবা এসো।

অনিমেষঃ বসবো না রাত্রীকে যদি -

হৈমন্তীঃ ডাকবো কোথা থেকে বাবা তারা তো পুরীতে।

অনিমেষঃ পুরীতে?

হৈমন্তীঃ হ্যাঁ, পুরী গেছে। হ্যানিমুন করতে গেছে। তাই তো উনি অত রেগে গেছেন।

অনিমেষঃ কবে ফিরবে?

হৈমন্তীঃ আমাকে কি সব কথা বলে যায় বাবা। ওরা এখন প্রাপ্ত বয়স্ক।

অনিমেষঃ ঠিক আছে, ফিরলে বলবেন যে তোর দাদা - না থাক (চোখ মুছে) আসি নমস্কার।

[প্রস্থান]

হৈমন্তীঃ হ্যাঁ, এসো এসো (হাসি) হা; হা; হা; তোমার বোন কোনদিন ফিরবে না। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার লঞ্চে চড়ে নরকে মাসীর বাড়ি যাবে। সে পাঁক থেকে কোন দিন ফেরা যায় না।

নিখিলেশঃ কথায় বলে পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। রাত্রীর ডানাগুলি বড্ড বেড়ে যাচ্ছিল। আকাশে ওড়ার আগেই তাই -

[চিঠি হাতে কেষ্টর প্রবেশ]

কেষ্টঃ (হাঁপাতে হাঁপাতে) বাবু ..... বাবু ....মা ...... মা.....আংটি, অংকেল

হৈমন্তীঃ এই ছাগল বাবু ..... বাবু ..... মা ..... মা .... কেন আঙ্কেল আর আন্টি বলতে পারিস না।

কেষ্টঃ আবার সর্ব্বনাশ - আবার চিঠি !

নিখিলেশঃ চিঠি ? কই দেখি।

কেষ্টঃ (চিঠিটা দেয়) হ্যাঁ, বাবু তাইতো ভয় পাচ্ছি একটা করে চিঠি আসে আর একটা করে কল বন্ধ হয়ে যায়। এবার যে কি অঘটন ঘটবে কে জানে।

হৈমন্তীঃ এই চোপ -

নিখিলেশঃ (বসে পড়ে) হায় ঈশ্বর -

হৈমন্তীঃ কোথা থেকে এলো গো?

নিখিলেশঃ কোর্ট থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার কেসটা (শুয়ে পড়ে)।

হৈমন্তীঃ একি তুমি শুয়ে পড়লে কেন?

নিখিলেশঃ এই বাড়ি - তিল তিল করে গড়া আমার রাজ প্রাসাদ নিলামে উঠবে - হৈমন্তী .....আমরা এখন থেকে ফুটপাতবাসী। (মারা যাবে)।

হৈমন্তীঃ (কেঁদে) কথা বলছো না কেন? তুমি কথা বলো .... কথা বলো (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

কেষ্টঃ মা, বাবুর কি হয়েছে? বাবু - বাবু -

হৈমন্তীঃ তোর বাবু আর নেই (কান্না)

কেষ্টঃ বাবু চলে গেল, এখন কি হবে মা? দাদাবাবু আর বৌদিমণির -

হৈমন্তীঃ খবরদার ঐ অনামুখীর নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবি না।

কেষ্টঃ ঠিক আছে গাঁয়ের লোকদের তো ডাকি।

হৈমন্তীঃ না - ওরা আমাদের শত্রু।

কেষ্টঃ মা, মিছি মিছি রাগ করছো। বাবুকে তুমি আর আমি মিলে কি দাহ করতে পারবো?

হৈমন্তীঃ দরকার নেই দাহ করার ও এখানেই পচবে। তবু ঐ শত্রুদের আমি ডাকবো না। তুই দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনের থেকে - কি হলো যা দূর হ-

কেষ্টঃ যাচ্ছি -

[মিঠু, আশরফ, অনিমেষ, মঙ্গল বিশুর প্রবেশ]

মিঠুঃ (কেঁদে) বাবা ...... বাবা..... বাবাগো -

হৈমন্তীঃ আর দ্বিতীয়বার ওকে বাবা বলে ডাকবি না -

মিঠুঃ (পিছিয়ে এসে) বেশ -

হৈমন্তীঃ চলে যাও তোমরা আমি কাউকে চাই না। আমি একা শুধু একা (কাঁদে)।

[অরুণের প্রবেশ]

অরুণঃ আমি এসে গেছি মা। আমি আছি।

হৈমন্তীঃ অরুন -

অরুণঃ মা (দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে)।

অনিমেষঃ তুই একা! রাত্রী কই?

অরুণঃ সর্বনাশ হয়ে গেছে অনিমেষ।

কোরাসঃ কি হয়েছে?

অরুণঃ রাত্রী আর নেই।

কোরাসঃ রাত্রী নেই কি হয়েছে ওর?

অরুণঃ সমুদ্রে স্নান করতে করতে ঢেউ-এর তালে তলিয়ে -

অনিমেষঃ না - আর শুনতে চাই না।

আশরফঃ আমি বিশ্বাস করি না - তুমি রাত্রীকে -

অরুণঃ না -না আপনারা আমাকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবেন না। বাবার মৃতদেহ ছুঁয়ে আমি বলছি রাত্রীর সলিল সমাধি হয়েছে এই দেখুন পুলিশের রিপোর্ট। এই দেখুন আমাদের পুরীতে থাকা ছবি (ছবি দেখায়)।

অনিমেষঃ (কেঁদে) রাত্রী - আমার রাত্রী সোনা বোন আমার রাত্রী ..... রাত্রী

[প্রস্থান]

হৈমন্তীঃ (পাগলী হয়ে) হা; হা; হা; রাত্রী চলে গেছে। আর কোন দিন ঘুরে আসবে না- তাহলে এখন থেকে শুধু দিন - রোদ্দুর ....রোদ্দুর (নাচবে)।

মিঠুঃ মা - এমন করছো কেন?

মঙ্গলঃ শান্ত হও বৌমা। অরুণ অনুমতি কর শ্মশানে নিয়ে যাই।

অরুনঃ যান - তবে আত্মীয় হিসাবে নয় গ্রামবাসী হিসাবে।

বিশুঃ চলে এসো বাবা -

মঙ্গলঃ বিপদের দিনে সবাই মাথা গরম করলে হয় না বিশু । এসে ধর, তোল ওনাকে।

[সবাই ধরে হৈমন্তী, মিঠু ও অরুণ বাদে]

কোরাসঃ বলো হরি - হরি বোল।

[প্রস্থান]

মিঠুঃ তুই যা দাদা, বাবার মুখাগ্নি -

হৈমন্তীঃ ঐ দেখ পালকি চড়ে যাচ্ছে। পালকি চলে হুনহুনা। হুনহুনারে হুনহুনা।

মিঠুঃ (কাঁদে) মা - মাগো মা -

অরুণঃ বাবার মৃত্যু, মার এই পরিণতি, বোনের সর্বনাশ কাউকে কাউকে ছাড়বো না - আজ থেকে প্রতিশোধের চিতা জ্বলবে।

মিঠুঃ দাদা শান্ত হ - শ্মশানে যা (হাত ধরে)।

অরুণঃ ছাড়, তুইতো যত নষ্টের গোড়া। আমি এর প্রতিশোধ নেবই নেব।

[প্রস্থান]

হৈমন্তীঃ পালকি চলে হুন হুনা হুন হুনা -

মিঠুঃ মা -

[ফ্রিজ]

দশম দৃশ্য

[গ্রামের চন্ডীমন্ডপ]

[আশরফ, মঙ্গল, মিঠু, গণেশ ও শিবুর প্রবেশ]

আশরফঃ রকিয়া .... রকিয়া (ডাকতে থাকে)

মঙ্গলঃ শ্রাবন্তী .....শ্রাবন্তী
আশরফঃ রকিয়া ..... রকিয়া
মিঠুঃ শ্রাবন্তী ...... শ্রাবন্তী
আশরফঃ রকিয়া .....
গণেশঃ শ্রাবন্তী .....
মঙ্গলঃ কি হয়েছে রকিয়ার?
আশরফঃ (কেঁদে) খুঁজে পাচ্ছি না।
গণেশঃ আমাদের শ্রাবন্তীকেও?
আশরফঃ খুঁজে পাচ্ছ না?
বিশুঃ না, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।
আশরফঃ এ ঠিক অরুণের কাজ।
গণেশঃ না মাস্টারমশাই যত দোষ নন্দ ঘোষ। একা ঠিক নয় । না জেনে কাউকে দোষারপ করা উচিত নয়।
আশরফঃ আমি ঐ বাঁদরটাকে হাড়ে হাড়ে চিনি।
বিশুঃ তবুও প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী করা যায় না।
মিঠুঃ আমারও মনে হচ্ছে দাদার কীর্তি।
গনেশঃ মিঠু - বোকার মতো কথা বলো না।
মিঠুঃ পরে মিলিয়ে নিও /ঐ ওদের কিছু -
বিশুঃ থাক না বৌদি ওসব কথা।
মিঠুঃ কেন তোমরা ভয় পাচ্ছো? আমি থানায় যাবো আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন মাস্টারমশাই?
আশরফঃ নিশ্চয়ই যাব।
মঙ্গলঃ হ্যাঁ, ডায়েরী তো একটা করতেই হবে।
আশরফঃ (কেঁদে) আমার বুক থেকে রকিয়াকে কেড়ে নিলি। অরুন, তোকে আমি ছাড়বো না পেলেই জবাই -

[বংশীর প্রবেশ]

বংশীঃ না, মাস্টার না। কন্যা স্নেহে অন্ধ হয়ে নীতি ভ্রষ্ট হোয়োনা, হিংসা দিয়ে কি হিংসাকে জয় করা যায়?
আশরফঃ সব বুঝি সব জানি কিন্তু আর যে পারছি না। বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। (কাঁদে)
মঙ্গলঃ (কেঁদে) আমাদের সইতেই হবে মাস্টার। আমরা যে বটবৃক্ষের মত বড়।

[অনিমেষের প্রবেশ]

অনিমেষঃ আগে আমাদের উপর আসবে তাইতো? আর আমরা মুখ বুঝে তা সহ্য করবো কতদিন? আর কতদিন -

গনেশঃ যতদিন না আমাদের মেরুদন্ড সোজা হয়। যতদিন না সমাজে একটাই জাত হয় মানুষ জাত।

বিশুঃ ঐ মানুষরূপী পশুগুলোই যদি পৃথিবীতে আর না থাকে?

বংশীঃ আবার উত্তেজিত।

মিঠুঃ আমি থানায় চললাম।

সবাইঃ আমরাও যাব চল -

[সবার প্রস্থান]

একাদশ দৃশ্য

[গ্রামের বটতলা]
[গান গাইতে গাইতে বংশীর প্রবেশ]

গান

গন্ধ যা তা দাওনা ফেলে
হোক না গাওয়া ঘি
পচা আলু রাঁধলে সবাই
খেতে পারবে কি
বলবে তোমায় ছিঃ
ও তোর ভিতর যদি হয় রে পচা
উপর যতই ভালো
অন্ধকারে তলিয়ে যাবি
পাবি না তো আলো

বন্ধু সজন যেই দেখিবে
বলবে তোকে ছিঃ
হোক না ....

[আশরফ, আরীফ, নীলু, গনেশ, মিঠু, অনিমেষ, মঙ্গলের প্রবেশ]

সবাইঃ আমরা এসে গেছি ....

বংশীঃ মিটিং-এ কেউ এসে পৌঁছায়নি দেখে একটা গান বাঁধছিলাম।

বিশুঃ তোমার আগে কেউ কোনদিন মিটিং-এ আসতে পেরেছে নাকি?

নীলুঃ আচ্ছা মাস্টারমশাই দু'দুটো মেয়ে একই দিনে একই সময় পাড়া থেকে উধাও - পুলিশ এখনও কোনো হদিশ পেল না।

আশরফঃ পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। যা করতে হবে আমাদের। লক্ষ্য করেছো অরুন আর লোটনও সেই দিন থেকে বে পাত্তা -

গণেশঃ আপনি কিন্তু আবার আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছেন।

আশরফঃ কেন তোমার শালা বলে গায়ে ফোসকা পড়ছে?

মিঠুঃ ঠিকই বলেছেন ও বাস্তবটাকে আবিস্কার করতে চাইছে।

গণেশঃ মিঠু - বাস্তবটা যে কি তা আমরা কেউ এখনও পর্যন্ত জানতে পারি নি। জানাটা সময় সাপেক্ষ্য।

মিঠুঃ আমি জানি বাস্তবটা কি দূর্ভাগ্য ঐ মজুমদার পরিবারে আমি জন্মেছিলাম তাই কঠিন বাস্তবটা আন্দাজ করতে আমার সময় লাগছে না। রাত্রীদির সলিল সমাধি হয় নি, ওকে মার্ডার করা হয়েছে।

অনিমেষেঃ রাত্রী মার্ডার হয়েছে?

মিঠুঃ অরুণ মজুমদারকে আমি যতটা চিনি -

আশরফঃ আমারও তাই মনে হচ্ছে -

মঙ্গলঃ মাস্টার তোমার কেন মনে হচ্ছে? তুমিও কি কিছু -

আশরফঃ জানি - ঘোষেদের বাগানে পড়ে পাওয়া সনাতন বাগদীর মেয়ের
লাশটার কথা- (কাঁদে)

নীলুঃ বলুন আপনি কি জানেন -

[লোটনের প্রবেশ]

লোটনঃ উনি কিছুই জানেন না। সব আমি জানি।

নীলুঃ কি জানো তুমি?

লোটনঃ আমি আমার সমস্ত দোষ স্বীকার করছি আপনারা আমাকে বাঁচান। মাস্টারমশাই আমি ভালো হয়ে যাবো একটা সুযোগ দিন।

[সোমনাথ, অরুণ, একজন কনষ্টেবলের প্রবেশ]

অরুণঃ স্যার ঐ লোটন -

সোমনাথঃ আই-সি - ইউ আর আন্ডার অ্যারেষ্ট লোটন বাবু -

সবাইঃ কি ব্যাপার?

সোমনাথঃ শুনুন আপনারা। অরুণবাবু আর লোটনবাবু, দীর্ঘদিন ধরে নারী পাচারকারীদের সঙ্গে যুক্ত।

সবাইঃ নারী পাচার?

সোমনাথঃ হ্যাঁ, ওনারা বিভিন্নভাবে নারীদের সংগ্রহ করেন। কাউকে কাজ দেবেন বলে, কাউকে কিডন্যাপ করে। আবার কাউকে মিথ্যে মিথ্যে বিয়ে করে।

অনিমেষঃ বিয়ে করে?

সোমনাথঃ হ্যাঁ, ওনারা একাধিকবার বিয়ে করেছেন, কিন্তু আইনত নয় শুধু সিঁদুর মালা দিয়ে।

অনিমেষঃ তারপর !

সোমনাথঃ পরে সবাইকে বিক্রি করা হয় বিভিন্ন দামে, বিভিন্নভাবে -

নীলুঃ আপনারা এদের ধরলেন কিভাবে?

সোমনাথঃ রাত্রী দেবীর সহযোগিতায়।

সবাইঃ রাত্রী -

অনিমেষঃ বেঁচে আছে, কোথায় রাত্রী?

সোমনাথঃ বেঁচে আছেন! কিন্তু -

আশরফঃ কিসের কিন্তু?

সোমনাথঃ সমস্ত ঘটনা শোনার পর -

মঙ্গলঃ কি ঘটনা বলুন?

সোমনাথঃ রাত্রীদেবীকে হ্যানিমুনে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পুরী থেকে ওনাকে পুনায় চালান করাহয়। পুরী পুলিশের নিকট অরুনবাবু ফলস্ ডায়েরী করেন।

অনিমেষঃ শয়তান -

সোমনাথঃ আস্তে, বলতে দিন। পুনার পতিতালয় থেকে অনেক কষ্টে উনি পালিয়ে মুম্বাই পুলিশের সহযোগিতায় নারী পাচার চক্রের একটা বিরাট অংশকে গ্রেফতার করিয়ে দেন উড়িষ্যার গদাই মহান্তি ও তার সাঙ্গো পাঙ্গোরা, বিহারের হলধরজি ও তার দলবল, কলকাতার গুপ্তাজীর কিছু লোক তার সঙ্গে অরুনবাবুও -

আশরফঃ রকিয়ার কোন খবর -

সোমনাথঃ পাওয়া গেছে।

সবাইঃ পাওয়া গেছে?

সোমনাথঃ সবই রাত্রীদেবীর জন্য সম্ভব হয়েছে ওদের পাটনার একটা রেডলাইট এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সবাইঃ কোথায় ওরা?

সোমনাথঃ বাইরে অপেক্ষা করছেন।

সবাইঃ বাইরে কেন?

সোমনাথঃ সব কিছু জানার পর শোনার পর আপনারা মানে সমাজ যদি গ্রহণ না করেন তাই-

আশরফঃ সমাজ আমি মানিনা আমার মেয়েকে আমি ফিরে পেতে চাই।

সোমনাথঃ অতি উত্তম রাত্রীদেবী। রকিয়া আসুন।

[তালি বাজায়]

[রাত্রী ও রকিয়ার প্রবেশ]

রাত্রীঃ দাদা (অনিমেষকে জড়িয়ে ধরে)।

রকিয়াঃ আব্বা গো (আশরফকে জড়িয়ে ধরে)।

আশরফঃ আজ থেকে অন্ধকার -

[আঁচল লুটাতে লুটাতে ছুটতে ছুটতে হৈমন্তী পেছনে পেছনে কেষ্টর প্রবেশ]

হৈমন্তীঃ না - না আমি অন্ধকারে থাকবো না আমি আলোয় যাবো।

কেষ্টঃ মা - শোনেন বাড়ি আসেন শোনেন মা।

হৈমন্তীঃ না ওখানে এখন রাত - আর এখানে দেখ স-কাল -

অরুণঃ মা -

হৈমন্তীঃ বেঁধে ফেলেছে? বেশ করেছে সব অন্ধকারে ধরে ফেলেছে।

রাত্রীঃ মা -

হৈমন্তীঃ কে ? ও - জোৎস্না না - আমি তোমার কাছেই থাকবো (রাত্রীর বুকে মাথা দিয়ে)।

রাত্রীঃ থাকবে মা -

অরুণঃ রাত্রী তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মতো মুখ আমার নেই। মাকে দেখো। আর তোমাদের কাছে হাত জোর করে ভিক্ষা চাইছি যদি কোন দিন ফিরে আসি তাহলে আপনাদের মাঝে একটু ঠাঁই দেবেন। মাস্টারমশাই আপনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন আমাকে মানুষ করার, পারেন নি। এবার যদি ফিরে আপনার পায়ে

[নমস্কার করে]

আশরফঃ থাক বাবা।

অরুণঃ মঙ্গলকাকা, গনেশ, মিঠু ওরা থাকলো, অনিমেষ ক্ষমা করিস - রাত্রী-

রাত্রীঃ অপেক্ষা করবো, আমি যে তোমার সন্তানের -

বংশীঃ মা -

অরুণঃ বংশী খুড়ো আমার সন্তানকে তুমি মানুষ করে তুলো। টাকা পয়সা, ধন দৌলত ঐশর্য ওকে যেন স্পর্শ করতে না পারে। লোভ লালোসার ভিখারী না হয়ে ও যেনো অহিংসা নির্লোভ ত্যাগ সর্বসুন্দরের প্রতীক হয়।

হৈমন্তীঃ অন্ধকার চলে গেছে কুসুমপুরের সকাল হয়েছে। দেখো দেখো কি সুন্দর রৌদ্রমাখা সকাল।

বংশীঃ মনুষত্ব, বিবেক আসিছে ফিরে চৈতন্য হলো উদয়।

সবাইঃ রাতের আঁধার হলো অবসান।

বংশীঃ জয় হোক মানুষের, জয় হোক মানবতার, মুছিয়া দু;খ, ঘুচিয়া আকাল।

সবাইঃ ফিরে এলো কুসুমপুরের সোনালী সকাল।

সোমনাথঃ চলুন -

[অরুণ, সোমনাথ, কনষ্টেবল যেতে থাকে, স্ট্যাচু। তখন বংশী গান ধরল, সবাই স্ট্যাচু]

বংশীঃ

গান

সত্য পথে চলব সবাই
সত্যের গান গাইব
অর্থলোভে অন্ব হয়ে
পাপের পথ নাহি ধরব
সত্যের গান গাইব॥

স-মা-প্ত

স্বামীর চিতা জ্বলছে

(ঝাঁটা হাতে ক্ষেন্তির প্রবেশ)

ক্ষেন্তিঃ জ্যাটা মারো জ্যাটা মারো এমন সোংসারের মুহে । নুন আছে তো পান্তা কই । পান্তা জোটে তা লবণ নাই । কেবল অভাব অভাব আর অভাব । আর তেমনি ওই হদচ্ছাড়ার স্বভাব মাইনুষ করতে পারলাম কই আদ পাগলা । ওই যে আমার ক্যাবলা বিয়ার রাইতে আমাগো হাতে হাত ধইরা বাপটা মোর কইছিলা । ক্ষেন্তিরে তরে ক্যাবলার হাতে তুইল্যা দেলাম অরে মান্যি গণ্যি করি চলিস । ও বড়ো ভালো পোলা । উঃ - ভালা না ছাই মাতায় এক্কেবারে গোবরের ডাঁই সেই বেয়ান বেলায়া জ্বালানীর খোঁজে গেইচে তা গেইচে । আর আমি চাইর চাসরটা বাড়ির কাম সাইর্যা ঘর ফিরছি । তার কুনো খবর নাই । আহুক মুখ পুড়া বিনসে আইজ জ্যায়া মাইর্যা অর বিষ ঝাড়ুম । হু - হু - আমি হলাম সেই - (গুটি গুটি পায়ে হাপ প্যান্ট পরে দঁড়ি বেঁধে সামলাতে সামলাতে সামলাতে) কাবলার প্রবেশ ।

ক্যাবলাঃ কেন্টে বালা ডাটি ।

ক্ষেন্তিঃ (ভেংচি কেটে) কেন্টি বালা ডাটি । অনামুকো ডাসি নয় দাসি দাসি তর চোদ্দ গুষ্টি দাসি। কাঠ কই । কাঠ আনিস নি ক্যান । এহন উনানে তর পা ঢুইক্কা রান্না করুম । আইজ তর একদিন কি মোর একদিন । (ঝাঁটা দিয়ে মারতে যায় আর ক্যাবলা ছুটে ছুটে মঞ্চের চারদিকে পালায়) ।

ক্যাবলাঃ মারিট না মারিট না কেন্টি । এই কান ধরটি তর পায়ে পড়টি । ভুল অয়েটে ভুল অয়েটে। আর অবে না ।

ক্ষেন্তিঃ কাঠ না কু ইড়্যা কি করতাছিলিস । ক - ক - তুই ।

ক্যাবলাঃ মাষ্টার বাবুর লগে কটা কইঠিলাম ।

ক্ষেন্তিঃ অ - ঐ অশোক মাষ্টার তর মাথাটাকে খাইছিলা তা কি কইছিলা শুনি ।

ক্যাবলাঃ ঠে অনেক কোঠা ।

ক্ষেন্তিঃ খবরদার ওগো কথা শুইন্যা তুই কুনো মিটিন মিছিলে যাইবি না ।

ক্যাবলাঃ ডাইব না ।

ক্ষেন্তিঃ না - আমারেও কইছিলা ঐ মাষ্টার ।

ক্যাবলাঃ কি কইঠিলা কেন্টি ।

ক্ষেন্তিঃ (ভেংচি কেটে) ক্ষেন্তি রে - এই গিরামে উন্নয়ন সুমিতি অয়বো মাইয়্যা গো দল অয়বো কত উন্নতি অয়বো সোংসারে আয় বাড়বো অভাব যাইবো । তুর নামডা লিইখ্যা দিবি মিটিং এ আইসবি ।

ক্যাবলাঃ ডানা কেনে কেন্টি আইজ মিটিন আছে ।

ক্ষেন্তিঃ না - এক্কেবারেই না ।

ক্যাবলাঃ ক্যেন -

ক্ষেন্তিঃ না ক্যাবলা না ইডা উদের লতুন চাইল উ সবই রাজনীতির ব্যাপার আমরা বুঝুম কেমনে। উহারা লিচ্ছই কুনো লতুন পাটি অবে ।

ক্যাবলাঃ ক্যামনে বুইডল্যা ।

ক্ষেন্তিঃ বুঝুম না আমি পাটি ল্যাতার গরে কাম করি কোতো কোতা শুনি । উয়ারা সব ধান্দাবাজীর দল আমাগো মাথায় কাঁটাল ভাঙিইয়া অরা কোষ তুইল্যা খাইব । আর আমরা বুরা আঙ্গুল চুইষ্যা বাবুগো মিটিন মিছিলে ভীর জমাইতে যামু আর আমু । সবই ব্যাটা সমান, গরীব গো কেউ নাই ।

ক্যাবলাঃ আমার টো টুই আটিট না কেন্টি ।

ক্ষেন্তিঃ (ক্যাবলাকে জড়িয়ে ধরে) হ আছি তো । তুমার লগে আমি আছি আর আমার লগে তুমি। কও আর কু নো দিন অই সব উন্নয়ন সুমিতির কোথায় কান দিবা না ।

ক্যাবলাঃ টরে ছুঁইয়া কমু - এই কইলাম কান ডিমু না কান ডিমু না । মিটিন মিঠিলে ডামু না ।

ক্ষেন্তিঃ আমি গতরে খাটুম যা জুটে দুজনে ভাগ কইর্যা খামু তাই না । (রেগে) মইর্যা গেলেও অয় সব সুমিতি বা যেকুনো পার্টির কাজ করুম না দুজনের আইজ মিটিন ।

কোরাসঃ ক্ষেন্তিঃ যামুনা যামুনা নামুনা

ক্যাবলাঃ ডামুনা ডামুনা ডামুনা

(পার্টির পুরোনো নেতা ব্রজ শেখরের প্রবেশ)

ব্রজঃ যাবি যাবি রে ক্ষেন্তি - উন্নয়ন সমিতির মিটিং-এ আজ তুইও যাবি ।

ক্ষেন্তিঃ একি বাবু এই গরীবের গরে কি মনে কইর্যা ।

ব্রজঃ কাজে এসেছিরে কাজে ।

ক্ষেন্তিঃ কি যে কহেন আমি যাই আপনের গরে কামের লাগি । আপনে আমাগো মুনিব । ভিখারী গো সনে মুটকরা করছেন বাবু ।

ব্রজঃ নারে ক্ষেন্তি আমি তোর সঙ্গে ঠাট্টা করতে আসিনি ।

ক্ষেন্তিঃ তয়-

ব্রজঃ তোকে একটা কাজ করতে হবে ।

ক্ষেন্তিঃ কি কাম বাবু ।

ব্রজঃ তোকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মধ্যে থাকতে হবে । ওখানে কি কি আলোচনা হচ্ছে না হচ্ছে ওদের সমস্ত প্লান প্রোগ্রাম পরিকল্পনা তুই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিবি ।

ক্ষেন্তিঃ না বাবু এ কাম আমি পারুম নাই । আপনি অইন্য মাইনসের দেকুন ।

ব্রজঃ না এই কাজ তুই করবি । তুই প্রতিদিন আমার বাড়িতে কাজে যাস । সমস্ত খবর তুই দিলে কেউই টের পাবে না কাকও নয়, পক্ষীও নয় । হা হা হা ---

ক্ষেন্তিঃ আমারে ছাড়ান দেন বাবু

ব্রজঃ না তোকে এটা করতেই হবে ।

ক্ষেন্তিঃ আপনের পায় ধরছি (পায়ে ধরবে)

ব্রজঃ (এক লাথি মেরে) যা - ব্রজ সরকার কারো প্যান প্যানানিতে ভোলে না বুঝলি - আমার কথা না শুনলে (তটে তালি দেবে)

(দৌড়ে রাজুর প্রবেশ হাতে পিস্তল ক্ষেন্তির বুকে দিয়ে)

রাজুঃ দাদা গেঁথে দেবো । (ক্যাবলা ভয়ে পড়ে যাবে)

ক্ষেন্তিঃ (ঢোক গিলে) না মানে আমি করুম করুম । বাবু যা কাম দিবেন সবই করুম ।

ব্রজঃ (হা হা হা (হেঁসে) রাজু -

রাজুঃ ইয়েস স্যার (ইয়েস স্যার)

ব্রজঃ থাম বাবা থাম ।

রাজুঃ (ও কে স্যার) ওকে স্যার

ব্রজঃ তুমি এখন আসতে পার ।

রাজুঃ (গুড বাই স্যার) গুড বাই স্যার (সেলুট দিয়ে)

ব্রজঃ তাহলে ক্ষেন্তি বালা দাসী তুমি আজ উন্নয়ন সমিতির মিটিং-এ যাচ্ছো । এর সদস্যা হচ্ছো ।

ক্ষেন্তিঃ (ভয়ে ভয়ে) হ বাবু । কিন্তুক যদি আমারে সদস্যা না করে ।

ব্রজঃ করবে করবে তার ব্যবস্থা সব পাকা করা আছে । ও হ্যাঁ এই পাড়ায় যে মহিলাদের স্বনির্ভর দল তৈরী হচ্ছে তুই সেই দলেরও সদস্যা হবি আর সমস্ত নাড়ী নক্ষত্র আমায় জানাবি বুঝলি ।

ক্ষেন্তিঃ কিন্তুক -

ব্রজঃ আবার কিন্তুক কেন ।

ক্ষেন্তিঃ মাইয়ার্যা কইথিলা অগে দলে টাকা লাগমু ।

ব্রজঃ এই শোন ক্ষেন্তি বেশী চালাকি করবি না । টাকা লাগবে আমি জানি । নে ধর ৫০ টাকা আছে । প্রত্যেক মাসে পাবি । ঠিক ঠিক খবর দিবি । কেউ যেন জানতে না পারে মুখ খুললে ফটাশ - হা হা হা।

ক্ষেন্তিঃ কমু বাবু, সব খবর কমু ।

ব্রজঃ খেটে খাওয়া মানুষ এক জোট হবে গাঁয়ের উন্নতি করবে । আর আমরা ভ্যারান্ডা ভাজব না । আমরাও জানি কীভাবে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয় । (হা হা হা হাসি) প্রস্থান ।

ক্যাবলাঃ ডান কী ড়ে কেন্টি -

ক্ষেন্তিঃ (কেঁদে কেঁদে) ক্যাবলারে আমাগো এহন ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমির কি যে করি ।

ক্যাবলাঃ ক্যান সব কটা কইয়্যা ডিবি বাবু টাহা ডিবে ।

ক্ষেন্তিঃ (রেগে) টাহা ডিবে । কইয়া দিলে অরা জাইনলে অরা কি ছাড়ব ? আর না কইলে বাবু মারবো ভগবান আমি কী করুম । কপালডা শাঁখের করাত্ আইতে কাইটবো যাইতেও কাইটবো । ও ভগবান গো (কাঁদে)

ক্যাবলাঃ (হাত ধর) টল কেন্টি গড়ে টল তুই কাঁডলে আমারও কান্না পায় অ্যাঁ -অ্যাঁ অ্যাঁ

(কাঁদতে কাঁদতে ক্ষেন্তিকে ধরে)
প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গানের তালে তালে চাষীর দল কাস্তে হাতে নাচতে নাচতে প্রবেশ)

গান
ধান পেকিচে মাঠে মাঠে
কাস্তে ধর চাষীর দল
পাকা ধানের সুবাসে আজ
মন হইয়াছে মৌ মাতাল
ও - ভাইরে - ভাইরে -
সব আয় রে আয় রে ।

নবীনঃ (রসত্রামের উপর উঠে) আরে ও কাদের ভাই নূর আলী, কালিপদ, হরেন - এসো গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নাও । বিড়ি টিড়ি খাও - চলে এসো ।

কাদেরঃ দেও নবীন বিড়ি দাও একখান ।

নবীনঃ (গেঁট থেকে বিড়ি দিতে দিতে) আজ উন্নয়ন সমিতি মিটিং ডেকেছে যাবে তো ?

কালিপদঃ নিশচয় যাবো । ও হরেন তুই তো হলুদ পাটি করিস । কী বলছে তোদের নেতারা আর তোরাও বা কি ঠিক করলি ।

হরেনঃ ওখানে গিয়ে আমাদের কিছুই হবে না কাকা ।

কাদেরঃ কেন এটা তো দল মত জাতি ধম্মের মানুষের দল ।

হরেনঃ এ এক নতুন হুজুগ কাদের ভাই - এ নতুন হুজুগ আমি হলাম আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রেখে কি লাভ বলো ।

নবীনঃ তা নূর আলী চুপ কেন ? কিছু বলো । তুমি তো আবার নীল পাটির বন্ধু । গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি ?

নূর আলীঃ আমি ভাই এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কারো সাথে কোন আলোচনা করি নি কারণ -

কোরাসঃ কারণটা কি -

নূর আলীঃ আমি নিজেই এখনও দ্বিধা গ্রস্থ

কোরাসঃ দ্বিধা গ্রস্থ ?

নূর আলীঃ হ্যঁা ভাই একবার মনে করি যাই না গিয়েই দেখি ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে । পরক্ষনেই মনে হয় গিয়েও কি লাভ সেই তো থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় ।

নবীনঃ মানে ?

নূর আলীঃ মানে যারা ক্ষমতায় আছে, বেছে বেছে তাদের নিয়েই কমিটি হবে এই আর কি । আমরা কি পাত্তা পাবো ? আমাদের দল তো আর ক্ষমতায় নেই ।

কালিপদঃ সে কি তুমি শোনো নি সরকারের নতুন আইনের কথা ?

নূর আলীঃ কি কথা ?

নবীনঃ বিরোধী দলের লোক থাকতেই হবে । আর তা ছাড়া এটা দল মত জাতি ধর্ম পাটির

উর্দ্ধে উঠে। গ্রামের তথা পরিবারের ‍ুন্নতির স্বাথে এই সমিতি ।

কাদেরঃ এখন বলছে পাটির নয় । কিন্তু কমিটি করার সময় লোক বেছে বেছে নিজেদের কোলে ঝোল টেনেই কমিটি হবে । বুঝলে মশাই -

নবীনঃ তা যদি হয় আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করব । মানুষদের বোঝাব ।

কাদেরঃ কোন লাভ নেই -

(অশোক মাষ্টারের প্রবেশ)

অশোকঃ লাভ আছে কাদের

কাদেরঃ মাষ্টার মশাই -

অশোকঃ নবীন ঠিক কথাই বলেছে - কাদের, নূর আলী, হরেন তোমরা তাজা তরুনদের দল জেগে ওঠো আর সমস্ত পাড়ার মানুষের জাগিয়ে তোলো এই গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ির নর নারী কে বোঝাও । সুযোগ বার বার আসে না যে সুযোগ একবার এসেছে আমাদের হাতে তার যোগ্য ব্যবহার আমরা করব । এক হয়ে জোট বেঁধে হিংসা দিয়ে নয় । কোন পিস্তল গুলি ছুরী দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে নয় । জাত পাত পার্টির রং ভুলে । মানুষের জন্য মানুষের জীবনের জন্য সবাই মিলিত হয়ে সাফল্য করে তুলব আমাদের বর্তমান সরকারের এই সুস্থ্য সুগঠিত আইন - শোন আজ স্কুল ঘরে মিটিং আছে ।

(সবাই কাস্তে হাতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে)

কোরাসঃ আমরা সবাই যাবো মাষ্টার মশাই (গানের তালে তালে নাচতে নাচতে)

গান

এই পাঁকা ধানের রংটি যেন
নতুন বৌ-এর শোনার মল
(আঁটি মাথায় কোমর দুলে)
চলছি যত চাষার দল ।
ও ভাইরে - ভাইরে -
সব আয়রে - আয়রে -

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(ব্রজশেখরের স্ত্রী ঈশানীর প্রবেশ)

ঈশানীঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা লজ্জা লজ্জা । নারী হয়ে আমার এ লজ্জার কথা আমি কাউকে বলতে পারি না সহ্য করতে করতে আজ আমার ধৈর্য্যের বাঁদ ভেঙে যাচ্ছে জ্বলতে জ্বলতে আমি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি । আমার ঐ গুণধর স্বামীর জন্যে বুঝলেন না । ব্রজ শেখর চৌধুরী সাত পাঁকে বেঁধে রীতি মত অগ্নি সাক্ষী করে আমাকে বিয়ে করে এনেছিলেন আজ থেকে ১০ বছর আগে । শয়তান চিটিংবাজ খুনী রাহাজানি গুন্ডামী নেতাগীরি দাদাগীরি মদ মেয়ে মানুষ আর কত গুণের কথা বলব আপনাদের আশির্বাদে সমস্ত গুণে গুরধর উনি । শেষ পর্যন্ত কাজের মেয়ে ক্ষেন্তি সেও বাদ নেই । দিনে দুপুরে ঘরের দরজা এঁটে ছিঃ ছিঃ ছিঃ। বললে বলে ক্ষেন্তির সঙ্গে কাজের কথা হচ্ছে । বলি কি এমন কাজে কথা শুনি (কেঁদে) ক্ষেন্তিকে বলা যায় । আর আমাকে বলা যায় না হায় ভগবান আমি এখন কি করব আত্মঘাতী হব না -

(ক্যাবলার প্রবেশ প্যান্ট ঠিক করতে করতে)

ক্যাবলাঃ পাটি বাড করটি । অবে-

ঈশানীঃ ক্যাবলা তুই ।

ক্যাবলাঃ কেন্টির লগে আইটিলাম । আমার কেন্টি কোটায় ।

ঈশানীঃ বাবুর মাথায় চিবিয়ে খাচ্ছে বুঝলি তোর কেন্টি বাবুর সাথে ঘরে দরজা এঁটে ফসটি নসটি করছে । শাসন করতে পারিস না নষ্টা মেয়ে মানুষটার ।

ক্যাবলাঃ খবরডার আমার কেন্টিরে নষ্টা কইবেন না । আমার বউ নষ্টা লয় । নষ্টা আপনের বর । বেটি কটা কইলে ডানা খাইয়ে ড্বি হ্যঁা কইয়ে ডিলাম ।

ঈশানীঃ কিসব ডানা মানা বলছে পাগলা ছাগল কোথাকার ।

ক্যাবলাঃ পাগলা হইলেও সট আছি । সইট্টিটা কি টা আগে জাইনব্যা টার পর বুইঝব্যা নষ্ট কে কেন্টি না আপনার বর । আমি এহোন আটি । কেন্টিরে কইবেন আমি আইটিলাম ।(ছড়া কেটে) মিটিন ঠিকা গড়ে আইস্যা ড্বি গুপন কটা ফাঁস কইরে না কইলে টুমার বাবু - (প্যাটে ড্বি ডানা ভইরে-কটা)

(প্রস্থান)

ঈশানীঃ না না না আমি আর মুখ বুঝে সহ্য করব না । এতদিন বাইরে অনেক কান্ড করেছে আর আজ ঘরের ভিতরে তাও ক্ষেন্তি - পাগলাটাও আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেল । ক্ষেন্তি - ক্ষেন্তি -এই মুখ পুড়ি ক্ষেন্তি -

(দেঁড়ে ক্ষেন্তির প্রবেশ)

ক্ষেন্তিঃ আমারে ডাকতিছেন বৌদিমণি ।

ঈশানীঃ (মারতে থাকে) বল বল আমার স্বামীর সঙ্গে এতক্ষন দরজা বন্ধ করে কি করছিস । তোর এতবড় স্পর্ধা ।বামন হয়ে চাঁদে হাত দিস আমার খাট দখল করিস । কে দিল তোর এত বড় অধিকার ।

ক্ষেন্তিঃ (উঃ হ আঃ হ করতে থাকবে) (কাঁদবে) কইবেন না ওই পাপের কথা । আর কইবেন না বৌদি মনি আপনের পায়ে পড়ি । (পায়ে ধরবে)

ঈশানীঃ (এক লাথি মেরে) যা বেরো বেড়িয়ে যা তোর ওই হাতের স্পর্শে আমার পা দুটোকে আমি কলঙ্কিত করতে চাই না ।

(ব্রজ শেখরের প্রবেশ ক্ষেন্তিরে ধরে তুলবে)

ব্রজঃ ওঠো, ক্ষেন্তি বেচারীকে শুধু শুধু মারছো ।

ঈশানীঃ তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে না । সোহাগ উথলে উঠছে ছিঃ ছিঃ ছিঃ তোমার এত অধঃ পতন রুচির প্রসংশা না করে পারছিনা শেষ পর্যন্ত ক্ষেন্তির সাথেও -

ব্রজঃ ঈশানী - চুপ করো চুপ করো তুমি এত নীচ তোমার মন এত নোংরা ?

ঈশানীঃ আমি নীচ আমার মন নোংরা । একটা প্রমাণ দেখাও স্রেফ একটা । আর আমি তোমার হাজার হাজার প্রমাণের লিষ্ট এই বুকে করে বয়ে বেড়াচ্ছি । চরিত্রহীন চিটিংবাজ লম্পট।

ব্রজঃ ঈশানী তুমি কিন্তু আমার সহ্যের সীমা ভেঙে দিচ্ছ । আসল সত্যটা বলতে বাধ্য করছ ।

ঈশানীঃ ভাঙো ভেঙেচুরে বের করো তোমার আসল সত্যটা কি ? যুধিষ্ঠির না দুঃশাসন ।

ব্রজঃ যা বোঝ না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে এসো না চটি জুতো পায়েই থাকো ।

ঈশানীঃ কি আমি চটি জুতো আর ক্ষেন্তি মাথার মুকুট (খপ করে ক্ষেন্তির চুলের মুটি ধরে) বল কি মন্ত্রে আমার স্বামীকে বশ করেছিস রাক্ষুসী ।

ক্ষেন্তিঃ উঃ হুঃ লাগতাছে বৌদিমনি আমারে ছাড়ান দেন । বড় ব্যাথা লাগতাছে ।

ব্রজঃ ঈশানী কি হচ্ছে এসব ছাড় ছাড় ওকে ।

ঈশানীঃ না আগে বল সব কথা তার পর ছাড়ব ।

ক্ষেন্তিঃ না কইলে আপনের প্যাদানী - আর কইলে বাবু দানা ভইরে দিব ।

ঈশানীঃ (চুল ছেড়ে) দানা ভরবে মানে ক্যাবলাও

ব্রজঃ গুলি করব । ওকে গুলি করে মেরে দেব ।

ঈশানীঃ কারণটা কি জানতে পারি ।

ব্রজঃ কারণ ও আমার নতুন গুপ্তচর ।

ঈশানীঃ গুপ্তচর -

ব্রজঃ হ্যাঁ গুপ্তচর । উন্নয়ন সমিতি আর স্বনির্ভর দলের সমস্ত খবরা খবর আমার চাই ।

ঈশানীঃ আর সেই খবর সংগ্রহ করার জন্য তুমি ক্ষেন্তিকে সাংবাদিক হিসাবে বহাল করেছ রাইট।

ব্রজঃ রাইট ।

ঈশানীঃ এতক্ষণে বুঝিলাম তুমি গেছো বিড়াল কেন গাছ থেকে নাচে নেমে পাত চেবচ্ছে ছাগল -

ব্রজঃ কি বললে -

ঈশানীঃ বলছি তুমি একটা আস্ত রাম ছাগল উন্নয়ন সমিতি আর স্বনির্ভর গ্রুপ তোমার সহ্য হচ্ছে না সেটা তুমি আমাকে বলবে তো -

ব্রজঃ ঈশানী তুমি -

ঈশানীঃ হ্যাঁ আমি তোমার ঐ ক্ষেন্তির থেকে রিপোটার হিসাবে মনে হয় খুব একটা খারাপ হবো না।

ব্রজঃ (ঈশানীর হাত ধরে) ঈশানী তুমি পারবে ।

ঈশানীঃ নিশচই তোমার ভালোর জন্য আমি নরকেও যেতে রাজি আছি ।

ব্রজঃ প্রমিস - (হাত পেতে)

ঈশানীঃ (হাতে হাত রেখে) প্রমিস

ব্রজঃ এই তুই এখানে কি করছিস । যা তোকে মুক্তি দিলাম । তুই কিন্তু কিছুই জানিস না (ক্ষেন্তি যেতে যাবে) মুখ খুললে -

ঈশানীঃ চুপ কর । ক্ষেন্তি কাল সকাল সকাল কাজে আসিস কেমন ।

ক্ষেন্তিঃ না বৌদিমণি আপনে গো লগে আর কাম করুম না ।

ঈশানীঃ কেন আমার উপর রাগ করেছিস ।

ক্ষেন্তিঃ না বৌদি রাগ করুম ক্যান । আপনে হো অনেক টাহা আছে বইল্যা রাগ ব্যাজার মান সম্মান সব আপনে গো সম্পত্তি । আপনেরা যা কাম দিবেন আমাগো তাই করতে অইব। না করিলে পেস্তলের দানা খামু । আবার পিরাণের দায়ে করিলেও অপবাদ দিবেন মার ধোর করিবেন আমাগো উপর নির্যাতন করা সক্কল রকম অধিকার ভগবান আপনে গো দেইছে না বৌদিমনি ।

ঈশানীঃ (ক্ষেন্তি হাত ধরে) তুই আমাকে ক্ষমা কর বোন । আমি তোকে ভুল বুঝে অনেক মেরেছি।তুই আমাকে যে শাস্তি দিবি আমি মাথা পেতে নেব ।

ব্রজঃ কি হচ্ছে ঈশানী । এর কোন মানে হয় । শেষ পর্যন্ত ক্ষেন্তি -

ক্ষেন্তিঃ হাত ধইরবার দরকার নাই বৌদিমণি । আমরা গরীব টাহা পয়সা নাই ঠিকই কিন্তু ভগবান আমাগো মনটা অনেক অনেক বড় কইর্যা পাঠাইছেন । আমরা মার খাইতেও জানি আবার ক্ষমা কইরতেও জানি ।

ঈশানীঃ ক্ষমা করেছিস তাহলে কাজে আসবি কথা দে ।

ক্ষেন্তিঃ কথা দেলাম ।

ব্রজঃ ঈশানী তুমি এত -

ঈশানীঃ শোনো (দুজন চুপি চুপি কথা বলে, ঈশানী ব্রজকে বোঝাচ্ছে এমন কিছু)

ক্ষেন্তিঃ দেখলেন তো বাবুরা ! বড় লোকের খেয়াল আর কাঁচের দেয়াল দুটোই সমান ।

ব্রজঃ কি বললি ক্ষেন্তি -

ক্ষেন্তিঃ না এমন কিছুই নয়, কইছিলাম আম দুধ মিইস্যা গেলো আর শুধু রগরানী খেলো।

(প্রস্থান)

(ব্রজ ও ঈশানী দুজন দুজনের দিকে চেয়ে হেঁসে উঠবে)

ব্রজঃ যে কথা বলছিলাম ডার্লিং আমি ভাবতেও পারছি না যে তুমি সেই বিয়ে রাত থেকে আমাকে ঘৃণা করো । আমার সকলের কাজের বিরোধি করে এসেছো সেই তুমি -

ঈশানীঃ হ্ঁযা সেই আমি তোমার কাজের সাথী হয়ে তোমাকে কাছে পেতে চাই । আপন করে পেতে চাই ।

ব্রজঃ আঃ হঃ আজ আমার কি শান্তি । (আদর করবে ঈশানী) (ঈশানীকে ছেড়ে) তুমি জানো না ওরা আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে । দল, মত, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ যদি জোট বাঁধে । তাহলে আমাদের অস্থিত্বটা কোথায় । ওই ছোট লোক হাভাতেরা জানতে বুঝতে শিখলে আমাদের আর মাণ্যিগুণ্যি করবে দাদা বলে ভয় পাবে ।

ঈশানীঃ মোটেই নয় -

ব্রজঃ তুমি ভাবতে পারছো ঈশানী -(হঠাৎ ফোনের রিং হবে ব্রজ পকেট থেকে মোবাইল বের করে)। হ্যালো - ব্রজ শেখর ইস্পিকিং । হ্ঁযা - হ্ঁযা কোথায় - পাটি অফিসে আমি এখুনি যাচ্ছি । হ্ঁযা - হ্ঁযা ও কে - ঈশানী আমি একটু বেরুচ্ছি । ফিরতে রাত হতে পারে । এখন দেখি কিভাবে তোমাকে উন্নয়ন সমিতির মধ্যে ঢোকানো যায় কারণ কমিটি অলরেডি তৈরী - তোমাকে লাইন করে ঢোকাতে হবে ।

ঈশানীঃ তোমাকে কোন লাসন করতে হবে না আমি ঠিক সুঁচ হয়ে ঢুকে যাবো তার পর কাল হয়ে বেরুবো ।

ব্রজঃ তুমি পারবে -

ঈশানীঃ নিশ্চই - আমি তো তোমার অর্ধাঙ্গীনি না । তুমি তো আমার গুরু ।

ব্রজঃ গুরু -

ঈশানীঃ হঁযা পতি পরম গুরু । তুমি আমার উপর ভরসা রাখো প্রাণেশ্বর।

ব্রজঃ আজ আমি নিশ্চিন্তে - আসছি - সাবধানে থেকো লক্ষ্মীটি - বাই -

(প্রস্থান)

ঈশানীঃ বাই - ব্রজশেখর চৌধুরী তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও । তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে আমি আমার ঘুঁটি সাজাবো । তুমি যখন জেগে যাবে তখন দেখবে তোমার ঘুঁটি সব উলেট পালেট তুমি সোজা সাইজ হয়ে গেছো । অনেক খেলা তুমি খেলেছ তোমার ঐ নোংরা খেলা আমি বন্ধ করবই আমি ও ঈশানী - অশোক মাষ্টারের ছাত্রী - ন্যায় নীতি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে মানুষের মাঝে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির গায়ে আমার দেহে প্রাণ থাকতে আমি এতটুকু আঁচড় লাগতে দেব না । তুমি চলো পাতায় পাতয় আমি চলবো শিরায় শিরায় । আজ থেকে শুরু হল আমার অভিনয় - কখনো মোহিনী ছলনাময়ী - কখনো চন্ডী - রণঙ্গীনি ছিন্ন মস্তা । তোমাদের মিথ্যার বেড়া জালথেকে সমস্ত মানুষকে সচেতন করে সবার প্রচেষ্টায় গড়ে তুলব এক সত্য সুন্দর সুখী গ্রাম । তুমিও একদিন আমাদের আদর্শের পথে হাঁটতে চাইবে । সেই দিন আমি তোমার পরিস্কার হাত দুটি ধরে

দুজনে এক পথে চলব আমি সেই অপেক্ষায় রইলাম । ন্যায় নিষ্ঠা সত্যের আমি হবো দিশারী - তোমার ঈশানী - তার জন্য তুমি যদি হও সাপুড়ে আমি হব বেদিনী -

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(ব্রজশেখর মোবাইল নিয়ে প্রবেশ)

ব্রজঃ না না না এটা কিছুতেই হতে পারে না একটার পর একটা প্ল্যান আমাদের ভেস্তে যাচ্ছে । সমস্ত প্রোগ্রাম আমাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে । তাহলে কি মেন কালপিঠ আমার ঘরে - ঈশানী - রাইট । (মোবাসলে রিং হবে) হ্যালো ব্রজ শেখর স্পিকিং হ্যাঁ হ্যাঁ - হোয়াট - রতন বলেছে ? ঠিক আছে - আমি দেখছি ওর প্রধান গিরি ঘুচিয়ে দিচ্ছি । না না আপনি কোন চিন্তা করবেন না । হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চই - আপনি টেন্ডার না পেলে আমার কমিশন - না না এটা আমি হাত ছাড়া হতে দিতে পারি না । এক্ষুনি অ্যাকশান নিচ্ছি ওকে ওকে । (মোবাইলে কিছু নম্বর টিপে) হ্যালো রতন আমি ব্রজদা এক্ষুনি একবার আয় ভাই । খুব বিপদে পড়েছি তোর বৌদি মানে ঈশানী হঠাত্ অসুস্থ হয়ে পড়েছে । মনে হয় স্ট্রোক - কী যে করি । এ্যাম্বুলেন্স - অসিত ডাক্তার আর না না ওসব করার আগে তুই ভাই একবার বাড়ি চলে আয় । আগে দেখ, তারপর দুজনে সিদ্ধান্ত নেব । তাড়াতাড়ি আয় ভাই । তুই এলে ভরসা পাই । রাখছি - আসুক রতন ওকে বুঝিয়ে দেব কটা ধানে কটা চাল । আমার বিরুদ্ধে চাল চালা তাও আমার বৌকে সঙ্গে নিয়ে । বেইমান - ঈশানী - ঈশানীকেও তো ছাড়া যাবে না ।

ব্রজঃ ঈশানী - ঈশানী -

ঈশানীঃ (আঁচলে হাত মুছতে মুছতে প্রবেশ) কি হয়েছে সাত সকালে এতো চেঁচাচ্ছো কেন ?

ব্রজঃ (ঈশানীর মুখে এক চড়) তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি) তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছো । আমাকে প্রতারণা করেছো । আমাদের দলের সাথে বেইমানি করেছো - বিশ্বাস ঘাতিনী -

ঈশানীঃ (কেঁদে) না আমি প্রতারণা করতে চাইনি তোমাকে ভালোভাবে বাঁচার জন্য আমি ভালো কাজে সামিল হয়েছি । তুমি ও তোমার নোংরা মনের কালি মুছে দিয়ে অগনীত মানুষের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দাও দেখবে ভালো কাজে কত শান্তি কত সুখ ।

ব্রজঃ (আবার চড় মারে) নষ্টা মেয়ে মানুষ অগণিত মানুষের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আমার সর্বনাশ করা হচ্ছে ।

ঈশানীঃ (কেঁদে) ওগো তুমি আরও মারো, তবু একথা বলো না, এ যে শোনাও পাপ । আমি চাই তুমি ভালো হও ।

ব্রজঃ কি আমি খারাপ ? অশোক বুড়ো আর তোমার রতন নাগর খুব ভালো না ? গ্রাম উন্নয়ন সমিতি করছে । ধাপ্পা বাজি গ্রামের উন্নতি করার নাম করে । দুহাতে পয়সাগুলো

লুটেপুটে খাচ্ছে । আর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পিন্ডি করার নাম করে ঘরে মেয়ে বৌদির বাইরে টেনে ফষ্টি নষ্টি করছে ।

ঈশানীঃ খবরদার বাজে কথা বলবে না ।

ব্রজঃ গায়ে ফোস্কা পড়ল নাকি পরকিয়া প্রেম বলে কথা ।

ঈশানীঃ যে নিজে নর্দমার কীট যার সমস্ত দেহ নোংরা বিষ্ঠা মাখা । তার চোখ দুটো কি করে পরিস্কার সুদ্ধ হবে -

ব্রজঃ কী এত বড় কথা (ঈশানীকে মারতে থাকে)

ক্ষেন্তিঃ (উঁকি দিয়ে) বৌদি মনিরে মারতাছে যাই খবরটা জানান দিই । দুঃচরিত্রা পতিতা আবার গলাবাজি করছে । চিরদিনের জন্য গলাবাজি বন্ধ করে দেব। (গলা টিপে ধরে)

(রতনের প্রবেশ)

রতনঃ কী করছো ব্রজদা ?

ব্রজঃ যা শালি বলে ঠেলে দেয়, রতন ধরে নেয় ঈশানী রতনের বুকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে)

রতনঃ ঈশানী ঈশানী - একি অজ্ঞান হয়ে গেছে ।

ব্রজঃ না রে তোর ধ্যান করছে (ফটো তুলে নেয়) ।

রতনঃ এটা কি করলে ব্রজদা ?

ব্রজঃ কেষ্টলীলা তুলে রাখলাম ভাল মানাচ্ছে রে রতন । এটা তোর বৌ অনিতাকে দেখাব । আর ফটোও কাজে লাগবে । তাহলে পুলিশকে একটা ফোন করি ।(মোবাইলে নম্বর টিপবে)

রতনঃ (তাড়াতাড়ি ঈশানীকে রোস্টামের উপর শুইয়ে দিয়ে) (ব্রজ হাতে থাবা মেরে) কি করছো ব্রজদা । পুলিশ ডাকছো কেন তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ।

ব্রজঃ খারাপ হতে আর কি বাকি রেখেছি তোর ।

রতনঃ আমরা -

ব্রজঃ হ্যাঁ উত্তর দে - রাস্তার টেন্ডার মোহনলাল পায়নি কেন ? স্কুলের মিড ডে মিলে তত্বাবধানে জেলে পাড়ার মেয়েরা কেন ? সরকার পাড়ার মহিলারা কি মরে গেছে -

রতনঃ ব্রজদা উত্তেজিত না হয়ে তুমি আমার কথাগুলো ঠান্ডা মাথায় শুনে বিচার করো । সরকার পাড়ায় কোন মহিলা স্বনির্ভর দল নেই ।

ব্রজঃ দল নেই তো কি হয়েছে ওরা আমাদের এক চেটিয়া ভোটার মনে রাখিস ওদের ভোটেও তুই আজ প্রধান (স্কুলে রান্না যাতে সরকার পাড়ার মহিলারা করতে পারে তার ব্যবস্থা তোকে করতেই হবে) ।

রতনঃ আমি সরকারের আইনের বাইরে কাজ করতে পারি না, আর আমি জনগণের প্রতিনিধি জনগণ দ্বারাই নির্বাচিত । কারা আমাকে ভোট দিয়েছিলেন আর কারা দেন নি , এ বিচার করার অধিকার আজ আমার নেই । আমি সরকারি নীতি আর জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ।

ব্রজঃ ছাগলের মত কথা বলিস না । অনেক বড় বড় বুলি কপচাতে শিখেছিস সরকার যেমন আইন করেছেন । করুন । আমাদের কাজ আমাদেরই করতে হবে । যাতে সাপও না

মরে লাঠিও না ভাঙে । কৌশলটা ঘুরিয়ে দে রাতারাতি আমাদের লোক ঢুকিয়ে নতুন করে কমিটি কর । পুরানো কমিটি ছলে বলে কলে কৌশলে ভেঙে দে । খাতা কলমে সরকারের নীতি ঠিক ঠাক থাকলেই চলবে । সরকার তো আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে দেখতে আসছে না । আর হ্যাঁ রাস্তার টেন্ডারটা ঘুরিয়ে মোহনলালকে দিবি ।

রতনঃ তোমার একটা কথাও আমি রাখতে পারছি না ।

ব্রজঃ হোয়াট -

রতনঃ আমি আমার বিবেকের কাছে ছোট হয়ে যাবো ।

ব্রজঃ এতো বড় স্পর্ধা তোর । জানিস তুই কার সন্মুখে এতবড় কথা বলছিস ।

রতনঃ হ্যাঁ পাটির লোকাল কমিটির সেক্রেটারীর সন্মুখে।

ব্রজঃ আমরা তোর মত নেমক হারামকে ঐ প্রধানে গদিতে বসিয়েছিলাম । ৫ মিনিটে তোর প্রধানগিরি আমি ঘুচিয়ে দেবো ।

রতনঃ যদি বলো আজই রিজাইন দেবো ।

ব্রজঃ তুই রিজাসন দিবি কি রে উল্লুক - তহবিল তছরুপ আর নারী নির্যাতনের দায়ে আমরাই তোকে শোকজ করব । পুলিশে দেবো এখন জেলে ঘানি তো টান ।

রতনঃ তহবিল তছরুপ - নারী নির্যাতন - আমি -

ব্রজঃ হ্যঁা তুমি । তহবিল তছরুপ সেটা আদালতে প্রমান সাপেক্ষ । কিন্তু নারী নির্যাতনের জ্বলন্ত প্রমাণ ঈশানী -

রতনঃ ঈশানী -

ব্রজঃ হ্যঁা আমার সতী স্বাদ্ধী স্ত্রীর উপর তুমি যে পাশবিক অত্যাচার করেছ হায় রে (পা দিয়ে ঈশানী ঠেলে দিয়ে) ব্যাচারী - এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে । জ্ঞান ফিরে টেঁরীমেরী করলেই এই ফটো কেষ্টলীলা কাজে লাগবে । তোর বৌ অনিতাও দেখবে । তখন অনিতা আর ঈশানী বান্ববীত্ব ঘুঁচে যাবে - হা - হা হা -

রতনঃ তুমি এত নীচ -

ব্রজঃ আমার স্বার্থে বিন্দুমাত্র ঘা লাগলে আমি নোংরার সিন্ধুতেও সাঁতার কাটতে জানি প্রধানবাবু।

রতনঃ ব্রজদা ঈশানীর এখনও জ্ঞান ফেরেনি চলুন ওকে -

ব্রজঃ ডাক্তারের কাচে নিয়ে যাবো যাও মজনু দেওয়ানা । লাইলীকে -

রতনঃ ব্যাস আপনি আর একটা কথাও বলবেন না । আমি ঈশানীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চললাম (কোলে তুলে নেবে) ।

ব্রজঃ ওগো কে কোথায় আছো দিনে দুপুরে আমার স্ত্রীকে মেরে কীডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে এই এলাকার প্রধান । বাঁচাও বাঁচাও ।

(অনিতা পিছনে দলবল নিয়ে প্রবেশ)

অনিতাঃ হ্যাঁ আমরা বাঁচাতে এসেছি ।

ব্রজঃ অনিতা তোমার স্বামীর হাত থেকে আমার স্ত্রীকে বাঁচাও আর সেই সঙ্গে তোমার কপাল আমার সংসার বাঁচাও ।

অনিতাঃ বাঁচাবো কিন্তু আমার স্বামীর হাত থেকে নয় । আপনার মতো জানোয়ারের হাত থেকে আমার বান্ধবী ঈশানীকে ।

ব্রজঃ তুমি জাননা অনিতা আমার কাছে ছবি সহ প্রমাণ আছে ।

অনিতাঃ থামুন ওই প্রমাণ আপনি রোজ ধুয়ে জল খাবেন । এসব আপনার ষড়যন্ত্র । আমি আমার স্বামীকে চিনি । আর আমার সেই ছোট্টবেলার খেলার সাথী ঈশানীকে আপনার চেয়ে ভালভাবে জানি। বুঝি আপনার দেখে আমার আজ করুনা হচ্ছে । আপনি ঈশানীকে চিনতে পারলেন না । বুঝতে পারলেন না ।

ক্ষেন্তিঃ (কেঁদে) তুমরা পরে ঝগড়া কইরব্যা । আগে ডাক্তারের লগে চলো গো - আমার বৌদিমনিরে বাঁচাও-

কোরাসঃ হ্যাঁ, চলো চলো - ঈশানী আমরা তোমার পাশে আছি ।

(প্রস্থান)

ব্রজঃ (ভেংচি কেটে) আমরা তোমার পাশে আছি । দেখব কত দিন তোমরা ওর পাশে থাকো । আমি ব্রজ শেখর চৌধুরী জীবনে কোনো কাজে হারতে শিখিনি । ওই উন্নয়ন সমিতি আমি ভেঙে চুরে খান খান করে দেবো । ওদের সমস্ত কাঝ আমি পন্ড করে দেবো । রাস্তা তোরা জীবনেও করতে পারবি না। রাতারাতি মাল সাফা হয়ে যাবে টেরও পাবি না। আজ রাতেই সরকার পাড়ায় তৈরী হবে মহিলা দল । কাল সকালেই স্কুলের বাচ্ছাদের জন্য রান্না করবে আমার নতুন দল সারদাময়ী সেবব্রতী । আমার প্রিয় জনগণ সরকারি আইন আপনারা জানুন । আর সেই আইন ঘুরাইবার ফিরাইবার কৌশলটাও মানুন । আমার শ্রদ্ধেয় গ্রামবাসীবৃন্দ আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলেন এখনও ঘুমান - আগে যেমন চলছিল এখনও তেমন চলবে - উঁ - হুঁ - জাগতে যাবেন না একেবারে ঘুম পাড়িয়ে দেবো - হা হা হা

(প্রস্থান)

বিবেকের গান

বিহঙ্গ তুই খাঁচার ভিতর
বন্দী থাকিস না
ওই পিঞ্জরখানার ভাঙরে তালা
দেখরে দুনিয়া -
বিহঙ্গ রে - ও - বিহঙ্গ রে
বিহঙ্গ তুই মেলরে ডানা
মুক্ত আকাশে

যতই ওরা করুক মানা
দলে ভীড়িতে
ও তোর দলে ভীড়িতে
বিহঙ্গ তোর নিজের জীবন
নিজের হাতে গড়ো -
অন্যের দয়ায় বাঁচতে গেলে
বন্দী খাচায় মরো -
বিহঙ্গরে - ও - বিহঙ্গ রে

পঞ্চম দৃশ্য

নির্মলাঃ (একটা হাঁড়ি হাতে) আরে উৎপলা, ভবানী, সুরভী তোরা কোথায় গেলি । জল কাঠ নিয়ে আয় । চাল, ডাল কই সব ।

(জলের বালতি কয়েকটা কাঠ ইত্যাদি নিয়ে কয়েকজনের প্রবেশ)

কোরাসঃ এই তো আমরা এসে গেছি ।
নির্মলাঃ ঠিক আছে সবাই চটপট কাজে হাত লাগাবে । জেলে পাড়ার মেয়েদের রান্নার কাজ আজ থেকে বন্ধ ।

(বাসকি, মধুমতি, বিলকিস, রুমিনার প্রবেশ কোমড়ে কাপড় জড়িয়ে)

কোরাসঃ মগের মুল্লুক পেয়েছো । স্কুলের বাচ্ছাদের খাবার আমরা রান্না করি আজও আমরা রান্না করব ।
উৎপলাঃ যা যা তোদের ঐ বারো জাতের হাতের রান্না আমাদের সরকার পাড়ার বাচ্ছারা খাবে না।
বিলকিসঃ কেন জাত পাতের বীষ ঢুকিয়ে কচি মনগুলি কলুসিত করছো বোন ।
বাসকিঃ ওরে বিলকিস চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী ওদের বোন টৌন বলে কিছুই হবে না । ওরা অন্য জিনিস রে ।
সুরভীঃ বাসকি তুই কিন্তু খুব বাড় বেড়েছিস ।
রুমিনাঃ মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই সুরভী । আমরা জেলে পানার মধ্যে বাস করলেও দল, মত, জাতপাত ভুলে স্বনির্ভর দল গড়েছি । বাঁচার দল । তাইতো গ্রাম উন্নয়ন সমিতি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের এই স্কুলের বাচ্চাদের খাবার খাবার তৈরী করার দায়িত্ব দিয়েছেন।
ভবাণীঃ আমাদেরও উন্নয়ন সমিতি দায়িত্ব দিয়েছেন ।

মধুবতীঃ কিন্তু তোমাদের তো কোন দল নেই । কে বলেছে আমরাও দল গড়েছি সারদাময়ী সেবা ব্রতী।

বাসকীঃ তোমাদের দল আছে । তোমরা উন্নয়ন সমিতি থেকে দায়িত্ব পেয়েছে । চিটিংবাজী করার জায়গা পাচ্ছো না ।

সুরভীঃ এই খবরদার চেলা কাঠ দিয়ে মুখ ভেঙে দেবো ।

জেলে পাড়ার কোরাসঃ দে দেখি, কত মায়ের দুধ খেয়েছিস ।

(রতন, ঈশানী, অশোক মাষ্টারের প্রবেশ)

ঈশানীঃ একি তোমরা মারপিট করবে নাকি ? ছিঃ ছিঃ নিজেদের মধ্যে যদি কোন সমস্যা হয়ে থাকে সেটা আলোচনা করে সমাধান করতে হয় । নইলে তো আমরা কোন দিন এগিয়ে যেতে পারব না । সারা জীবন পিছিয়েই থাকব । কী তোমাদের সমস্যা বলো বোনরা ।

বাসকিঃ দিদিমনি আমরা তো গ্রাম উন্নয়ন সমিতি থেকে অনুমতি পেয়েই বাচ্ছাদের খাবার তৈরী করি নাকি ।

রতনঃ হ্যাঁ তাতে সমস্যাটা কি হলো । রুমিনা বলো তো ।

রুমিনাঃ রতনদা আজ আমরা রান্না করতে এসে দেখছি সরকার পাড়ার মহিলারা এসেছেন রান্নার দায়িত্ব নিতে । ব্যাপারটা কেমন হলো ।

নির্মলাঃ হ্যাঁ আমরাও দায়িত্ব পেয়েছি বটে ।

রতনঃ কে দিয়েছে আপনাদের দায়িত্ব ?

নির্মলাঃ কেন আপনাদের গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কোষাধ্যক্ষ ।

সরকার পাড়ার

কোরাসঃ সনাতন কুন্ডু ।

ঈশানী, রতনঃ সনাতন কুণ্ডু ।

সুরভীঃ হ্যাঁ সনাতন বাবুই আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন ।

রতনঃ কিন্তু বোন তোমরা তো কোন দল গড়োনি আমি নিজে অনেকবার তোমাদের পাড়ায় দল গড়ার চেষ্টা করেছি ।

ভবানী ঃ কে বলেছে আমরা দল গড়িনি। এই আমাদের স্বনির্ভর দলের সমস্ত কাগজ পত্র । আর কিছু বলর আছে । (সরকার পাড়ার মহিলারা মুখ টিপে হাসবে) ।

ঈশানীঃ হ্যাঁ বোন অনেক কিছুই বলার আছে প্রথমত সনাতন কূণ্ডু ব্যক্তিগতভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এমনকি আমি রতন অন্য কোন সদস্য সদস্যাবৃন্দ বা মাষ্টারমশাই ও নন। এটা উন্নয়ন সমিতির নীতি নিয়ম । এখানে সবাই মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় ।

বাসকিঃ ওরা রাতারাতি দল গড়ে রান্নার দায়িত্ব পেল । আর আমরা এতদিন দল করে সেই দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হলাম কেন ?

অশোকঃ বাসকি, ঈশানীকে বলতে দাও ।

রতনঃ আমি এখটা কথা বলছি ।

অশোকঃ (হাত উঁচু করে) আমার মনে হয় রতন আমাদের কথা না বললেও চলবে ।

রতনঃ ঠিক - ঠিক - বলো ঈশানী তুমি বলো ।

ঈশানীঃ আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সরকার পাড়ার মহিলারা যদি দল গড়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসারের কিছু আয় বাড়াতে পারেন বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন । খুব ভালো কথা । আমরা তো এটাই চাই কি বল বাসকি ।

বাসকিঃ নিশ্চয় - কিন্তু -

ঈশানীঃ কিন্তু স্কুলের রান্না করার আয় থেকে আপনাদের আর কতটুকু ই বা আয় হবে নির্মলাদি । তার থেকে আসুন ঝগড়া করে নয় একে অপরের সহযোগীতা করে অন্য দলের মতো আপনারাল কিভাবে আয় বাড়াতে পারেন তার চেষ্টা করি ।

নির্মলাঃ কিন্তু ঈশানী আমরা এত কিছুই ভাবিনি ।

ঈশানীঃ ভাবেননি এবার ভাবতে হবে । এই দেখুন না বিলকিস, রুমিনা, বাসকি, মধুমিতারা এক পাড়ার মধ্যে বাস করেন ওরা জাত ধর্ম মাথায় রেখে দল গড়েছেন, ওরা খাস দীঘিটা পঞ্চায়েত থেকে লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে সংসারের আয় বাড়াচ্ছে । ঘোষ পাড়ার মহিলারা দল বেঁধে গরু পুষে ডেয়াড়ী করে আর্থিক উপার্জন করছেন ও এলাকার দুধের সমস্যা মিযিয়েছেন । এইরকম অনেক নজীর পাবেন, গল্প নয় বাস্তব ।

ভবানীঃ তাহলে এই রান্নার কাজটা আমরা পাবো না ?

ঈশানীঃ কথা দিতে পারছি না বোন । তবে আমাদের আগামী মিটিং -এ তোমাদের দল থেকে কয়েকজন উপস্থিত থেকে আলোচনা করে নিশচই কোন সিদ্ধান্ত হবে । তবে আমি তোমাদের হয়ে অনুরোধ করব যদি ১ মাস তোমরা আর ১ মাস জেলে পাড়া মিলে মিশে কাজটা করতে পারো । কি বিলকিস, বাসকি রেগে যাচ্ছ -

বিলকিসঃ রাগ করব কেন ? দিদি আমরা তো এখন থেকে একই নৌকার যাত্রী না ।

ঈশানীঃ হ্যাঁ, আমরা একই নৌকার যাত্রী । অনেক বড় মনের কথা বলেছ বিলকিস এটাই তো দরকার।

নির্মলাঃ আমরা বুঝতে পারছি না বুঝে কারো কথায় নাচা ঠিক নয় । তোমরা রান্না করো, আমরা চলে যাচ্ছি ।

বাসকিঃ না- এসো দিদি আজ আমরা সবাই মিলে রান্না করি ।

বিলকিসঃ তারপর মিটিং - এ যা সিদ্ধান্ত হয় আমরা তাই করব ।

রুমিনাঃ ভালোই তো যদি তোমরা ১ মাস আমরা ১ মাস কাজ করি ক্ষতি কি ? আমরা সবাই তো গরীব । ভাগ করে খাব ।

ভবাণীঃ তোমরা এত বড় মনের মানুষ ।

সুরভীঃ আমরা দুষ্টু লোককে মিষ্টি কথায় ভুলব না ।

উৎপলাঃ আমরা সবাই বন্ধু হলাম ।

নির্মলাঃ বোন হলাম ।

কোরাসঃ (হাতে হাত রেখে) সবাই বোন হলাম ।

গান

বোন বলে আজ জেনেছি
হাত ধরে তাই ধন্য ।
বিপদে আপদে সুখে দুঃখে
সবাই সবাকার জন্য-
আসুক যতই ঝড় - ঝঞ্জার আর প্রলয়
এই একতা অটুট রেখে
করব সে সব জয় -
দুহাত ভরে পরে রাখি
কভু না মোরা ছিড়ব -
বোন বলে---- ধন্য ।

(প্রস্থান)

(রতন মাষ্টার হাসতে হাসতে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(ষষ্টি দুহাতে দুটো ইঁট নিয়ে পা টিপে টিপে প্রবেশ)

ষষ্টিঃ সরকারি ইঁট নেবো না তো কী করব । সবাই নিয়ে কত কি তৈরী করছে । আর আমার বেলায় দোষ বৌটা বড্ড বকাবকি করে । আমি কি লন্ডে ভন্ডে লোক আছি, বাবুদের সাথে ওঠা বসা করি । বাবুরাই বললেন একটু সামলে সুমলে নিবি কেউ যেন -

(কয়েক জনের প্রবেশ)

কোরাসঃ টের না পায় তাই তো (টর্চের আলো মুখে ফেলে)

রামঃ তুমি চোর -

ষষ্টিঃ কেন সরকারের ইঁট দুটো নিচ্ছি বলে আমি চোর হবো কেন -

নিমাইঃ ছিঃ কাকা তুমি রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি রাস্তার ইঁট নিয়ে যাচ্ছ সেটা চুরি করা হল না।

ষষ্টিঃ ওতো সরকারের ইঁট, তা তোদের অতো গায় জ্বালা ধরছে কেন ?

নিমাইঃ না কাকা সরকারের ইঁট নয় । এগুলি এই গ্রামবাসীর ইঁট । রাস্তা আমাদের এটা ব্যবহার করি আমরা এটা মেরামত করব । তাই ইঁটগুলিও আমাদের ।

ষষ্টিঃ দেখ নেমাই আমার অত জ্ঞান দিসনা । খগেন, রাখাল, ইয়াকুব ওদের বাড়ি চেক কর রাস্তার ইঁট কত পাবি । আমি হাতে নাতে ধরা পড়েছি বলে আমার যত দোষ না ।

বাসকিঃ কি হয়েছে রে নিমাই ।

নিমাইঃ দেখো না কাকি কাকা ইঁট চুরি করে ধরা পড়েছে আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কইছে ।

বাসকিঃ ব্যাটার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে সারা গ্রাম ঘোরা ।

ষষ্টিঃ বাসকি এমন কথা বলবিনি । আমি তোর স্বামী । তোর মুখে কুষ্ঠ হবে ।

বাসকিঃ পই পই করে মানা করেছিলাম শোননি । ভালই হয়েছে এখন ধরা যখন পড়েছ খোকা, নিমাই, রামু তোরা কি করবি কর ।

রামঃ চল নিমাই থানায় যাই ।

ষষ্টিঃ বাবা রামু নেমাই থানায় কেন বাবা । কান মুলছি আর কখনো এমন কাজ করব না বাবুরা বলেছিল তাই ।

নিমাইঃ কোন বাবু -

ষষ্টিঃ ওই সনৎ কুন্ডু বললে, ষষ্টিপদ ইঁটগুলো সাপা করে যদি রাস্তার কাজটা পন্ড করে দিতে পারিস । তবে ওই ইঁট দিয়ে তোরা যা তৈরী করবি তার বালি সিমেন্ট মিস্ত্রী খরচ পঞ্চায়েত দেবে ।

নিমাইঃ হাতির মাথা দেবে স্রেফ ভাঁওতা । বুঝলে কাকা তোমাদের টুপি দিয়েছে । পঞ্চায়েতে টাকা ঘুমাচ্ছে ।

ষষ্টিঃ কেন দেবে না পঞ্চায়েতে নাকি অনেক টাকা আসে, এই রাস্তার নাকি অনেক টাকা এসেছে ।

রামঃ না কাকা রাস্তার যা খরচ হবে তার ১/২ ভাগ মানে হাফ টাকাও আসে নি । আমরা চাঁদা তুলে শ্রম দিয়ে রাস্তা তৈরী করব । তুমিও সামিল হও কাকা ।

ষষ্টিঃ আমি তো এতকিছু জানতাম না তোর কাকি বলতো ঠিকই । কিন্তু বিশ্বাস করতাম না উলেট ওই সব করার জন্য কত মার ধোর করেছি । বাবুরা বলতো বৌরে যেতে দিবি না নষ্ট হয়ে যাবে । আর মারব না আমিও তোদের দলে কাজ করব ।

বাসকিঃ শুধু কাজ করলে হবে না সনত্ কিন্তু তোমাকে যা যা বলেছে সব মিটিং-এ সবার সামনে বুক চিতিয়ে বলতে পারবে ।

ষষ্টিঃ নিশ্চই - সব বলব -

রামুঃ এই তো কাকা ব্যাটাছেলের মতো কথা বলবে ।

বাসকিঃ আমি জানি তুমি মানুষটা ভাল শুধু ওরা তোমাকে পাঁকা পায়খানা, ঘর করার লোভ দেখিয়ে মাথাটা বিগড়ে দিয়েছিল ।

নিমাইঃ জানো কাকা তোমাদের মতো ভাল মানুষদের ভাল মানুষীর সুযোগ নিয়ে ওরা আমাদের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে চায় ।

ষষ্টিঃ না তা আর সম্ভব নয় রে নিমাই । বাসকি আমাদের মাচার তলায় রাস্তার লুকানো ইঁটগুলো দিয়ে দাও । আমি ও ষষ্টিপদ পাত্র ওরা মুখোস পরে উন্নয়ন সমিতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে । আমি ওদের মুখোস টেনে ছিড়ে ধুলোয় মিশিয়ে দেবো । সনত্ কুন্ডু হলো ধর বিশ্বাস তোমরাই বিশ্বাস ঘাতক । ওদের পালের গোদা কে জানিস ?

কোরাসঃ কে ?

ষষ্টিঃ ব্রজশেখর চৌধুরী ।

বাসকিঃ দিদিমণি -

(ঈশানীর প্রবেশ)

ঈশানীঃ স্বামী । হ্যাঁ, আমার স্বামী ব্রজশেখর চৌধুরী ।

বাসকিঃ দিদিমণি তুমি এত রাত্রে ?

ঈশানীঃ হ্যাঁ, আমি দেখতে এলাম আমার ছোট বোন কিভাবে রামু আর নিমাইকে সাথে নিয়ে তার স্বামীকে আলোর পথে আনলো, আমাকে তুমি আশির্বাদ করো বোন আমিও যেন আমার স্বামীকে ওই অন্ধকার রাস্তা থেকে আলোর পথে আনতে পারি ।

বাসকিঃ দিদিমণি -

ঈশানীঃ হ্যাঁ, আমি পারব । পারতে আমাকে হবেই, আমি পারবই ।

(প্রস্থান)

ষষ্টিঃ ভদ্রমহিলা খুবই ভদ্র ।

নিমাইঃ বৌদির মতো মানুষ হয় না ।

রামুঃ কথায় বলে না সতী নারী পড়ে যদি কাপুরুষের হাতে সারাটি জীবন যায় তাহার কাদিতে কাদিতে।

বাসকিঃ আমার কেমন হচ্ছে হাত পা অবশ হয়ে আসছে (বসে পড়ে)

ষষ্টিঃ (ঘরে তোলে) না বাসকি না ভেঙে পরলে চলবে না শক্ত হয়ে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে, আমরা তোমার পাশে আছি ।

নিমাইঃ হ্যাঁ, কাকি আমরা সবাই সবার পাশে আছি থাকব ।

রমাঃ উন্নয়ন সমিতি সবার জন্য মানুষের জন্য ।

ষষ্টিঃ চলো ঘরে চলো বাসকি (ধরে নিয়ে চলে যায়) ।

(প্রস্থান)

নিমাইঃ রমা চল বন্ধু অনেক রাত হলো, ঘরে চলো রামু + গিন্নি আবার ভাতে জল ঢেলে শুয়ে পড়বে। দুজনে হা - হা -হা (হাসবে)

(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

(তেঁতুলের আচার খেতে খেতে ক্ষেন্তির প্রবেশ)

ক্ষেন্তিঃ তেঁতুলের আচার খাইত্যাছি । কিছু তো খাইতে পারতাছি না । শুধু বমি পাইত্যাছে । এই আচার টো খুবই ভালা টক টক ঝাল ঝাল আবার মিষ্টি - আমার বাচ্ছার হাঁসি মুখখান বড়ই মিষ্টি অয়বো না । আঃহ কি শান্তি - এত বছর পর সবই আমাগো গ্রুপের লাগি । ভগবান আমার সন্তানরে আমার কোলে দিও - আর উন্নয়ন সমিতি স্বনির্ভর দল যুগ যুগ ধইর্যা যেন মানুষের মাঝে বাইচ্যা থায়ে। (আচার খেতে থাকে)

(ক্যাবলার প্রবেশ কোমরে বাঁধা হাফ প্যান্টটা তুলতে তুলতে)
(গানের ঢঙে)

ক্যাবলাঃ আমার কেন্টি হবে মা আমি অবো বাপ মাইয়্যা অবে না পোলা অবে কানটা দিয়ে ড্যাক (ক্ষেন্তির পেটে কান দেবে ক্যাবলা)

ক্ষেন্তিঃ অ মরণ - কান দিয়া মাইয়্যা পোলা বোঝা যায় ।

ক্যাবলাঃ হ আমি দেইখ্যাছি আমার মন দিয়া পোলা অয়বো ।

ক্ষেন্তিঃ না মাইয়্যা ।

ক্যাবলাঃ না পোলা - পোলা - পোলা আমি কইটাছি পোলাই অয়বো ।

(ব্রজশেখরের প্রবেশ)

কিছুই অসম্ভব না রে ক্যাবলা -

ক্ষেন্তিঃ বাবু আপনে এত রাইতে -

ব্রজঃ আসতে হলো- কথায় বলে না লাভে লোহা বয় বিনা লাভে কেউ তুলোও বয় না ।

ক্ষেন্তিঃ আমি তো ঠিক -

ব্রজঃ বুঝিস নাই তো বুঝতে পারার কথাও নয় । যাক যেটা বুঝতে পারবি মন দিয়া শোন - আমাকে একটা কাজ করে দিবি । আর এই কাজটা তোকে করতে হবে নইলে... কই গেল (পকেট থেকে পিস্তল বের করে)

ক্ষেন্তিঃ (এতটুকু ভয় না পেয়ে হেসে) দানা ভরে দেবেন এই তো -

ক্যাবলাঃ ওরে বাবা কেন্টিরে ডানা কাইয়ে ডেবে ।

(দৌড়ে প্রস্থান)

ক্ষেন্তিঃ (খুব গম্ভীর হয়ে) কাজটা কি আগে কহেন ।

ব্রজঃ তোর বৌদি মানে আমার স্ত্রী ঈশানী আর রতনকে জড়িয়ে তোকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হবে।

ক্ষেন্তিঃ না পারুম না সোনার প্রতিমার মতো বৌদিমণির গায়ে আমি শুকরি বিষ্ঠা মাখাইতে পারুম না । আপনে উয়ার স্বামী না শত্তুর ।

ব্রজঃ শত্তুর - ও এখন আমার এক নম্বর শত্রু । দেখ ক্ষেন্তি তোর এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। তোর পেটের সন্তান পৃথিবীর আলো দেখবে কি না ? ভেবে দ্যাখ ।

ক্ষেন্তিঃ ভাইব্যার ঐাইজ কিছুই নাই । বৌদিমনি আর দলের সকলার প্রচে ষ্টায় আমি আর ক্যাবলা শহরের ভালো ডাক্তার দেখাইতে পারি । তাইতো আমি আইজ বিয়ার ১০ বছর পরও মা হইত্যাছি । যাগে পরিশ্রমে আমি এত কিছু পাইলাম । সেই মানুষ গো আমি কোন ক্ষতি কইরতে পারুম না । আর বৌদিমনি সে আমার দেবীর সমান ।

ব্রজঃ দেবী - দেবী তোর জন্য করেছে । জেলে পাড়া, সরকার পাড়া, ঘোষ পাড়া সমস্ত পাড়া গ্রামের উন্নতি করেছে । আমার জন্য কি করেছে । আমার সংসারের জন্য কি করেছে । বাঁজা মেয়েছেলে পেরেছে আমাকে বাবা করতে । আমার কাজের সহযোগিতা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষে বেইমানি করল । আমার ডান হাত সনাতন কুন্ডু হলোধর বিশ্বাস তাদের চক্রান্ত করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি থেকে বের করে দিয়েছে । তোর তো কোন কিছুই অজানা নয় । তুই শুধু একটু সহযোগিতা কর ক্ষেন্তি । তার পর দেখবি আমি ওকে পচা নর্দমার গন্ধ জলে ঘুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবো ।

ক্ষেন্তিঃ পারবেইন না বাবু । বৌদিমনির গায়ে যতদূর গন্ধ ছিটাইবেন ততই সুগন্ধ বেরাইবে । ওয়ে মৃগ নাভী খুশবু বিলায় ।

ব্রজঃ অ - তাহলে সাক্ষী দিবি না ?

ক্ষেন্তিঃ ভদ্দোর মাইনসের এক কতা দিমু না ।

ব্রজঃ (পিস্তল তাক করে ক্ষেন্তির দিকে) হ্যাঁ, তুই সাক্ষী দিবি আমার উকিল যা যা শিখিয়ে দেবে সব বলবি । রতন রোজ আমার শোয়ার ঘরে আসে ঈশানী সাথে ফসটি নসটি করে তুই কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিন এই সব দেখিস । আমি বুঝাতে গেলে ঐ প্রধানবাবু আমায় মেরে ফেলার হুমকি দেয় । এই রকম সব কথা বলবি ।

ক্ষেন্তিঃ না বলুম না ।

ব্রজঃ তোকে কুকুরের মতো গুলি করে মারব ।

ক্ষেন্তিঃ আইজ আমি ভয় পাই না বাবু । চারিদিকে মশাল জ্বলতাছে । পেস্তল দিয়া তা নিভাইবেন কেমনে ।

ব্রজঃ তবে রে -

(ক্যাবলা, ঈশানীর প্রবেশ)

ঈশানীঃ না তুমি ক্ষেন্তিকে মারতে পারো না । (ক্ষেন্তি সামনে গার্ড করে দেখায়) ওগো মারতে হলে আমাকে মেরে ফেলো ।

ব্রজঃ তোকে আমি তিলে তিলে মারব । নষ্ট মেয়ে মানুষ সরে যা আগে তোর সাগরেদকে মুছে দি -

ঈশানীঃ (খপ করে ব্রজর পিস্তল সমেত হাতটি ধরে) দোহাই তোমার তুমি এই কাজ করো না । লক্ষ্মীটি নিজেকে আর ছোট করো না ছাড়ো ছাড়ো বলছি । (ধস্তাধস্তি হবে)

ব্রজঃ ছাড়ো বলছি -

ঈশানীঃ (কেঁদে) তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি তুমি ভালো হও (হঠাত্ গুলির আওয়াজ)

ব্রজঃ না ঈশানী না । তুমি নও এই দেখো পিস্তল এখনো আমার হাতে ।

(সবার প্রবেশ)

কোরাসঃ কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

ব্রজঃ ভগবান আমার পাপের শাস্তি দিয়েছেন । আ- আমি ক্ষেন্তিকে ঈশানী আর রতনের বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্য বলতে এসেছিলাম । আহ -

ইশানীঃ চুপ কর -

ব্রজঃ না আমাকে বলতে দাও ঈশানী - ক্ষেন্তি সাক্ষী দিতে রাজি না হওয়ায় আমি ওকে গুলি করে মারার ভয় দেখাই । এমন সময় ঈশানী ওর সামনে এসে দাঁড়ায় । ধস্তাধস্তি ব্যাস আমার হাতে আঙ্গুলের চাপ পড়ে টিগারে অমনি ফটাশ আমার পেটে গেঁথে গেলো । বিধাতা নিজেই বিচার করে দিলেন । ঈশানী তুমি আমায় ক্ষমা কর লক্ষ্মীটি আমি ভালো হয়ে গেছি ।

ঈশানীঃ (কেঁদে) কথা বলো না । ডাক্তার ডাকো তোমরা ।

ব্রজঃ তার আর দরকার হবে না আর - রতন ক্ষেন্তি । আপনারা সবাই আমাকে ক্ষমা করুন । আমায় আশির্বাদ করুন পর জনমে যেন আপনাদের দলে ভীড়তে পারি ।

ঈশানীঃ আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো । আমাকে তুমি কি দিয়ে যাচ্ছ । বাঁজা করে রেখেই যাচ্ছ ।

ব্রজঃ না এই গাঁয়ে অগণীত মানুষ তোমার সন্তান । তুমি ওদের পাশে থেকো ওরাই তোমাকে দেখবে। আ - আমার একটা অনুরোধ এটা রাখবে ?

ঈশানীঃ বলো কি বলতে চাও ।

ব্রজঃ তুমি নিজের হাতে আমার মুখে আগুন দিয়ে চীতা জ্বেলে দাঁড়িয়ে থেকো আমি তোমার মুখটা দেখতে পেলে যদি স্বর্গে ঢুকতে পারি ঈশানী - আমার ঈশানী - আ- আ - আ-

ঈশানীঃ না - (আছড়ে পরবে স্বামীর উপর) (কেঁদে) আমি তো এটা চাইনি - তবে কেন এমন হলো-

(সবাই কাঁদে বাসন্তি, ক্ষেন্তি, নির্মলা সবাই । দিদি শান্ত হল চুপ করো) ।

অশোকঃ শান্ত হও মা । ব্রজর শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করবে না ।

ঈশানীঃ (শক্ত হয়ে) হ্যাঁ, মাষ্টার মশাই আমি ওর শেষ ইচ্ছা পূরণ করবো তাতে আমার যতই কষ্ট হোক । (ওর হাতে একজন একটা মশাল দেবে) (আলো নিভে যাবে)

(চেঁচিয়ে) ওগো পৃথিবীর মানুষ তোমরা চেয়ে দেখ -

কোরাসঃ ভাগ্যের বোঝা চিরদিন
ভাগ্যহীনাই বইছে
সতী নারী নিজের হাতে
স্বামীর -চিতা- জ্বালছে -

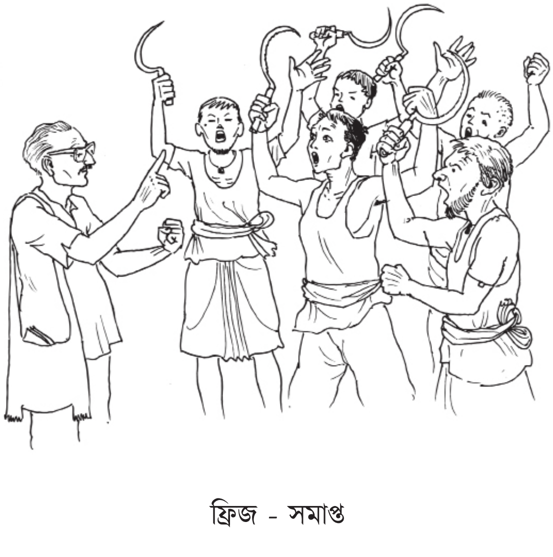

ফ্রিজ - সমাপ্ত

নয়া জমানা

(খেলওয়ালা, মান্দারী ও দর্শকদের প্রবেশ)
(মান্দারী রং চঙে সেজে থাকবে)

খেলওয়ালাঃ (হাতে ডুগডুগী বাজাবে) এ বাবু খেলা দে-খো। ভানুমতির খে-লা দে-খো, মান্দারী কা খেল দে-খো-

কোরাসঃ ভানুমতির খেলা, ভানুমতির খেলা, খেলা দেখবি তো আয়।

খেলওয়ালাঃ এ বাবু আপলোক খে-লা দেখবে-

কোরাসঃ (বসে, বসে) হ্যাঁ দেখব-

খেলওয়ালাঃ এ হামার মান্দারী আছে, উ খে-লা দে-খায়। অর হামি কে খে-লাই। কখুনো বান্দর লাছ, কখুনো ভালু লাছ। অর কখুনো ভি যাদু-এ দাদু - খে-লা দেখবে তো জোরসে তালি লাগাও-

কোরাসঃ (হাত তালি)

খেলওয়ালাঃ ব্যাস ব্যাস, বহুত আচ্ছা (হাত তুলে)
এ মান্দারী, তুম খে-লা দে-খাবে-

মান্দারী: জরুর দে-খাব-

খেলওয়ালাঃ তোবে দেখাও বান্দর লা-ছ-
(সঙ্গে সঙ্গে মান্দারী বাঁদরের মতো আচরণ করবে)
(গানের তালে নাচবে)

খেলওয়ালাঃ

গান

লাছ রে ভানু লাছ রে-
হেইল্যা দুইল্যা লাছ রে-
বাবু লোক পোইছ্যা দিবে
খাইবি গোরোম ভাত রে।

খেলওয়ালাঃ এ বাবু, হামার ভানুমতি কে-মোন লাছলো?

কোরাসঃ ভাল -

খেলওয়ালাঃ ভালো লাইগলে তালি লাগাও -

কোরাসঃ (তালি)

খেলওয়ালাঃ ব্যস ব্যস। এ-মান্দারী, তুম অর লাছ দেখাবে?

মান্দারীঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, দে-খাবো -

খেলওয়ালাঃ তোবে দেখাও ভালু লাছ -

গান

মান্দারী ও মান্দারী

তু যাবি নাকি ছছুর বাড়ী।

(মান্দারী তালে তালে নাচবে, তারপর মাথা নাড়বে পড়ে গিয়ে কাঁপবে)

খেলওয়ালাঃ ও-যাবি না?

(গান) ছছুর বাড়ীর নাম ছুনিলে জ্বর আসে, আর কাঁপুনী। মান্দারী ও মান্দারী----

খেলওয়ালাঃ হামার মান্দারী এখনি সুস্থ হইয়ে যাবে জোর সে তালি লাগাও-

কোরাসঃ (তালি) (মান্দারী উঠে দাঁড়ায় সবাইকে নমস্কার জানায়)

খেলওয়ালাঃ ব্যস ব্যস ব্যস। মান্দারী- এ মান্দারী - আভে স্যালা মান্দারী

মান্দারীঃ (লাফিয়ে) হ্যাঁ ওস্তাদ -

খেলওয়ালাঃ ইবার দে-খাও যাদু। বাবুলোক ধ্যানছে দে-খো যাদু। হামার মন্ত্র বলে এ মান্দারী কে-মোন খে-লে (একটা গামছা দেখিয়ে) হামার হাথে ইঠা খি আছে

কোরাসঃ গামছা-

খেলওয়ালাঃ ই বাবু উঠি আইসো। আরে আইসো না। কুনো ভয় লাই আইসো-

(দর্শক থেকে এক জন যাবে)

দর্শকঃ কি করব?

খেলওয়ালাঃ ই গামছা দিয়ে টো দিয়ে উয়ার চোখ বান্ধো। আরে বান্ধো না। বহুত চেপে বান্ধো ব্যাটা যে-নো কুছু দে-খতে লা পায়। বাঁন্ধা শেষ?

দর্শকঃ হ্যাঁ

খেলওয়ালাঃ তুম বয়ঠো। (মন্ত্র) ইড়াং কা মাতা বিড়াংকা মারি ঝা ঝা ঝা ফু

(মান্দারী পড়ে গিয়ে হাত পা খিঁচতে থাকে)

খেলওয়ালাঃ (বুকে চড় মেরে) আভে স্যালা চোপ (মান্দারী থেমে যায়)

খেলওয়ালাঃ এ মান্দারী

মান্দারীঃ হ্যাঁ

খেলওয়ালাঃ তুম কুছু দেখতা হ্যায়?

মান্দারীঃ নাই

খেলওয়ালাঃ ছুনতা হ্যায়?

মান্দারীঃ থোড়া থোড়া

খেলওয়ালাঃ (এক জনের মাথা ছুঁয়ে) বোল হামি কি ধুরেছি

মান্দারীঃ মাথা -

খেলওয়ালাঃ (তাড়া দিয়ে) ঠিক ছে বোল ব্যাটা

মান্দারীঃ বুলছি তো মাথা -

খেলওয়ালাঃ (এক জনের পকেট থেকে কলম তুলে নিয়ে) ই বার কি লিয়েছি

মান্দারীঃ কোলোম -

খেলওয়ালাঃ তালি লাগাও জোরছে।

কোরাসঃ (তালি)

খেলওয়ালাঃ ব্যাস ব্যাস হামি ই বার মান্দারীর আত্মাকে ভে-নিস কইরে দিবো। (মন্ত্র) ইমাংকা চিংকাড়া নিমাংকা ঝা বাবু সব দে-খো দে-খো উয়ার কুনো শ্বাস পইড়ছে লাই।

১মঃ সত্যিই তো -

২য়ঃ হ্যাঁ তো -

৩য়ঃ একি শান্ত -

খেলওয়ালাঃ এ বাবু ইবার পোইছ্যা ফেকো তামাছা দে-খো। ছোবাই রূপিয়া দিবে তোবে হামি এ মান্দারীর জান ফিরাই দিতে পাইরবো। যে আদমী মান্দারীর আত্মাকে বকছিছ দিবেক লাই উ আদমী ঘরকে ফিরবার তিন দিনের মইধ্যে রোক্ত বমি হইয়ে মারা যাইবে।

(চার দিক থেকে পয়সা পড়ে)

খেলওয়ালাঃ (কুড়িয়ে পকেটে ভরে) ফেকো ফেকো আউর ফেকো আউর ফেকো
(মান্দারী আস্তে করে চোখ খুলে পয়সা দেখে উঠে পড়ে পয়সা কুড়ায়)

মান্দারীঃ এ - বাবা এতো এতো পোইছ্যা -

খেলওয়ালাঃ (ছুটে গিয়ে কলার ধরে) আভে ছ্যালা তু চুখের বান্ধন খুইলি কে-নো ?

মান্দারীঃ আরে ছার ছার বাঁন্ধন লা খুইললে টেরই পাইতাম লা । তু এতে বোছোর ধুরে হামাকে ঠোকাইছিস?

খেলওয়ালাঃ হামি তুকে ঠোকাইছি?

মান্দারীঃ হ্যাঁ - তু মুকে ঠোকাইছিস। তু মুকে দিয়ে বান্দর লাচাস, ভালু লাচাস। মিথ্যে মন্ত্র বুলে হামার পোরান ভানিস কোরার নাম কইরে বাবুদের ধোকা দিস্। হামি কোতোক্ষণ শ্বাস বোন্ধ কইরে পইড়ে থাকি। তুর ছেখানো সংকেত অনুযায়ী হ্যাঁ বুলি, না বুলি । তু হামাকে বুকা বানিয়ে, চোখ বান্ধে এতো পোইছ্যা কামাস অর বুলিস কি না -

খেলওয়ালাঃ আভে স্যালা ইটাই নিয়ম হামি খে-লা দেখাব অর তু খেলবি। কুছু দেখবি নাই, বুঝবি নাই। হামি খুছিছে যা দিব তাই লিবি। হোঠাৎ আইঝ চোখের বান্ধন খুললি কে-নো- কে দিল তুর এতো বোড়ো অধিকার -আজ কে পরাবেন না?

মান্দারীঃ কে-নো- ঐ সোরকার -

খেলওয়ালাঃ সোরকার?

মান্দারীঃ হঁ সোরকার দিয়াছেন প্রত্যেকটি মাইনুষের জাইনবার অধিকার। তা হামি লা দেইখলে জাইন্তাম কে-মনে?

খেলওয়ালাঃ উলুকা পাঁঠ্যা, সোরকার আইন কিরছে তোথ্য জাইনবার অধিকার সোব জোনোগোনের। লেকিন সোরকারি দোফতোরে বা কুনো প্রতিষ্ঠানে। তু হামার কাছে আইন ফলাইছিস?

মান্দারীঃ হঁ - তুমার কাছে ছুরু কইরলাম, ইর পোর সোবখানে যাইব। তোবে খে-লার সোমোয় হামার চোখ বান্ধা হবে না, খুলাই থাইকবে।

খেলওয়ালাঃ না, বোন্ধ থাইকবে

মান্দারীঃ না খুলা থাইকবে

খেলওয়ালাঃ না, বান্ধা থাইকবে

কোরাসঃ না - খোলা মান্দারীর চোখ খুলাই থাকবে।

খেলওয়ালাঃ এ মান্দারী ছুন - আরে ছুন না। ইতো তুর হামার বেপার, ইকটা রফা কইরলে হোয় লা -

মান্দারীঃ লা কুনো রোফা লয়, সমঝোতা লয় -

খেলওয়ালাঃ (মাথা চুলকিয়ে) মুছকিল হইল সোরকার বাড়া ভাতে ছাই দিল।

মান্দারীঃ খেলওয়ালা তুমহাদের খেল খোতোম। ভাইও, বহেনে, আইজ থেইকে হামার মুতো চোখের বান্ধন খুলে ফেলুন। দেখুন আপকা পোঞ্চায়েত স্কুল হাসপিটাল থা-না ই রকম জোনো স্বার্থ কিন্দ্র গুলান কে-মোন চইলছে। আপনার ছোমোছ্যা ছোমাধান লা হইলে কে-নো হইনাই জানুন।

১মঃ আচ্ছা মান্দারী আমি ইন্দিরা আবাস যোযনার টাকাটা পাচ্ছি না কেন জানতে পারব?

মান্দারীঃ জরুর পাইরবেন।

২য়ঃ আমার বাড়ীর কেউ জব কার্ড পায়নি কেন? জানতে পারব?

মান্দারীঃ লিশ্চই -

৩য়ঃ আমার মা বিধবা ভাতা পায় না কেন?

মান্দারীঃ সেও ভি জাইনতে পাইরবে খোকা বাবু।

৪র্থঃ আমার পেনশন

৫মঃ আমার বৃদ্ধ ভাতা

কোরাসঃ আমাদের বন্যার ত্রান। আমাদের রাস্তার কল?

মান্দারীঃ ছোব ছোব জাইনতে পাইরবেন। জোনোতথ্য আধিকারীকের লিকট আবেদন করুন। মুনে রাইখবেন ই.চ.খ. হইলে বীনা পোইছ্যায় অর উন্নরা দোশ রুপিয়ার ইস্ট্যাম্প দিয়ে আবেদন করুন। এখন তোথ্যো জানা সোবার -

কোরাসঃ আইনত অধিকার -

মান্দারীঃ এক দম ছাছ বাত।

কোরাসঃ মান্দারী, খেলওয়ালা পালাচ্ছে -

মান্দারীঃ আভে ছালা খেলনে ওয়ালা।

স্লোগানঃ এই লুঠনে ওয়ালা

কোরাসঃ যায় গা -

মান্দারীঃ নয়া জোমানা -

কোরাসঃ আয়গা-ফ্রিজ

পটল পটলী নং ১

প্রথম দৃশ্য

(গানের তালে তালে পটল আর পটলী বোঁচকা মাথায় চলবে, পটলের বোঁচকায় লেখা থাকবে টাটকা খবর আর পটলীর বোঁচকায় তাজা খবর)

গান

পটল বাবুর সঙ্গে পটলী/ চলছে মাথায় খবরের পুঁটলী
দেখুন গুণীজনে / টাটকা তাজা খবর আছে
দুজনেরই সনে -/ দেখুন গুনীজনে -/ দেখুন সর্বজনে।

(দুজনে বোঁচকার গিঁটটা খুলবে আর লেখা বেরুবে একটা থেকে মিড ডে । অন্যটা থেকে মিল। এক সাথে মিড ডে মিল।

পটলঃ নমস্কার আন্দাজপুর দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে আজকের টাটকা খবর দেখাব আমি মিঃ পটল বা -বু -

পটলীঃ আর তাজা খবর দেখাব আমি মিসেস্ পটলী বিবি (কাট)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(হেডমাস্টার,অন্য মাস্টার ও দিদিমনি স্কুলে আছেন স্কুলের দৃশ্য) কিন্তু কোন বাচ্চা নেই।

হেডমাস্টারঃ আচ্ছা দিদিমণি শনিবার করে বাচ্চারা স্কুলে আসছে না কেন ?

দিদিমনিঃ খাবার দেওয়া হয় না বলে।

অন্য মাস্টারঃ স্যার আমি এই মিড-ডে-মিলের ব্যপারে আপনাকে কিছু বলতে চাই।

হেডমাস্টারঃ আমি যে আপনার নিকট হইতে এই ব্যাপারে কিছুই শুনতে বাধ্য নই।

অন্য মাস্টারঃ আহা কথাটা অমনভাবে নিচ্ছেন কেন?

হেডমাস্টারঃ কারণ মিড-ডে-মিলের দায়িত্বটা ভি.ই.সি. কমিটি আমাকেই দিয়েছেন, আপনাকে নয়।

অন্য মাস্টারঃ কিন্তু স্যার -

হেডমাস্টারঃ কোন কিন্তু নয়।

অন্য মাস্টারঃ স্কুলের ক্ষতি হচ্ছে স্যার।

হেডমাস্টারঃ (চেঁচিয়ে) আর একটা কথাও নয়, ব্যস (কাট)

তৃতীয় দৃশ্য

পটলঃ দেখতে থাকুন আজকের টাটকা তাজা খবর। তার আগে একটুখানি বিজ্ঞাপনের বিরতি।

বিজ্ঞাপনঃ (একটা বাচ্চা মেয়ে কাঁদবে)

পটলীঃ কি হলো খুকি কাঁদছে কেন ?

পুষ্পঃ আমার হাতে ঠেঙানি খেলো।

পটলীঃ কেন ? কেন?

পুষ্পঃ স্কুলে থেকে যে পালিয়ে এলো।

পটলীঃ কেন রে পুটলী পালিয়ে এলি ?

খুকিঃ খাবার কেন দেবে না ।

পুষ্পঃ শনিবারে স্কুলেতে খাবার খেতে দেয় না জেনে গেছে বাচ্চারা সব, স্কুলে তাই যায় না।

পটলীঃ কিন্তু আজ তো বুধবার।

পুষ্পঃ সপ্তাহে যে কোন একদিন বন্ধ থাকে খাবার। স্কুলেতে গিয়ে খবর যেই পায় বই থালা ফেলে রেখে একে একে পালায়।

পটলীঃ স্কুলেতে খাবার যে দিন খোকা খুকি পাচ্ছে না। পালিয়ে এসে খাচ্ছে মার, বই থালা আনছে মা ।

পুষ্পঃ সত্যি- আর ভাল লাগছে না। সরকারের কি দরকার ছিল এই ভাবে খেতে দেওয়া। দিলে রোজই দাও নইলে দিও না । এ যেন এক যন্ত্রনা ।

পটলীঃ গ্রাম উন্নয়ণ সমিতি স্বনির্ভর দল সবাই মিলে দেখো না ব্যাপার খানা কি? সরকার দিচ্ছে না ? না নেপোয় খাচ্ছে ঘি ।

পুষ্পঃ বলো কি পটলী ঠাকুর ঝি। জানতে গেলে মাষ্টারদের কাছে/ধমক দেবে সবার মাঝে, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে , কাটবে খুকির নামটি ।

পটলীঃ না - না - না তোমরা কিছুই জানো না । সব কিছুই জানতে বাধ্য ওনারা।/ সরকার দিয়েছেন অধিকার - সব তথ্য সকলের জানিবার ।

পটলী ও পুষ্পঃ সুযোগ যখন পেয়েছি ভাই/অজানাকে জানব, জন তথ্য আধিকারিককে - আবেদনটি লিখব। (মিউজিক) (টুং - টং কাট)।

চতুর্থ দৃশ্য

পটলঃ নমস্কার বিজ্ঞাপনের পর দেখুন আজকের টাকটা তাজা (কাট)

(হেডমাস্টার অন্য মাস্টার আর দিদিমণির প্রবেশ)

হেডমাস্টারঃ (লিখতে লিখতে) যাক বাবা শনিবার হলে তবু স্কুলটা ফাঁকা থাকে। মিড-ডে-মিলের

হিসাবটা সেরেই নি।

অন্য মাস্টারঃ স্যার আজ শনিবার নয় মঙ্গলবার , আজ বাচ্চারা এসেছিল, রান্না হচ্ছে না দেখে বই থালা রেখে পালিয়ে গেল।

হেডমাস্টারঃ অ খেতে পাবে না বলে পালিয়েছে ? ওরা কি শুধু খেতে আসে ? আর ঐ বাবা মা গুলো কি কোন খোঁজ খবর রাখে না ।

কোরাসঃ আমরা এলাম স্যার --

হেডমাস্টারঃ আপনারা কেন ?

কোরাসঃ খোঁজ নিতে এলাম ।

হেডমাস্টারঃ কাদের ?

কোরাসঃ মিড-ডে-মিলের ।

হেডমাস্টারঃ কেন আপনাদের দেখাব কেন ? ভি.ই.সি কমিটিকেই দেবো

কোরাসঃ নতুন আইনটা শোনেননি বুঝি ?

হেডমাস্টারঃ নতুন আইন ?

কোরাসঃ হ্যাঁ তথ্য জানা প্রত্যেকটি জনগণের আইনত অধিকার আমরা কি জনগনের বাইরে স্যার-

হেডমাস্টারঃ প্রধানবাবুকে নিয়ে পরে ঠান্ডা মাথায় হতো নি ?

কোরাসঃ সচিবকে দেখাতে কেন আপত্তি ? দয়া করে খাতাটা দিলে সবাই দেখে নিতাম এখনি।

হেডমাস্টারঃ ও মাষ্টার দিদিমনি এরা বলে কি।

কোরাসঃ সোজা আঙুলে না উঠলে বাঁকিয়ে তুলব ঘি।

মাস্টার ও দিদিমনিঃ আমরা কী আর বলি আজ তাহলে চলি (হাত জোড় করে)

কোরাসঃ না আপনারা যাবেন না/আপনারারও মাস্টার/হিসাবগুলো দেখে রাখা আপনাদেরও দরকার। হিসাবগুলো পাবো? না আইনের রাস্তায় যাবো।

হেডমাস্টারঃ হ্যাঁ, দিচ্ছি দিচ্ছি কি বিপদ - এই - এই - এই - নাও। (মাইমে অন্য মাস্টার দিদিমনি সচিব এবং আরো কয়েকজন হিসাবগুলো দেখবে ততক্ষণ একটা ব্যাঙ্গো মিউজিক চলবে)।

সচিবঃ তাহলে মাস্টারমশাই দিদিমনি শনিবার ও সপ্তাহে আরো একদিন খাবারের হিসাব ধরলে হিসাবটা দাঁড়াচ্ছে হেড মাস্টার মহাশয়ের নিকট মিড-ডে-মিলের ৩০,০০০ টাকা বেঁচে আছে।

হেডমাস্টারঃ তি- তি- তি-তি ত্রিশ হাজার মরে যাবো। কাছে আছে দিয়ে দেবেন।

পুস্পঃ কেন আপনি মারা যাবেন কেন? টাকাটা আপনার কাছে আছে দিয়ে দেবেন।

হেডমাস্টারঃ দিয়ে দেবো কোথা থেকে দেবো?

কোরাসঃ কোথা থেকে মানে? টাকাটা কি আপনি ব্যক্তিগত খরচ করেছেন?

হেডমাস্টারঃ খরচ? তাতো হয়েছে। ব্যক্তিগত? না না ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোরাসঃ কি কি উন্নতি করিয়েছেন বলিবেন কি?

হেডমাস্টারঃ কি কি কাজে খরচ হলো যেন অ-মাস্টার-

অন্য মাস্টারঃ আমি কেমন করে জানবো স্যার।

হেডমাস্টারঃ মনে পড়েছে হঁযা মনে পড়েছে রান্নাঘর। ওই রান্না ঘরের পেছনে সব টাকা খরচ হয়ে

গেলো লিখে নিন।

দিদিমণিঃ রান্নাঘরের জন্য তো আলাদা টাকা এসেছিল।

হেড মাস্টারঃ বা বা ঝোপ বুঝেই কোপটি দিলেন। সুযোগ নিচ্ছেন দিদিমণি। এযে গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

কোরাসঃ টাকাগুলোর ঠ্যাং গজানো হয়ে গেল নাকি টাট্টু ঘোড়া।

হেডমাস্টারঃ (হাত জোড় করে) আমাকে একটা বছর সময় দিন আমি মাসে মাসে একটু একটু করে শোধ করে দেবো। হবে তো?

কোরাসঃ না -

হেডমাস্টারঃ তাহলে কি আত্ম হত্যা করব?

সচিবঃ ঠিক আছে টাকাটা আপনি ১২ মাসেই শোধ করবেন কিন্তু দেখবেন যেনো ১৩ মাস না হয়।

কোরাসঃ শাস্তি একটা নিতেই হবে।

হেডমাস্টারঃ টাকা যখন শোধ দিচ্ছি শাস্তি নেবো কেন?

পুস্পঃ শাস্তি নয়, আবদার মনে করুন বাচ্ছাদের খাওয়ার টাকা চোট বলে কথা আপনি বরং একমাস গাঁটের টাকায় বাচ্চাদের খাইয়ে দেবেন।

হেডমাস্টারঃ এক মাস!

কোরাসঃ ১৫ দিন।

হেডমাস্টারঃ পারবো না।

সচিবঃ ঠিক আছে এক সপ্তাহ।

হেডমাস্টারঃ সচিব যখন বলছেন অগত্যা।

সচিবঃ এই স্কুলের মিড-ডে-মিলের দায়িত্বে থাকবেন তরুণ মাস্টারমশাই আর কল্পনা দিদিমণি।

হেডমাস্টারঃ খুব ভালো খুব ভালো।

সচিবঃ কিন্তু হিসাবটা যে আপনাকেই দেখতে হবে।

হেডমাস্টারঃ খুব ভালো। আবার হিসাব।

অন্য মাস্টারঃ কিন্তু হেড মাস্টার মহাশয়ের ফেরত্ দেওয়া ত্রিশ হাজার টাকার কি হবে?

দিদিমনিঃ উনি যে এক সপ্তাহ বাচ্ছাদের খাওয়াবেন সে বেঁচে যাওয়া টাকাগুলোও বা কি হবে?

সচিবঃ ভি.ই.সি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে স্কুলের উন্নতিকল্পে খরচ করবেন।

পুস্পঃ চেয়ার, বেঞ্চ, জানালা, দরজা এসব ঠিক করবেন। টালি খুলে ছাদ আঁটবেন কত কাজ আছে।

সচিবঃ কিন্তু মনে রাখবেন এই গ্রামের যে কোন মানুষের অধিকার আছে স্কুল সম্পর্কে যে কোন তথ্য জানবার। আর আপনারও জানাতে -

হেডমাস্টারঃ বাধ্য। (কাট)

পঞ্চম দৃশ্য

পটলঃ শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ টাটকা তাজা খবরগুলি আর একবার বলছি। সরকার নতুন আইন করেছেন তথ্য জানা প্রতিটি জনগণের অধিকার। যেমন - স্কুল, হাসপাতাল, পঞ্চায়েত এইরকম জনস্বার্থ কেন্দ্রগুলিতে যে কোন তথ্য যে কোন মানুষ জানতে পারেন। সচিব তথ্য জানতে জন তথ্য আধিকারিকের নিকট আবেদন করুন।

পটলীঃ আন্দাজপুরের মিড-ডে-মিল কেলেঙ্কারী নিজেরাই মিটিয়ে ফেলেছন। এখন সোম থেকে শনিবার স্কুলে রান্না হচ্ছে। বাচ্ছারাও বাড়িতে মার না খেয়ে স্কুলে পেট ভরে খাবার খাচ্ছে।

পটলঃ বি.পি.এল হলে বিনা পয়সায় আর অন্যদের ১০ টাকার স্ট্যাম্প লাগবে।

পটলীঃ মনে রাখবেন তথ্য জানা প্রতিটি জনগণের আইনত অধিকার।

কোরাসঃ নমস্কার (বোঁচকা বাঁধবে নেপথ্যে গান হবে)।

গান

আন্দাজপুরের এই ঘটনা
যদি কোথাও ঘটে
সবাই মিলে মিটিয়ে ফেলুন
যা রটে তা বটে।

-সমাপ্ত-

পটল পটলী নং - ২

প্রথম দৃশ্য

(গানের তালে তালে পটল আর পটলী বোঁচকা মাথায় চলবে, পটলের বোঁচকায় লেখা থাকবে টাটকা খবর আর পটলীর বোঁচকায় তাজার খবর)

গান
পটল বাবুর সঙ্গে পটলী
চলেছে মাথায় খবরের পুঁটলী
দেখুন গুনি জনে -
টাটকা তাজা খবর আছে
দুজনেরই মনে ।
দেখুন গুনি জনে দেখুন সর্বজনে

(দুজনে বোঁচকার গিঁট খুলবে একজনের বোঁচকা থেকে বৃদ্ধ অন্যটা থেকে ভাতা লেখা বেরিয়ে একসাথে বৃদ্ধ ভাতা -)।

পটলঃ নমস্কার আন্দাজপুর দূরদর্শণ কেন্দ্র থেকে আজকের টাটকা খবর দেখাবো আমি মিঃ পটল বাবু।

পটলীঃ আর তাজা খবর দেখাবো আমি মিসেস পটলী বিবি। (কাট)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কয়েকজন চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করবেন)

১ম জনঃ (হেঁকে) ননীবালা মন্ডল -

(একজন বৃদ্ধার প্রবেশ)

ননীবালা মন্ডলঃ (লাঠি হাতে) হ্যাঁ, এই তো আমি আছি বাবা আছি।

২য় জনঃ এইখানে টিপ দিন (হাত ধরে টিপ দিয়ে নেয়)।

৩য় জনঃ এই নিন টাকা। গুনে নিন বুড়িমা।

ননীবালাঃ আর গুনতি হবে না বাবা। সরকারের সাথে দেখা হলি বলো আর একটু টাকা না বাড়ালে এতে চলে? জিনুষের যা দাম।

(একজন বৃদ্ধর প্রবেশ, নাম দেদার বক্সো)

দেদারঃ উঁ - বসতি পারলি শুতি চায়।
ননীবালাঃ কি বইল্লে।
দেদারঃ এমন কিচু না। বলতিচি কারুর মোটে হচ্ছে না যার হচ্ছে তার আবার পোষাচ্ছে না।
ননীবালাঃ কথা শুনলে গা পিত্তি জ্বইলে যায়। (দেদারের ছোঁয়া বাঁচিয়ে) রাম রাম রাম রাম (প্রস্থান)
১ম জনঃ একি বলা নেই কওয়া নেই আপনি ভেতরে ঢুকে পড়েছেন।
দেদারঃ আমার টাকাডা এইয়েচে বাবারা।
২য় জনঃ আসলে তোমার নাম ডাকা হতো।
৩য় জনঃ আজকের মতো টাকা দেওয়া শেষ।
দেদারঃ আবার কবে দেবা?
১ম জনঃ জানিয়ে দেওয়া হবে।
দেদারঃ সেদিন আমার নাম ডাকপা তো?
২য় জনঃ তোমার নামেই টাকা এলেই তোমার নাম ডাকা হবে।
দেদারঃ কবে? আমি মইরে গেলি?
১ম জনঃ আচ্ছা যন্ত্রনা তোমার নাম পাঠিয়েছিলে তো?
দেদারঃ কতবার তো বিরিদ্ধ ভাতা পাবার জন্নি নাম লেকালুম উন্নয় সমিতির মিটিনি নাম লিকে লেলো তোমরা আমার নামডা লিখে রাকো দেদার বক্সো।
৩য় জনঃ বিশাল নাম দেদার বক্সো।
দেদারঃ হ্যঁা বাপ ঘরে নি একটাও বক্সো বাপ আমার নাম রেকালো দেদার বক্সো।
কোরাসঃ (হাঁসে) (কাট)।

তৃতীয় দৃশ্য

পটলীঃ দেখতে থাকুন আজকের টাটকা তাজা খবর তার আগে একটুখানি বিজ্ঞাপনের বিরতি।
বিজ্ঞাপন
দেদারঃ (গাছের গুড়িতে মাথা ঠুকতে থাকে) ভেঙে ফেলবো হুঁ -মেট) ফাটা কপাল ভেঙে যাক হুঁ - মেট) বেঁচে থেকে কী লাভ মইরে যাই মেট) মইরে যাই মেট) আল্লা আঙ্গা তুলে নাও মেট), তুলে লেও মেট, তুলে লেও মেট)
রামুঃ আরে আরে কপালটাকে ফাটাচ্ছো কেন?
দেদারঃ কপাল ফেটকে দে রেকেচে সরকার আমি তাতে রক্ত ছুটকে আল্লার ডেইকতেচি। রামু ছেইরে দে আর বাঁচতি চাইনে।
রামুঃ কেন চাচা তোমার কী হয়েছে?

দেদারঃ সবাই বিরিদ্ধ ভাতা পায় আমি আর আঙ্গা গোলাপির মা পাইনে আমরা সরকারের কাচে কি গেরস্ত হইয়ে গিচি তাই আঙ্গা টাকা পাঠায় না। কতবার তো নাম লেকালুম।
রামুঃ তোমারদের নামটা আদৌ লিষ্টে আছে কি না দেখেছো? জেনেছো?
দেদারঃ কনে জানবো, কার কাচে দেকপো?
রামুঃ কেন? পঞ্চায়েত সচিবের কাছে, পঞ্চায়েত অফিসে।
দেদারঃ দেকাবে? গলা ঢেক্কা দে বের কইরে দেবে।
রামুঃ না দেবেন না। সরকার আইন করেছেন তথ্য জানা সবার অধিকার।
দেদারঃ কি গর্ত খোঁড়া সবার অধিকার তার আবার আইন।
রামুঃ গর্ত নয় চাচা তথ্য- তথ্য জানবার অধিকার।
দেদারঃ (হেঁসে) ও গর্ত নয় তথ্য? তা আমরা আবার কি তথ্য জানবো?
রামুঃ যা তোমার জানার দরকার তোমার নামটা বৃদ্ধ ভাতার লিষ্টে আদৌ পাঠানো হয়েছে কিনা?
দেদারঃ রামু জানতি পারবো? আমার লে চল বাপ কোন জায়গা গেলি জানতি পারব লে চল।
রামুঃ চলো চাচা পঞ্চায়েতে সচিবের কাছে। ট্যুং ট্যুং (কাট)

চতুর্থ দৃশ্য

পটলঃ বিজ্ঞাপনের পর দেখতে থাকুন টাটকা তাজা খবর।

(পঞ্চায়েত অফিস সচিব বসে কাজ করছেন) (রাম ও দেদারের প্রবেশ)

রামুঃ আসব দাদা?
সচিবঃ আসুন - ও রামু কি ব্যাপার।
রামুঃ বৃদ্ধ ভাতার লিষ্টে এই চাচার নামটা আছে কিনা দেখতে চাই।
সচিবঃ বেশ তো নিজের চোখেই দেখে যাও। (হরেনকে ডাকে) হরেন - দা -

(হরেনের প্রবেশ)

হরেনঃ যাই -
সচিবঃ বৃদ্ধ ভাতার ফাইলটা রামুকে দাও।
হরেনঃ বৃদ্ধ ভাতার ফাইল এই - এই - এইতো।
রামুঃ কই দেখি দেখি (খাতাটা নিয়ে)- সিকেন্দর আলী - উঁু - মেহেরুন নেছা - উঁু - রহিমা বিবি কুদ্দুস মিঞা - এ্যাঁ - এ্যঁা এ্যঁা না চাচা তোমারদের একজনেরও নাম নেই।

দেদারঃ অ - কুদ্দুসির সাত ছেইল্যে রহিমা ভাবীর পাঁচ ছেইল্যে নিকো শুধু একখান মেইয়ে গোলাপী তাও তিন তিনটে সন্তান লে বিধবা পরের দোরে খেটে কোন দিন জোটাতি পারে কোন দিন জোটেই না ভিটে ডা ছাড়া আঙ্গা কিছু নি। তা আঙ্গা কারুর নাম উঠলো না।

রামুঃ দুঃখ করানো চাচা এবার উন্নয়ন সমিতির মিটিং-এ তোমার ব্যাপারটার আগে সমাধান হবে তারপর অন্য কাজ।

দেদারঃ কতবার তো মিটিং-এ আলোচনা হলো তার এই ফল হইল?

রামুঃ কোন কারণে মিসটেক হয়েছে আমরা তোমার সমস্যার সমাধান করেই ছাড়ব কথা দিলাম।

দেদারঃ পঁচাত্ত র বছর বয়স হলো। কত লোক কতা দিলো সবাই কেমন ভুলে গেল।

রামুঃ এবার তুমি দেখে নিও - (কাট)

পঞ্চম দৃশ্য

(টাকা দেওয়ার দৃশ্য ১ম ২য় ও ৩য় জন চেয়ার টেবিল নিয়ে কাজ করবে)

১ম জনঃ দিদার বক্সো -

(লাঠি হাতে দেদারের প্রবেশ)

দেদারঃ এসতিছি - এই তো আমি।

২য় জনঃ এইখানে টিপ দাও।

দেদারঃ (হেসে) না বাপ আমি সই করব।

৩য় জনঃ এই নাও টাকা গুনে নাও। শেষ পর্যন্ত টাকা পেলে তো?

দেদারঃ (টাকাটা নিয়ে) এমনি কি আর পালুম।

৩য় জনঃ তা কি করে পেলেন?

দেদারঃ কেন ওই গর্ত -

কোরাসঃ গর্ত !

দেদারঃ হ্যাঁ, চিটিং বাজগা পাঁকে ফেলার জন্যি ওই সবাই জানতি পারবে সব তথ্য। ওই আইনির দৌলতে জেনিলুম ওরা নাম সই ডাই পাঠাইনি। তারপর উন্নয়ন সমিতির সদস্যরা ব্যবস্থা করে দেলো আমি বিরিদ্ধ ভাতা পালুম। (কাট)

ষষ্ঠ দৃশ্য

পটলঃ শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ টাটকা তাজা খবরগুলি আর একবার বলছি। সরকার নতুন আইন করেছেন তথ্য জানা সমস্ত জনগণের অধিকার যেমন - স্কুল - পঞ্চায়েত - হাসপাতাল একরকম জনস্বার্থ কেন্দ্রগুলিতে যে কোন তথ্য যে কোন মানুষ জানতে পারেন-

পটলীঃ বি.পি.এল হলে বিনা খরচায় আর অন্যদের ১০ টাকার স্ট্যাম্প লাগবে।

পটলঃ সঠিক তথ্য জানতে তথ্য আধিকারিকের নিকট আবেদন করুন।

পটলীঃ আন্দাজপুরের বৃদ্ধ ভাতার সমস্যাটা উন্নয়ন সমিতি দায়িত্ব নিয়ে মিটিয়ে ফেলেছেন। দেদার বক্সো এখন নিয়মিত বৃদ্ধ ভাতা পাচ্ছেন।

পটল ও পটলীঃ মনে রাখবেন তথ্য জানা আপনার আইনত অধিকার। নমস্কার (বোঁচকা বাঁধবে)

গান

আন্দাজপুরের এই ঘটনা/ কোথাও যদি ঘটে
সবাই বসে মিটিয়ে ফেলুন
যা রটে তা বটে।

-সমাপ্ত-

ভারত মাতা

প্রথম দৃশ্য

(গানের তালে তালে পতাকা হাতে ভারত মাতা গেরুয়াধারী, মৌলবী, পাঞ্জাবী ও পাদ্রীর প্রবেশ।)

গান
ভারত আমার ভারতবর্ষ --------
সাঁরে জাঁহাসে আচ্ছা-----
(গান গাইতে গাইতে ভারত মাতা ছাড়া সবার প্রস্থান।)
(চারজন ইংরেজের প্রবেশ দুজনের হাতে শিকল)

কোরাসঃ হি-হি-হা-হা-হা-(হাসতে হাসতে ভারত মাতার চারদিকে ঘুরবে ভারত মাতা ভয় পাবে এক জন পতাকা কেড়ে নিয়ে ফেলে দেবে দুজন ভারত মাতাকে শিকল পরিয়ে দেবে।)
কোরাসঃ হা [ফ্রিজ]
১মঃ আঝ হইঠে ঠুমি হামাঢের অটিন
২য়ঃ হামড়া ঠুমার ভুখে ড়াঝোট্ট খোরাভো।
৩য়ঃ ছাছন খোরভো।
৪র্থঃ ছোছন খোরভো।
কোরাসঃ এ ভারঠ হামাঢেড় (বলতে বলতে ভারত মাতাকে টানতে টানতে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ধানের বীজ পাতা মাথায় নিয়ে চাষী, চাষীর বৌ এর দলের প্রবেশ গানের সঙ্গে ধান রোপণ করবে)

গান
আবাদ বাড়াও বাঁচার আশাতে
এবার নিজের হাতে ধরো লাঙল দুঃখ যাবে তাতে।
(দালালের প্রবেশ ঘোড়ায় চড়ে)

দালালঃ ধান রোয়া বন্ধ করো । বলছি ধান রোয়া বন্ধ করো। নীলকর সাহেবদের আদেশ সবাইকে নীল চাষ করতে হবে।
কোরাসঃ নীলকর সাহেবের হুকুম অমান্যি করলে সবাই মরবি।
কোরাসঃ আরে যা যা যা ইংরেজ সাহেবের পা চাটা কুকুর তুই যা।
দালালঃ আমিও দেখে নেবো (ঘোড়া ছুটিয়ে প্রস্থান)
কোরাসঃ এবার নিজের - - - - - - - (ধান রোবে)

(ঘোড়ায় চড়ে দালাল, নীলকর সাহেব আর অন্য একজনের প্রবেশ)

সাহেবঃ ঠুমরা আর নীল চাছ খোরভে না ?
কোরাসঃ না
সাহেবঃ খেনো
১মঃ নীল চাষ করে আমাদের জমির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।
২য়ঃ তোমরা আমাদের দিয়ে জোড় করে নীল চাষ করিয়েছ।
৩য়ঃ আমাদের সামান্য পয়সা দিয়ে আমাদের ঠকিয়ে বিদেশে বেশি দামে নীল বিক্রি করেছ।
কোরাসঃ আমরা আর নীল চাষ করবো না।
সাহেবঃ খোরঠেই হোবে ছোভাই খেই নিহিল চাছ খোরঠে হোবে হেই খে আশিস ছোভ ব্যাটাকো বেঁনঢে নিহিল কোঠিতে লে আও (ঘোড়া ছুটিয়ে দালালসহ প্রস্থান)।
অন্য দালালঃ (হাত বেঁধে) এই চল চল ব্যাটা চল।

নেপথ্যে গানঃ

অনেক পাঁজর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে
অনেক রক্তের বিনিময়ে।
বুঝেছি আমরা বাঁচব না শুধু
মৃত্যুর বোঝা বয়ে
(হাত বাঁধা অবস্থায় টলে টলে যাবে।)

দালালঃ এই স্যালা ঠিকসে দাঁড়া।

(চাবুক হাতে সাহেব ছাড়াও আরো কয়েক জনের প্রবেশ)

সাহেবঃ ছোভাই বোল হামাড় হাঠে ইঢা খি আশে।
কোরাসঃ চাবুক
সাহেবঃ (একজনের থুতনিতে ঠেকিয়ে) ইভার বোল নিহিল চাছ খোরভে ?
কোরাসঃ না
সাহেবঃ জেঠি বাঙ্গালী ইয়ার ফোল বালো ওবে না। বোল চাছ খোরভে
কোরাসঃ না না না
সাহেবঃ ইয়্যা (চাবুক মারতে থাকে)
কোরাসঃ আহ আহ আ (ফ্রিজ)

(ফ্রিজ ভাঙবে অনেক পাঁজরে গানে সবার প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(লা লা সুরে "একবার বিদায় দে মা" লা লা তালে ফাঁসি)
(কাঠ আর আদালত তৈরী হবে আদালতে ক্ষুদিরাম বসু কালো পোষাক পরে দাঁড়িয়ে থাকবে।)

সূত্রধরঃ আজ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির দিন। ফাঁসিকাঠে যাওয়ার আগে তার মধুর কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই

ক্ষুদিরামঃ বন্দে মাতা রম (বলতে বলতে ফাঁসির দিকে এগিয়ে যাবে।)
বন্দে মা তা আ (ফাঁসি হয়ে যাবে।)

ফ্রিজ

(ফ্রিজ ভাঙবে "একবার বিদায় দে মা" গানের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে ভারত মাতা প্রবেশ করবে। ক্ষুদিরামকে কোলে তুলে প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

ইংরেজসহ ভারত মাতার প্রবেশ ইংরেজরা শিকল ধরে ভারতমাতার উপর অত্যাচার করতে থাকবে আর ভারতমাতা

ইংরেজঃ ইয়্যা ইয়্যা (মারবে)

মাতাঃ আহ আহ (সাহেব এগিয়ে আসবে) না না না ফ্রিজ

ফ্রিজ ভাঙবে
গান/নাচ
মা-গো ভাবনা কেন
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয়
শান্ত ছেলে তবু শত্রু এলে
অস্ত্র হাতে ধরতে জানি
তোমার ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি
আমরা হারবো না হারবো না
তোমার মাটির একটি কনাও
ছাড়ব না
আমরা আকাশ থেকে বজ্র হয়ে
ঝরতে জানি তোমার
(গান শেষে সবার প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(“কদম কদম বাড়ায়ে যা” সুরের তালে তালে এক দিকে ইংরেজ অন্য দিকে ভারতবাসী লেফট রাইট করবে মাঝখানে নেতাজী ঘোড়া ছুটিয়ে চলবে গান শেষে নেতাজী দাঁড়িয়ে যাবে।)

নেতাজীঃ হে আমার ভারতবাসী তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব চল দিলী চল (স্ট্যাচু)

সাহেবঃ ফায়ার (যুদ্ধ চলবে দুই দিকেই মরবে তারপর একজনের করুন আর্তনাদে (ফ্রিজ)

সূত্রধরদের প্রবেশ

১ম জনঃ বিনয়, বাদল, দিনেশ মারা গেল।

২য় জনঃ মাষ্টারদা সূর্য সেন, সেও মারা গেলো।

৩য় জনঃ মারা গেল বাঘা যতীন।

৪র্থ জনঃ প্রাণ দিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা।

৫ম জনঃ রক্ত রক্ত চারিদিকে শুধু রক্তই বয়ে গেল।

৬ষ্ঠ জনঃ অনেক রক্তের বিনিময়ে অবশেষে ১৯৪৭ সাল ১৫ই আগস্ট

কোরাসঃ ভারত মাতা স্বাধীন হলেন (বলতে বলতে ১৫ই আগস্টের দৃশ্য তৈরি হবে। হাসি মুখে পতাকা হাতে ভারত মাতা প্রবেশ করবে, পতাকা উত্তোলন হবে।)

গান
১৫ই আগাষ্ট পুণ্য দিন
স্বাধীন ভারতে জাগে নবীন
হেরো তিন নীল পতাকার উপর
মিলিত হিন্দু মুসলমান
(বন্দে মাতরম)
১মঃ বন্দেমাতরম

কোরাসঃ বন্দেমাতরম

(কয়েকজন বেদি তৈরি করবে, ভারতমাতা পতাকা নিয়ে বেদির উপর উঠবে (ফ্রিজ)

(গান চলবে সবার প্রস্থান)

- সমাপ্ত -

আজকের রমা

[একটা মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এ্যারিন্যায় ঢোকে হঠাৎ দর্শকের মাঝখানে চেঁচিয়ে ওঠে................]

মেয়েঃ বাঁচাও। ওই ওরা এসে পড়ল। আমি এখন কি করি, কোথায় পালাই?

[একটা ছেলে মালা নিয়ে ঢোকে, মেয়েটার সামনে দাঁড়ায়]

ছেলেঃ কোথাও পালাতে হবে না। আমি এসেছি তোমাকে উদ্ধার করতে।

মেয়েঃ তোমরা ভালবাসার অর্ঘ্য নিয়ে, ফুলের মালা নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িও না। আমি ধর্ষণে ধর্ষণে ক্লান্ত, আমার ভয় করছে। আমি দেখেছি হায়নার দলেদের বর্বর উলঙ্গ নাচ। ওই তো আসছে........

[৪ জন পুলিশ এসে দাঁড়ায় হাসতে হাসতে একটা কালো কাপড় দিয়ে মেয়েটাকে ঢেকে দেয়, আর কালো কাপড়টাকে নিয়ে টানে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে।]

মেয়েঃ তোমরা আমাকে বিবস্ত্র করছ কেন?

[ওরা জোরে হাসতে হাসতে চলে যায়।]

কেন আমার দ্রৌপদীর মতো পণে বাঁধা এ জীবন? কেন সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে দ্রৌপদীরা লাঞ্ছিত নিহত হবে প্রতিদিন? সুবিশাল দেশময় সুসভ্য বিবেক নিঃসাড়, নিশ্চুপ হয়ে থাকবে। আর আমরা বিবেকের দংশনে অস্থির একলা গান্ধারীর মতো নিঃসীম। একলা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যত মহারথী বিবেক বিকায়ে চুপচাপ?

কোরাস দলের প্রবেশ

১ম জনঃ এই নারী যে তুলসী গাছের মতো পবিত্র আর পূজনীয়া।
২য় জনঃ এই নারী যে সুগন্ধি গোলাপ হয়ে আঙিনার চারিদিকে রূপ-রস গন্ধে মাতিয়ে দিতে পারতো।
৩য় জনঃ এই নারী যে আপন আঁচলে কত বসন্তের জন্ম দিতে পারত।
৪র্থ জনঃ কেন সে বুকে পাথর চেপে ভাঙা ডালের মতো ধুলোয় পড়ে আছে।
১ম জনঃ কেন?
২য় জনঃ কেন?
৩য় জনঃ কেন?
৪র্থ জনঃ কেন? শব্দ চলার ছন্দে
১ম জনঃ খন্ডিত জীবনের স্বপ্নে
২য় জনঃ সভ্যতার পাষাণ ফলকে
কোরাসঃ জ্বলজ্বলে একটি নাম লেখা থাকে আজকের রমা।
[কোরাস দল বেরিয়ে যায়। এরিনার মাঝখানে মেয়েটা]

রমাঃ আমি গ্রামের একটি মেয়ে। শৈশবের দিনগুলিতে আমি ছিলাম সরল, সতেজ। সবাই যেমন শৈশবে থাকে। একদিন আমি কোন এক বসন্তে ছেলেদের সঙ্গে খেলছি।

[বড় রমা বসে পড়ে। ছোট বেলার রমা ছেলেদের সঙ্গে ঢোকে।]

তিনজনঃ এই খেলা হবে, খেলা হবে।

[তিনজন আনন্দে খেলা করে। হঠাৎ রমার মা আসে।]

মাঃ রমা, রমা কি হল শুনতে পাচ্ছো না।

রমাঃ হ্যাঁ, মা [খেলা বন্ধ করে]

মাঃ চল, ঘরে চল।

রমাঃ কেন মা? আমি তো বন্ধুদের সঙ্গে খেলছি। একটু পড়ে যাবো

[আবার খেলা আরম্ভ করে]

মাঃ কি হল, শুনতে পাচ্ছো না? তুমি না মেয়ে। মেয়েদের ওরকম করে খেলা মানায় না।

রমাঃ আমার বন্ধুরা তো খেলছে।

মাঃ হোক। তবু তুমি মেয়ে। ছেলেদের সঙ্গে খেলা মানায় না।

রমাঃ না যাবো না।

মাঃ যাবে না। চল [মা টানা হ্যাঁচড়া করে নিয়ে চলে যেতে চায়। ফ্রিজ।

ছেলেরা রমা বলে বাঁধা দেয়। ফ্রিজ। মিউজিক। ফ্রিজ ভাঙে।]
[বড় রমা এরিনার মাঝখানে আসে।]

রমাঃ এই ভাবে অনাদরে এবং অবহেলার কেটে যায়
আমার শৈশব।নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখি পুরুষদের জন্য এক নিয়ম আর আমাদের জন্য এক নিয়ম। কেন এমন হয়? কেন? [ভাবতে থাকে]

[সূত্রধরেরা ঢোকে]

১ম জনঃ ভাবতেই থাকে রমা।

২য় জনঃ কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

৩য় জনঃ এই ভাবতে, ভাবতেই রমা বড় হয়ে যায়।

৪র্থ জনঃ বীনা রেখার পথটি ধরে গাছে এক দিন ফুল ফোটে। রমার মনে এক অজানার ইশারা দেখা দেয়।

১ম জনঃ নিজের ছোট ঘরের মাপা গণ্ডির অনেক দূর থেকে কি এক অনুভূতি।

সবাইঃ হাতছানি দেয় রমার ভীরু মনে [কোরাস দলের নৃত্যগীত নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল......" নাচ শেষ হলে মেয়েটি ছাড়া সবাই চলে যায়। তার বাবা ও মায়ের প্রবেশ]

বাবাঃ রমা, নে মা তাড়াতাড়ি। সেজেগুজে নে। ওরা এসে পড়বে যে এখুনি।

রমাঃ আমি বার বার সেজে গুজে বসতে পারব না।

মাঃ ও রকম করো না মা। আমার বাবাও তো আমাকে ওরকম করে বিয়ে দিয়েছে।

রমাঃ আমি কি খেলনা? যখন খুশি বাজাবে। না বাজারের আলুপটল?

বাবাঃ ঐ ওরা এসে পড়ল। আসুন

[একজন ঘটক ও ছেলের বাবা ঢুকছে। ধা-তিনা, ধা-তিনা, ধা-এই সুর করে নাচতে নাচতে।]

মেয়ের বাবাঃ এই হচ্ছে আমার মেয়ে।

[ঘটক ধা-তিনা, ধা-তিনা, ধা-সুরটা করতে করতে মেয়ের চুল, হাত, জিব, দাঁত, পা ও চলা দেখে।]

মেয়ের বাবাঃ দেখলেন তো আমার মেয়েকে। এবার বলুন আপনাদের দাবী।

ঘটকঃ বেশি আমাদের দাবী নেই। তবে ১ লাখ টাকা নগদ চাই। বিয়ের খরচ তো আছে। বোঝেন তো জিনিষপত্রের দাম আগুন।

[মেয়ের বাবা একটুখানি বসে]
আর এমন কিছু নয় একটা এল-ই-ডি রঙিন টিভি
[আর একটুখানি বসে]
খুব বেশী দাবী নেই আমাদের ২০ ভরি সোনা দেবেন খাঁটিই দেবেন। খাদ যেন না থাকে।
[আর একটুখানি বসে]
আর এখন ফ্যাশন উঠেছে, একটা মোটর সাইকেল দেবেন।
[মেয়ের বাবা একেবারেই বসে পড়ে]
আরে বসে পড়লেন যে! উঠুন একটু চেষ্টা করুন। ঠিক হয়ে যাবে।
[ছেলের বাবা আর ঘটক লাঠি ক্রশ করে দাঁড়ায়। আর সেই লাঠি কষ্ট করে পার হয়।]
[মেয়ের বাবা একটা ক্রশ করে]

দুজনেঃ সুদে টাকা

[ঘটক আর ছেলের বাবা একটু এগিয়ে এসে আবার ক্রশ করে দাঁড়ায়। মেয়ের বাবা দ্বিতীয় বার ক্রশ কষ্ট করে পার হয়।]

দুজনেঃ জমি বন্ধক।

[মেয়ের বাবা পড়ে। আবার একটু এগিয়ে এসে দুজনে লাঠি ক্রশ করে]

দুজনেঃ বিক্রি ভিটে মাটি
[শেষে মেয়ের বাবার বুকে উপর পা তুলে ছেলের বাবা ও ঘটক হাসে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে। ফ্রিজ/ মিউজিক] লাইন করে সবাই বেড়িয়ে যায়।

বিয়ের দৃশ্য

[জোরে সানাই বাজে। রমা ও ছেলেটা সামনা-সামনি বসে আছে। তাদের গলায় মালা। ব্রাহ্মণে দুহাত মিলিয়ে দিচ্ছে। বিয়ে হয়ে গেলে বাবা আর মা বিদায় জানাচ্ছে মেয়ে ও জামাইকে। মা-বাবা-মেয়ে কাঁদতে থাকে। মেয়ে ও জামাই চলে যেতে যেতে ফ্রিজ। এক একজন করে বাবাকে ধাক্কা দিয়ে বিষাদ্গার করতে করতে চলে যায়।]

১) ধুর ধুর বাজে মাংস।
২) এই ভাবে কখনো পরিবেশন করে?
৩) কি বাজে মিষ্টি মুখে তোলা যায় না।
৪) ওটা দই না ঘোল হয়েছে?

[অবশেষে ফ্রিজ ভেঙে মিউজিকের তালে তালে চলে যায়।]

ফুলশয্যা

[এ্যারিন্যার এক কোণে একটা ঘর তৈরী করে মেয়েটা সানাইয়ের সাথে সাথে আসে চারপাশে দেখে বিমুর্ষমুখে বসে। স্বামী আসে।]

স্বামীঃ বাঃ! বাঃ! বেশ তো কনে সেজে বসে আছিস? ভেবেছিস আমায় নিয়ে সুখে ঘর সংসার করবি? সেটা হচ্ছে না কালনাগিনী। আসলে তোকে আমার পছন্দই হয়নি।
রমাঃ কি বলছ তুমি? আমায় পছন্দই হয়নি? আমায় তোমার পছন্দই হয়নি?
স্বামীঃ হ্যাঁ তোমায় বলছি তো?
রমাঃ তাহলে আমার বাবার এতগুলো টাকা, এত গহনা আর আমার জীবনটা এই ভাবে নষ্ট করলে কেন?

স্বামীঃ দেখ আমি তো বিয়েই করতে চাইনি। আমার বাবার কিছু টাকার দরকার ছিল, আর তোমার বাবা দায়মুক্ত হতে চেয়েছিল। তাই হয়ে গেল যাক আমার এখন বেশী কথা বলার সময় নেই। আমাকে যেতে হবে ঝর্ণার বাড়ীতে।

রমাঃ ঝর্ণা ?

স্বামীঃ হ্যাঁ ঝর্ণা সে আমার পথ চেয়ে বসে আছে।

রমাঃ (পায়ে ধরে) আজকে যেও না।

স্বামীঃ সর (লাথি মেরে। রমা ছিটকে পড়ে) বেশি প্যানপ্যানানি ভালো লাগে না। [চলে যায়]

রমাঃ যেও না গো----[কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়ে]
(গোল হয়ে কোরাসের দল লাল ফিতে ও সবুজ ফিতে নিয়ে নাচ করে ও গান করে রমা এ্যারিনয়ার মাঝখানে গানের তালে তালে নাচে

গান

{ছোট্ট বেলায় রমা ছিল
ভোরের ফুলের মত।)
[গান শেষ হলে শুয়ে পড়ে যেন স্বপ্ন দেখছে]

[তিনজন হাঁটু গেঁড়ে বসে লাঠি দিয়ে ব্রীজ তৈরী করে। সেই ব্রীজ ধরে মেয়েটি হাঁটে। যখন হাঁটা শেষ হয় তখন একটা ঢোলের তালে তালে অসুর আসে। দূর্গা ও অসুরের লড়াই চলে। অবশেষে অসুরকে বধ করে দূর্গা। সূত্রধর বলতে থাকে মেয়েটা ব্রীজ পার হয়।]

সূত্রধরঃ জীবন রমাকে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে।
কিন্তু রক্তমাখা বুকেও স্বপ্ন আসে। দুঃখের নদী পেরিয়ে আসার সাঁকো মনে মনে তৈরি হয়। ভারতের মেয়ে আশ্বাস পায় হয় এই ভেবে যে দেবী দূর্গাও একজন মেয়ে ছিল। দশ হাতে অস্ত্র ধরে অতিশয় ক্ষমতাশালী এক পুরুষকে যিনি বধ করেছিলেন তিনি মেয়ে (ঢোলের আওয়াজ হয়। অসুর আসে)

[ব্রীজ থেকে লাফিয়ে মেয়েটা দূর্গা হয়ে গিয়ে লড়াই করে।]
[শাশুড়ীর প্রবেশ]

শাশুড়ীঃ কী হল বৌমা। এতবেলা হয়ে গেল ঘুম থেকে ওঠনি?

[মেয়েটির চমক ভাঙে। দুচোখ কচলে আপন মনে কয়েকবার বিড় বিড় করে বকে। দূর্গা অসুর। এবার বাস্তবে ফিরে আসে ছুটে যায় শাশুড়ীর কাছে। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলে -]

রমাঃ এই তো উঠে গেছি।

১ম জনঃ কি হল পান্তাটা দাও। মাঠে অনেক কাজ আছে। কি হল? কথাটা কানে যাচ্ছে না [ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।]

রমাঃ হ্যাঁ দিচ্ছি----

২য় জনঃ বৌমা পুকুর থেকে থালা বাসন মেজে আনো

[ধাক্কা মারে, অন্যজনের কাছে যায়।]

৩য় জনঃ গরুর দুধটা দোয়া হয়েছে?

[ধাক্কা মারে, অন্যজনের কাছে যায়।]

৪র্থ জনঃ ধানটা শুকুতে দেওয়া হয়নি, কখন দেবে?

[ধাক্কা মারে, এ্যারিন্যার মাঝখানে এসে পড়ে।]

রমাঃ কাজ, কাজ আর কাজ।

কোরাসঃ হ্যাঁ সকাল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে সকাল। সবার আগে উঠবে, সবার পরে ঘুমাবে। মেয়েরা দেবীর জাত। তোমরা দাসী। তোমরা সতী, সতী,সতী, সতী।

[একটা চিতা তৈরি হয়। তিনজন হাঁটু গেড়ে বসে চিতা তৈরি করে। সেই চিতায় একটা শোয়ানো মেয়েকে দুদিক থেকে আগুন দেওয়া হচ্ছে। ঢাঁকের বাজনা বাজে। রমা ভয়ে ভয়ে দেখছে, পিছিয়ে ভয়ার্ত ভাবে চলে যায়।]

[এ্যারিন্যার এককোনে ঘর তৈরি হয়। শাশুড়ি মাইমে কাঁথা সেলাই করছে। রমা আস্তে আস্তে পা টিপে প্রবেশ করে।]

শাশুড়িঃ বৌমা মেলা দেখে ফিরলে?

রমাঃ হ্যাঁ মা।

শাশুড়িঃ বলি কাজ কাম কখন হবে?

রমাঃ এখুনি করছি, এখুনি।

শাশুড়িঃ আসুক আগে আমার ছেলে ব্যবস্থা করে ছাড়ব।

রমাঃ এখুনি করছি মা।

[মাইমে মিউজিকের তালে তালে উনুনে ফুঁ দেয়। রান্না করে এবং কলসি করে জল আনতে যায়। একজন টিউবওয়েল হয়। কাপড় কাচে]

[স্বামীর প্রবেশ]

স্বামীঃ এই খেতে দে।
রমাঃ একটু বসো দিচ্ছি।
স্বামীঃ আগে খেতে দে।
রমাঃ দিচ্ছি।
স্বামীঃ কি হল?
শাশুড়িঃ হবে আবার কি। বৌমা মেলা দেখতে গিয়ে ছিল। রান্না হবে কি করে?
স্বামীঃ কি বললে মেলা দেখতে বাঃ বাঃ তবে রে দে খেতে দে [মারতে থাকে] ঠিক আছে আমি চললাম। আর মা ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। ও রকম বৌ র মুখ যেন না দেখতে হয়।
রমাঃ ওগো যেও না

[ফ্রিজ/শাশুড়ি রমার সম্মুখে পিছন ফিরে দাঁড়াবে, বাধা দেবে এক হাত দিয়ে আর এক হাতে মুখে আঙুল দিয়ে দাঁড়াবে। মিউজিক/মিউজিকের তালে বেরিয়ে যাবে।]

পঞ্চায়েতের দৃশ্য

প্রধানঃ আরে হরে, নিঃস্বর্থ তহবিল কত আছে রে ?
হরেঃ আজ্ঞে বাবু ৫০ হাজার
প্রধানঃ ইন্দিরা আবাসনেতে কত কমিশন পেলাম আমরা ?
হরেঃ ১০ থেকে ১৫ হাজার।
প্রধানঃ বড্ড কম হয়ে গেল রে। (কথা না বলে মুখভঙ্গীতে যুক্তি করে।)
রমাঃ প্রধান সাহেব আছেন ?
দারোয়ানঃ আছেন, ভেতরে যান।
রমাঃ আসবো বাবু

[প্রধান গল্প করে।]

প্রধানঃ কে ? এসো।
রমাঃ আজ্ঞে বাবু আমার স্বামী দুটো বিয়ে করেছে তাই।
প্রধানঃ তুমি সেই গোকুলের বউমা ?
রমাঃ আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।
প্রধানঃ আরে হরে, গোকুল আমাদের দলের লোক না ?

হরেঃ হ্যাঁ

রমাঃ আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, এবার ভোটে আপনার হয়ে ও খুব খেটেছে। আপনি যদি ওকে একটু বুঝিয়ে বলেন। ও ঠিক আপনার কথা -----

প্রধানঃ আরে করেছেটা কি ?

রমাঃ বাবু দুটো বিয়ে করেছে তাই।

প্রধানঃ আরে তাতে হয়েছেটা কি ? আমিও তো তিনটে বিয়ে করেছি।

হরেঃ আরে আমিও তো চারটে বিয়ে করেছি।

রমাঃ বাবু, আমাকে খুব মারধোর করে।

প্রধানঃ আরে, একটু ম্যানেজ করে নিতে পারছো না ? তোমরা তো মেয়েছেলে, মানে মায়ের জাত। যাও, যাও একটু ম্যানেজ করে নাও।

রমাঃ কি করে ম্যানেজ করবো বলুন ? সেই বিয়ের রাত থেকে আমার উপর অত্যাচার, মারধোর, আর না খাওয়ার কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি এর একটা ব্যবস্থা করুন।

প্রধানঃ এখন খুব ব্যস্ত আছি। তুমি এর জন্য কোর্টে যাও, আইন আদালত আছে সেখানে যাও। বিরক্ত করো না।

হরেঃ কেটে পড় দিকি নি।

রমাঃ কোর্টে গেলেও তো আজকাল কিছু হয় না । সেখানে শুধু পয়সার খেলা। তার থেকে আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন। তাহলে হয়তো অত্যাচারটা বন্ধ হতে পারে।

প্রধানঃ বলছি তো এখন যাও। যতো সব।

রমাঃ আপনি তো আমাদের প্রধান। আমাদের ভোটে জিতে গদিতে বসেছেন। আমাদের কোন দুঃসময়ে আপনার যত কাজ থাকে, না ?

প্রধানঃ বেরও বেরও বলছি।

রমাঃ কি বললেন আপনি ? আপনার ঘরে মা, বোনেদের যদি এরকম অবস্থা হত, আপনি কি পারতেন, তাকে এই ভাবে বের করে দিতে ?

প্রধানঃ কি বললে, আমার মা-বোন তুলে কথা ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? হরে বের করে দে এক্ষুনি। তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কি ?

[তখন দারোয়ান রমাকে জোড় করে বার করে দেয়, রমা বলে]

রমাঃ একশ বার বলবো, হাজার বার বলব।

[টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফ্রিজ]

১) রমা কোথাও ঠাঁই পেল না।

২) অবশেষে আশ্রয়ের সন্ধানে সেই ছোট্ট ঘর ছেড়ে রমা পাড়ি দিল বড় শহরে।

৩) সেখানে সে কাউকে চেনে না, কেউ তাকে চেনে না।

৪) কিন্তু শোষক আর অত্যাচারী ঠিক জেনে যায় তার অসহায় শিকার কোথায়।

[এরিনার মধ্যে একটা কোনে ঘর তৈরি করে সেই ঘরে রমা ঘুমাচ্ছে। অপর দিকে ৪ জন লাঠি দিয়ে থানা তৈরি করে। তার ভিতরে ২ জন পুলিশ যুক্তি করে। অবশেষে বেরিয়ে গিয়ে রমার ঘরে কড়া নাড়া দেয়ু]

পুলিশঃ এই রমা ওঠ, এই রমা, ওঠ

রমাঃ [চোখ কচলাতে কচলাতে ঘুম থেকে ওঠে, দরজা খোলে চমকে যায় বলে] বাবু, আপনি এত রাত্রিতে

পুলিশঃ চল তোকে থানায় যেতে হবে।

রমাঃ আমি, কেন ? এত রাত্রিতে থানায় যাবো ?

পুলিশঃ চল, বড় বাবু তোকে ডেকেছে।

রমাঃ না, বাবু আমি এত রাত্রিতে থানায় যাবো না।

পুলিশঃ জানিস কাল তোর ঝুপড়ি উচ্ছেদ হবে।

রমাঃ না, বাবু ঝুপড়ি উচ্ছেদ করবেন না। তাহলে আমরা কোথায় যাবো ?

পুলিশঃ সেই জন্যই তো বড়বাবু তোকে ডেকেছে।

রমাঃ না, বাবু এত রাত্রে আমি মেয়েছেলে থানায়, তার চেয়ে আপনি বড়বাবুকে বলে দেবেন, আমি কাল সকালেই যাবো।

পুলিশঃ তোর মনে পড়ে দু বছর আগের কেসটার কথা আয় আয়, তুই যদি যাস তোর ঝুপড়ি বাঁচবে আয় -----

[আয় আয় বলে থানায় নিয়ে যেতে থাকে। রমা ভয়ে ভয়ে থানায় আসে। হঠাৎ থানার ভিতরে পুলিশ দেখে আঁতকে ওঠে। পুলিশরা তখন এক বিচিত্র হাসে ও ভয়ে পিছতে থাকে। অবশেষে পুলিশেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। [ফ্রিজ ।]

[পুলিশরা চলে যায়। মেয়েটা ভয়ে আস্তে আস্তে ওঠে, চোখে জল-----]

১) নারী তোমরা আর কতকাল মেনে নেবে অবিচার ও অত্যাচার ?

২) তুমি প্রকৃতির দান, অনন্যা, অজেয়া তুমি।

৩) তবু কেন এত নীথর নীরব।

৪) ধেয়ে এসো লেলিহান অগ্নিশিখা হয়ে

৫) আগুনের ফুলকি হয়ে ফেটে যাও। ধ্বংস কর শাসক ও শোষকের বর্বর রাজ।

১) যেমন করে ছিলে তেভাগার প্রান্তরে

২) মনে পড়ে তেভাগার প্রান্তরে সাগর ঘেরা কাকদ্বীপে, দুধেল ধানের শীষে রক্ত ঝরিয়ে নীরব হয়ে গিয়ে ছিল অহল্যা

৩) উত্তমী, বাতাসী, সরোজিনী, অশ্বিনীর দেহ।

৪) চলিশের দশক কি শুধুই ইতিহাস।

৫) ষাটের দশকের নরুলের মায়ের বুকে আগুন, সাত তরাই কন্যার আত্মদান কি কোন দাগ রেখে যায় নি ?

সবাই কোরাসঃ জননীগো কাঁদো শত শহীদের মা হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী কান্নার সুরে তোলপাড় হোক।

গান

"কাঁদো শত শহীদের মা, হিমালয় হয়ে কন্যাকুমারিকা হয়ে তোলপাড় কর না।"

[মূল গানঃ অনুপ মুখোপাধ্যায়]

[মেয়েটা উঠে দাঁড়ায়। এক প্রতিবাদের ভঙ্গী করে এবং

গানঃ

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ও না ম্রিয়মাণ
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধর
নিজেরে কর জয়
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো
নিজেরে দীন নিঃস্ব হয়ে যেন কভু না জানো
মুক্ত করো ভয়, নিজের পরে করিতে ভর
না রেখে সংশয়
ধর্ম যবে শঙ্খ রবে, করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ
মুক্ত কর ভয়, দুরূহ কাজে নিজেরই
দিয়ো কঠিন পরিচয়।]

(সবাই এক সাথে প্রতিবাদের একটা কোরিওগ্রাফি হয়।)

সমাপ্ত

পুতুল বিয়ে

প্রথম দৃশ্য

(গানের তালে তালে কয়েক জনের প্রবেশ দুজন দুজন করে চার কোনে নাচবে আর মাঝখান
সাহানা, সুলেখা দুই সখী পুতুল সাজাবে (মাইমে)

গান
আলুর পুতুল মাটির পুতুল
ন্যাকড়া পুতুল নিয়ে
কাঠ পুতুলের বিয়ে হবে
টোপর মাথায় দিয়ে
একটা ছোট্টো মেয়ে দুপুর বেলা
পুতুল নিয়ে করছে খেলা
আজকে যে তার
মেয়ের বিয়ে
লগন এসেছে
ঘোমটা মাথায় কোমড় বেঁধে
গিন্নী সেজেছে
একটা ----------------
গান শেষ

কোরাসঃ এই বর আসছে বর আসছে উলূ লূ লূ লূ (উলু দেবে বসে যাবে)

সাহানাঃ এই সুলেখা বরযাত্রীদের আগে খেতে দে। আরে মশলা মুড়ির ঠোঙাটা কই? কোথায় যে রাখিস।

সুলেখাঃ দেখ সাহানা তোর শুধু খাওয়া আর খাওয়া। বিয়েটা না হলে কেউ খায় তুই কিচ্ছুই জানিস না।

সাহানাঃ ও মা তাই তো এই তোর মেয়েকে আমার ছেলের পাশে বসা তো বিয়েটা পড়িয়ে ফেলি।

সুলেখাঃ ধ্যাৎ - তুই না ছেলের মা আর আমি না মেয়ের মা। আমরা বিয়ে পড়ালে হয় নাকি

সাহানাঃ ও তবে ঝুমা বিয়েটা পড়া তো

ঝুমাঃ আমি বাপু বিয়ে টিয়ে পড়াতে পারি না। আমার ভাগের আম মাখাটা খেয়ে চলে যাই

রকিয়াঃ আমি বিয়ে পড়াচ্ছি সর সর। এই দে তোর ছেলে আর তোর মেয়েকে

সাহানা + সুলেখাঃ এই নে ধর -

রকিয়াঃ এঁতুলে পাতা তেঁতুলে
বাঁড়ুজ্যে পাড়ার পুতুলে
আড়ে বাড়ে ধান দাও
মাথায় কাপড় টান দাও

বিবি তুমি কবুল?

সুলেখাঃ (আস্তে) কবুল।

কোরাসঃ এ কবুল বলেছে কবুল বলেছে [বৌদির প্রবেশ]

বৌদিঃ সুলেখা সুলেখা এই সুলেখা তুই এখানে খেলছিস? আর আমি সারা রাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্ছি। (হাত ধরে) আয় বাড়ি আয়।

সুলেখাঃ (হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) একটু খানি পরে যাচ্ছি।

বৌদিঃ না এখুনিই চল।

সুলেখাঃ আমি যেতে পারবো না। আমার মেয়ে এখন শ্বশুর বাড়ী যাবে।

বৌদিঃ আর মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাতে হবে না হয়তো তোকেই যেতে হবে।

সাহানাঃ কেন এমন কথা বলছো বৌদি?

বৌদিঃ ওরে সাহানা আমাদের সুলেখাকে দেখতে এসেছে রে

কোরাসঃ দেখতে এসেছে?

বৌদিঃ (চোখ রাঙিয়ে জোড়ে) চলো

সুলেখাঃ বৌদি

কোরাসঃ সুলেখা (ফ্রিজ) (ফ্রিজ ভাঙবে) (গান করুণ সুরে)

একটা ছোট্টো মেয়ে
দুপুর বেলা
পুতুল নিয়ে করছে খেলা
আজকে যে তার নিজের বিয়ে
লগন এসেছে------
(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নেপথ্য সানাই বাজবে)
(এক কোণে ঘর হবে সুলেখা বসে থাকবে পাশে সাহানা বসে মা আশির্বাদ করবে)
(প্রতিবেশীদের প্রবেশ)

১মঃ কই আমার সুলেখা মা কই?

২য়ঃ আশির্বাদ হচ্ছে।

৩য়ঃ যারা যারা আশির্বাদ করবে চলে এসো।

৪র্থঃ বর বসার জায়গা করতে হবে।

কোরাসঃ চলো চলো (প্রস্থান)

সুলেখাঃ দেখ দেখ আমার আশির্বাদে কত টাকা হয়েছে। আমি এত টাকা কক্ষোনো দেখিনি। সাহানা এই সখি দেখ না এই আমার হার, এই দুল, এই চুরি, এই বাউটি বাবা দিয়েছে সব সোনার। কত শাড়ি হয়েছে দেখ, ঘড়া, থালা, বাটি, গেলাস, বালতি, গামলা কত কি। বৌদি বলেছে পরশু আমার ফুল শয্যা হবে তত্ত্ব যাবে আর বৌ-ভাতে আমি নাকি আরো অনেক জিনিষ পাবো। আচ্ছা সখি বৌ-ভাতে কি রে?

সাহানাঃ (কেঁদে) জানিনে এতো সোনা গয়না দেখে তোর খুব আনন্দ হচ্ছে না? (উঠে যাবে)

সুলেখাঃ (উঠে অকে জড়িয়ে ধরে) খুব আনন্দ হচ্ছে তোরও যখন বিয়ে হবে এতো জিনিস পেলে তোরও আনন্দ হবে।

সাহানাঃ ঘেঁচু হবে। এক বারও ভেবেছিস আমার কথা। তুই চলে গেলে কার সাথে খেলব, কার পুতুলের সাথে আমার পুতুলের বিয়ে দেবো? তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকব সই (কাঁদে)

সুলেখাঃ সখি রে (কেঁদে) আমি তো ভেবে দেখিনি সত্যিই তো আমি আর কোন দিন কি পুতুল খেলতে পারবো? (দুজন দুজনকে জড়িয়ে কাঁদবে)

(মায়ের প্রবেশ)

মাঃ এই শুভ দিনে দুটোয় পড়ে এত কাঁদছিস কেন? যা ঘরে বোস এখুনি বর এসে পড়বে। ওরে বরন ডালাটা গুছিয়ে রাখ (যেতে যাবে)

সূত্রধরঃ

১মঃ বন্ধ করুন এই পুতুল বিয়ে।

মাঃ কেন? এই বিয়ে বন্ধ হবে কেন?

কোরাস/২য়ঃ আপনার মেয়ের বয়স কত?

৩য়ঃ তবে? এখনও ও বাচ্চা শিশু

২য়ঃ ও সংসারের কিইবা বুঝবে?

৩য়ঃ শুধু শুধু শশুড় বাড়ীর গঞ্জনা খাবে।

৪র্থঃ বছর না ঘুরতে বাচ্চাও হতে পারে।

৩য়ঃ ওর তো এখন পড়াশুনা-খেলাধূলা করার সময়।

৪র্থঃ আপনি মা হয়ে মেয়ের জীবন নষ্ট করছেন?

কোরাসঃ ওকে বলি দিচ্ছেন? আপনি তো একটা কষাই

মাঃ কি? আমি কষাই? বেরোও বেরোও আমার বাড়ী থেকে। আমার মুরগী আমি যেদিক দিক দিয়ে কাটবো, তোদের তাতে কি র্যা - মার পোড়ে না মাসির পোড়ে, পাড়ার লোকের ধাবড়া ওড়ে রাখ না তোদের গুলো ধাড়ী করে, কে বাধা দিচ্ছে আমারটা তাড়াতাড়ি পার হচ্ছে বলে গায়ে জ্বলুনি চড়েছে না, হিংসায় বুক ফেটে যাচ্ছে ?

কোরাসঃ না ভয়ে বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

মাঃ তবে যা না পুকুরে গিয়ে ভিজিয়ে আয়।

১মঃ আপনি জানেন না ১৮ বছরের নীচে মেয়ের বিয়ে দেওয়া বেআইনি?
মাঃ আইন দেখাচ্ছি বেরো আগে বেরো বেরো বলছি (তেড়ে যাবে ফ্রিজ)
(গানের তালে ফ্রিজ ভাঙবে)
একটা -----খেলা আজকে -------নিজের-----

সবার (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(অপর দিকে ঘর তৈরী হবে মদ খেয়ে টলতে টলতে সুখেনের প্রবেশ)

সুখেনঃ মা ওমা একটু জল দাও তো তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।
(সুখেনের মায়ের প্রবেশ)
শাশুড়ীঃ জল? কোথায় পাব বাবা? তোর বৌ আজ আবার কলসি ভেঙ্গে ফেলেছে। এই নিয়ে ছ ছটা কলসি ভাঙলো। এক্কেবারে হস্তিনী মেয়েছেলে কপালে জুটলো গা
সুখেনঃ সুলেখা, এই সুলেখা কোথায় গেল বলো তো?
শাশুড়ীঃ দেখ পাড়া চরাতে গেছে বোধ হয় ?
সুখেনঃ সুলেখা, এই সুলেখা, এই শালী।

(সুলেখার প্রবেশ)

সুলেখাঃ (ভয়ে ভয়ে) কি হয়েছে, এই তো আমি।
সুখেনঃ তোকে কি পাড়ায় টোঁ টোঁ করে ঘোরার জন্য আনা হয়েছে?
সুলেখাঃ বা রে পাড়ায় কখন গেলাম ছোট কাকিমার কাছে শাড়িটা পরতে গেছিলাম না?
সুখেনঃ কেন নিজের শাড়ি নিজে পরতে পারিস না?
সুলেখাঃ না
সুখেনঃ নিজের চুল নিজে বাঁধতে পারিস না?
সুলেখাঃ না
শাশুড়ীঃ মা-কাকিরা শেখালে তো পারবে?
সুখেনঃ আজ আবার কলসি ভেঙেছিস?
সুলেখাঃ হ্যাঁ
সুখেনঃ কেন?
সুলেখাঃ অত বড় বড় কলসি নিতে পারি না তাই?

সুখেনঃ অন্যায় করে আবার মুখে মুখে তর্ক করছিস?
সুলেখাঃ বেশ করেছি।
সুখেনঃ বেশ করেছিস (চড় মারতে থাকবে) হ্যাঁ বেশ করেছিস মুখ ভেঙে দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
সুলেখাঃ আহঃ -আহঃ -আহঃ

(সুলেখার মার প্রবেশ। সুলেখা মায়ের পায়ের কাছেই পড়বে।)

সুলেখাঃ মা {ফ্রিজ}

(ফ্রিজ ভাঙবে মিউজিক মা মেয়েকে ধরে ধরে ধরে তুলবে কাঁদতে কাঁদতে)

মাঃ সুলেখা মা আমার।
সুলেখাঃ মা গো (জড়িয়ে ধরে কাঁদবে)
মাঃ (কেঁদে) বাবা সুখেন ওকে অত মারছো কেন?
সুখেনঃ প্রশ্নটা আমাকে না করে আপনার গুণধর মেয়েকেই করুন না। অচল পয়সা, রূপোর টাকা বলে আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন হুঁ

(প্রস্থান)

মাঃ সুখেন শোন বাবা রাগ করোনা তুমি একটু বোঝার চেষ্টা কর।
শাশুড়ীঃ আমার ছেলেকে না বুঝিয়ে নিজের মেয়েটাকে বোঝান কাজ দেবে।
মাঃ কী দোষ করেছে আমার সুলেখা। আমাকে বলুন বেয়ান আমি ওকে শাসন করব।
শাশুড়ীঃ দোষ? না না আপনার মেয়ের গুনের কথা কইয়ে শেষ করা যাবে না রোজ একটা করে কলসি ভাঙে। ভাতের ফ্যান্ গালতে পারে না। কাপড় কাচলে পরিষ্কার হয় না। বাটনা বাটা, মাছ কোটা, রুটি বেলা, ঘর নিকোনো পারে না। এমন কি নিজের শাড়ি পরাটা, চুলটা বাঁধা পর্যন্ত পারে না।
মাঃ আমি বলি কি বেয়ান
শাশুড়ীঃ না আপনি কিছুই বলবেন না শুধুই শুনবেন।
মাঃ ঠিক আছে বলুন?
শাশুড়ীঃ এই পাড়ার চেংড়া চেংড়িদের নিয়ে কিতি্কত্ খেলে, পাকদড়ি খেলে, পুকুরে সাঁতার কেটে এপার ওপার করে।
মাঃ ও এখনও
শাশুড়ীঃ না আমার এখনও শেষ হয়নি। মাথায় ঘোমটা দেয় না। আমার ছেলের সেবা যত্ন করে না। আমাকে তো তোয়াক্কাই করে না, মুখে মুখে চোপরা করে এই আপনাদের শিক্ষা?
মাঃ সবই মানছি বেয়ান, ও তো এখনও ছোট বাচ্চা মেয়ে।

শাশুড়ীঃ কী বললেন ছোট? তা মুখটা অত বড় কেন? বাচ্ছা? তা বিয়ে দিয়ে ছিলেন কেন? জানেন না বিয়ের পর প্রত্যেকটি
মেয়েকে স্বামীর ঘর করতে হয়? কথায় বলে আকে পিঠে দড়ো ঘোড়ার পিঠে চড়ো তবেই স্বামীর ঘর করো। ঠিক আছে বাচ্ছা যখন বাড়ি নিয়ে যাও। চুষিকাঠি মুখে দিয়ে দোলনায় শুইয়ে যত খুশী দোল দাও গে যত সব আদিখ্যেতা।

মাঃ আপনি রাগ করবেন না দিদি আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি। বলছিলাম কি ওকে যদি আমার সাথে পাঠান মানে প্রথম বাচ্চা তো আমার কাছে প্রসব হবে এটাই তো নিয়ম।

শাশুড়ীঃ নয়ম? নিয়ম শেখাচ্ছেন আমাকে? আপনার মেয়ে কোন নিয়ম মেনে চলে? ওই গর্ভবতী অবস্থায় ঝড় উঠলে আম
কুড়াতে ছোটে। পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে খায়। আপনি আপনার মেয়েকে চিরদিনের জন্য নিয়ে যান। আমি ঐ অকম্মা ধিঙ্গি গেছুড়ে বৌ নিয়ে সংসার করতে পারবো না। দরকার হলে খোকাকে আবার বিয়ে দেবো।

মাঃ আপনি একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিন বেয়ান।

শাশুড়ীঃ না শেখানো পড়ানো আমার কাজ নয় ওটা আপনার কাজ। নিয়ে যান ওকে।

মাঃ বেয়ান আমি আপনাকে হাত জোড় করে বলছি এবারের মতো ওকে ক্ষমা করুন। আপনার পায়ে ঠাঁই দিন দিদি।

(হাত ধরবে)

শাশুড়ীঃ ঠিক আছে ঠিক আছে এই শেষবার আর কোন দিন বেগোড়বাই করলে সোজা ঘাড় ধরে রাস্তায় তুলে দেবো।

মাঃ আমি আসি দিদি।

সুলেখাঃ (ছুটে) মা আমি যাব

মাঃ তা কি করে হয় ওনাদের অমতে আমি কি তোকে নিয়ে যেতে পারি?

সুলেখাঃ না আমি বাড়ি যাব।

মাঃ এটাই তো তোর বাড়ি মা।

সুলেখাঃ না আমি থাকব না এরা শুধু বকে আর মারে।

মাঃ সু লেখা (চড় মারে) (যেতে যায়)

সুলেখাঃ (কেঁদে) মা এখানে থাকলে আমি মরে যাব।

মাঃ তাই মরো

(প্রস্থান)

(শাশুড়ী সুখেন দুটো লাঠির তালে তালে হাঁড়ি কাঠ)

সুলেখাঃ- না না না না মা

কোরাসঃ চুপ (ফ্রিজ)

ফ্রিজ ভাঙবে

গান
হারিয়ে আমার কোথায় গেল
সেই যে মধুর দিন গুলি
তেঁতুল মাখা লেবু পাতা
ডুব সাঁতার আর লুকোচুরি
সেই ----------গুলি
হারিয়ে ----------
সাঁঝ নামিতো মায়ের ডাকে
ভয়ে ভয়ে গুটি পায়ে
ঠাকুর মায়ের কোলের পরে
নামতা পড়া শুরু করি
সেই ----------

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(বাচ্চা কোলে সুলেখার প্রবেশ)

সুখেনঃ এ পঙ্গু সন্তান আমি চাই না।
সুলেখাঃ অমন করে বলো না।
শাশুড়ীঃ ওর দোষ লেগেছে।
সুলেখাঃ না না ওর অসুখ করেছে।
সুখেনঃ এটা তোর দোষ
সুলেখাঃ না
শাশুড়ীঃ তোর পাপের ফল
সুলেখাঃ না।
সুখেনঃ তুই পাপী
শাশুড়ীঃ তুই পাপী
সুখেনঃ তুই পাপী
সুলেখাঃ না না না
কোরাসঃ হ্যাঁ (ফ্রিজ)

সূত্রধর
১মঃ এই মেয়ে এখনও বাচ্চা।
২য়ঃ কারণ ওর বয়স এখন ১২ বছর ৪ মাস ১৫ দিন মাত্র
৩য়ঃ আচ্ছা আপনারাই বলুন তো এক জন বাচ্চা কেমন করে আর একটা সুস্থ বাচ্চাকে জন্ম দেবে?
৪র্থঃ অকালের ফসল তাই সকালেই ঝরবে।
কোরাসেঃ সভ্যতার শিখরে দাঁড়িয়েও আজও চলছে বিয়ে বিয়ে খেলা। আপনার ঘরে আমার ঘরেও অবাধে চলেছে খেলা।
মেয়েদের জীবন নিয়ে মরণ খেলা।

(প্রস্থান)

গান
একটা ছোট্টো মেয়ে
দুপুর বেলা
পুতুল নিয়ে করতো খেলা

পঞ্চম দৃশ্য

(হাসপাতাল বেড হবে চেয়ার টেবিল নার্স)
(সুখেন, শাশুড়ি ও সুলেখার প্রবেশ)

কোরাসঃ ডাক্তারবাবু আছেন?
নার্সঃ কি হয়েছে? ও লেবার পেশেন্ট? কই কার্ডটা দিন।
সুখেনঃ আজ্ঞে কার্ড তো নেই
নার্সঃ কার্ড নেই মানে?
সুখেনঃ কার্ড নেই মানে, করানো হয়নি।
নার্সঃ সেকি আয়রন, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়নি?
সুখেনঃ না।
নার্সঃ টিকাগুলিও দেওয়া হয়নি?
শাশুড়িঃ ওসব কিছুই হয়নি বাপু।
নার্সঃ সেকি কথা।
শাশুড়িঃ এর আগে চার চারটে বাড়ীতেই হয়েছে। এবার নেহাত গাঁয়ের ধাই জবাব দিলে তাই এনেছি যা করলে হয় তাড়াতাড়ি কর বাপু বড্ডো কষ্ট পাচ্ছে।
নার্সঃ বাড়ি নিয়ে যান
সুখেনঃ কেন?
নার্সঃ আমরা ভর্তি নেবো না।
সুখেনঃ হাসপাতাল করেছে রুগী ভর্তি নেবে না ? মামদোবাজী?
নার্সঃ কোন প্রতিষেধক টিকা নেননি কার্ড পর্যন্ত করাননি আবার চোখ রাঙাচ্ছেন।
সুখেনঃ আমরা যদি সব ঠিকঠাক কাজ করব তা আপনারা হাসপাতালে বসে কি করবেন? পিঁয়াজি ভাজবেন?
নার্সঃ ভদ্র ভাবে কথা বলুন (চেঁচিয়ে)

(সাহানা ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার সাহানাঃ সিস্টার কি হলো এত চেঁচামেচি কিসের?
নার্সঃ ম্যাডাম এই লেবার পেশেন্টের কোন কাগজপত্র নেই অথচ
ডাক্তার সাহানাঃ সুলেখা সই তুই? সিস্টার ওনাকে এখুনি লেবার রুমে নিয়ে যান কাগজপত্র পরে হবে।
নার্সঃ আজ্ঞে ম্যাডাম আসুন আসুন আপনি। (নিয়ে যায় বেডে শুইয়ে দেয়)
সাহানাঃ (চেক করে) দেখি দেখি
সুলেখাঃ সাহানা সখি তুই ডাক্তার?

সাহানাঃ হ্যাঁ কটা বাচ্চা?
সুলেখাঃ এটা হলে ৫টা তোর বিয়ে হয়েছে? বাচ্চা কটা রে?
সাহানাঃ হ্যাঁ হয়েছে (প্রেসার চেক করবে) একটা মেয়ে
সুলেখাঃ আর নিবি না ?
সাহানাঃ না তুই কথা বলিস না সই।
সুলেখাঃ ছেলে নেই তোর বর মারে না?
সাহানাঃ ধ্যাৎ বর আবার মারে নাকি সে তো আমার বন্ধু রে। এবার একটু চুপ কর।
সুলেখাঃ আ মার ব র আ মা কে খু উ ব মা রে
সাহানাঃ সই তুই চুপ কর সিস্টার সিস্টার
নার্সঃ আজ্ঞে ম্যাডাম
সাহানাঃ অক্সিজেন শীঘ্রই
সুলেখাঃ আমার খুউব কষ্ট বাবা মা আমার জীবনটা নষ্ট আহঃ
আহঃ আ (মারা যাবে)
সাহানাঃ সই সই সুলেখা (চেঁচিয়ে উঠবে কাঁদবে) (ফ্রিজ)

(নেপথ্যে গান)
একটা ছোট্টো মেয়ে
দুপুর বেলা
পুতুল নিয়ে করতো খেলা

সবাই মৃত দেহ নিয়ে ধীরে ধীরে যাবে। সাহানা পিছনে কাঁদতে কাঁদতে যাবে।
(প্রস্থান)

পুতুল নাটক

বাঁচার ঠিকানা

প্রথম দৃশ্য

শুরু (যে কোন একটা তাল দিয়ে শুরু হবে)

পটলঃ নমস্কার আমার নাম মিস্টার পটলবাবু। আমি আমার দল বল নিয়ে আপনাদের এই গ্রামে একটা নাটক দেখাব। এ নাটক আমাদের নাটক। এ নাটক হলেও বাস্তব। তাই আসুন বসুন নাটক দেখুন। তাহলে দেখুন নাটক - "বাঁচার ঠিকানা" ।কি বাচ্চারা, পুতুল নাচ দেখবে তাহলে তালি দিতে ভুলবে না, কেমন। তোমরা যদি ভুলে যাও আমি রাগ করবো আর কোন দিনও আসবো না এবার তাহলে আসি টা - - টা টুকি আসছি খোকাখুকি এই রে সুনীলদাও দেখছি এই দিকেই আসছে, আমি চলি ও থড়ি।

(প্রস্থান)---------- (তাল)

সুনীলঃ চন্দনা কোথায় গেলে।

চন্দনাঃ কী হলো তুমি ? অত চেঁচাচ্ছ কেন ?

সুনীলঃ টিউওয়েল থেকে এক ঘটি চেপে চেপে জল খাওয়াও দেখি।

চন্দনাঃ নিজের কল বসানোর মুরোদ নেই, যখন তখন বাবুর ঠাণ্ডা জল চাই। আমি পরের কলে আর যাব না। পুকুরের জল গেলো। (কেঁদে কেঁদে) লোকের কলে আমি আর যেতে পারবো না।

সুনীলঃ কেন ? বড় বৌদি কি কিছু বলেছে তোমায় ?

চন্দনাঃ তবে নাতো কি, আমি বানিয়ে বলছি ?

সুনীলঃ কী বলেছে ?

চন্দনাঃ তোমার ছেলে এক জগ জল আনতে গেছিল। না হয় একটু বেশী পাম্প করে ফেলেছে তাতে তোমার বৌদি ছেলেটাকে কি-না বললে......... (কাঁদবে)

সুনীলঃ আঃহা প্যান প্যান না করে কি বলেছে তাই বল না।

চন্দনাঃ বলে কিনা এই ছোঁড়া অত হ্যাঁকচাচ্চিস কেন ? ভাল করে কল চাপতে পারিস না, তো তুই আসিস কেন? একটা কলের উপর যত শাই গুষ্টির চাপ, ও আর কত সহ্য করবে ? খারাপ হল বলে। বলি খারাপ হলি তোর বাবা টাকা দেবে, না সারিয়ে দেবে শুনি (কেঁদে কেঁদে) ছেলের ঠেস দিয়ে ও তো আমারে খোঁটা দিলগো।

সুনীলঃ বড় বৌদির আজকাল দেখছি খুব কথা হয়েছে। দুটো পয়সার মুখ দেখেছে তো। ঠিক আছে আজ থেকে তোরা ওদের কলে আর যাবি না। খোঁটা দেওয়া বীজ মারব, কলের ব্যবস্থা না করি তো আমার নাম সুনীল নয় বুঝলি। দু-পয়সার কল পুঁতে গরম দেখাচ্ছে। এক মাঘে শীত যায় না বুঝেছ (রেগে চলে যেতে গিয়ে দাঁড়ায়)।

চন্দনাঃ ও গো তুমি কোথায় যাচ্ছ ? জল খেয়ে যাও।

সুনীলঃ ফেলে দাও ও জল। আমি আজই বসাব কল।

(প্রস্থান) ------ (তাল)

চন্দনাঃ যাক এবার তাহলি আমার বাড়ীও কল হবে। কবে থেকে নয়নের বাবাকে বলি অভাব তো জীবনের সঙ্গী ধার দেনা করে একটা টিউ অয়েল বসাও, না হয় এক আধ মুঠো কম খেয়ে এক আধবেলা না খেয়ে দেনা ঠিক উঠে যাবে। নয়নের বাবা মুখ দিয়ে বলেছে যখন ধার দেনা করে হলেও কল ও ঠিক বসাবে। যাক এত দিনে ঠাকুর মুখ তুলে চাইল। কল আমরাও বসাচ্ছি, দিন সবার সমান যায় না, অত দেমাক ধম্মে সইবে না এই বলে দিলুম।

(প্রস্থান) ------ (তাল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুনীলঃ (পাম্প করবে) নয়ন ---- এই নয়ন।
নয়নঃ আসছি বাবা।
সুনীলঃ চন্দনা ও চন্দনা এই মাকে ডাক।
নয়নঃ ও মা, মা, বাবা ডাকছে কলে জল বেরুচ্ছে দেখবে এসো।
চন্দনাঃ উঃ হু হাতের কাজটাও সারতে দেবে না বাপ বেটাতে চেঁচাচ্ছে কেন কি হয়েছে বল।
সুনীলঃ তোমার কলের জল দেখো কত পরিষ্কার।
চন্দনাঃ সত্যিই তো। হ্যাঁ গো মুখে দিয়ে দেখেছো তো ? বট্‌কা গন্ধ নেই তো ?
সুনীলঃ হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি কোন গন্ধ নেই, তুমি একটু মুখে দাও না গো।
চন্দনাঃ আঃ হাঃ মরণ, বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে।
নয়নঃ মা আমি একটু পাম্প করব। (বায়না)
চন্দনাঃ কর বাবা তোমার বাপের টিউবওয়েল তুমি যত খুশি পাম্প কর বাবা, আমি কিছু বলব না (আদর করে)।

গান ও নাচ
আমি চন্দনা গো চন্দনা গো চন্দনা গো -----------
কারো মুখ নাড়া আমি শুনব না গো শুনব না না না
না শুনব না গো শুনব না
সুনীলঃ এখন থেকে তোমার হল নিজের কল
চন্দনাঃ ঢক্ ঢক্ ঢক্ খাবে তুমি ঠাণ্ডা জল
নয়নঃ যখন তখন পাম্প করিব ছলাৎ ছল
কোরাসঃ আমরা সবাই খাব ঠাণ্ডা জল
আমি যে চন্দনা গো চন্দনা গো চন্দনা গো -----------

চন্দনাঃ আমি কারো মুখ নাড়া সহ্য করব না বুঝলে।

(প্রস্থান) ------ (তাল)

পটলঃ সুনীলদা ও সুনীলদা বাড়ীতে আছো ?

সুনীলঃ কে ?

পটলঃ আমি পটল।

সুনীলঃ ও পটল আয় ভাই আয় বস বস।

পটলঃ না দাদা আজ আর বসবো না। একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি। শুনলাম তুমি নাকি টিউবওয়েল বসিয়েছো ?

সুনীলঃ হ্যাঁ তা ওই ধার দেনা করে আর কি ?

পটলঃ যাক ভালই হয়েছে, কিন্তু জলটা একটু পরীক্ষা করিয়ে নিও।

চন্দনাঃ কেন এত পরিষ্কার জল তার আবার পরীক্ষা কেন ?

পটলঃ বৌদি থাকো তো ঘরে, জানবে কি করে ? আমাদের এই এলাকায় অনেক টিউ অয়েল জলে আর্সেনিক নামে এক রকমের বিষ পাওয়া গেছে। এই আর্সেনিকযুক্ত জল খেয়ে নাকি কঠিন কঠিন রোগ হচ্ছে, অনেকে মারাও যাচ্ছে। তাই বলছিলাম, তোমাদের কলের জলটা একটু পরীক্ষা করেই খেও। আমি এখন আসছি সুনীলদা, বৌদি আসি।

কোরাসঃ হ্যাঁ এসো।

চন্দনাঃ এতো টাকা খরচ করে কল করা।

সুনীলঃ কত টাকা দেনা হয়ে গেল পরীক্ষা করে যদি।

চন্দনাঃ কোনো দরকার নেই । এতো সুন্দর পরিষ্কার জলে কোনো বিষ থাকতে পারে না।

নয়নঃ কিন্তু মা পটল কাকু যে বলল।

চন্দনাঃ এই তুই থামতো ওদের চিনতে আমার বাকি নেই। জল পরীক্ষার নাম করে কিছু টাকা ঝাড়ার ধান্দা। চল চল খেতে চল লোকের কথায় কান না দেওয়াই ভাল, যতসব।

সুনীলঃ তুমি ঠিক বলছে চল চল।

(প্রস্থান) ------ (তাল)

চন্দনাঃ (জগ নিয়ে কল থেকে জল নেবে) নয়ন, এই নয়ন স্কুলে যাবি তো তাড়াতাড়ি কর বাবা (জল খায়)।

নয়নঃ মা তুমি সারাদিন অত জল খাও কেন ?

চন্দনাঃ বারে খাব না নিজের কলের জল বলে কথা। আবার
আমার যে অম্বল গ্যাস। শুনিস না ডাক্তার বাবু বলেন অম্বলে পেট ফাঁকা রেখো না। আর যত পার বেশি বেশি করে জল খাবে। তোর বাবা ধার দেনা করে এই কল করেছে। অভাবের সংসার পেট ভরে জল খাবো না তো কি খাব শুনি। আ -------- আ --------

নয়নঃ একি মা তোমার কি হয়েছে চলো চলো ঘরে চলো।

(প্রস্থান) ------ (তাল)

(সাপ ও চন্দনার প্রবেশ মিউজিক লা ----লা---- চন্দনা খেলাবে সাপ শেষে ছোবল দেবে।) (সাপের বাঁশী বাজবে মিউজিক।)

চন্দনাঃ　আ----- আ-----সাপঃ হাঁ---হাঁ---হাঁ--- বেশ খেলছিস তুই না হাঁ---হাঁ---এবার তোর দিন শেষ হাঁ---হাঁ---

চন্দনাঃ　কে ? কে তুমি ?

সাপঃ　আমি আর্সেনিক হাঁ---হাঁ--- হাঁ---

চন্দনাঃ　আর্সেনিক সে আবার কি জিনিস ?

সাপঃ　আর্সেনিক মানে জানিস না ? সেঁকোবিষ।

চন্দনাঃ　বিষ তুমি কোথায় থাক ?

সাপঃ　কেন তোর সারা শরীর জুড়ে আমি আমার বউ বাচ্চা নিয়ে সংসার পেতেছি। তোর মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, হাত পায়ের তলা ফেঁটে পুঁজ বেরুচ্ছে। তুই নানা রোগে ভুগছিস আমরা কি এমনি এমনি তোর শরীরে রাজত্ব করছি হাঁ---হাঁ--- হাঁ---

চন্দনাঃ　তুমি কোথা থেকে এলে ?

সাপঃ　কেন মাটির তলা থেকে, মাটির তলায় তো আমাদের আদি বাড়ি। তোরা মানুষরা আমাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে এনেছিস।

চন্দনাঃ　কই আমি তো তোমাদের খোঁচাইনি। তাহলে তুমি আমার শরীরে এলে কি করে ?

সাপঃ　(ভেংচি কেটে) খোঁচাসনি। তোরা যে টিউ অয়েল পুতলি, তখন পাইপ দিয়ে আমাদের খোঁচাসনি ? এখন আমরা জলের সাথে মিশে তোদের সবার শরীরে ঢুকে পড়েছি। হাঁ------ হাঁ------

চন্দনাঃ　অনেকেই তো এই কলের জল খাচ্ছে, তবে তুমি আমাকে কেন ক্ষট দিচ্ছো ?

সাপঃ　দেব না, তুই কেন এত কম কম খাস কেন ?

চন্দনাঃ　বারে কম খাব না, একে তো অভাবের সংসার। তার উপর ধার দেনা করে এই যম কল পোতা হয়েছে। দেনা শোধ করতে গিয়ে সংসারে আরো অভাব, স্বামী খাটতে যায় আর ছেলেটা ছোট। তাই ওদের খিদে মিটিয়ে যা থাকে তাই খাই। না থাকে তো--------

সাপঃ　পেট ভরে জল খাস তাই তো ? শোন, তাহলে এই জল যারা যারা পান করেছে আমরা তাদের শরীরে আছি। কিন্তু যাদের যতবেশী অপুষ্টি তাদের আমরা ততবেশী তাড়াতাড়ি কাবু করে ফেলি। আমরা দাপাদাপি ছোটাছুটি বাস করি, এই যেমন তোর শরীরটাই আমাদের রাজধানী। হাঁ------ হাঁ------ ফোঁস-------- ফোঁস।

চন্দনাঃ　ভাই আমার, তুমি আমাকে মুক্তি দাও। আমি মুক্তি চাই দাদা।

সাপঃ　মুক্তি ? হাঁ-----হাঁ------হাঁ-----দাদা ? শুনে রাখ আর্সেনিক কারও ভাই, দাদা, বাপ হয়না। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর শেষ পরিণতি মুক্তি নয়রে মূর্খ, মৃত্যু।

চন্দনাঃ　মৃত্যু! না না আমি মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই। তোমরা আমার সর্ব শরীরে ছেয়ে গেছ। প্রথমে কুষ্ঠ ভেবে লুকিয়ে রেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত পারলাম না, এখন সব পেকে ফেটে পুঁজ

বেরুচ্ছে, রস বেরুচ্ছে আ----আ---- অসহ্য যন্ত্রণা আর পারছি না, দয়া কর, ক্ষমা কর, আর্সেনিক আমায় বাঁচতে দাও, আমি স্বামী, সন্তান নিয়ে বাঁচতে চাই, আমি তোমার পায়ে

সাপঃ তা আর হয়না। আর্সেনিকের চরম পরিণতি ক্যান্সার। তোর তো এখন হয়ে গেছে ক্যান্সার।

চন্দনাঃ না না সে হলে মানুষ নাকি আর বাঁচে না।

সাপঃ হ্যাঁ ঠিক বলেছিস তুই ক্যান্সার‍ু যার নেই কোন অ্যান্সার।

চন্দনাঃ ক্যান্সার! তবে আরও কষ্ট কেন ? মুক্তি চাই না মৃত্যু দাও আমি মৃত্যু চাই আ-----আ-----আর পারছি না আ------আ------

সুনীলঃ কি হয়েছে চন্দনা ? আমি তোমার স্বামী সুনীল। চিনতে পারছো না (কেঁদে কেঁদে) ?

নয়নঃ (কেঁদে কেঁদে) মা - মাগো তোমার কোথায় কষ্ট হচ্ছে মা।

চন্দনাঃ তোরা পালিয়ে যা, ও আমাকে নিতে এসেছে।

নয়নঃ কই কেউ তো নেই মা ? কে তোমায় নিতে এসেছে ?

চন্দনাঃ আর্সেনিক দেখছিস না ? কাল সাপের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে ফোঁস ফোঁস করছে।

সুনীলঃ ভুল বকছে রে তোর মা, ভুল বকছে।

চন্দনাঃ কোথায় তুমি ?

সুনীলঃ এই তো আমি চন্দনা ।

চন্দনাঃ কথা দাও তুমি আর নয়ন আজ থেকে পুকুরের জল খাবে কিন্তু ঐ যমের জল আর খাবে না, কথা দাও।

সুনীলঃ কথা দিলাম।

চন্দনাঃ নয়ন বাপ আমার তুই বড় হয়ে ঐ টিউ অয়েলের বিকল্প কোন জলের ব্যবস্থা করিস বাপ তোর মত কোন নয়ন যেন মা হারা না হয়। সেই জল যেন আর্সেনিক মুক্ত হয়। তখন দেখব আর্সেনিক মুক্ত হয় তখন দেখব আর্সেনিক তুমি কোথায় রাজত্ব কর দেখে নেব তোমাদের। মানুষের ভুলের সুযোগ নেওয়া শয়তান আ----আ-------

সাপঃ (ছোবল মারে)

নয়নঃ হ্যাঁ মা তাই হবে তুমি চুপ কর।

সুনীলঃ চন্দনা শান্ত হও চন্দনা।

চন্দনাঃ আ----আ----

নয়নঃ মা (কান্না)।

সুনীলঃ চন্দনা তুমি চলে গেলে (কান্না)।

(দাদু ও পটলের প্রবেশ) - - - - - - - (তাল)

পটলঃ শান্ত হও নয়ন। ধৈর্য্য ধর সুনীলদা।

সুনীলঃ পটল ভাই সেই জল পরীক্ষা করলাম, যদি আগে তোমার কথা শুনতাম, আমার সংসার ভেসে যেত নারে পটল (কান্না)।

পটলঃ চুপ কর সুনীলদা ভেঙ্গে পড়লে হবে, নয়নকে দেখবে কে।

নয়নঃ কাকু এই আর্সেনিক থেকে বাঁচার কোন বিকল্প রাস্তা নেই ?

পটলঃ হ্যাঁ আছে নয়ন। বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বিদেশী ডিজাইনে তৈরি করে দিচ্ছে বিষমুক্ত পানীয় জলের কুয়ো। পরে আমি তোদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব তাদের।

নয়নঃ হ্যাঁ কাকু আমার মায়ের আত্মার শান্তির জন্য আর আমরাও প্রাণে বাঁচার জন্য ঐ কুয়ো তৈরী করব। মা মাগো তুমি চলে গেলে বাঁচার জন্য জলের কুয়ো এসেছে। মা তুমি চলে গেলে তুমি বড় জল খেতে ভালবাসতে মা ------------

পটলঃ (কান্না) ছাড় বৌদি অনেক কষ্ট যন্ত্রণা পেয়েছেন। এবার ছাড় বাবা আমাদের নিয়ে যেতে দে।

নয়নঃ মা মাগো (কান্না)

সুনীলঃ চন্দনা (কান্না) (গান এ খেলা ঘর ------)

তৃতীয় দৃশ্য

পটলঃ এই গ্রামের সমস্ত মা বোনেদের বলছি। আপনারা ২০ টি পরিবারের ২০ জন মহিলা মিলে একটি স্বনির্ভর দল তৈরি করুন।

দাদুঃ স্বল্প সঞ্চয় করুন মানে নিজেরা একটু একটু করে সঞ্চয় করুন। তার থেকে লোন নিন, আবার শোধ করুন এবং পরিবারের পুষ্টির জন্য সবজি বাগান করুন ও সংসদের সহযোগিতা নেওয়ার চেষ্টা করুন। এই কুয়ো বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিদেশী ডিজাইনে তৈরি।

কোরাসঃ

নাচ/গান

শুনুন শুনুন বন্ধুগণে করি মোরা বর্ণনা
পাড়ায় পাড়ায় কুয়ো করতে ভুলে যেওনা।।
কুয়োর জল খেলে তবে বেশিদিন রইবে ভবে
টিউকলের ওই বিষ জলে মরছে কত চন্দনা।।
পাড়ায় পাড়ায়-----------------------------

নয়নঃ আচ্ছা দাদু বিজ্ঞান সম্মত ভাবে তৈরি সে আবার কেমন কুয়ো ?

দাদুঃ বাঃ বাঃ খুব ভাল প্রশ্ন। এই দেখ এটি একটি কুয়ো, কুয়োর মুখে জাল দিয়ে ঢাকা, তার উপর টিনের ঢাকনা আবার তালা লাগানো।

নয়নঃ বারে জল তুলবো কি করে ?

দাদুঃ কেন পাইপ ফিট্ করে হ্যাণ্ড পাম্পের সাহায্যে কল পাম্প করে কুয়ো থেকে জল তুলে নেবে।

পটলঃ শুধু কুয়ো করলে হবেনা নয়ন ওই ২০টি পরিবারের মহিলাদের নিয়ে একটা কমিটিও তৈরি করতে হবে।

সুনীলঃ কেন, কমিটি কেন ?

পটলঃ বারে ওই সংগঠনগুলি কত টাকা খরচ করে এই কুয়ো তৈরি করে দেবেন। কুয়োটি রক্ষনাবেক্ষন করার জন্যই তো, কমিটি আগে দরকার।

নয়নঃ রক্ষনাবেক্ষনের আবার দরকারটাই বা কি আছে ? ওটার তো ঢাকনা দেওয়াই আছে। নোংরা আবর্জনা তো পড়তে পারবে না।

দাদুঃ তবুও দরকার আছে ভাই। কারণ ১৫ দিন অন্তর ওই কুয়োর জলে থিয়োলিন নামে একটা ওষুধ দিতে হবে। কারণ ওই ওষুধের সমস্ত জীবানু মেরে দেবে।

নয়নঃ ও বাবা কি করে ওষুধ দেবে, কুয়োয় যে তালা মারা।

পটলঃ কিন্তু চাবিটা থাকবে কমিটির একজনের কাছে।

সুনীলঃ আর ওষুধের খরচা ?

দাদুঃ ওই ২০টি পরিবার দেবে।

নয়নঃ যদি তাদের কেনার মত ক্ষমতা না থাকে তাহলে তো ওষুধে দিতে পারবে না ।

দাদুঃ নিশ্চয়ই পারবে। কেননা ওষুধটির দাম খুব কম।

পটলঃ প্রত্যেক পরিবার যদি ১০ টাকা করে চাঁদা দেয় তাহলে এই কুয়োটি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণা করবেন কমিটি, বুঝলে।

সুনীলঃ মানুষ টিউ অয়েল বসাতে হাজার হাজার টাকা খরচ করছেন, তাও বিষ যুক্ত জল।

দাদুঃ আর বিষমুক্ত জলের জন্য মানুষ মাসে ১০ টাকা খরচ করতে পারবে না ? এটা আবার হয় নাকি। তুমি মানুষকে এতো ছোট ভেবনা।

নয়নঃ এখন জলের সমস্যা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

কোরাসঃ বিষমুক্ত জল চাই, পাড়ায় পাড়ায় কুয়ো তাই।

নয়নঃ ঠাণ্ডা সে জল খাবে ভাই ?

সুনীলঃ আমরা করব জলের কুয়ো, আপনারাও কি ভাবছেন খুড়ো।

পটলঃ রোগা মোটা বলবান, আর্সেনিক হতে সাবধান।

গান/নাচ

আ----- হা------- হা-------

আজ আর্সেনিক থেকে সবাই, সাবধান হও

মৃত্যু ভয় হতে সবাই, সাবধান হও

সাবধান হও, সাবধান হও, সাবধান হও

হও ভাই সাবধান হও

আ----- হা------- হা-------

আজ বিষে বিষে ধুকবে কেন তোমরা ------- তোমরা

আজ অকাল বেলায় মরবে কেন তোমরা ------- তোমরা

লোক লাজে ভুলে সবাই, এগিয়ে এসে

কুয়োর জলে ঢক্ ঢক্ ঢক্, প্রাণ জুড়িয়ে নাও

সাবধান হও------------------------

- সমাপ্ত -

স্বপ্না দাস
একজন সৃষ্টিশীল নাটকের মানুষ স্বপ্না দাস। নাটক এবং অভিনয় কলার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন বিগত দুই দশক ধরে। তিনি তার নাটকগুলিতে নিরলস ভাবে ধরতে চেয়েছেন গ্রামীণ জীবনের অতি জ্বলন্ত সমস্যাগুলি।
সেইজন্য গ্রাম থেকে গ্রমান্তরে অসংখ্য কর্মশালার মধ্যে দিয়ে স্বপ্না প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছেন, তৈরি করে চলেছেন সেইসব তরুন তরুনীদের যারা নাটকের মাধ্যমে গড়ে তুলবে মানবিক সামাজিক ব্যাবস্থা।

স্বপন দাস
বিগত তিন দশক ধরে নাট্যকলার প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক পরিসরে গ্রামবাংলার নাট্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এক নিরলস কর্মী। তিনি নাটক রচনা, সম্পাদনা ও পরিচালনা করেছেন। এমন কী অভিনয় ও করেছেন দেশ এবং বিদেশের সম্ভ্রান্ত নাট্যচর্চার পরিসরে এবং তার জন্য মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় পথ নাটক উৎসবে পুরস্কৃতও হয়েছেন। আমাদের রাজ্য এবং রাজ্যর বাইরে নাট্য কর্মশালাও করেছেন একাধিকবার তিনি মনে করেন নাটক আসলে মানবিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।